নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার

শক ওয়েভ

মূল। ক্লাইভ কাসলার

রূপান্তর। মখদুম আহমেদ

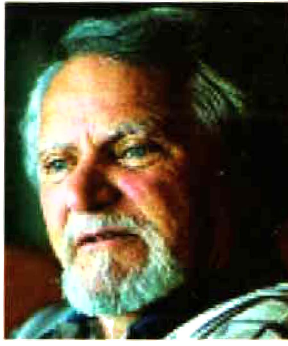


সাগরে লেগেছে মড়ক-সমস্ত জলজ প্রাণিকুলের অস্তিত্ব হুমকির মুখোমুখি আজ। এমনি এক সময়ে অভিযাত্রী ডার্ক পিট উদ্ধার করলো দুর্ঘটনাকবলিত একটি জাহাজের যাত্রীদের। তাদেরই একজন মেইভ ফ্লেচার নামের রূপসী মেয়েটি। কিন্তু দ্রুতই পিট আবিষ্কার করলো, প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয় নয়, বরঞ্চ সাগরের এই মহামারীর জন্যে দায়ী মেইভের বাবা আর দুই বোন।

শুরু হলো ঝড়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ক্ষুধা আর তৃষ্ণার সঙ্গে লড়ে শেষমেষ পিট মুখোমুখি হলো আর্থার ডরসেটের। মহা ট্রাজেডির আর বেশি দেরী নেই- জিততে হলে লড়তে হবে তাকে।

অ্যাডভেঞ্চারের গ্রান্ড মাস্টার ক্লাইভ কাসলার-এর মনোজ্ঞ উপন্যাস শক ওয়েভ-এর টান টান উত্তেজনা আপনাকে স্পর্শ করতে বাধ্য।


ISBN 984 7005 00025 0
9 847005 000250



আমেরিকান রোমাঞ্চ উপন্যাসের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, ক্লাইভ কাসলারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্যাসাডোনিয়া সিটি কলেজে দুই বছর পড়েছিলেন, পরে কোরিয়ার সাথে যুদ্ধের সময় বিমান বাহিনীতে নাম লেখান। বিমান বাহিনীতে তার কাজ ছিলো বিমান-মেকানিক এবং মিলিটারি এয়ার ট্রান্সপোর্টের ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের। ওখানকার চাকরির মেয়াদ শেষ হ'তে আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞাপনী সংস্থায় পরিচালক হিসেবে কাজ করেন কাসলার। তার প্রযোজিত রেডিও এবং টিভি বিজ্ঞাপন কান্ চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কারসহ আরো বেশ কটি পুরস্কারে ভূষিত হয়।

১৯৬৫ সাল থেকে লেখালিখি শুরু করেন তিনি, ১৯৭৩-এ আসে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র ডার্ক পিট-কে নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস। ১৯৯৭ সালের মে মাসে তিনি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক থেকে পি.এইচ.ডি অর্জন করেন।

ক্লাইভ কাসলার, আমেরিকার জাতীয় সামুদ্রিক গবেষণা এবং মেরিন এজেন্সি (ন্যাশনাল আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি, সংক্ষেপে, নুমা'র) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এবং তাঁর দুঃসাহসী সহযোগীরা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সমুদ্রের তলদেশ থেকে ৬০টির মতো দুর্লভ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, প্রথম ডুবে যাওয়া সাবমেরিন, ইউ এস এস হানলি, কনফেডারেট জাহাজ, নেভি বিমান এবং টাইটানিকের বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের উদ্ধার করা জাহাজ, কার্পেথিয়ার ধ্বংসাবশেষ।

চৌপদ গাড়ির বিখ্যাত একটা সংগ্রহশালা আছে কাসলারের। ১৪০টিরও বেশি অ্যান্টিক গাড়ির মালিক তিনি। ৪০টিরও বেশি ভাষায় প্রকাশিত হয় তাঁর বই, ১২৫ মিলিয়ন পাঠক ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী জুড়ে। তাঁর আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায় রয়েছে, *দ্য মেডিটারেনিয়ান কেইপার, আইসবার্গ, ভিক্সেন ০৩, ট্রেজার, ড্রাগন, সাহারা, ইনকা গোল্ড, ডিপ সিক্স* প্রভৃতি।

প্রচ্ছদ চিত্রণ । মাহবুব কামরান

শক ওয়েভ

মূল ক্লাইভ কাসলার

রূপান্তর মখদুম আহমেদ



মিজান পাবলিশার্স



প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী পিএমজেএফ
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল ০১৫৫২৩৯১৩৪১, ০১৭১১ ৪০০২১৮
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৭১১২৩৯১
E-mail info@mizanpublishers.com
www.mizanpublishers.com

প্রকাশকাল একুশে বইমেলা-২০০৯

প্রচ্ছদ
মাহবুব কামরান

বর্ণবিন্যাস
লাভলী কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজার (চতুর্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১১২৩৯৫

মূল্য
২৯০ টাকা মাত্র

ISBN
984-70050-0025-0

Shok Weave By Klive Kalsar Translate by Makdum Ahmed
Published by Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary PMJF
Mizan Publishers. 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka-1100
Printed by Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt) Limited
24 Srish Das Lane, Dhaka-1100

শক ওয়েভ

মূলঃ ক্লাইভ কাসলার

অনুবাদঃ মখদুম আহমেদ

কৃতজ্ঞতা: MUNNA

স্ক্যানঃ ROKAN & SEFAT

EDITED BY: SUVOM

অনুবাদক

লেখক, অনুবাদক ডা. মখদুম আহমেদের জন্ম ঢাকা শহরে, এই নগরেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা কলেজ এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে। মূলত, ইংরেজি ভাষায় পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে পরিচিতি এবং অনুবাদে হাতেখড়ি। মেডিসিন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হওয়ার আকাঙ্খা থেকে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখন। ইতোমধ্যে বিশ্বখ্যাত বেশকিছু উপন্যাস রূপান্তরের মাধ্যমে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরো।

পিতা-মাতা : রোকন উদ্দিন আহমেদ ও সালমা আহমেদ।

প্রিয় শখ লেখালেখি এবং স্প্যানিশ গিটার বাজানো।

কর্মস্থল ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা এবং বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন।

সাহিত্য-কর্ম ফিচার, কবিতা, অনুবাদ। প্রথম উপন্যাস *অজস্র জনম ধ'রে* প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায়। ইংরেজি ভাষায় লেখা মেমোয়ার, *দ্য ডায়রী অব আ ট্রেইনি ডক্টর* আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

প্রিয় সাহিত্যিক জীবনানন্দ দাস, হুমায়ুন আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, হরিপদ দত্ত, কবীর চৌধুরী, কাজী আনোয়ার হোসেন, উইলবার স্মিথ, ড্যান ব্রাউন, জেফরী আর্চার, স্টিফেন কিং, ক্লাইভ কাসলার এবং ইসমাইল কাদের।

আন্তর্জাতিক সম্মাননা ডা. মখদুম আহমেদ সম্প্রতি *অস্ট্রেলিয়ান লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০০৯)*-এ ভূষিত হয়েছেন।

যোগাযোগ : robin-ssmc@yahoo.com (ই মেইল)।

ক্লাইভ কাসলারের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

ট্রেজার
ড্রাগন
সাহারা
ইন্‌কা গোল্ড
ভিক্সেন ০৩
আটলান্টিস ফাউন্ড
ফ্লাড টাইড
সারপেন্ট
সাইক্লপস্
রেইজ দ্য টাইটানিক!
ডিপ সিক্স

মখদুম আহমেদের অন্যান্য অনুবাদ

রিভার গড (উইলবার স্মিথ)
দ্য সেভেন্থ স্ক্রোল (উইলবার স্মিথ)
ক্রাই উলফ্ (উইলবার স্মিথ)
এ টাইম টু ডাই (উইলবার স্মিথ)
ওয়াইল্ড জাস্টিস (উইলবার স্মিথ)
ট্রেজার (ক্লাইভ কাসলার)
ড্রাগন (ক্লাইভ কাসলার)
সাহারা (ক্লাইভ কাসলার)
মে ডে! (ক্লাইভ কাসলার)
ক্যারি (স্টিফেন কিং)
ক্যাট অ্যান্ড মাউস (জেমস প্যাটারসন)
নট এ পেনি মোর, নট এ পেনি লেস (জেফরী আর্চার)

শিশুতোষ

মহাকাশের গ্রহ-তারা

চিকিৎসা বিজ্ঞান

বংশগত রক্তস্বল্পতাজনিত মারাত্মক রোগ থ্যালাসিমিয়া

সূচিপত্র

গ্ল্যাডিয়েটর-এর ভেলা

জানুয়ারি ১৭, ১৮৫৬ সাল
তাসমান সাগর

১৮৫৪ সালে স্কটল্যান্ডের আবেরদিনে প্রস্তুত করা চারটি ক্লিপার জাহাজের মধ্যে একটা সবার চেয়ে আলাদা। তার নাম *গ্ল্যাডিয়েটর*, ১২৫৬ টন ওজনের ১৯৮ ফুট দৈর্ঘ্যের অনন্য এক জাহাজ ওটা।

কিন্তু দুভার্গ্য ওর— মরণের জন্যে যেনো তৈরি গ্ল্যাডিয়েটর।

অন্যতম রূঢ় চালক, ক্যাপ্টেন চার্লস "গোঁয়ার" স্ক্যাগস্ হলেন গ্ল্যাডিয়েটরের অধিনায়ক। নিজের ক্রুদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচারের জন্যে সুবিদিত ছিলেন স্ক্যাগস্। অবশ্য, এমন ব্যবহারে যে কাজ হতো না, তা নয়। মাত্র তৃতীয় যাত্রায় রেকর্ড ভেঙে ৬৩ দিনে ইংল্যান্ড থেকে নিজের ডেঁরা অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে এসেছিলো গ্ল্যাডিয়েটর।

প্রথম দিকে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের বহন করতো এই জাহাজ। খুনই হোক বা পকেটমারি— যে-কোনো অপরাধের সাজা তখন একটাই— পেনাল কলোনিতে পাঠাও বন্দিদের। এমনকি, আলাদাভাবে মহিলাদেরও পাঠানো হতো তখন। যথেচ্ছ অত্যাচার, খাবার আর পানির কষ্টে ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকতো বন্দিরা, এই যাত্রায়। অবর্ণনীয় সেই অত্যাচার। কারো অভাব অভিযোগ শোনার লোক ছিলেন না কমান্ডার স্ক্যাগস।

এই বারের যাত্রায় আরো একটা রেকর্ডের গন্ধ পাচ্ছে সে। লন্ডন থেকে ছেড়ে এসেছেন বাহান্ন দিন হলো, যাচ্ছেন সিডনি বন্দরের উদ্দেশ্যে। ১৯২ জন আসামী, ২৪ জন মহিলাসহ, পাগলের মতো জাহাজ চালালেন স্ক্যাগস।

কিন্তু এবারে আর ভাগ্য প্রসন্ন নয়। দিগন্তে দেখা দিলো সর্বনাশ।

বিক্ষুব্ধ সাগরের কোপানলে পরে ধ্বংস হয়ে গেলো মাস্তুল। ক্যাপ্টেনের কেবিন ছিন্নভিন্ন হলো নিমিষে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টুকরো কাঠের মতো প্রকান্ড ঢেউয়ে মাতাল নাচন শুরু করে দিলো গ্ল্যাডিয়েটর। চরম পরিণতির জন্যে তৈরি তার অসহায় বন্দিরা। জানা গেলো না, কখন, কিভাবে সাগরের অতল তলে ঠাঁই হলো গ্ল্যাডিয়েটরের।

দুই সপ্তাহ পরেও গ্ল্যাডিয়েটর যখন বন্দরে পৌঁছলো না, তার সন্ধানে নামলো বিভিন্ন জাহাজ। কিন্তু কিছুই খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলো না। কোনো লাশ বা সাগরে

ভাসমান ধ্বংসাবশেষ— কিচ্ছু না। সবাই মেনে নিলো, ডুবে গেছে গ্ল্যাডিয়েটর। সময়ের আঁচড়ে সবাই একদিন ভুলে গেলো তার কথা।

কিছু কিছু জাহাজের বদনাম থাকে, মরে গিয়েও ভূত হয়ে ভেসে থাকার। অনেক নাবিকই মনে করেন, কমান্ডার স্ক্যাগস-এর দুর্বিনীত চালনাই কাল হয়েছে জাহাজটার জন্যে।

লন্ডনের লয়েসডস-এর জাহাজ সম্পর্কিত খাতায় লিখা হলো গ্ল্যাডিয়েটরের নিরুদ্দেশ কথা।

এরও তিন বছর পর রহস্যময়ী এই জাহাজের কথা আবারো পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এলো।

কিন্তু গ্ল্যাডিয়েটর ঠিকই বেঁচে ছিলো। সর্বনাশা সেই টাইফুন শেষ হবার পর, কোনো ক্রমে ভেসে ছিলো জাহাজটা। কিন্তু শেষ রক্ষা হবার নয়। নাছোড়বান্দা স্ক্যাগস বহু সময় প্রাণান্ত চেষ্টার পর ক্ষান্ত দিলেন প্রচেষ্টায়। যতোই আর পানি সেচা হোক, চেষ্টা করা হোক ফাঁক-ফোঁকড় বন্ধ করার, এই জাহাজের নিয়তি ডুবে যাওয়া।

কাজেই, নিচের ডেকে নেমে ক্ষত-বিক্ষত ক্রুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন স্ক্যাগস। 'আমাদের অবস্থা ভালো নয়, জাহাজের ডুবে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার।' কমান্ডার বলে চলেন, 'ঈশ্বরের নামে, জাহাজের প্রতিটি প্রাণির জীবন রক্ষায় চেষ্টা করবো আমি। এমন বিশাল একটা ভেলা পানিতে নামাতে চাই, যাতে গ্ল্যাডিয়েটরের প্রতিটি প্রাণির স্থান সংকুলান হয়। এতে করে অস্ট্রেলিয়ার মেইনল্যান্ড থেকে আসা কোনো না কোনো জাহাজ আমাদের উদ্ধার করতে পারবে।'

'কিছু যদি মনে না করেন, ক্যাপ্টেন, কেনো এমন মনে করছেন কেউ আমাদের উদ্ধার করবে?' জানতে চাইলো একটা পুরুষ কণ্ঠ। বিশাল আকৃতির, শৌখিন কাপড়ের মানুষ।

নিজের লেফটেনেন্টের দিকে ফিরে স্ক্যাগস জানতে চাইলেন, 'এই ব্যাটা কে?'

'নাম জেস ডরসেট।'

'মানে, সেই হাইওয়েম্যান?' ভুরু উঁচায় স্ক্যাগস।

'লিখতে-পড়তে জানা চালু লোক। ধরা পরার আগে প্রচুর টাকা বানিয়েছিলো।'

এবারে, ডরসেটের দিকে ফিরে স্ক্যাগস বলেন, 'কাজ করুন। গতর খাটুন। আমরা একটা ভেলা বানাচ্ছি।'

পরস্পরের প্রতি ওদের ঘৃণা আরো স্পষ্ট হলো দৃষ্টিতে।

অতপর জাহাজের তক্তা খুলে, ক্রু এবং যাত্রীদের সহায়তায় তৈরি হলো গ্ল্যাডিয়েটরের ভেলা। ভাগ্য ভালো, সাগর শান্ত রইলো পুরোটা সময়। এমনকি,

যেদিন এই ভেলা পানিতে নামানো হলো, সেদিনও পানি একেবারে শান্ত। আকাশও পরিষ্কার। ৬০০ মাইল দূরে নিউজিল্যান্ডের পশ্চিম তীরের উদ্দেশ্যে দাঁড় বাইতে লাগলো স্ক্যাগস-এর ভেলা।

সোনালি চুলের একটা লম্বা মেয়েকে বেশ কদিন ধরেই পরখ করে দেখছিলো জেস ডরসেট। সামনের মাস্তুলের কাছেই পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে সে। দেখলে বোঝা যায়, শক্ত মনের মেয়ে। চুপচাপ, নিঃসঙ্গ।

'ইংল্যান্ডের কথা ভাবছেন?' জেস জানতে চায়, হাসিমুখে।

মুখ ফিরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ওকে দেখলো মেয়েটা। যেনো বুঝে উঠতে চাইলো, কথা বলবে কি না।

'কর্নওয়ালের কাছের ছোট্ট একটা গ্রামের মেয়ে আমি।'

'গ্রেফতার করা হয়েছে কোত্থেকে?'

'ফালমাউথ।'

'রাণি ভিক্টোরিয়াকে হত্যা প্রচেষ্টার জন্যে?'

হাসিতে উজ্জ্বল হলো মেয়েটার চোখ। 'না। কম্বল চুরি করতে গিয়ে।'

'তবে তো নিশ্চই আপনার তখন খুব শীত লাগছিলো।'

'না। আমার বাবার জন্যে। ফুসফুসের রোগে মারা যাচ্ছিলেন তিনি।'

'ওহ। আমি দুঃখিত।'

'আমি আপনাকে চিনি। হাইওয়েম্যান। তাই না?'

'ছিলাম। কিন্তু আমার ঘোড়াটার পা ভেঙে গেলে রাণির লোকেরা ধরে ফেলে।'

'জানি। জেস ডরসেট।'

মেয়েটা ওর নাম জানে! অবাক হলো জেস। 'আর আপনি..?'

'বেটসি ফ্লেচার,' কোনো রকম দ্বিধাছাড়াই বললো বেটসি।

'বেটসি,' চটপট বলে উঠলো ডরসেট। 'ধরে নাও, এখানে আমি তোমার রক্ষক।'

'নিজেকে ভালোই রক্ষা করতে পারি আমি। কোনো হাইওয়েম্যানের দরকার নেই।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওই যে বদমাশ স্ক্যাগস আসছে। পরে কথা হবে।'

সেদিন থেকেই খারাপ হতে শুরু করলো আবহাওয়া। চরম ঝড়ে উথলে উঠলো সাগর। অসহায় ভেলার অধিবাসীরা দড়ি ধরে আটকে রাখলো নিজেদের। চারদিন-চাররাত ঝড়ের তান্ডব সহ্য করতে হলো ওদেরকে। দিন বা রাত— কিছুই ঠাওর হয় না। সাতাশজন বন্দি পানিতে ভেসে গেলো, কোনো চিহ্নই রইলো না তাদের।

ছিঁড়ে গেছে পাল, কোনো খাদ্য-খাবার সাথে নেই। ভাঙাচোরা এই ভেলা আর কোনোদিনই নিউজিল্যান্ডের উপকূল দেখবে না— বোঝা হয়ে গেছে প্রতিটি প্রাণির। ওদিকে চারপাশের পানিতে ওদের আসন্ন মৃত্যুর খবর টের পেয়ে গেছে হাঙরেরা।

ওদিকে, সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা এতোকাল বন্দিত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে বিদ্রোহ করে বসলো। অস্ত্র হাতিয়ে নিয়ে ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসা স্ক্যাগস-এর সৈনিকদের আক্রমণ করে বসলো তারা। অর্থহীন এক হত্যাযজ্ঞ শুরু হলো গ্ল্যাডিয়েটরের ভেলায়। মানুষ, মানুষকে মেরে ফেলছে অকারণেই, যদিও জানে, এখান থেকে মুক্তি নেই কারো। কিন্তু শেষমেষ, পরাজিত হলো বিদ্রোহীরা। পুরোটা সময় বেটসির পাশে পাশে রইলো ডরসেট।

পনেরোতম দিনের দিন দেখা গেলো স্ক্যাগস, ডরসেট, বেটসি ফ্লেচার, তিনজন নাবিক, চারজন বিদ্রোহী আসামী, তারমধ্যে একজন মহিলা কেবল বেঁচে আছে।

এবারে ভাগ্য সহায় হলো ওদের। স্রোতের টানে পরে একটা ল্যাগুনের চারপাশের প্রবাল রীফের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেলো ভেলা। সাঁতার জানে না বেটসি। পুরোটা সময় ওকে আগলে রাখলো ডরসেট। অবাক করা ব্যাপার— নিশ্চিত মৃত্যুর হাত বেঁচে গিয়ে স্ক্যাগসও যেনো ভালো মানুষ হয়ে গেছে। প্রাণান্ত কষ্ট করে প্রবাল প্রাচীর পার করতে প্রত্যেককে সহায়তা করলো সেও।

অবশেষে, কোরাল রিফ পেরিয়ে সাদা বালুকাবেলায় উঠে এলো ওরা। দ্বীপের দক্ষিণ কোণের আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি একটা সুপেয় পানির ঝর্ণা প্রাণ বাঁচালো ওদের। মিললো মিষ্টি ফল। ২৩১ জন যাত্রীর মধ্যে কেবল আটজন বেঁচেছিলো সাগরের সেই অবর্ণনীয় কষ্ট বিশ্ববাসীর কাছে বলার জন্যে।

ছয় মাস হলো গ্ল্যাডিয়েটর নিখোঁজ হয়েছে। এমনি সময় সিডনীর কাছের একটা দ্বীপের বালুতে তলোয়ার ধরা অবস্থায় একটা কাঠের ভাস্কর্য খুঁজে পেলো এক জেলে। অকল্যান্ডের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে এক জাদুঘরে স্থান হলো ওটার। গ্ল্যাডিয়েটরের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে।

১৮৫৮ সালে *সিডনী মর্নিং হেরাল্ডে* প্রকাশিত হলো একটা আর্টিকেল। গ্ল্যাডিয়েটরের রহস্য সমাধা হলো সেদিনই।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা

অনেক আজব ঘটনাই ঘটে সাগরে, কিন্তু ক্যাপ্টেন চার্লস "গোঁয়ার" স্ক্যাগস-এর ফিরে আসা সম্ভবত কল্পনাকেও হার মানায়। ১৮৫৬ সালে সিডনীর মাত্র ৩০০ মাইল দূরে ডুবে যায় তাঁর জাহাজ গ্ল্যাডিয়েটর।

অচিহ্নিত এক দ্বীপে বসে ক্যাপ্টেন এবং তাঁর একমাত্র বেঁচে যাওয়া নাবিক মিলে ছোট্ট নৌকা তৈরি করে সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছেন সিডনী বন্দরে।

ক্যাপ্টেনের মতে, কেবল তিনি এবং আরো দুজন নাবিক একটা দ্বীপে উঠেন। দুই বছরের প্রাণান্ত পরিশ্রম শেষে একটা নৌকা তৈরি করতে সমর্থ হন তারা।

তাঁর ক্রু, থোমাস কোচরান ছিলেন জাহাজের কাঠমিস্ত্রি। তাদেরকে দেখে আশ্চর্যজনক হলেও দারুণ সুস্থ দেখাচ্ছিলো। গ্ল্যাডিয়েটরের বাকি সবার মৃত্যুর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্ক্যাগস। ইংল্যান্ডগামী জাহাজে উঠার জন্যে উতলা হয়ে ছিলেন তারা দুজনেই। নিজের সমস্ত নেভিগেশনাল ইন্সট্রুমেন্ট হারিয়ে ফেলায় কমান্ডার স্ক্যাগস সেই দ্বীপ আর সনাক্ত করতে পারেন নি। তাঁর অনুমান, সিডনী থেকে ৩৫০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সেই দ্বীপের অবস্থান। যদিও অন্য নাবিকেরা বলাবলি করছে, ওই অবস্থানে কোনো মাটি নেই।

প্রথম পর্ব

অদৃশ্য মৃত্যু

১৪ জানুয়ারি, ২০০০ সাল।
শেইমোর দ্বীপ, অ্যান্টার্কটিক।

১.

দ্বীপটায় যেনো মৃত্যুর অভিশাপ আছে। বহুকাল আগে থেকেই প্রকৃতির কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে, এই পাথুরে দ্বীপ থেকে দূরে সরে থাকো। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যারাই পা ফেলে এখানে, তাদের সাধারণত আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হয় না। অন্তত শেইমোরে ছড়িয়ে থাকা কবরগুলো সেই সাক্ষ্যই দেয়।

দ্বীপটায় দেখার মত তেমন কিছুই নেই। বহুকাল আগে বিস্ফোরিত হয়েছিল আগ্নেয়গিরি, সেই থেকে পুরু ছাই গোটা দ্বীপ ঢেকে রেখেছে। সেজন্যেই অ্যান্টার্কটিক মহাদেশ খুব বেশি দূর না হলেও এখানে কখনও বরফ জমতে পারে না, গাছপালাও জন্মায় না। পাহাড় আর উপত্যকার রঙ ধূসর ও কালচে, একঘেয়ে আর বৈচিত্র্যহীন। কয়েক জাতের আগাছা ছাড়া গাছপালা কিচ্ছু নেই। ঘর বানাবার জন্যে অঢেল ছোট পাথর থাকায় এখানে শুধু পেঙ্গুইনরা বাস করে। ডিম পাড়ার জন্যে নির্জন শেইমোর তাদের জন্যে আদর্শ জায়গা।

প্রকৃতি প্রথম বার হুঁশিয়ার করে দেয় আঠারোশো ঊনষাট সালে। একদল নরওয়েজিয়ান নাবিক অ্যান্টার্কটিক অভিযানে বেরিয়ে এদিকে এসেছিল, বরফে ধাক্কা খেয়ে তাদের জাহাজ ভেঙে যায়। শেইমোরে আশ্রয় নেয় তারা। সঙ্গে যে খাবার ছিল তাদের দুটো শীত কোনরকমে কাটল, তারপর একে একে মারা গেল সবাই। নিখোঁজ হবার প্রায় এক যুগ পর তাদের অবিকৃত লাশ আবিষ্কার করল ব্রিটিশরা, শেইমোরে একটা হোয়েলিং স্টেশন গড়ে তুলতে এসে। অসম্ভব ঠাণ্ডা বলেই লাশগুলোয় পচন ধরেনি। পাথর কেটে কবর তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, ব্রিটিশরা অবশ্য কাজটা খুব যত্নের সঙ্গেই করে।

ওই কবরস্থানে পরে আরও অনেক লোককে জায়গা দিতে হয়। তিমি ধরার মরশুম শুরু হবার আগে রহস্যময় অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে কিছু লোকের মারা যাওয়াটা প্রতি বছর যেন একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। আর মরশুম শুরু হবার পর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু তো আছেই। প্রতি বছর আরও কিছু লোক প্রাণ হারাল হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন থেকে দূরে চলে যাওয়ায়— হয় তারা অপ্রত্যাশিত ঝড়ের মধ্যে পড়ে, নয়তো তীব্র ঠাণ্ডায় বরফে পরিণত হয়। এদের প্রত্যেকের কবরই চিহ্নিত করা আছে। শীতে আটকা পড়া হোয়েলাররা আর কোন কাজ না পেয়ে পাথরের

ফলকে বাটালি দিয়ে মৃত ব্যক্তির নাম খোদাই করত। অপমৃত্যুর সংখ্যা মাত্রা ছাড়াতে উনিশশো তেত্রিশ সালে ব্রিটিশরা স্টেশনটা বন্ধ করে দেয়। ততদিনে ছোট দ্বীপ শেইমোরে ষাটজন লোককে কবর দেয়া হয়েছে।

শেইমোর প্রায় পরিত্যক্ত দ্বীপ হলেও, আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, অভিযাত্রী আর নাবিকদের অস্থির আত্মা নিশ্চয়ই আজও এখানে ঘোরাফেরা করে। তারা কি কখনও ভাবতে পেরেছে যে তাদের এই বিশ্রামের জায়গায় ভিড় জমাবেন সরকারী হিসাবরক্ষক, আইনবিদ, গৃহবধূ, অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর নাগরিকরা? ভাবতে পেরেছে, শেইমোরে তাঁরা আসবেন বিশাল এক বিলাসবহুল প্লেজার শিপে চড়ে? তীরে নেমে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেন কবরগুলো দিকে, ফলকে খোদাই করা নামগুলো বিড়বিড় করে পড়বেন? শেইমোরে পা দিয়ে খুব কম লোকই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে, কে জানে প্রকৃতির সেই পুরানো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ট্যুরিস্ট দলটারও কোন ক্ষতি বা বিপদ হয় কি-না।

ভাসমান প্রাসাদ, পোলার কুইন থেকে আরোহীরা শেইমোর দ্বীপে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সবাই তাঁরা কৌতূহলী ও উত্তেজিত, দ্বীপটা সম্পর্কে কারও মনে কোন ভয় নেই। এই প্রথম কোন ট্যুরিস্ট পার্টি পা ফেলছে শেইমোরে, কাজেই এ সম্পর্ক নতুন একটা অভিজ্ঞতা। প্ল্যান অনুসারে এদিকের পাঁচটা দ্বীপে নামবেন তাঁরা, শেইমোর পড়েছে তিন নম্বরে। ট্যুরিস্টরা বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ান, তবে কিছু আমেরিকানও আছে; প্রায় সবাই প্রতি বছর নিয়মিত ভ্রমণে বেরোন। ইতোমধ্যে নাম করা বেশিরভাগ জায়গাই তাঁদের দেখা হয়ে গেছে। এখন তাঁরা এমন সব জায়গা দেখতে চান যেখানে আগে খুব কম লোকই গেছে। ডেকে, বোর্ডিং মইয়ের কাছে ভিড় করেছেন সবাই, টেলিফটো লেন্স তাক করে রেখেছেন ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইনের দিকে। ওঁদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেইভ, ইতোমধ্যে বিলি করা কমলা রঙের ইনসুলাটেড জ্যাকেট আর লাইফ জ্যাকেট চেক করছে। মেইভ সত্যি অদ্ভুত এক মেয়ে। সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকা চাই, প্রাণশক্তিও যেন ফুরোবার নয়। এই দলে মহিলা যাঁরা আছেন তাঁদের সবার চেয়ে লম্বা ও ব্যায়ামপুষ্ট সুঠাম শরীর। ওর লালচে-সোনালি লম্বা চুল একজোড়া সাপের আকৃতি পেয়েছে, বেণী হয়ে ঝুলছে পিঠে। চোখ দুটোয় গভীর সাগরের নীল খেলা করে, চওড়া চোয়াল, ঠোঁটে সবসময় আন্তরিক হাসি লেগে আছে— ওপরের সারির একজোড়া দাঁতের মাঝখানে খুদে একটা ফাঁক।

মেইভের বয়স সাতাশ। জুলজিতে মাস্টার্স করেছে। গ্র্যাজুয়েট হবার পর মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে তিন বছরের একটা কোর্স কমপ্লিট করতে হয় ওকে-পোলার এলাকায় পশু-পাখি পর্যবেক্ষণ। এই কোর্সই মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট পাবার পথ সুগম করে দেয়। আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে ছুটি

দেয়া হয় ওকে। কোথায় যাওয়া যায় ভাবছিল মেইভ, এই সময় রুপার্ট অ্যান্ড সওন্ডার নামে একটা ক্রুজ লাইন অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর-এর ঘোষণা দিল। এ ধরনের ট্যুরের আয়োজন আগেও তারা করেছে, যোগ্য গাইডদের খুব ভাল বেতন দেয়। কাজেই সুযোগটা নিল মেইভ, কাজটা পেয়ে কোম্পানির জাহাজ পোলার কুইনে চেপে বসল।

সব মিলিয়ে নব্বইজন আরোহী। ন্যাচারালিস্ট গাইড মেইভকে নিয়ে চারজন, ওদের কাজ তীরে নামার পর ট্যুরিস্টদের ঘুরিয়ে-বেড়িয়ে আনা। শেইমোরে পেঙ্গুইনদের কলোনি তো আছেই, হোয়েলিং-স্টেশনের ভবনগুলো পরিত্যক্ত হলেও আজও ভেঙে পড়েনি। দেখার মত আর আছে কবরস্থানটা। এসব আছে বলেই শেইমোরকে দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থানের তালিকায় ফেলা হয়েছে।

দ্বীপটায় পা ফেলার পর সম্ভাব্য কি বিপদ ঘটতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আচরণবিধিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। শ্যাওলা বা আগাছায় কেউ পা ফেলতে পারবে না। কেউ কোন নিদর্শন সংগ্রহ করতে পারবে না, এমনকি ছোট একটা পাথর নেয়াও বারণ। কোন পাখি বা প্রাণী দেখলে সেটার পাঁচ মিটারের মধ্যে যাওয়া নিষেধ।

শেইমোরে যেতে মাত্র বিশজন রাজি হলেন। তালিকা ধরে তাঁদের নাম উচ্চারণ করল মেইভ, একে একে তাঁরা বোর্ডিং ল্যাডারে পা রাখলেন, সেখান থেকে উঠে পড়লেন কমলা রঙের রাবার বোটে। সবার শেষে মেইভ উঠবে, এই মুহূর্তে বোর্ডিং ল্যাডারের মাথায় ওর সঙ্গে কথা বলছেন পোলার কুইন-এর ফার্স্ট অফিসার।

মেইভকে দু'ঘন্টা সময় বরাদ্দ করা হলো। একশো মাইল দূরে একটা ঝড় তৈরি হচ্ছে, নিরাপত্তার প্রয়োজনে পোলার কুইন শেইমোরের উত্তর প্রান্তে আশ্রয় নেবে। ওদিকে সীল কলোনি আছে, ট্যুরিস্টদের একটা কৌতূহলী গ্রুপকে এই সুযোগে সেটা দেখিয়ে আনাও হবে। ঠিক দু'ঘন্টা পর মেইভদের নিতে আসবে পোলার কুইন। ইতোমধ্যে যদি কোন বিপদ ঘটে, পোর্টেবল কমিউনিকেটর আছে মেইভের কাছে জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে ও।

রাবার বোট জোডিয়াক রওনা হয়ে গেল। সাগরের পানি আয়নার মত সমতল আর চকচকে। বাছাই করা ট্যুরিস্টদের উদ্দেশে লেকচার দিচ্ছে মেইভ, 'শেইমোর প্রথম ধরা পড়ে আঠারো শো বিয়াল্লিশ সালে একজন নরওয়েজিয়ান নাবিকের চোখে। আঠারো শো ঊনষাট সালে নরওয়ের একদল অভিযাত্রী ওখানে মারা যায়। ওখানে ওদের কবর আছে...'

'দ্বীপটায় এখন কেউ বাস করে?'

'উত্তর প্রান্তে আর্জেন্টিনা একটা রিসার্চ স্টেশন খাড়া করেছিল বছর পাঁচেক আগে, এখনও সেটা আছে কিনা বলতে পারছি না।'

'দ্বীপটা কত বড়?' আশি বছরের এক বৃদ্ধা জানতে চাইলেন।

'উত্তর-দক্ষিণ ত্রিশ কিলোমিটার, পূর্ব-পশ্চিমে কিছুটা কম', জবাব দিল মেইভ।

আরোহীরা পানির তলায় নগ্ন পাথর দেখতে পাচ্ছে, কোন রকম জলজ উদ্ভিদ গজায়নি। একজন ক্রু আউটবোর্ড মোটর বন্ধ করে দিল, ধীরে ধীরে পাথুরে তীরে ভিড়ল রাবার বোট। নাম না জানা এক ঝাঁক পাখি উড়ল আকাশে। জ্যান্ত আর কিছু চোখে পড়ল না। আরোহীরা নামার পর বোটটাকে টেনে নুড়ি পাথর ছড়ানো তীরে তোলা হলো। এতক্ষণে ওদের জাহাজ পোলার কুইনের দিকে তাকাল মেইভ। নাক ঘুরিয়ে নিয়ে এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে সেটা, বাঁক নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিপথের বাইরে।

অন্যান্য ক্রুজ শিপের তুলনায় পোলার কুইন আকারে ছোট। মাত্র বাহাত্তর মিটার লম্বা ওটা, পঁচিশ হাজার টনী। নরওয়েতে তৈরি করা হয়েছে পোলার এলাকায় চালাবার উপযোগী করে, প্রয়োজনে আইসব্রেকার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

কবরস্থানে পৌঁছে ছবি তোলার জন্যে বিশ মিনিট সময় বেঁধে দিল মেইভ। তারপর দলটাকে খেদিয়ে নিয়ে এল হোয়েলিং স্টেশনে। এখানে তিমির সাদা হাড়গোড় পাহাড়ের মত স্তূপ হয়ে আছে। মেইভ ব্যাখ্যা করল কিভাবে একটা তিমিকে ধাওয়া করা হয়, হার্পুন দিয়ে কিভাবে শিকার করা হয়, বিশাল প্রাণীটাকে কেটে কি পদ্ধতিতে তেল বের করা হয়। পরিত্যক্ত হলেও, হোয়েলিং স্টেশনটাকে অতীতের স্মৃতি হিসেবে ধরে রাখার জন্যে বছরে একবার এখানে আসে ব্রিটিশরা, প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ করা হয়। বিল্ডিংগুলোকে দেখে মনে হবে ভেতরে লোকজন আছে। ভেতরে ঢোকার পর দেখা গেল বেডরূপের বিছানা, কিচেনের তৈজসপত্র সব সেখানে যেমন থাকার কথা তেমনি আছে। মেইভ সাবধান করে দিল, 'কেউ কোন জিনিস ছোঁবেন না, প্লীজ।'

এবার গুহার ভেতর ঢোকার পালা। হোয়েলাররা পাথর কেটে এই গুহা তৈরি করে, তেলের পিপে রাখার জন্যে। এখানে একটা বাক্স আছে, ভেতরে অনেকগুলো টর্চ, সম্ভবত ব্রিটিশরাই রেখে গেছে। সবাইকে একটা করে টর্চ বিলি করল মেইভ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কেউ ক্লসট্রোফোবিয়ায় ভোগেন না তো?' উত্তরে সত্তর আর আশি বছরের দুই বৃদ্ধা হাত তুললেন।

'ঠিক আছে, আপনারা দু'জন এখানে অপেক্ষা করুন', বলল মেইভ। 'গুহা দেখে ফিরতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগবে না আমাদের।'

দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা টানেল ধরে এগোল ট্যুরিস্টরা। খানিক দূর যাবার পরই চওড়া একটা গুহায় পৌঁছল সবাই। অসংখ্য পিপে দেখা গেল, দেয়াল ঘেঁষে সাজানো রয়েছে। ট্যুরিস্টরা গুহার ভেতর ঢোকার পর দাঁড়াল মেইভ, প্রবেশপথের মুখের কাছে পড়ে থাকা বিশাল পাথরটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'এই যে বিরাট পাথরটা দেখছেন, এটা গুহার ভেতর থেকে কাটা হয়েছে। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঠেকাবার জন্যে এটা ব্যবহার করা হত। একটা আর্মারড ট্যাংকের মত ভারী, তবে কৌশলটা

জানা থাকলে বাচ্চা একটা ছেলেও ওটাকে নড়াবে পারবে।' এগিয়ে এসে পাথরটা মাথার দিকে এক জায়গায় হাতের তালু রেখে চাপ দিল মেইভ, খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে প্রবেশপথ বন্ধ করে দিল পাথরটা। 'বিস্ময়কর ইঞ্জিনিয়ারিং, মানতেই হবে। নিচে, ঠিক মাঝখানে, একটা শ্যাফটের মুখে জটিল পদ্ধতিতে ব্যালেন্স করা আছে পাথরটা। ভুল দিকে ঠেলুন, এক চুল নড়বে না।'

গুহার ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার, অবশ্য সে অন্ধকার দূর করছে টর্চের আলো। একটা পিপে থেকে তেল তুলে সবাইকে পরীক্ষা করতে দিল মেইভ। 'এদিকে অসম্ভব ঠাণ্ডা তো, একশো ত্রিশ বছর পরও তেল তাই পচেনি.... ।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ ও কাতর একটা চিৎকার শুনে থেমে গেল মেইভ। তাকিয়ে দেখে, প্রৌঢ়া এক মহিলা নিজের মাথার দু'পাশ চেপে ধরেছেন। চোখের পলক পড়ল না, আরও ছ'জন একই আচরণ শুরু করল। মহিলারা যন্ত্রণা আর আতঙ্কে চিৎকার করছেন, পুরুষরা গোঙাচ্ছেন। ছুটোছুটি করে ঘটনা কি জানার চেষ্টা করছে মেইভ, ওদের চোখে তীব্র ব্যথাতুর দৃষ্টি লক্ষ করে হতভম্ব হয়ে পড়ল। 'কি হয়েছে বলুন আমাকে! আপনারা এমন করছেন কেন?' কান্না আর গোঙানির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর গলা। 'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

পরমুহূর্তে শুরু হলো ওর নিজের পালা। ছোরা গাঁথার মত অনুভূতি হলো মসিষ্কে, অকস্মাৎ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে হৃৎপিণ্ডের গতি। নিজের অজান্তে ই মাথার দুই পাশ দু'হাতে চেপে ধরল মেইভ। ট্যুরিস্টদের দিকে তাকাল ঝাপসা দৃষ্টিতে। ব্যথা আর আতঙ্ক এক ধরনের ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে ওদেরকে, প্রত্যেকের চোখ কোটর ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। তারপর হঠাৎ বমি পেল ওর, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

কি ঘটছে কারও কোন ধারণা নেই। গুহার ভেতর বাতাস এত ভারী হয়ে উঠেছে যে শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। টর্চের আলো অপার্থিব নীলচে আভার মত লাগছে। কোন কম্পন সৃষ্টি হয়নি, ভূমিকম্পও হয়নি, অথচ গুহার ভেতর ধুলো উড়ছে। একমাত্র শব্দ বলতে যন্ত্রণায় কাতর ট্যুরিস্টদের চিৎকার-চেঁচামেচি।

মেইভের চারপাশে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে সবাই। প্রবল অবিশ্বাস নিয়ে মেইভ উপলব্ধি করল, ওর চিন্তাশক্তি জট পাকিয়ে যাচ্ছে, স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে ধারণাগুলো লোপ পাচ্ছে।

অজানা কোন উৎস থেকে ছোবল মেরেছে মৃত্যু। কয়েক সেকেন্ড পর, কোন ব্যাখ্যা নেই, মাথা ঘোরা, ব্যথা আর বমি বমি ভাব হাল্কা হয়ে এল। তারপর অতি দ্রুত সবাই আবার সুস্থ বোধ করল।

নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে মেইভের। তেলের একটা পিপেতে হেলান দিল ও, চোখ বুজে আছে, তীব্র ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ায় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

দু'মিনিট কারও মুখে কোন কথা ফুটল না। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তিনি তাঁর স্ত্রীর মাথা কোলে তুরে নিয়ে কপালে হাত বুলাচ্ছেন। 'কি ঘটল বলুন তো?' বেসুরো গলায় জানতে চাইলেন।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মেইভ। 'আমার কোন ধারণাই নেই।'

ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে অনেক কষ্টে দাঁড়াল মেইভ। সবাই বেঁচে আছে দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। ক্লান্তি ছাড়া আর কোন অভিযোগ নেই কারও। সবাইকে গুহায় অপেক্ষা করতে বলে বিশাল পাথরটা গুহামুখ থেকে সরাল। টানেলের মুখে দুই বৃদ্ধাকে রেখে আসা হয়েছে, দেখে আসা দরকার তাঁরা কেমন আছেন। তাছাড়া, পোলার কুইন-এর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে।

টানেল থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এসে মেইভ দেখল, সাগরকে আগের মতই নীল আর শান্ত লাগছে। আকাশে কোন মেঘ নেই, সূর্য আরেকটু ওপরে উঠে এসেছে। তারপর দুই বৃদ্ধার দিকে চোখ পড়ল ওর। উপুড় হয়ে পড়ে আছেন তাঁরা, নাগালের মধ্যে পাথরগুলোকে এমন শক্ত ভঙ্গিতে ধরে আছেন, যেন অজানা কোন শক্তি ওগুলোকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। ঝুঁকল মেইভ, ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করল। অকস্মাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ও। দু'জনের কারও চোখেই দৃষ্টি নেই, হাঁ হয়ে আছে মুখ-দু'জনেই পেট থেকে সব উগরে দিয়েছেন।

ছুটে রাবার বোটের কাছে চলে এল মেইভ। যে ক্রু ওটা চালিয়ে এনেছিল সে-ও মারা গেছে-তার চোখও স্থির ও বিস্ফারিত, মুখ খোলা, মারা যাবার আগে বমি করেছে। দুই বৃদ্ধার মত ক্রুর গায়ের রঙও কেমন নীলচে-বেগুনি হয়ে উঠেছে। কোমরে, বেল্টের সঙ্গে আটকানো কমিউনিকেটর-এর সুইচ অন করল মেইভ, মেসেজ পাঠাচ্ছে, 'পোলার কুইন, তীরে আমরা প্রথম দল। এখানে ইমার্জেন্সি দেখা দিয়েছে। প্লীজ সাড়া দিন এখুনি। ওভার।'

কোন সাড়া নেই।

বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছে মেইভ। নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল, কোন জবাব নেই।

২.

সারাটা দিন কেটে গেল, পোলার কুইন ফিরল না। রাত্ এগারোটার দিকে মেরু সূর্য দিগন্তরেখার দিকে কাত হয়ে পড়ল। আধ ঘণ্টা পরপর পোলার কুইনকে ডাকছিল মেইভ, ট্র্যান্সমিটারের ব্যাটারি বাঁচানোর জন্যে এখন আর ডাকছে না। ওর পোর্টেবল রেডিওর রেঞ্জ মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার, অথচ পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যে পোলার কুইন ছাড়া অন্য কোন জলয়ান নেই বলেই ওর ধারণা। দ্বীপের অপরপ্রান্তে আর্জেন্টিনাদের একটা রিসার্চ স্টেশন আছে বটে, কিন্তু সেখানে শীতকালে লোকজন থাকে কিনা সন্দেহ; থাকলেও তারা মেইভের মেসেজ না-ও

পেতে পারে। আর পেলেও যে সাহায্য করতে আসবে বা আসতে পারবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

পোলার কুইন গেল কোথায়? এই চিন্তাটা মেইভকে পাগল করে দিচ্ছে। ওরা যে রহস্যময় অসুখে আক্রান্ত হয়েছিল, সেই একই অসুখে পড়েনি তো পোলার কুইনের ক্রু আর প্যাসেঞ্জাররা? সবাই তারা মারা যায়নি তো?

গুহার ভেতর বিশজন লোককে নিয়ে আপাতত নিরাপদই থাকবে মেইভ। তবে সঙ্গে খাবার আর বিছানাপত্র না থাকায় দু'তিন দিনের বেশি টিকে থাকা সম্ভব হবে না। টেমপারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টের অনেক নিচে। সময়মত সাহায্য না পৌঁছলে ঠান্ডায় বরফ হয়ে যাবে শরীরগুলো। না, তা হবে না। গুহার ভেতর তিমির তেল আছে। অন্তত আলো আর আগুনের কোন অভাব ঘটবে না। সাহায্য না এলে তারা আসলে না খেতে পেয়ে মারা যাবে।

চব্বিশ ঘণ্টা পর তিনজন পুরুষকে নিয়ে পেঙ্গুইন ধরতে বেরুল মেইভ। ডিম পাড়ার মরশুম চলছে, সমতল সৈকতের একটা প্রান্ত পুরোটাই দখল করে নিয়েছে ওগুলো। সিদ্ধান্ত হয়েছে, কিছুই যখন নেই, আপাতত পেঙ্গুইনের মাংস খেয়েই বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে ওরা। কিন্তু পেঙ্গুইনের ডিম পাড়ার জায়গায় এসে ওরা দেখল, সবগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, একটাও নড়ছে না। স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওরা, দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাখির মধ্যে একটাও বেঁচে নেই।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পর শুরু হলো তুষার ঝড়। ঝড়ের মধ্যে গুহা ছেড়ে কেউ ওরা বেরুল না। শীত, খিদে আর নার্ভাসনেসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন এক বৃদ্ধা। কোন প্রতিদিন করেননি, কোন অস্থিরতাই প্রকাশ করেননি, মারা গেলেন নিঃশব্দে। মেইভের হাতটা ধরেছিলেন, সেটা আলগা হয়ে গেল শুধু।

ঝড় কমল দু'দিন পর। সবাইকে ইঙ্গিতে গুহায় থাকতে বলে টানেল হয়ে একা বাইরে বেরিয়ে এল মেইভ। সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়েছে ও, টানেলের শেষ অংশটুকু হেঁটে আসতে পারল না, হামাগুড়ি দিয়ে দিনের আলোয় বেরিয়ে এল। মাথা ঘুরছে, চোখে ঝাপসা দেখছে। বাতাসে প্রচুর তুষার কণা, বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। প্রথমে মূর্তিটাকে চিনতে পারল না, মনে হলো একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর মনে পড়ল শেইমোরে কোন গাছ নেই। ভাবল, তাহলে হয়তো দৃষ্টিভ্রম। তবে দৃষ্টিভ্রম হোক বা না হোক, মূর্তিটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। দাঁড়াবার চেষ্টা করল মেইভ, পারল না। তবে শোয়া অবস্থা থেকে বসতে পারল। মূর্তিটার গায়ে তুষার আর বরফ লেগে রয়েছে। প্রায় সাদাই দেখাচ্ছে। তুষারমানব নাকি? মেইভ মনে মনে প্রার্থনা করছে, ঈশ্বর, এ যেন দৃষ্টিভ্রম না হয়, যেন স্বপ্ন না হয়।

মূর্তিটা এগিয়ে এসে ওর দিকে ঝুঁকল। কাঁধ ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। মেইভ উপলব্ধি করল, এত শক্ত হাত আগে কখনও ওর কাঁধ ধরেনি। 'আপনি কে? কোত্থেকে এলেন? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি?'

আগন্তুক খুব লম্বা, পারকা পরে আছে, বাম বুকের ওপর একটা ব্যাজ, তাতে লেখা 'নুমা'। চোখ থেকে গগলস খুলল, গাঢ় সবুজ দৃষ্টিতে কৌতূহল আর বিস্ময়, খানিকটা উদ্বেগও। 'আপনি কে? এখানে কি করছেন?'

কি ঘটেছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল মেইভ। সবশেষে জানতে চাইল, 'দুনিয়া জুড়ে কোন বিপর্যয় ঘটেছে নাকি?'

লোকটা চোখ সরু করে জবাব দিল, 'আমার অন্তত জানা নেই। এ প্রশ্ন কেন করছেন?'

রহস্যময় অসুস্থতা সম্পর্কে বলল মেইভ। দুই বৃদ্ধা ও একজন ক্রু, যারা টানেলের বাইরে ছিল, মারা গেছে। মারা গেছে কলোনির সমস্ত পেঙ্গুইন। ওরা যারা গুহার ভেতর ছিল, সম্ভবত সেটার দরজা বন্ধ থাকাতেই সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লেও, মারা যায়নি কেউ। খবরটা আগন্তুককে বিস্মিত করল কিনা বোঝা গেল না। প্রতিবাদ সত্ত্বেও দু'হাতে ধরে বুকে তুলে নিল মেইভকে। টানেলের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'ঠাণ্ডা বাতাসে থাকা ঠিক নয়, চলুন গুহায় ঢুকি। ওখানে আরও বিশজন আছেন বলছেন?'

'উনিশজন', বলল মেইভ। 'গত চারদিন কারও পেটে কিছু পড়েনি। একজন মারা গেছেন। কিন্তু... আপনি কে? কোত্থেকে এলেন শেইমোরে?'

আগন্তুক মেইভের কাছ থেকে টর্চটা চেয়ে নিল।

'আপনি আমেরিকান', বলল মেইভ।

মাথা নাড়ল আগন্তুক। 'আর, আপনি অস্ট্রেলিয়ান।'

'এতোটাই পরিষ্কার?'

'হ্যাঁ,' হাসলো পিট। 'আপনি 'এ' কে 'এ্যাই' এর মতো করে উচ্চারণ করছেন। যে কোনো অস্ট্রেলিয়ান তাই করে।'

'আপনাকে দেখে যে কি খুশি হয়েছি, মি...?'

'আমি ডার্ক পিট।' আগন্তুক বলে।

'মেইভ ফ্লেচার।'

মেইভের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ওকে পাঁজাকোলে করে তুলে নিলো পিট। পায়ের ছাপ ধরে ফিরে চললো টানেলে।

এক মিনিট পর। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ট্যুরিস্টরা সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে ঘিরে ধরল পিটকে, যেন প্রিয় ফুটবল টীমের ক্যাপটেন ও, এইমাত্র ফাইনাল খেলায় একমাত্র গোল করে দলকে জিতিয়েছে। বৃদ্ধারা যেন তাদের আদরের সন্তানকে ফিরে পেয়েছে। উষ্ণ কোমল আলিঙ্গনে খুবই লজ্জা পাচ্ছে পিট, কিন্তু বাধাও দিতে পারছে না। মনে মনে ওঁদের প্রশংসা করল ও, চার দিন না খেয়ে আছেন অথচ একজনও মুমূর্ষু হয়ে পড়েননি। সবাই কথা একযোগে বলছেন, জানতে চাইছেন, হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো পিট।

এদিকের পানি থেকে সীল আর ডলফিন আশঙ্কাজনক হারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তাই একটা রিসার্চ ভেসেল পাঠানো হয়েছে তদন্ত করার জন্যে। ওই রিসার্চ ভেসেল থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল ওরা, এই সময় শেইমোরের তীরে জোডিয়াক রাবার বোট দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বোট আছে অথচ মানুষজন দেখা যায় না, ব্যাপারটা কি? ওর কথায় তিনশো মিটার দূরে হেলিকপ্টার নামায় পাইলট। কপ্টারে একজন বায়োলজিস্টও আছে। বোটটার দিকে হেঁটে আসার সময় মেইভকে দেখতে পায় ও।

মেইভ জানতে চাইল, 'আপনাদের রিসার্চ শিপ এখান থেকে কতদূরে?'

'চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে।'

'হেলিকপ্টার নিয়ে ঘোরাফেরা করার সময় আমাদেও পোলার কুইনকে আপনারা দেখেননি?'

মাথা নাড়ল পিট। 'গত এক সপ্তায় অন্য কোন বোট চোখে পড়েনি।'

এক বৃদ্ধ কর্কশ সুরে জানতে চাইলেন, 'আমাদের জাহাজে প্রায় সত্তর জন ট্যুরিস্ট আছেন, ক্রু আর নাবিক আছেন পনেরো-ষোলোজন, তারা কি বাতাসে মিইয়ে যেতে পারে?'

'আগে আপনাদেরকে রিসার্চ শিপে নিয়ে যাই, তারপর এসব কথা ভাবা যাবে', বলল পিট। 'হেলিকপ্টারটাকে কাছাকাছি আনতে হবে। তবে পাঁচ-ছ'জনের বেশি জায়গা হবে না, অর্থাৎ বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে হবে। আমি তাহলে যাই, পাইলটকে বলি... ।'

'আপনার সঙ্গে আসতে পারি আমি?' জিজ্ঞেস করল মেইভ।

'সত্যি চাচ্ছেন?' মৃদু হাসলো পিট। 'চলুন তবে।'

নুমার হেলিকপ্টারে, পাইলটের সীটে বসে রয়েছে অ্যাল জিওর্দিনো; একটা ক্রসওয়ার্ড পাজল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। লম্বা ও চওড়ায় দু'পায়ে খাড়া একটা ভল্লুকের সঙ্গে পুরোপুরি মিল পাওয়া যাবে তার, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। মাঝে মধ্যে চোখ তুরে উইন্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে, পিটকে দেখতে না পেয়ে চোখ বুলাচ্ছে রিস্টওয়াচে, তারপর আবার মন দিচ্ছে খেলায়। মুখটা প্রায় গোল, কালো কোকড়া চুল ঘিরে রেখেছে; যখন হাসছে না তখনও ঠোঁটের কোণ সামান্য একটু বাঁকা হয়ে থাকে, যেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুক বোধ না করে পারে না সে। নাকটা এমন খাড়া, দেখে মনে হবে তার পূর্ব-পুরুষেরা রোমান ছিলেন। তার একমাত্র বন্ধু ডার্ক পিট, আর বন্ধুর জন্যে পারে না এমন কোন কাজ তার অভিধানে নেই। শেষবার খেলা থেকে মুখ তুলে সে বলল, 'পিটের তো এত দেরি হবার কথা নয়।'

‘কতক্ষণ হলো গেছেন তিনি? জানতে চাইল নুমার মেরিন বায়োলজিস্ট ফন ফ্লিট।

‘পঁয়তাল্লিশ মিনিট।’

‘ওই আসছেন,’ উইন্ডশীল্ডের দিকে চোখ পড়তে বলল ফন। ‘কি সাংঘাতিক!’

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে জিওর্দিনোও বাইরে তাকাল। এক মুহূর্ত পর সে-ও সবিস্ময়ে বলল, ‘সত্যি সাংঘাতিক! আমরা জানতাম শেইমোরের এদিকে কোন মানুষজন নেই, অথচ পিট... মেয়েটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দরী, তাই না? একমাত্র ডার্কের পক্ষেই সম্ভব এই জায়গায় ওরকম একটাকে জোটানো!’

৩.

নুমার রিসার্চ শিপ আইস হান্টার-এ পৌঁছল শেইমোরে আটকা পড়া ট্যুরিস্টদের প্রথম দলটা। ঘটনা ও পরিস্থিতি জানিয়ে এক ঘণ্টা আগে রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে পিট, আইস হান্টারের ক্যাপটেন পল ডেম্পসে আর ডাক্তার গ্রিনবার্গ ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। হেলিকপ্টার থেকে নামা মাত্র সবাইকে গরম কম্বলে জড়ানো হলো, স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সিক-বেতে। দ্বিতীয় দলটাকে আনার জন্যে হেলিকপ্টার ফিরে যাবে, তার আগে পাইলট অ্যালের সঙ্গে কথা হলো ক্যাপটেনের। জিওর্দিনো জানাল, ফনকে নিয়ে পিট এখনও শেইমোরে রয়েছে, ওদের সঙ্গে মেইভ ডরসেট নামে গাইড মেয়েটাও আছে— হঠাৎ মারা যাওয়া পেঙ্গুইনগুলোকে পরীক্ষা করছে ওরা। মেইভের বক্তব্য ব্যাখ্যা করল সে। কথা ছিল, ট্যুরিস্টদের ছোট একটা দলকে শেইমোরের তীরে নামিয়ে দিয়ে ওদের ক্রুজার শিপ বিশ কিলোমিটার দূরে আরেক দল ট্যুরিস্টকে নামাবে, দু'ঘণ্টা পর ফিরে এসে জাহাজে তুলে নেবে প্রথম দলটাকে। কিন্তু আজ চারদিন পরও জাহাজটা ফেরেনি। মেসেজ পাঠিয়েও কোন সাড়া পায়নি মেইভ।

ক্যাপটেন পল উদ্বিগ্ন হলেন। গত চারদিনে তাঁর জাহাজের রাডারে অন্য কোন জলযানের অস্তিত্বই ধরা পড়েনি। তারপর অ্যালের মুখে রহস্যময় অসুস্থতা সম্পর্কে শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি। ডলফিন আর সীল মারা পড়ছে, এ খবর আগেই পেয়েছেন। এলাকায় সেজন্যেই জাহাজ নিয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে। এখন মানুষও মারা পড়ছে, অর্থাৎ বিপদ বা সমস্যাটায় নতুন মাত্রা যোগ হলো। অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকারের কাছে রিপোর্ট করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

ওদিকে, শেইমোরে, হাজার হাজার পেঙ্গুইনের লাশ দেখে বোবা হয়ে গেছে পিট। ছোট একটা জায়গায় একই সময়ে এতগুলো পাখি অকস্মাৎ মারা গেল, অথচ কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে না।

'কারণ যা-ই হোক,' বলল মেইভ, 'এই একই অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে আমার দু'জন ট্যুরিস্ট আর ক্রুজার শিপের একজন ক্রুও মারা গেছে।'

কয়েকটা পেঙ্গুইনের লাশ পরীক্ষা করল বায়োলজিস্ট ফন। 'জখমের কোন চিহ্ন নেই। বিষক্রিয়ারও কোন লক্ষণ দেখছি না।'

'শুধু চোখগুলো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে,' বলল পিট। 'ঠিক কি রকম লাগছিল, ব্যাখ্যা করতে পারবেন?'

মেইভ বলল, 'মনে হলো অদৃশ্য একটা শক্তি আমাদের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। জিনিসটা কি আমার কোন ধারণা নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, মনে হচ্ছিল আমার ব্রেন বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। ব্যথাটা অসহ্য। অন্তত মিনিট পাঁচেক এই অবস্থায় ছিলাম।'

'তিনজন মানুষ, পঞ্চাশ হাজারের মত পেঙ্গুইন আর পঞ্চাশটার মত লেপার্ড সীল একসঙ্গে মারা গেল হার্ট বন্ধ হয়ে? এ কি সম্ভব?'

'কোন ধরনের প্লেগ নয় তো?' জানতে চাইল মেইভ।

'ওয়েডেল সী-তে এর চেয়ে বেশি সীল আর ডলফিন মারা গেছে,' বলল ফন। 'ওই মড়কের সঙ্গে এটারও নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। গোটা দক্ষিণ প্রশান্ত সামুদ্রিক প্রাণী বলতে কোন কিছুর অস্তিত্বই থাকবে না।'

'রিসার্চ শিপের ল্যাবে আপনি সীল আর ডলফিনের লাশ পরীক্ষা করেননি? জিজ্ঞেস করল পিট।

'পরীক্ষা করে তেমন কিছু পাইনি,' জবাব দিল ফন। 'শুধু এটুকু বলা যায়, ইন্টারনাল হেমোরেজ-এ মারা গেছে ওগুলো।

'কোন রোগ জীবাণু পাওয়া যায়নি?'

'না

'আপনাদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, রোগটা নতুন নয়,' বলল মেইভ। 'আমি তো ভাবছিলাম আমরাই প্রথম আক্রান্ত হয়েছি।'

'এর আগে কোন মানুষ মারা যাবার খবর পাইনি আমরা,' বলল ফন।

'এখন দেখতে হবে। এটা কি প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়, নাকি এর পিছনে মানুষের কোন হাত আছে।' কথাটা বলে মেইভের দিকে তাকাল পিট, চোখের দৃষ্টি একটু যেন তীক্ষ্ণ হলো।

'কি বললেন? মানুষের হাত আছে?' চোখ বড় বড় করল মেইভ। 'এরকম একটা আশঙ্কার কথা কেন আপনি ভাববেন? সামুদ্রিক প্রাণী মেরে কার কি লাভ?'

'শুধু সামুদ্রিক প্রাণী নয়,' মনে করিয়ে দিল ফন। 'মানুষও মারা পড়ছে।'

'কেন কেউ অকারণে সামুদ্রিক প্রাণী বা মানুষ মারতে চাইবে? আবার প্রশ্ন করল মেইভ, তাকিয়ে আছে পিটের দিকে।

'সেটাই তো জানতে হবে আমাদের,' বলল পিট। 'এখন চলুন, আইস হান্টারে ফিরি। মনে আছে তো, আপনাদের ক্রুজার শিপটাকে খুঁজে বের করতে হবে?'

৪.

নুমার রিসার্চ শিপ আইস হান্টারের নেভিগেশন ব্রিজে বসে অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলার স্যাটেলাইট ইমেজ পরীক্ষা করছে পিট। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছে ও, ক্লান্তি বোধ করায় হেলান দিল চেয়ারটায়। টিনটেড গ্লাস ভেদ করে বাইরে চলে গেল দৃষ্টি, বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করা মেঘের আড়াল থেকে মাঝে মধ্যে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। রাত এখন এগারোটা হলেও, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই দিনের আলো পাওয়া যাচ্ছে।

শেইমোর থেকে উদ্ধার করে আনা ট্যুরিস্টদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই তারা ঘুমাচ্ছে। জাহাজের হসপিটাল থেকে দুই ডেক ওপরে বায়োল্যাবরেটরিতে শেইমোর থেকে আনা পেঙ্গুইন আর সীলের পোস্ট মর্টেম করা হচ্ছে, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মেইভও আছে সেখানে। দু'জন ট্যুরিস্ট আর পোলার কুইন-এর ক্রুর লাশ বরফে মুড়ে রাখা হয়েছে, সময়মত প্রফেশনাল প্যাথলজিস্টের হাতে তুলে দেয়া হবে।

আইস হান্টারের জোড়া বো-র দিকে তাকাল পিট। এটাই প্রথম একটা সায়েন্টেফিক ভেসেল, ওশেনোগ্রাফারদের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে মেরিন ইঞ্জিনিয়াররা কমপিউটারকে দিয়ে ডিজাইন করিছেন। পানি থেকে অনেক উঁচুতে ভেসে রয়েছে জাহাজটা, সমান্তরাল একজোড়া খোল-এর ওপর, ওই খোল দুটোয় রয়েছে বড় আকৃতির ইঞ্জিন আর অক্সিলারি মেশিনগুলো। ক্রু আর সমুদ্রবিজ্ঞানীদের কোয়ার্টার দেখলে মনে হবে ক্রুজ শিপের বিলাসবহুল সেলুন। চেহারায় মসৃণ, পিচ্ছিল আর ভঙ্গুর একটা ভাব থাকলেও, আইস হান্টারকে সবাই ওঅর্কসহর্স বলে জানে; তৈরি করা হয়েছে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে বৈরি ও উত্তাল ঢেউ ভেঙে সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে যাবার উপযোগী কোরে। আইস হান্টার চার মিটার পুরু বরফ ভেঙে পথ করে নিতে পারে।

এলিভেটর থেকে নেভিগেশনাল ব্রিজে বেরিয়ে এর অ্যাল জিওর্দিনো, সঙ্গে ক্যাপটেন পল। নেভিগেশন ব্রিজের ওপরে অবজারভেশন উইং, সেখান থেকে পরেনো ডেক নিচে ইঞ্জিন রুম পর্যন্ত ওঠা-নামা করে এই এলিভেটর। স্যাটেলাইট ক্যামেরায় পোলার কুইনের কোন ছবি পেলে? পিটকে জিজ্ঞেস করল জিওর্দিনো।

'বরফ সমস্ত ইমেজ ঝাপসা করে রেখেছে,' বলল পিট।

'রেডিও কনট্যাক্ট?'

মাথা নাড়ল পিট। 'কোন সাড়া নেই। আর্জেন্টিনিয়ান রেডিও চুপ করে আছে।'

ক্যাপটেন পল বললেন, 'সত্তুর জন ট্যুরিস্ট নিয়ে একটা ক্রুজ শিপ বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। এক হতে পারে, সহস্যময় অসুস্থতা এত দ্রুত আঘাত হানে, রেডিওতে সাহায্য চাওয়ার সময়ই তারা পায়নি— হয়তো সবাই মারা গেছে।'

'মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কিছু জানতে পেরেছেন? অ্যালের দিকে তাকাল পিট। 'মেইভের সঙ্গে তুমি কথা বলেছ?'

'প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে প্রাণীগুলোর খুলির গোড়ায় শিরা ছিঁড়ে গেছে, ফলে রক্তক্ষরণ হয়েছে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।

'খুবই রহস্যময় বলতে হবে। জীবাণু দায়ী হলে কি এভাবে শিরা ছিঁড়ে যাবে?' চিন্তিত দেখাল পিটকে।

'জাহাজটাকে কেউ হাইজ্যাক করে নিয়ে যায়নি তো?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন।

পিট বলল, 'ধরা যাক প্লেগ যখন আঘাত হানল তখন জাহাজটা খোলা সাগর দিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছিল। সবাই মারা যাওয়ায় জাহাজের হাল ধরার যদি কেউ না থাকে, ওটা এতক্ষণে কোথায় পৌঁচেছে ভাবা যায়? সম্ভবত ডেঞ্জার আইল্যান্ডগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে।' ক্যাপটেনের দিকে তাকাল ও। 'না, হাইজ্যাক করা হয়ে থাকলে এতক্ষণ মুক্তিপণ চাওয়া হত।'

'তাহলে তো,' পল বললেন, 'বিশাল একটা এলাকা জুড়ে তল্লাশী চালাতে হয়।'

'অ্যালকে নিয়ে সেই কাজেই যাচ্ছি আমি,' বলল পিট। 'শেইমোরে আর্জেন্টিনার স্টেশনটাও দেখে আসব।'

'কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা করছেনটা কি?' জানতে চাইল পল। 'মহামারী বা দুর্দৈবের কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারছেন না কেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পিট। 'হঠাৎ সাগরের টেমপারেচার বাড়লে সামুদ্রিক প্রাণী মারা যেতে পারে। পরিবেশ দূষণেও মারা যেতে পারে। কিন্তু এখানে ও-সবের কোন লক্ষণ নেই।'

'তাহলে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল পিট। 'আমার ধারণা, এ ধরনের সমস্যায় আগে কখনও পড়িনি আমরা। এক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে টক্সিক পলিউশনের কোন উৎস নেই। তাছাড়া, কোন রেডিওঅ্যাকটিভ বা কেমিক্যাল ওয়েস্ট এত অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যায় এত বেশি পেঙ্গুইন মেরে ফেলতে পারে না। ভুলে গেলে চলবে না, পাখিগুলো পানি থেকে যথেষ্ট দূরে ছিল।'

'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো দেখছি কপালে খারাবি আছে,' বললেন ক্যাপটেন। 'মড়কের কারণই যেখানে অজ্ঞাত, কিভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব?

'প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আপনার নয়, বিজ্ঞানীদের, 'হেসে উঠে বলল পিট।' 'তবে তাদেরকে তথ্য এনে দিতে হবে। আমি আর অ্যাল সেই কাজেই যাচ্ছি। আপনি বরং ট্যুরিস্টদের দলটাকে সিডনিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।'

৫.

ভোর টারটের সময় রওনা হলো ওরা। তাপমাত্রা আগরে চেয়ে একটু কম, সাগর শান্ত, আকাশ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ নীল। কন্ট্রোলে রয়েছে পিট, শেইমোরের হোয়েলিং স্টেশনের দিকে যাচ্ছে ওরা। ওদিকটা হয়ে পোলার কুইনকে খোঁজার জন্য উত্তর দিকে যাবে।

উঁচু পাথুরে সৈকতে পেঙ্গুইনদের লাশ দেখে পিটের মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল। লাশগুলো পিছনে ফেলে এল 'কপ্টার, নিচে পানির রেখা অনুসরণ করছে, উইন্ডস্ক্রীনের বাইরে তাকিয়ে মনিং রোজের ল্যান্ডিং সাইট খুঁজছে ও। জিওর্দিনো তার পাশের জানালা দিয়ে খোলা সাগরে চোখ বুলাচ্ছে, মাঝে মধ্যে কোলের ওপর ফেলা চার্টে দাগ কাটছে। খোলা সাগরে হাজার হাজার হিমশৈল— আকারে কোনটা ছোটখাট শহর, বেশিরভাগই তিনশো মিটার পুরু, পানির ওপর তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, রঙ কোথাও নীল বা সবুজ, অথবা একই রঙ বিভিন্ন মাত্রায় হালকা বা গাঢ়।

'এই বার্গগুলোর কোন একটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পোলার কুইন = গিয়ে থাকতে পারে', নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল জিওর্দিনো। 'তোমার দিকটায় কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'নাহ্।'

'হোয়েলিং স্টেশন থেকে বিশ কিলোমিটার চলে এসেছি, এখনও ক্রুজ শিপের দেখা নেই। অথচ মেইভ বলছেন, ট্যুরিস্টদের দ্বিতীয় দলটাকে সীল কলোনি দেখানোর জন্যে রওনা হয়েছিল পোলার কুইন।'

'সীল আছে', ইঙ্গিতে নিচেটা দেখাল পিট। 'সব মিলিয়ে প্রায় আটশোর মত হবে। একটাও বেঁচে নেই।'

সীটের ওপর উঁচু হয়ে পোর্ট উইন্ডো দিয়ে নিচে তাকাল জিওর্দিনো। তটরেখা ধরে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত পড়ে আছে এলিফ্যান্ট সীলের মৃতদেহ। যতদূর দৃষ্টি যায়, মানুষজনের কোন চিহ্ন নেই। 'পরবর্তী গন্তব্য আর্জেন্টিনিয়ান রিসার্চ স্টেশন।'

পাহাড়ের একটা কাঁধ পেরিয়ে আসতেই স্টেশনটাকে দেখা গেল। সব মিলিয়ে ছয়টা বিল্ডিং, গম্বুজ আকৃতির ছাদ নিরেট ইস্পাতের কাঠামোর ওপর ঝুলে আছে। ছাদের ওপর সারি সারি অ্যান্টেনা, গাছপালার শাখা-প্রশাখার মত দেখতে। স্টেশনের কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। এক জোড়া স্নোমোবাইল দেখা গেল, ওগুলোর কাছাকাছি 'কপ্টার নামাল পিট। কোন বিল্ডিঙের ভেন্টিলেটার থেকে এতটুকু ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। নির্জন, ভৌতিক পরিবেশ। স্টেশনে যদি কোন মানুষজন থাকেও, কেউ তারা বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। 'কপ্টার থেকে নেমে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে মাঝখানের বিল্ডিংটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজার সামনে বরফ জমে আছে, পরিষ্কার করতে বিশ মিনিট লাগল। কবাট খোলার পর ভেতরে ঢুকল পিট, পিছনে জিওর্দিনো। ছোট একটা টানেল পেরিয়ে এসে একটা

ঘরে ঢুকল দু'জন। পাশাপাশি দুটো কামরা, রিক্রিয়েশন ও ডাইনিং রূম। দেয়ালে, ফিট করা থার্মোমিটারের দিকে এগোল জিওর্দিনো। 'তাপমাত্রা এখানে ফ্রিজিং পয়েন্টের নিচে', বিড়বিড় করলে সে। তার মানে এখানে কেউ হিটিং সিস্টেম চালু করেনি।

প্রথম লাশটা পাওয়া গেল ডাইনিং রূমে। দেখে মনে হবে না যে মারা গেছে। মেঝের দিকে ঝুঁকে আছে, এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে টেবিলের একটা কোণ, হ্যাঁ করে তাকিয়ে আছে জিওর্দিনো আর পিটের দিকে, যেন জানত ওরা তাকে, দেখতে আসবে। প্রচুর বমি করেছে, নোংরা হয়ে আছে দাড়ি। চেহারায় শুধু ব্যথা নয়, নগ্ন আতঙ্ক এত স্পষ্ট যে ওদের গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। ত্রিশ সেকেন্ড পর পাশের কামরা থেকে জিওর্দিনো বলল, 'এখানে আরও দু'জন।'

শুধু মাঝখানের বিল্ডিঙে নয়, বাকি সবগুলো বিল্ডিঙে আর্জেন্টিনিয়ান বিজ্ঞানীদের লাশ পাওয়া গেল। চেহারা দেখে বোঝা যায় তীব্র ব্যথা পেয়ে মারা গেছে সবাই, মারা যাবার আগে বমি করেছে। লাশগুলো ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে হঠাৎ তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল, নাগালের মধ্যে যা পেয়েছে তা-ই ধরে সোজা থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। পিট নিশ্চিত, কোন প্লেগ বা ফুড পয়জনিং এত দ্রুত মানুষকে মেরে ফেলতে পারে না।

সব মিলিয়ে লাশ পাওয়া গেল সতেরোটা। আইস হান্টারের ক্যাপটেন পলের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করল পিট। রিপোর্ট পাবার পর পিটকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মৃত্যুর কারণ কিছু বুঝতে পারছেন?'

'না, প্যাথোলজিস্টের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে', বলল পিট। 'আপনি আর্জেন্টিনিয়ান কর্তৃপক্ষকে জানান, স্টেশনের একজনও বেঁচে নেই। মেইভ ডরসেট আর ফন ফিটকে বলুন যে সবাই ওরা বমি করেছে।'

'ওরা বলছেন, মৃত্যুর কারণ ভাইরাল ইনফেকশন বা কেমিক্যাল কনটামিনেশন হতে পারে না', বললেন পল, তারপর জানতে চাইলেন, 'ট্যুরিস্টদের দ্বিতীয় পার্টির কোন সন্ধান পেলেন?'

'না।'

'অদ্ভুত।'

পিট বলল, 'এখানে আসার পথে আমরা একটা সীল কলোনি দেখে এসেছি, সবগুলো মারা গেছে। আপনার কোন ধারণা আছে এই দুর্বিপাক কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে?'

'আপনাদের দক্ষিণে দুশো কিলোমিটার দূরে জেশন পেনিনসুলায় একটা মার্কিন ক্রুজ শিপ রয়েছে', বললেন পল। 'ওদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েছি। ওদিকে কিছুই ঘটেনি। তবে ওয়েডেল সী-তে ডলফিনের লাশ দেখেছি আমরা। এভাবে হিসাব করলে, ডেথ সার্কেল ধরতে পারি ডায়ামিটারে নব্বুই কিলোমিটার, সেন্ট্রাল পয়েন্ট শেইমোর আইল্যান্ডকে ধরে।'

'ধন্যবাদ', বলল পিট। 'আমরা এখন পোলার কুইনের খোঁজে আবার আকাশে উঠছি।'

আকাশে ওঠার পর পিট বলল', 'অ্যাল, এসো একটা আনুমানিক হিসাব করি।'

'করি।'

'শেইমোরের উত্তর দিকে যাচ্ছিল পোলার কুইন গন্তব্য-সীল কলোনি', বলল পিট। সৈকতের সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে এগোচ্ছে, এই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ল সবাই। কেউ বাঁচল না। এখন জাহাজটার কি গতি হবে?'

'ইঞ্জিন বন্ধ করার নেই কেউ, কাজেই ওটা যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটবে, যতক্ষণ না কোন আইসবার্গে বা কোন দ্বীপে ধাক্কা খায়।'

'কোর্সটা ছিল উত্তরমুখী', বলল পিট। 'আইসবার্গে ধাক্কা না খেলে কোথায় গিয়ে বাধা পাবে ওটা?'

চার্টের ওপর চোখ বুলাল জিওর্দিনো। 'বাধা না পেলে... বাধা না পেলে... অনেকটা দূরে ছোট তিনটে দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি...'

'কি নাম?'

'ডেঞ্জার আইল্যান্ডস।'

'আমার হিসেবও তাই বলে।' হাসছে পিট। 'কাজেই প্রথমে ওদিকটাই আমাদের দেখা উচিত।'

'উচিত।'

৬.

ড্যান্ডি আইল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। ওদের সরাসরি সামনে মুডি পয়েন্ট কাস্তের মত বাঁকা হয়ে ডেঞ্জার আইল্যান্ডস-এর দিকে এগিয়েছে। এদিকের পানিতে অসংখ্য জমাট বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে, কোন কোনটা এত বড় যে স্রোতের টানেও নড়ছে না।

খানিক পর ডেঞ্জার আইল্যান্ডস-এর তিনটে চূড়া দেখা গেল দিগন্তে। দ্বীপ না বলে পাহাড় বলাই উচিত। প্রথম দুটোকে ঘিরে চক্কর দিল ওরা, পোলার কুইনের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। শেষ দ্বীপটাও দুর্গম, তীর এত খাড়া যে সেখানে কোন জাহাজ ভিড়তে পারবে না। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, কাজেই পিটের গম্ভীর নির্দেশে বার দুয়েক চক্কর দেয়ার পর জিওর্দিনো' কপ্টার ছোটাল উত্তর দিকে।

বন্ধুকে খোঁচা মারতে ছাড়ল না সে। 'তাহলে তোমার অনুমানও ভুল হয়, কি বলো?'

পিট কথা না বলে আরও গম্ভীর হয়ে থাকল।

'শেইমোর থেকে এত দূরে এসেও যখন পোলার কুইনকে পাচ্ছি না', আবার বলল জিওর্দিনো, 'তাহলে আমরা ফিরে যাচ্ছি না কেন?'

'এলামই যখন, আরও একটু দেখে যাই', বলল পিট।

তিন মিনিট চুপচাপ 'কপ্টার চালাল জিওর্দিনো। নিচে আর চারপাশে ছোটবড় বরফের স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। সামনে একটা বড় হিমশৈল', 'সেটার ভাঁজে রঙিন কি যেন একটা আটকে আছে, লক্ষ করে ভুরু কোঁচকাল সে।

হিমশৈলের একটা দিক ক্রমশ খাড়া হয়ে ওপরে উঠেছে। ঢালের নিচে, পানিতে ভাসছে একটা জলযান। হিমশৈলটা আকারে বিশাল, মফস্বল শহরের মত, দূর থেকে জলযানটাকে পরিষ্কার চেনা গেল না। কাছাকাছি আসার পর আড়চোখে পিটের দিকে তাকাল জিওর্দিনো। দু'জনেই এখন জাহাজটাকে চিনতে পারছে। পোলার কুইনই, তবে পানিতে ভাসছে না— ঢালু আইসবার্গের ওপর উঠে পড়েছে।

'আমারই ভুল, নিজ গুণে ক্ষমা করে দিয়ো', পিটকে বলল জিওর্দিনো। 'তোমার অনুমান হানড্রেড পার্সেন্ট না হলেও, নাইনটি-নাইন পার্সেন্ট কারেক্ট।'

কপ্টার নিয়ে পোলার কুইনের খুব কাছে চলে এল ওরা। 'ডেকে লাশ', বিড়বিড় করল পিট।

ব্রিজ ডেকে কয়েকজন লোক পড়ে রয়েছে। স্টার্ন-এর কাছে সানডেকেও কয়েকজনকে দেখা গেল। গ্যাঙওয়ের সঙ্গে আটকানো জোডিয়াক রাবার বোটে দেখা গেল দু'জনকে। 'সমস্যা', বলল পিট। 'ডেক খানিকটা কাত হয়ে রয়েছে, ওখানে তুমি ল্যান্ড করতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, তোমাকে মই বেয়ে নামতে হবে, দোস্ত।'

কপ্টার থেকে মই বেয়েও সরাসরি পোলার কুইনে নামা সম্ভব হলো না, মইটার শেষ প্রান্ত থেকে লাফ দিয়ে জাহাজটার সানডেকের খোলা সুইমিং পুলে পড়ল পিট। পুলটা মাত্র দু'মিটার গভীর। থারমাল আন্ডারঅয়্যার পরে আছে ও, তার ওপর ডাইভারের ড্রাই সুট, পোলার এলাকার পানিতে পরার জন্যে বিশেষভাবে ইনসুলেটেড। মাথায় হেলমেট, তাতে রেডিওর হেডসেট ফিট করা। পুল থেকে উঠে জিওর্দিনোকে ও জানাল, 'নিরাপদেই আছি।'

ডেক ধরে কম্প্যানিয়নওয়েতে চলে এল পিট। ব্রিজ মাত্র এক ডেক ওপরে। দরজা খুলে হুইলহাউসে ঢুকল ও। জাহাজের একজন অফিসার ডেকের ওপর পড়ে আছে, বেঁচে নেই; চার্ট টেবিলের একটা পায়া এখনও আঁকড়ে ধরে আছে। স্টারবোর্ড উইং-এ কেউ নেই। তবে পোর্ট উইং-এ জাহাজের আরও দু'জন অফিসারের লাশ পাওয়া গেল— ব্যথা আর আতঙ্কে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। বরফ মোড়া আরেকটা লাশ পেল পিট জাহাজের এক্সটেরিয়র কন্ট্রোল প্যানেলে, ক্যাপ দেখে বোঝা গেল ইনিই ক্যাপটেন ছিলেন।

হঠাৎ জাহাজটা দুলে উঠল বলে মনে হতেই ছুটল পিট, কম্প্যানিয়নওয়েতে বেরিয়ে এল। খোলের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে বরফ, ফলে আওয়াজ আর কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে। রেডিওর সুইচ অন করে আকাশে তাকাল ও। জিওর্দিনোকে বলল, 'বরফ গলতে শুরু করায় পানিতে নামছে পোলার কুইন। আকাশ থেকে দেখে কি মনে হচ্ছে বলো দেখি। আমি কি এখানে নিরাপদ?'

কপ্টার নিয়ে খানিকটা দূর সরে গিয়েছিল জিওর্দিনো, আবার কাছাকাছি ফিরে এসে হিমশৈলটাকে ঘিরে চক্কর দিল একবার। 'ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে জাহাজটা কোথাও ভাঙেনি। যে গতিতে হড়কে নামছে, তাতে বিপদ হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। তবে যতক্ষণ না পুরোপুরি পানিতে নামে, তুমি খোলা ডেকেই থাকো। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রিয় বন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর একটা সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না।'

বরফ থেকে জাহাজটার হড়কে নামার প্রয়োজন হলো না, জাহাজের নিচে নিরেট স্তরটা ক্ষয়ে পাতলা হয়ে যাওয়ায় ভেঙে গেল দু'পাশে সরে গিয়ে পানিতে ভাসার সুযোগ করে দিল পোলার কুইনকে।

'প্রকৃতি যেন এই অবমুক্তির সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছিল, শুধু আনুষ্ঠানিকতাটুকু বাকি রেখেছিল তোমার অপেক্ষায়', বলল, জিওর্দিনো।

পিট জানতে চাইল, 'তোমার ফুয়েলের কি অবস্থা হে?'

'আইস হান্টারে ফিরে যেতে পারব।'

'তাহলে রওনা হয়ে যাও।'

'কিন্তু তুমি? তুমি কি করবে?'

'ক্যাপটেন পলকে আমার পজিশন দিয়ে বলবে উনি যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন', বলল পিট। 'ওর দেয়া পজিশনে দেখা করব আমি।'

'পোলার কুইনকে নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'পিট, তোমার মাথায় সত্যি আইডিয়াটা খেলেনি, বলতে চাও?' জিওর্দিনো যেন সাংঘাতিক বিস্মিত।

'আইডিয়া?'

'পরিত্যক্ত একটা জাহাজকে কাছাকাছি বন্দরে পৌঁছে দিতে পারলে ইন্সুরেন্স আন্ডাররাইটারের কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন মার্কিন ডলার হাতিয়ে নিতে পারো।'

হেসে উঠল পিট। 'সত্যি মনে করো, অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার আর মার্কিন সরকার চুপ করে তোমাকে আমাকে অতোগুলো ডলার দিয়ে দেবে?'

'ন্যা!'

'তারচেয়ে, দ্রুত রওনা হও।'

হেলমেট খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নুমার 'কপ্টারটাকে চলে যেতে দেখল পিট। খালি জাহাজে হঠাৎ খুব একা লাগল নিজেকে ওর। কম্প্যানিয়নওয়েতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল নেই, হঠাৎ ছম ছম করে উঠল গা। কান পাতল, যেন কোন আওয়াজ হবে বলে আশা করছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভয় ভয় ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল, দরজা দিয়ে আবার ঢুকল হুইলহাউসে। ইঞ্জিন চালু করার পর আইস হান্টারের এগোনোর পথটা চিহ্নিত করল চার্টে, সেই পথের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে কোর্স সেট করল। নেভিগেশন কমপিউটারে কো-অর্ডিনেটস প্রোগ্রাম করল,

চালু করে দিল জাহাজের অটো কন্ট্রোল সিস্টেম। জাহাজ এখন নিজে নিজেই চলবে, সম্ভাব্য বিপদ এড়িয়ে। হুইলহাউস থেকে আবার বেরিয়ে পড়ল পিট।

আউটার ডেকগুলোয় বেশ কয়েকটা লাশ ক্রুদের, কাজ করার সময় মারা গেছে। দু'জন বাল্কহেড রঙ করছিল, বাকিরা কাজ করছিল লাইফবোটে। আটজন আরোহীর লাশ দেখে বোঝা গেল ডেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে সাগর বা সৈকত দেখার সময় রহস্যময় অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। প্যাসেজওয়ে হয়ে জাহাজের হসপিটালে চলে এল পিট। ভেতরটা খালি, খালি হেলথ ক্লাবও। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি বেয়ে বোট ডেকে নামল ও ছয়টা স্যুইট রয়েছে এখানে। একটা ছাড়া বাকি সবগুলো খালি। বয়স্কা এক মহিলা পড়ে আছেন, দেখে মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছেন। আঙুল দিয়ে তাঁর ঘাড় স্পর্শ করল ও। বরফের মত ঠাণ্ডা।

সেলুন ডেকে যাচ্ছে পিট, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল। ওর কি শুনতে ভুল হয়েছে? কিন্তু শব্দটা আবার হলো না? জাহাজে কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে! গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল, ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নামল শিরদাঁড়া বেয়ে। তারপর হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই আবার থেমে গেল আওয়াজটা।

ড্রাই স্যুটের ভেতর ঘামছে পিট। দু'মিনিট নড়ল না ও। তারপর স্যুটটা খুলে ফেলল গা থেকে। গম্ভীর একটু হেসে ভাবল, এখানে এমন কেউ নেই যে শুধু নরমাল আন্ডারওয়্যার পরে থাকায় মাইন্ড করবে।

কিচেনে ঢুকল পিট। ওভে আর টেবিলের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে শেফ আর ওয়েটারদের লাশ, একটার ওপর একটা পড়ায় স্তূপ তৈরি হয়েছে, জায়গাটাকে রক্তবিহীন কসাইখানার মত দেখতে লাগছে। অসুস্থ বোধ করল ঘুরে কিচেন এলিভেটরে চড়ল, ডাইনিং সেলুনে উঠবে।

ডাইনিং সেলুনে টেবিল সাজানো হয়েছে, তবে খাবার পরিবেশন করা হয়নি। সিলভারওয়্যার সবই জাহাজের দোলায় বা ঝাঁকি খাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে নিচে, তবে পরিচ্ছন্ন টেবিলক্লথ জায়গামতই আছে। মৃত্যু সম্ভবত এখানে হানা দিয়েছিল লাঞ্চ পরিবেশিত হবার ঠিক আগের মুহূর্তে। মেন্যুটা তুলে পরীক্ষা করল পিট-সী বাস, অ্যান্টার্কটিক আইস ফিশ, টুথফিশ আর ভীল স্টেক। মেন্যুটা টেবিলে রেখে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে, বেমানান কিছু একটা চোখের কোণে ধরা পড়ল। একজন ওয়েটারের লাশ টপকে পিকচার উইন্ডোর পাশে ফেলা টেবিলটার কাছে চলে এল।

এখানে কেউ একজন খাওয়াদাওয়া করেছে। ডিশগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল পিট, ওগুলোয় এখনও অবশিষ্ট কিছু খাবার পড়ে রয়েছে। মাখন লাগানো এক পাইস পাউরুটি, সেদ্ধ করা আধখানা ডিম, কাপের তলায় পড়ে থাকা খানিকটা আইস টী। দেখে মনে হচ্ছে এখুনি কেউ লাঞ্চ শেষ করে ডেকে হাঁটতে বেরিয়েছে। মৃত্যু আঘাত হানার পর কেউ এখানে খেয়েছে, এই চিন্তাটা মাথায় এলেও সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল পিট।

না, তা কি করে হয়।

কিন্তু যতই যুক্তি দিয়ে সম্ভব নয় বলে ভাবুক, টেবিলে পড়ে থাকা খাবারগুলো দেখে মনের ভেতর ভয়ের শাখা-প্রশাখা গজাচ্ছে। হাঁটার সময় কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে বারবার তাকাল পিট। ডাইনিং সেলুন থেকে বেরিয়ে গিফট শপকে পাশ কাটাল, ঢুকে পড়ল জাহাজের লাউঞ্জে।

ছোট একটা কাঠের ড্যান্স ফ্লোরের পাশে দেখা গেল পিয়ানোটাকে। প্রতি সেট চেয়ার-টেবিলের মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব। ককটেল ওয়েট্রেস ট্রে ভর্তি ড্রিঙ্কস নিয়ে যাচ্ছিল, এই সময় পড়ে গেছে; তার পাশেই পড়েছে আটজন নারী-পুরুষের একটা গ্রুপ, প্রত্যেকেরই বয়স ষাটের ওপর-সবাই তাঁরা বড় একটা টেবিলে বসেছিলেন, এখন এলোমেলো ভঙ্গিতে কার্পেটে পড়ে আছেন। কেউ কেউ সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে আলিঙ্গন করে আছেন ওদেরকে স্বামী-স্ত্রী বলে ধরে নেয়া চলে। সেদিকে তাকিয়ে কাতর হলো পিট। সেই সঙ্গে অসহায় বোধ করল, এই মর্মান্তিক পরিণতির কারণ জানা না থাকায়।

তারপর আরেকটা লাশ দেখতে পেল। একটা মেয়ে, লাউঞ্জের এক কোণে কার্পেটের ওপর বসে আছে। মেয়েটার চিবুক ভাঁজ করা জোড়া হাঁটুর ওপর মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে। লেদার জ্যাকেট আর উল প্যাকস পরে আছে। চেহারায় কোন বিকৃতি নেই, বমিও করে নি।

হার্টবিট বেড়ে গেল, গলা শুকিয়ে কাঠ; ভয়ে ভয়ে সামনে এগোল পিট। কাছে এসে একটা আঙুল ছোঁয়াল মেয়েটার ঘাড়ে। গা গরম দেখে ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকি দিতে কেঁপে উঠল চোখের পাতা, তারপর খুলে গেল।

প্রথমে ঘোর লাগা দৃষ্টিতে পিটের দিকে তাকাল মেয়েটা, যেন পরিবেশ সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। তারপরই বিস্ফারিত হলো চোখ, ঝট করে জড়িয়ে ধরল পিটকে, হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করে বলল, 'আপনি বেঁচে আছেন!'

'ওহ্ গড! দারুণ খুশি লাগছে, আপনি তবে বেঁচে আছেন!'

ঝট করে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। 'না, না, এ সত্যি হতে পারে না। আপনারা সবাই মারা গেছেন।'

'আমাকে ভয় পাবেন না, প্লীজ', নরম সুরে বলল পিট।

অপলক চোখে পিটের দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। দৃষ্টিতে চকচকে একটা ভাব, বেঘোর বা মাতালের মত লাগছে। চেহারায় কোন খুঁত নেই, তবে চোয়াল আর কপাল একটু বেশি চওড়া, নাকটাও একটু বড়, ফলে হঠাৎ তাকালে পুরুষ বলে সন্দেহ হতে পারে। তারপর পিট খেয়াল করল, মেয়েটার দৈহিক গঠনও পুরুষালি-দাঁড়ালে সম্ভবত পাঁচ ফুট দশ বা এগারো ইঞ্চি লম্বা হবে, হাতের হাড়গুলো চওড়া।

মাথায় লালচে তামার মত চুল, এত ছোট করে কাটা যে ঠিক মত কাঁধও ছোঁয় নি। জ্যাকেটের হাতা নেই, নগ্ন বাহুগুলোর পেশী খানিকটা ফুলে আছে।

হঠাৎ মেয়েটা জানতে চাইল, 'আপনার এই অবস্থা কেন? পুরোপুরি কাপড় পরেন নি।'

'ক্ষমা করবেন', বলল পিট। 'তবে আমার প্রসঙ্গ থাক। আপনার কথা বলুন। কে আপনি? সবাই মারা গেল, আপনি কিভাবে বেঁচে আছেন?'

কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল মেয়েটা, তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল পিট। তারপর কোমরটা জড়িয়ে ধরে দাঁড় করাল তাকে, একটা লেদার চেয়ারে বসিয়ে দিল। বার-এর দিকে এগোল পিট, জানে বারটেন্ডারে লাশ দেখতে পাবে। ঠিকই দেখতে পেল। লাশটা টপকে আয়না লাগানো শেলফ থেকে হুইস্কির একটা বোতল নামাল ও, গ্লাসে খানিকটা ঢেলে ফিরে এল আবার মেয়েটার কাছে। 'এটুকু খেয়ে নিন।'

'আমি ড্রিঙ্ক করি না', অস্পষ্ট সুরে আপত্তি জানাল মেয়েটা।

'ওষুধ বলে মনে করুন। মাত্র দু'একটা ঢোক।'

খানিক পর ঠোঁট মুছে পিটের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমি দিদ্রে, দিদ্রে ডরসেট।'

'পোলার কুইনের একজন প্যাসেঞ্জার?'

মাথা নাড়ল দিদ্রে। 'আমি একজন এন্টারটেইনার। লাউঞ্জে পিয়ানো বাজাই আর গান করি।'

'পিয়ানোর শব্দ শুনেই তো এদিকে এলাম আমি... ।'

'শক... রিয়্যাকশন... কি করছিলাম খেয়াল ছিল না। কেউ বেঁচে নেই দেখে ভাবছিলাম এরপর আমার পালা। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি বেঁচে আছি।'

'ঘটনাটা যখন ঘটল, কোথায় ছিলেন আপনি?'

কাছাকাছি পড়ে থাকা চার জোড়া দম্পতির দিকে তাকাল দিদ্রে। 'লাল স্কার্ট পরা ভদ্রমহিলা আর টি-শার্ট পরা ভদ্রলোক বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে পঞ্চাশতম বিবাক বার্ষিকী পালন করছিলেন। আগের রাতে একটা কেক বানানো হয়, বারটেন্ডার, ফ্রেড আর ওয়েট্রেস মার্থা কিচেন থেকে ক্রিস্টাল বোতল নিয়ে আসতে যায়, আর আমি যাই স্টোরেজ ফ্রিজার থেকে আইসক্রীম কেক আনার জন্যে... ।'

'আপনি ফ্রিজারের ভেতর ছিলেন?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল দিদ্রে।

'দরজাটা বন্ধ করে ছিলেন কিনা মনে আছে?'

'ওটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।'

'তারপর আপনি কি করলেন?'

চোখ বুজে চোখের পাতা কুঁচকে রাখল দিদ্রে, তারপর আঙুল দিয়ে কপালের পাশটা টিপে ধরল। 'ওখানে মাত্র কয়েক মিনিট ছিলাম। বেরিয়ে এসে দেখি জাহাজের সবাই মারা গেছে।'

ঠিক কতক্ষণ ফ্রিজারে ছিলেন আপনি?' বলল পিট। তারপর নিজের পরিচয় দিল ও। 'নুমায় আছি, প্রজেক্ট ডিরেক্টর। আমি যে-সব প্রশ্ন করছি সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'ফ্রিজারে কতক্ষণ ছিলাম? ঠিক বলতে পারব না। কেকটা একটা ট্রেতে ছিল, ট্রের চারপাশে বরফ জমে যাওয়ায় ছাড়াতে পারছিলাম না।'

'আপনার ভাগ্য নেহাতই ভাল', বলল পিট। 'ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থাকার একটা ক্লাসিক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। আর মাত্র দু'মিনিট আগে যদি ফ্রিজার থেকে বেরুতেন, বাকি সবার মত আপনিও মারা পড়তেন। এ-ও আপনার ভাগ্য যে এত তাড়াতাড়ি পোলার কুইনকে খুঁজে পেয়েছি আমি। ভাল কথা, জাহাজের ইঞ্জিন চলছে, কিন্তু জাহাজ এগোচ্ছে না। তারপর দেখি বরফের গায়ে উঠে পড়েছে বো। হুইলহাউসে ঢুকে কমপিউটারের বোতাম টিপে বন্ধ করে দিই ইঞ্জিন।'

'আপনি বুদ্ধিমতী', বলল পিট।

'আপনারা জানলেন কিভাবে যে পোলার কুইন এদিকে চলে এসেছে?' জানতে চাইল দিদ্রে।

'শেইমোর থেকে ট্যুরিস্টদের প্রথম দলটাকে আমরা উদ্ধার করেছি', বলল পিট। 'তারপর পোলার কুইনকে খুঁজতে বেরুই।'

'প্রথম দলের ওরা সবাই বেঁচে আছে?' ব্যাকুল সুরে জানতে চাইল দিদ্রে। 'ওদের গাইড মেইভ?'

'দু'জন প্যাসেঞ্জার আর একজন ক্রু মারা গেছে। মেইভ ফ্লেচার ভাল আছেন।'

দিদ্রেকে খুশি দেখাল, তবে এক সেকেন্ড পর। পিটের সন্দেহ হলো, মেয়েটা সম্ভবত অভিনয় করছে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মেইভ বেঁচে আছে!' পরমুহূর্তে উদ্বিগ্ন হলো সে। 'কিন্তু ঘটনাটা কি? কেন এত লোক মারা গেল?'

'এখনও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই', ধীরে ধীরে বলল পিট। 'তবে কারণটা আন্দাজ করতে পারছি।'

৭.

আইস হান্টারে ফেরার পথে নুমার হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনে, অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করল পিট। রিসার্চ শিপের ক্যাপটেন পলের কাছ থেকে ট্যুরিস্ট আর ক্রুজ শিপ পোলার কুইন উদ্ধার পর্বের প্রাথমিক রিপোর্ট আগেই পেয়েছেন তিনি, পিটের কাছ থেকে বিশদ জানার সুযোগ পেয়ে খুশি হলেন।

নুমা হেডকোয়ের্টারের রিসিপশন ভবনের মেয়েটা সরাসরি স্যানডেকারের ব্যাক্তিগত লাইনে দিয়ে দিলো ওকে। ওয়াশিংটনের তুলনায় এখানে সময় একঘন্টা মতো এগিয়ে।

'শুভ সন্ধ্যা, অ্যাডমিরাল।'

'ভাবছিলাম, কখন যোগাযোগ করবে।'

'এখানে দারুণ ব্যস্ত আমরা।'

'তোমার আর অ্যালের অভিযানের বর্ণনা পেয়েছি ক্যাপ্টেন পলের কাছ থেকে।'

'যদি চান, তো আরো বিশদ করে বলতে পারি।'

'আইস হান্টারে ফিরেছো?' সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন অ্যাডমিরাল।

'জ্বী, স্যার। ওই তো, আমার সামনেই তাঁর জাহাজ। একটা বোট পাঠাচ্ছেন তিনি, একমাত্র জীবিত আরোহিনীকে উদ্ধার করে আনতে।'

'কতোজন মারা গেছে?' শীতল কণ্ঠ স্যানডেকারের।

'প্রাথমিকভাবে সার্চের পর, আমার ধারণা,' পিট বললো, 'পাঁচজন ক্রুর হিসেব পাইনি। বিশজন যাত্রী, এবং ২ জন ক্রু এখনো জীবিত। পার্সারের অফিসে যাত্রী তালিকা ঘেঁটে জানলাম, মোট দুইশো দুইজন ছিল জাহাজে।'

'তাহলে একশো আশি জনের মতো নেই?'

'সে রকমই।'

'জাহাজের মালিক অস্ট্রেলিয়ান, ট্যুরিস্টরাও বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়ান, কাজেই অস্ট্রেলিয়া সরকার এই অপমৃত্যুর কারণ জানার জন্যে একটা তদন্ত টীম গঠন করেছে। আমি ক্যাপ্টেন পলকে বলেছি, ওখানে থেকে জীবিতদের সহায়তা দেওয়ার জন্যে। রুপার্ট অ্যান্ড সওন্ডার পোলার কুইনের মালিক, তারা সিডনি থেকে জেটে করে উড়ে আসছেন।'

'মৃত যাত্রী আর ক্রুদের দেহ কি করা হবে?'

'পোলার কুইনের লাশগুলো অস্ট্রেলিয়ান সামরিক বাহিনীর একটা জাহাজ এসে সিডনিতে নিয়ে যাবে, ওখানে ওগুলো পোস্টমর্টেম করা হবে।'

'পোলার কুইনের কথা বলছি,' পিট বললো, 'ওটা কি এখানেই পরে থাকবে?'

'অ্যাডিলেডে ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দল পাঠাচ্ছেন রুপার্ট এবং সওন্ডার। অস্ট্রেলিয়া সরকারের একদল তদন্তকারী অফিসারও থাকবেন, জাহাজের আগা-পাশ-তলা পরীক্ষার জন্যে।'

'উদ্ধারের জন্যে আপনি একটা খোলা কন্ট্রাক্ট প্রস্তাব করে দেখেন,' পিট বুদ্ধি দেয়। 'এরকম বিপদ থেকে জাহাজটা উদ্ধার করলো নুমা, ২০ মিলিয়ন ডলার তো আমরা পেতেই পারি।'

অ্যাডমিরাল স্যানডেকার মসৃণ স্বরে জানালেন, 'আর নুমার ডলার তো নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরঞ্চ, এই উপকারের বদলে অসি সরকারের কাছে ওদের জলসীমায় কোটি টাকার রিসার্চ কাজে হাত দেওয়ার সুযোগ এসে যেতে পারে। নিশ্চই জেনে খুশি হবে– সাম্প্রতিক সময়ে আশে পাশের এলাকার জেলেরা কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুহার দেখে নি, সামুদ্রিক প্রাণিদের কথা বলছি। যে কারণেই হোক, এই এলাকায় মড়ক কমে এসেছে।'

'জেনে সত্যি ভালো লাগলো, নাইজার নদীর মতো লাল স্রোতপ্রবাহ চরম গতিতে এখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে না।'

'হ্যাঁ, অন্তত মালিতে সেই ওয়েস্ট প্রজেক্ট তোমরা ধ্বংস করার পর থেকে রেড টাইডের বিস্তার দারুণভাবে কমে এসেছে।'

তারপর পিট জানতে চাইল, 'নুমার ল্যাব জিনিয়াসরা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে কিনা?'

'ওয়াশিংটনে এরা এখনও দিশেহারা বোধ করছে', বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমি আশা করছি আইস হান্টারের বায়োলজিস্টরা ভাল কিছু শোনাবে।'

'ওরা যদি কিছু জেনেও থাকেন, আমাকে কিছু বলছেন না', অভিযোগ করল পিট।

'তোমার নিজের কি ধারণা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'পত্রিকাগুলো খুব হৈ-চৈ করছে। ওদেরকে একটা কিছু বলে চুপ করানো দরকার।'

'আমার ধারণা শুনলে অবশ্য পত্রিকাওয়ালারা দুঃখ পাবে।' পিট বললো।

'আমাকে বলবে নাকি?'

একটুক্ষণ চুপ রইলো পিট। 'সম্ভবত, স্রোতপ্রবাহে ভেসে আসা কোনো অজানা শব্দজটের কারণে এমন ঘটছে।'

'শব্দজট,' যন্ত্রের মতো গলায় বললেন স্যানডেকার। 'খুব একটা ভালো আইডিয়া বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'জানি, শুনতে বাজে শোনায়।' পিট স্বীকার করে।

বিরক্ত যদি হয়েও থাকেন, স্যানডেকারের কণ্ঠস্বরে তা প্রকাশ পেলো না। 'তারচেয়ে ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো,' বললেন তিনি। 'ওদের জগত ওটা।'

'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। বাজে বকছি।'

'তুমি বোধহয় খুব ক্লান্ত, পিট', বললেন তিনি। 'ব্রেন ঠিকমত কাজ করছে না। লম্বা একটা ঘুম দাও, তারপর ওয়াশিংটনে মিটিংয়ে বসব আমরা।'

আইস হান্টারের রেইলে মেইভ ফ্লেচারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাগলের মতো হাত নাচালো দিদ্রে ডরসেট। হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

'মেইভ!' ডাকলো সে।

জাহাজের দিকে তাকিয়ে ওকে খুঁজলো মেইভের চোখ। এক মুহূর্তের জন্যে স্থানুর মতো হয়ে রইলো সে। কিন্তু দিদ্রের উপর চোখ পড়তে ভুত দেখার মতো চমকে উঠলো মেইভ।

'দিদ্রে?' অনিশ্চিত স্বরে জানতে চাইলো ও।

'মরণের ওপার থেকে ফিরে এলাম। এই তোমার সম্ভাষণের নমুনা?'

'তুমি.. এখানে... বেঁচে আছো এখনো?'

'ওহ, মেইভ। তুমি বেঁচে আছো জেনে কি যে ভালো লাগছে আমার।'

'আমিও চমকে গেছি তোমাকে দেখে।' ধীরে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলো মেইভ।
'আহত হও নি তো, তীরে ছিলে যখন?'
'এই সামান্য ফ্রস্ট বাইট, মারাত্মক কিছু না।'
ঘাড় ফিরিয়ে, পিটের দিকে তাকালো দিদ্রে। ও মাত্র ক্যাপ্টেন পলের সঙ্গে কথা শেষ করেছে। পল জানালো, বললো পিট। 'মেইভকে ওই জাহাজ থেকে আপনার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'
সায় দিলো দিদ্রে। 'ও আমাকে দেখে চমকে গেছে।'
'হুমম, কাকতালীয়,' পিট লক্ষ্য করলো দিদ্রে প্রায় ওর সমান লম্বা। 'ক্রুদের মধ্যে শুধু যে দুজন বেঁচে আছেন– তারা আবার পরস্পরের বান্ধবী।'
কাঁধ ঝাঁকায় দিদ্রে। 'আমাদের আসলে বান্ধবী বলা যায় না।'

ফরওয়ার্ড উইন্ডো দিয়ে আসা সূর্যের আলোয় চকচক করছে দিদ্রের বাদামী চোখ। অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে পিট বলে, 'আপনারা পরস্পরকে অপছন্দ করেন?'
'না, আসলে রক্তের ব্যাপার, পিট।' বললো দিদ্রে। 'যদিও, আমাদের মুখ্য নাম ভিন্ন– কিন্তু মেইভ আমার আপন বোন।'

৮.

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাবার পর ক্লান্তি দূর হলো ঠিকই, কিন্তু ঘুমে চোখ দুটো এমন বুজে এল যে কাপড় পরাটাকে উটকো ঝামেলা মনে হলো, কোমরে, তোয়ালে জড়ানো অবস্থায় বসে পড়ল বিছানায়, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও বলতে পারবে না পিট। নক হলো দরজায়। পিটের কোন সাড়া নেই। সাড়া না পেয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল মেইভ, উঁকি দিয়ে অ্যান্টিরূমে তাকাল। 'পিট?' ডাকল সে। 'ভেতরে আছেন আপনি?'

সাড়া না পেয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করল ওর, কিন্তু কৌতূহল বাধা দিচ্ছে। হাতে কনিয়্যাকের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস, সবই অ্যালের কাছ থেকে ধার করা। এভাবে পিটের কেবিনে অনুপ্রবেশ করতে চাওয়ার পিছনে সঙ্গত কারণ আছে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পিটকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চায় মেইভ।

অ্যান্টিরুমে ঢুকলে একটা আয়নার মুখোমুখি হলো ও। নিজেকে তিরস্কার করল, বিনা অনুমতিতে একজন পুরুষমানুষের কামরায় ঢোকা তোমার মত আত্মসচেতন মেয়ের সাজে না।

ভেবে দেখো তুমি কে। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী লোকদের একজন তোমার বাবা। সেই বাবার নৈতিক চরিত্র ভাল নয়, তিনি অন্যায়ভাবে আরও টাকার পাহাড় গড়ার চেষ্টা করেন, এই সব অভিযোগ তুলে সেই জ্ঞান হবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া

বাধিয়ে রেখেছ। আঠারো বছর বয়সে ফুটবলে এত জোরে কিক করতে পারতে, কলেজে তোমার ক্লাসের আর কোন ছেলের বল অত দূরে যেত না। ক্যানবেরা থেকে পার্থ, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত গেছে পায়ে হেঁটে, সঙ্গ দেয়ার জন্যে ছিল শুধু পোষা একটা কুকুর। কাউকে ভয় কর না তুমি, কারও পরোয়া কর না। বাবা তোমাকে কাজ শেখানোর জন্যে স্কুল থেকে একবার ছাড়িয়ে এনেছিল, ঢুকিয়ে দিয়েছিল পারিবারিক খনিতে সেখানে পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে পাথর ভাঙার কাজ করতে হয়েছে তোমাকে। কাজটা তুমি শেষ কর, কিন্তু তারপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠ। নিজের জীবনটা কিভাবে কাটাবে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল তোমার, বাবার নির্দেশিত পথে তুমি চলতে চাওনি।

মেলবোর্নে পালিয়ে যায় মেইভ। পার্ট টাইম চাকরি নেয়, ভর্তি হয় ইউনির্ভাসিটিতে। জুলজিতে মাস্টার্স করে ও। পারিবারিক আশ্রয়ে বাবা ওকে ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টা করেন নি, কারণ জানতেন একমাত্র মেয়ের সঙ্গে জেদাজেদিতে তিনি পারবেন না। তবে লোকজন লাগিয়েছিলেন, তারা কড়া নজর রাখত মেইভের ওপর। লোক মারফতই খবর পাঠাতেন মেয়ের কাছে, তাঁর কথা না শোনায় মেয়েকে তিনি পারিবারিক সম্পত্তি থেকে অবশ্যই বঞ্চিত করবেন। ভার্সিটিতে পড়ার সময় একটা ছেলেকে মেইভের ভাল লেগে যায়। একসঙ্গে ছয় মাস ছিল ওরা। বিয়ে হয়নি, পেটে বাচ্চা এল। পরস্পরকে ভালবাসত ওরা, আর সারাক্ষণ শুধু ঝগড়া করত। স্বভাবতই বিচ্ছেদ ঘটল, কিন্তু সম্পর্ক নষ্ট করার সময় ছেলেটাকে মেইভ জানতেই দিলো না যে সে প্রেগন্যান্ট।

ডেস্কের ওপর বোতল আর গ্লাস রেখে কাগজ-পত্রের স্তূপ আর নটিকাল চার্টের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রের ওপর চোখ বুলাল মেইভ—ক্রেডিট কার্ড, বিজনেস আর মেম্বারশিপ কার্ড, ওয়ালেট, কার কী, ডোক্সা ডাইভ ওয়াচ। ভদ্রলোক সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না, ভাবল মেইভ; কোথাও তার কোন ফটোগ্রাফ নেই। ওর জীবনে বেশ ক'জন পুরুষ এসেছে আবার চলেও গেছে-কেউ গেছে ওর অনুরোধে, কেউ স্বেচ্ছায়। তবে সবাই তারা নিজেদের কিছু ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু এই ভদ্রলোক যেন নির্জন একটা পথে একা চলেন, পিছনে কিছুই ফেলে যান না।

দোরগোড়া টপকে পিটের স্লিপিং কোয়ার্টারে ঢুকলে পড়ল মেইভ। বাথরুমে, সিঙ্ক-এর ওপর আয়না ঝাপসা হয়ে রয়েছে। সন্দেহ নেই, খানিক আগে গোসল করেছে কেউ। আফটারসেভের গন্ধ ভাসছে বাতাসে, তলপেটে শিরশিরে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলল। 'মি. পিট? আপনি কি এখানে আছেন?'

তারপরই পিটকে দেখতে পেল মেইভ, বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। হাত দুটো বুকের ওপর এন ভঙ্গিতে ভাঁজ করা, যেন একটা কফিনে শুয়ে আছে। নাভির নিচেরটা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা দেখে স্বস্তির সঙ্গে কৌতুল বোধ করল

ও। তারপরই অবশ্য বিব্রত হলো, বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত। এভাবে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা করবেন।'

পিট কিন্তু ঘুমাচ্ছেই।

ওর সারা শরীরে দৃষ্টি বুলাচ্ছে মেইভ। চোখ ফেরাতে পারছে না বলে মনে মনে ভারি লজ্জা পেল। এমন সুঠাম স্বাস্থ্য খুব কমই দেখা যায়। চোখের চার ধারে আর ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম কিছু রেখা বা ভাঁজ থাকায় না হাসলেও মনে হয় হাসছে। সম্ভবত চল্লিশের আশেপাশে বয়স– মেইভ আন্দাজ করলো। রুঢ় মুখ– এমন ধরনের মুখ মেয়েদের টানে। বোঝায় যায়, এ লোক শক্ত পোক্ত, দৃঢ় চরিত্রের। জীবনে সবকিছুর সাথে লড়েছে– ভালো বা মন্দ। কিন্তু কিছু থেকেই পালিয়ে আসে নি।

অনেক ছেলে বন্ধুর সঙ্গেই শুয়েছে মেইভ। এ লোক তাদের মতো নয়। কাউকে ভালো বাসা হয় নি ওর কোনোদিন, মেইভ ভাবে। যখন সে প্রেগন্যান্ট হয়ে পরেছিল, বাপের কথা না শুনে দুটো জমজ বাচ্চার জন্ম দিয়েছে মেইভ।

কিন্তু এখন, এই নির্জন রুমে, নগ্ন একজন ঘুমন্ত পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেনো অদ্ভুত এক সুখ বোধ করলো সে। কোমড় ঘিরে থাকা তোয়ালেটা সামান্য উঁচু করে একটু দেখে নিলো মেইভ। সত্যি, দারুণ আকর্ষণ বোধ করছে ও, এই ভদ্রলোকের প্রতি।

'যা দেখলে, পছন্দ হলো সিস্টার?' শান্ত স্বরে পিছন থেকে বললো কেউ। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিদ্রে, ঠোঁটে সিগারেট।

'এখানে কি করছ তুমি?' তিক্ত স্বরে জানতে চাইল মেইভ।

'অধিক ভোজনে বাধা দিতে চাই, তোমার যাতে বদহজম না হয়,' বলে হেসে উঠল দিদ্রে।

'বেশ।' বলে, পিটের শরীরের উপর একটা চাদর টেনে দিলো মেইভ। এরপর, অনেকটা ধাক্কা দিয়ে দিদ্রেকে বের করে আনলো রুম থেকে। নিঃশব্দে দরজা আটকে দিলো পিছনে।

'তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন?' জিজ্ঞেস করল মেইভ। 'বাকি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাওনি কেন?'

'একই প্রশ্ন তো আমিও তোমাকে করতে পারি, মেইভ।'

দিদ্রেকে পাশ কাটিয়ে অ্যান্টি রুমে চলে এল মেইভ। 'নুমার বিজ্ঞানীরা ডেথ প্লেগ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন, সব লিখে জানাবার জন্যে। ক'টা দিন থাকতে বলেছেন আমাকে।'

'তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা আরও ভয়াবহ, আমিও একটা রিপোর্ট লিখব।'

'পোলার কুইনে কয়েক সপ্তাহ থাকলাম, তোমাকে আমি দেখিনি কেন?'

'অসুস্থ ছিলাম, নিজের কেবিন ছেড়ে বেরুইনি,' জবাব দিল দিদ্রে। 'মিরাকুলাসলি বেঁচে গেলাম, তুমি অবাক হওনি?'

মেইভের চোখে সন্দেহ। 'সবাইকে তুমি বলেছ ফ্রিজারে ছিলে।

'একেবারে ঠিক সময় মত, কি বলো?'

'তোমার ভাগ্য ভাল।'

'ভাগ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই,' বলল দিদ্রে। 'তোমার নিজের ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখো? ভেবে দেখেছ ঠিক যখন তুমি হোয়েলিং স্টেশনের গুহায় ঢুকলে তখনই কেন ডেথ প্লেগ আঘাত করল?'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'তুমি আসলে বোঝোনি মেইভ। বাবাকে অপমান করে সেই যে তুমি তার অফিস থেকে বেরিয়ে এলে, ভেবেছ সে-কথা কোনদিন ভুলবে সে বা ক্ষমা করবে তোমাকে? উনি শুনে আগুন হয়েছেন যে, তুমি নাম বদলে আমার পর-দাদার নামে ফ্লেচার রেখেছো। কি মনে করো? তোমার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, রুপার্ট এবং সওভারে চাকরি– সমস্ত কিছু ভালো ভাবে খোঁজ রাখা হচ্ছে।'

'উনি তার সাম্রাজ্য চিন্তা আর অপরাধ নিয়ে থাকুন। এরমধ্যে আমাকে টানা কেনো?'

'তোমার, আমার আর বোদিকার জন্যেই তো এতোকিছু করছে ড্যাডি, কেনো বোঝো না?'

'বোদিকা!' হিসহিসিয়ে উঠলো মেইভ। 'শয়তানী আমার বোন হলো কি করে, ইশ্বর জানেন।'

'কিন্তু বোদিকার জন্যেই এ যাত্রা প্রাণে বাঁচলে।

'প্রাণে বাঁচলাম? মানে? তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'কার কথায় পোলার কুইনের ক্যাপটেন তোমাকে ট্যুরিস্টদের প্রথম দলটাকে নিয়ে শেইমোরে নামার আয়োজন করেন?'

'তোমার কথায়?'

'অবশ্যই। লেকচারারদের তালিকায় তুমি ছিলে দু'নম্বরে। শেইমোরে দ্বিতীয় যে গ্রুপটা নামত, কথা ছিল সেটাকে গাইড করবে তুমি। তাদের আর নামা হয় নি, ফলে কেউ তারা বাঁচেও নি।'

'কি কারণ? কারণটা ব্যাখ্যা করো', ফিসফিস করে বলল মেইভ। ভয়ে তার হার্টবিট বেড়ে গেছে।

'এখানে সঠিক সময়ের প্রশ্ন এসে পড়ে', বলল দিদ্রে। 'বাবার লোকজন হিসেব কষে জানায়, ট্যুরিস্টদের প্রথম গ্রুপটা হোয়েলিং স্টেশনের নিরাপদ গুহায় ঢোকার পর ডেথ প্লেগ আঘাত হানবে।'

মেইভের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল। মনে হলো পায়ের নিচে ডেক কাত হয়ে যাচ্ছে। 'বাবা কেন, কারও পক্ষেই এ-ধরনের ভয়ঙ্কর একটা ঘটনার কথা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়।'

'আমাদের বাবা একটা প্রতিভা', চাপা হাসির সঙ্গে বলল দিদ্রে। 'এবং সাংঘাতিক চতুর। আগে থেকে সব প্ল্যান করা না থাকলে, তুমিই বলো, আমি জানলাম কিভাবে কখন ফ্রিজারের ভেতর ঢুকতে হবে?'

'কিভাবে তিনি জানলেন কখন ডেথ প্লেগ হানা দেবে?' ঢোক গিলল মেইভ।

'আগেই বলেছি', সব ক'টা দাঁত দেখিয়ে নিঃশব্দে হাসছে দিদ্রে, 'বাবা বোকা নন।'

রাগে ও ঘৃণায় সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল, হিস হিস করে উঠল মেইভ, 'তিনি যদি কোন আভাস পেয়ে থাকেন, এতগুলো লোককে মরতে দিলেন কেন?'

'বুড়ো হাবড়া একদল ট্যুরিস্টকে নিয়ে মাথা ঘামানোর লোক ড্যাডি নয়, তার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে।'

'এতগুলো মানুষ মারা গেল, সেজন্যে তোমাদের অবহেলা যদি দায়ী হয়, ইশ্বরের কসম বলছি আমি ছাড়ব না... ।'

'তুমি বাবার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লড়বে?' দিদ্রের বলার সুরে বিদ্রূপ। তারপর নিজেই জবাব দিল, 'তা তুমি পারো, তোমার পক্ষে সবই সম্ভব।'

'সম্ভবই তো।'

'আসলে সম্ভব না', বলল দিদ্রে, এখন আর হাসছে না, 'যদি চোখের মণি দুটোকে হারাতে না চাও আর কি।'

'শন আর মাইকেল এমন জায়গায় আছে, বাবা ওদের কোনোদিন খুঁজে পাবে না।'

'যমজ বাচ্চা দুটোকে পার্থ-এ ওই শিক্ষক দম্পতির বাড়িতে লুকিয়ে রেখে তুমি খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাওনি, মেইভ।'

'তুমি ধোঁকা দিচ্ছ...'

'শিক্ষক ভদ্রলোকের নাম যেনো কি?। মনে পড়েছে, হোলেন্ডার। কি, ঠিক বলছি না?' এখন আবার হাসছে দিদ্রে। 'গত সপ্তায় ভদ্রলোককে পটিয়ে-পাটিয়ে তোমার বাচ্চা দুটোকে পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিলো বোদিকা'।

মেইভের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কথা বলার সময় গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না, 'ওরা তোমাদের কাছে?'

'ছেলে দুটো? হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তোমরা যদি,হোলেন্ডারের কোন ক্ষতি করে থাকো.... ।'

'আরে না, বাবা ভদ্রলোককে বরং উপহার পাঠিয়েছেন।'

'শন আর মাইকেল... ওদেরকে নিয়ে কি করেছ তোমরা?' কোন রকমে কান্না চেপে রেখেছে মেইভ।

'আমাদের প্রাইভেট আইল্যান্ডে ওদেরকে খুব যত্নের সঙ্গে রেখেছে তোমার বাবা। ওদেরকে সে হীরের ব্যবসা শেখাচ্ছে। আরে, হাসো! খুব খারাপ কিছু যদি ঘটে, কোন দুর্ঘটনায় পড়ে কষ্ট পাবে-বড়জোর। বাচ্চারা কি ধরনের ঝুঁকি নেয় তুমি তো জানোই-মাইনিং টানেলে খেলতে ঢোকে। আর ভাল দিকটা হলো, তুমি যদি পরিবারের সঙ্গে থাকো, এক সময় দেখবে তোমার ছেলেরা হাজার কোটি ডলারের মালিক বনে গছে।

'বাবার মত?' চাপা গলায় হিস হিস করে উঠল মেইভ। 'তারচেয়ে আমি মরে যাব।' হঠাৎ ভেঙে পড়ল ও, ফুঁপিয়ে উঠে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল।

'বাবাকে তো চেনো,' বলল দিদ্রে 'তোমার মৃত্যুটা হয়তো যথেষ্ট বিবেচনা করবে না সে। তোমাকে সে আরও বড় শাস্তি দিতে চাইতে পারে। তারচেয়ে আমি যা বলি, শোনো। নুমায় তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দিন কয়েক কাটাও, আমি কি বলেছি ভুলেও তা কাউকে জানিয়ো না। তারপর আমরা বাড়ি ফিরে যাব।' দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল সে। 'বাবাকে তুমি যত খারাপ বলেই জানো, তুমি ক্ষমা চাইলে অবশ্যই সে তোমাকে ক্ষমা করবে। অবশ্য শর্ত থাকবে-পরিবারের প্রতি অনুগত হতে হবে তোমাকে।'

দ্বিতীয় পর্ব
মৃত্যুর ঠিকানা

৯.

ওয়াশিংটন, নুমা হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুমে মিটিংয়ে বসেছেন অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার। তরুণ হিরাম ইয়েজার উপস্থিত, নুমার কমপিউটার নেটওয়ার্কের চীফ সে, সেই সঙ্গে মেরিন সায়েন্সের ওপর সবচেয়ে দামি ডাটা লাইব্রেরীর পরিচালক। আর আছেন রুডি গান, নুমার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও সেকেন্ড ইন কমান্ড।

মিটিংয়ের শুরুতেই দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সদ্য পাওয়া রিপোর্ট পড়ে শোনালেন অ্যাডমিরাল। সব মিলিয়ে আটটা পয়েন্টে সীল, পেঙ্গুইন, ডলফিন আর মানুষ মারা গেছে। সেখানেই আঘাত হেনেছে ডেথ প্লেগ, নব্বই কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাণী বাঁচেনি। রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম পিটে দেয়াল জোড়ামানচিত্র আলোকিত করা হলো, পয়েন্টগুলোয় ফুটে উঠল লাল ক্রস।

'আমি হতাশ, ' বিরস বদনে স্বীকার করল হিরাম ইয়েজার। 'সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য ভরে অন্তত একশো বার চেষ্টা করেছি, কমপিউটার কোন সমাধান দিতে পারেনি। পরিচিত কোন রোগ বা রাসায়নিক দূষণ হাজার মাইল ছুটে গিয়ে সীমিত একটা এলাকার সমস্ত প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারে না।'

'আমার সঙ্গে ত্রিশজন বিজ্ঞানী সমস্যাটা নিয়ে কাজ করছে,' বললেন রুডি। 'এখন পর্যন্ত তারা কোন ক্লু খুঁজে পায় নি।'

'পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কি বলছে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'বিষক্রিয়ায় কোন টিস্যু ড্যামেজ হয়নি। ওয়াল্টার রীড আর্মি মেডিকেল সেন্টারের কর্নেল হান্ট অবশ্য এখনও ফুল রিপোর্ট পাঠাননি, পাঠালেই আপনাকে জানাব।'

'কি বিদঘুটে সমস্যা, তাই না? মানুষ বা প্রাণী কোন কারণ ছাড়া তো আর মারা যেতে পারে না। বিজ্ঞানীরা এভাবে ব্যর্থ হবেন, এ আমি ভাবতেই পারি নি। এখন দেখছি যতই অদ্ভুত শোনাক, ডার্ক পিটের আইডিয়াটার ওপর গুরুত্ব দিতে হয়।'

'সেটা কি?' হিরাম ইয়েজার জানতে চাইল।

'প্রথমে তো ভেবেছিলাম পিট বোধহয় প্রলাপ বকছে,' অ্যাডমিরাল স্বীকার করলেন। 'ওর ধারণার সঙ্গে আর কারও ধারণা মেলে না।'

'কি সেটা?' এবার রুডি জিজ্ঞেস করলেন।

'পিট এক ধরনের দূষণের কথা বলছে।'

'আমরা চিন্তা করি কি দূষণের কথা বলতে পারেন উনি?' রুডির ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল।

গম্ভীর একটু হাসি দেখা গেল জেমস স্যানডেকারের ঠোঁটে। 'শব্দদূষণ,' বললেন তিনি।

'শব্দদূষণ? মানে?'

'পিটের ধারণা, মারাত্মক কোন সাউন্ড ওয়েভ শত শত, বা এমনকি হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পানির ওপর মাথা তুলছে, নির্দিষ্ট একটা এলাকা জুড়ে মেরে ফেলছে সমস্ত প্রাণীকে।'

'পিট জিনিয়াস, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি,' বলল হিরাম ইয়েজার। 'তবে এক্ষেত্রে বোধহয় প্রলাপই বকছে সে।' নুমাতে অ্যালের মতই পিটের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। 'আমার ধারণা, পেটে একটু বেশি টেকুইলা পড়েছে ওর।'

কিন্তু রুডি বললেন, 'আমার ধারণা, ডার্ক সম্ভবত ঠিক পথেই চিন্তা করছেন।'

'এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে, ' বললেন অ্যাডমিরাল। হিরামের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুমি তোমার লাইব্রেরীতে হানা দাও। আন্ডারওয়াটার অ্যাকুসটিক সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য বের করো। হাই-এনার্জি সাউন্ড ওয়েভ নিয়ে যেখানে যত এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, কমার্শিয়াল বা মিলিটারি, সবগুলো বিস্তারিত রিপোর্ট চাই আমি। এ-ধরনের সাউন্ড ওয়েভ মানুষ ও সামুদ্রিক প্রাণীর ওপর কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাও জানতে চেষ্টা করো।'

মাথা ঝাঁকাল হিরাম। 'মিটিং শেষ হলেই কাজে বসব, পিটের ধারণা অসার প্রমাণ করার জন্যে।'

নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে গেল হিরাম ইয়েজার এবং রুডি গান। চেয়ারে বসে সমানে সিগার টানতে লাগলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। এরপর যেনো, চিন্তা করার জন্যেই চোখ বুঝলেন তিনি।

অনিশ্চয়তার দোলাচলে দুলছেন স্যানডেকার। একটু পরে, চোখ খুলে কম্পিউটার পর্দায় প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্রের দিকে এক মনে তাকিয়ে রইলেন। 'এরপর কোথায় আঘাত হানবে ওটা?' শূন্য রুমে জোড়ালো শোনালো তার গলা। 'কে কে মরবে এবার?'

* * *

নিজের বেজমেন্ট অফিসে বসে আছেন কর্নেল লেই হান্ট। প্রচুর জাঁকজমকপূর্ণ অফিস কক্ষ দুচোখের বিষ তার। এই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন কর্নেল, আগে কফি খাবেন, নাকি শেষ একটা ফোন কল করবেন। শেষমেষ, দুটো কাজ একসঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। ওপাশ থেকে বাজখাই কণ্ঠস্বর উত্তর দিলো।

'কর্নেল হান্ট, আশা করি আপনি বলছেন।'
'তাই,' অবাক হলেন কর্নেল। 'কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে?'
'বলতে পারেন মনের ডাক।'
'নেভির সাথে কথা বলতে আমার সবসময়ই ভালো লাগতো।'
'কিছু বলতে ফোন করেছেন?' জানতে চাইলেন স্যানডেকার।
'আচ্ছা, বলুন তো, অ্যাডমিরাল, এই লাশগুলো আপনারা কি একটা ফিশিং বোটে পেয়েছেন, সাগরের মাঝখানে?'
'হ্যাঁ।'
'আর একজোড়া শুশুক ও দু'জোড়া সীল?'
'আপনি জানেন ওগুলো কোথায় পাওয়া যায়।'
'আগে কখনও আমি অ্যাকুয়্যাটিক প্রাণীর পোস্ট মর্টেম করিনি।'
'মানুষ, শুশুক আর সীল, সবই তো স্তন্যপায়ী।'
'অ্যাডমিরাল, আপনার কেসটা রীতিমত হতভম্ব করে তুলেছে আমাকে।'
'ওগুলো মারা গেল কিভাবে?'
একটু থেমে অর্ধ-শূন্য কাপটা পুরো খালি করে ফেললেন কর্নেল। 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় বললে, কানের ভিতরে যে তিনটি ক্ষুদ্র হাড় থাকে- নাম মেলিয়াস, ইনকাস এবং স্টেপিস- সেগুলোর ধ্বংসের ফলেই মৃত্যু ঘটেছে তাদের। এমনকি, স্টেপিসের পাদানী পর্যন্ত ফ্রাকচার হয়ে গেছে। এতে করে মারাত্মক মাথা ঘোরা, ভয়াবহ ধরনের মাথা ঝিমঝিম বা কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ শব্দ ইত্যাদি হয়। শেষমেষ, সামনের দিকের সেরেবেলার আর্টারি ছিঁড়ে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যু ঘটে।'
'মানে, বলছিলাম কি, ভালো করে একটু বুঝিয়ে বলুন- মেডিকেল ভাষা বাদ দিয়ে।'
'ইনফার্কশন- শব্দটা পরিচিত তোমার?'
'গালির মতো শোনাচ্ছে।'
'তা হলে শোনো- ইনফার্কশন হলো একগুচ্ছ কোষ বা টিস্যুর মৃত্যু, যা ঘটে কোনো ধমনী বা শিরার মধ্যে বাতাস বা অন্য কিছু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে।'
'দেহের কোথায় এমন ঘটলো অভাগাদের?'
'সেরেবেলাম। পরবর্তীতে চাপে পরে ব্রেইনস্টেম। এছাড়া আমি ভেস্টিবুলার ল্যাবিরিন্থেও-
'ইয়ে, থাক থাক। বরঞ্চ, লক্ষণগুলো বলুন?' জানতে চাইলেন জেমস স্যানডেকার।
'শুশুক বা সীল সম্পর্কে বলতে পারব না। মানুষের বেলায় কি ঘটবে বলছি। হঠাৎ খুব জোরে মাথা ঘুরবে, দ্রুত ভারসাম্য হারাবে, বমি পাবে, মাথায় তীব্র ব্যথা হবে। সব মিলিয়ে ফলাফল- প্রথমে জ্ঞান হারাবে, তারপর মারা যাবে।'

'আমাকে বলতে পারেন, কি দায়ী? কোন ধরনের প্লেগ?'

অপরপ্রান্তে ইতস্তত করছেন কর্নেল হান্ট। 'কি বলব, আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া হয়ে যায়।'

'তাই ছুঁড়ুন।'

'এ স্রেফ আমার ধারণা, অ্যাডমিরাল। আপনার জেলেরা, শুশুক আর সীলগুলো সম্ভবত উচ্চমাত্রার শব্দ তরঙ্গের আক্রমণে মারা গেছে।'

১০.

আইস হান্টারের বিজ্ঞানী ও অফিসাররা মেইভ আর দিদ্রে ডরসেটের বিদায় উপলক্ষে একটা পার্টির আয়োজন করল।

বায়োলজিস্ট ফন ফ্লিট ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গত তিন দিন আঠারো ঘণ্টা করে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছে মেইভ; সংগ্রহ করা ডলফিন, পেঙ্গুইন আর সীলের মৃতদেহ পরীক্ষা করেছে, নোট লিখেছে পাতার পর পাতা। তাদের সবার সঙ্গে দারুণ একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওর। তবে এই তিন দিন পিট যতক্ষণ আইস হান্টারে ছিল, অত্যন্ত কৌশলে মেইভকে কড়া পাহারা দিয়ে রেখেছে দিদ্রে, ও যাতে পিটের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে না পারে। পিট অবশ্য জাহাজে ছিল খুব কম সময়, হেলিকপ্টার নিয়ে দূর-দূরান্তের দ্বীপগুলোর ওপর চক্কর দিয়েছে, দেখতে চেয়েছে ডেথ প্লেগ নতুন কোথাও হানা দিল কিনা। দিদ্রের কৌশল ধরতে পারেনি ও, বরং ভুল বুঝেছে মেইভকে। মেয়েটাকে ওর ভাল লাগছেও, মেইভ ওকে এড়িয়ে থাকতে চায়, এটা ধরে নিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ও।

পার্টি চলছে, এই সময় একটা ফোন আসায় কমিউনিকেশন রুমে চলে এল পিট। ফোন করেছেন ওয়াশিংটন থেকে অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার। 'জরুরী মিটিং', পিটকে জানালেন তিনি। 'হেলিকপ্টার নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর্জেন্টিনার পান্টা অ্যারেনাস-এ চলে এসো, এয়ারপোর্টে তোমাদের জন্যে একটা মিলিটারি জেট ট্র্যান্সপোর্ট রাখার ব্যবস্থা করেছি।'

পিট বলল, 'তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে কাল বিকেল নাগাদ। কিন্তু জরুরী মিটিং কেন?'

'ডেথ প্লেগের কারণ সম্পর্কে তুমি যে আশঙ্কার কথা বলেছ, শুনে মুখ বাঁকিয়ে ছিল হিরাম ইয়েজার', বললেন অ্যাডমিরাল। 'এখন সে তোমার পা ধুয়ে পানি খেতে চাইছে।'

'তারমানে সাউন্ড ওয়েভই এই মড়কের জন্যে দায়ী?'

'সেই উপসংহারেই পৌঁছুতে হয়', বললেন অ্যাডমিরাল। 'টেকনিক্যাল ব্যাপার, ওর মুখেই শুনো।'

'আমরা এখুনি কপ্টারে চড়ছি', বলে যোগাযোগ কেটে দিল পিট।

* * *

পিট ও জিওর্দিনোকে কিছুক্ষণ হলো দেখছে না মেইভ, ফন ফিটকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'ওরা কপ্টার নিয়ে মেইনল্যান্ডে যাচ্ছে, মিলিটারি ট্র্যান্সপোর্ট ধরার জন্যে।'

কোত্থেকে পাশে চলে এল দিদ্রে, ফিসফিস করে বলল, 'বুঝতেই পারছ, তোমার ব্যাপারে ভদ্রলোকের কোন আগ্রহ নেই গুডবাই বলার গরজটুকুও দেখান নি।'

মেইভের মনে হলো কে যেন তার হৃৎপিণ্ডটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে কিছু না ভেবেই ছুটল ও, দরজা টপকে বেরিয়ে এল ডেকে। এরই মধ্যে প্যাড থেকে তিন মিটার ওপরে তুলে ফেলেছে পিট হেলিকপ্টার। জানালার ভেতর থেকে মেইভকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল জিওর্দিনো। পিটের দুই হাতই ব্যস্ত, আন্তরিক হেসে মাথা ঝাঁকাল শুধু।

পিট আশা করেছিল উত্তরে মেইভও হাসবে, কিন্তু হাসল তো না-ই, মনে হলো ভয়ে বা হতাশায় ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা। মুখের সামনে হাত দুটোকে চোঙ বানিয়ে চিৎকার করল মেইভ, যদিও ইঞ্জিনের আওয়াজে কি বলছে শুনতে পেল না পিট।

জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে জিওর্দিনো দেখল, ডেকের ওপর বসে পড়েছে মেইভ, ওর দিকে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছেন ক্যাপটেন পল। 'ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না', পিটকে বলল জিওর্দিনো।

'কোন ব্যাপারটা?'

'মেইভ... মেয়েটা উদ্ভট আচরণ করছে।'

কপ্টারের কন্ট্রোল নিয়ে খুব ব্যস্ত পিট, মেইভের অপ্রত্যাশিত কাতর আচরণ দেখার সুযোগ পায়নি।

'তাই?' অন্যমনস্কভাবে জানতে চাইল। দিক বদলে মেইনল্যান্ডের দিকে ছুটল ওদের কপ্টার, দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে আইস হান্টার।

'অদ্ভুত', খানিক পর আবার বলল জিওর্দিনো।

'মানে?'

'মেইভ কিছু বলতে চাইছিল। সত্যি বলছি, চিৎকার করছিল।'

'ইঞ্জিনের আওয়াজে ওর চিৎকার তুমি শুনতে পেলে?'

'তা পাইনি, তবে উচ্চারণ করার ভঙ্গি দেখে শব্দগুলো ধরতে পেরেছি।'

'তুমি তাহলে লিপ-রিডিং শিখেছ?' হেসে ফেলল পিট।

‘ঠাট্টা নয়, দোস্ত’, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল জিওর্দিনো। ‘মেইভ কি বলতে চেয়েছে আমি জানি।’

‘তাই? কি বলতে চেয়েছে?’

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পিটের দিকে তাকাল জিওর্দিনো। ‘আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, মেইভ বলল– হেলপ মি।’

১১.

কুশল বিনিময়েরও সময় পাওয়া গেল না। নুমার হেডকোয়ার্টারে ওরা পৌঁছুনোর পরপরই সরাসরি কনফারেন্স রূমে ঢুকে মিটিংয়ে বসতে হলো। পিট আর জিওর্দিনো যে যার সীটে বসতেই অ্যাডমিরাল স্যানডেকার বললেন, ‘তুমি প্রশ্ন করো, হিরাম জবাব দেবে।’

নোটবুক আর পেন্সিল টেনে নিয়ে হিরাম ইয়েজার-এর দিকে তাকাল পিট। ‘খুনী এখানে সাউন্ড ওয়েভ, আমার এই ধারণার পিছনে কোন সারবস্তু পেলে, হিরাম?’

‘এক কথায়, অঢেল’, জবাব দিল ইয়েজার। ‘থিওরিটা বিশদ ব্যাখ্যা করার জন্যে অ্যাকুসটিকস এক্সপার্টরা এখনও কাজ করছেন। আপাতত শুধু এটুকু বলতে পারি, আমরা এমন একটা কিলার বা খুনীকে খুঁজছি যা কিনা পানির ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করতে পারে। অনেকগুলো দিক পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রথমত, ইনটেন্স এনার্জি জেনারেট করছে এমন একটা উৎস নিশ্চয়ই কোথাও আছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে সেই উৎস থেকে কিভাবে সাগরের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করছে এনার্জি। তৃতীয়ত, কোন টার্গেট বা স্ট্রাকচার অ্যাকুসটিক এনার্জি রিসিভ করছে। এবং চতুর্থত, এই এনার্জি হিউম্যান ও অ্যানিমেল টিস্যুর ওপর কি ধরনের ফিজিওলজিকাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।’

‘উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শব্দ তরঙ্গ প্রাণী বধে সক্ষম, এটা প্রমাণ করা সম্ভব কিনা?’

‘যে সাউন্ড ওয়েভ খুন করার জন্যে যথেষ্ট ইনটেন্স, তা কখনও সাধারণ কোন সাউন্ড সোর্স থেকে আসতে পারে না। এমনকি ইনটেন্স কোন সোর্স দূরে কোথাও খুন করতে পারবে না, যদি সেই সাউন্ড কোন ভাবে ফোকাস করা না হয়।’

‘বিশ্বাস করা কঠিন যে হাই-ইনটেনসিটি সাউন্ড ও মাত্রা ছাড়ানো রেজনান্স এনার্জির একটা কমবিনেশন পানির ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে সারফেসে উঠল, তারপর বিরাট একটা এলাকা জুড়ে সমস্ত প্রাণী মেরে ফেলল।’

‘এই সাউন্ড রে কোত্থেকে আসছে, কোন ধারণা করা গেছে?’ জানতে চাইলেন নুমা চীফ।

‘হ্যাঁ, সে দাবি আমরা করতে পারি।’

‘একটা মাত্র সাউন্ড সোর্স বিপুল হারে প্রাণ সংহার করবে?’ প্রশ্নটা রুডি গানের।

'না, তা পারবে না', বলল ইয়েজার। 'সাগরের নিচে ও ওপরে আমাদের পাইকারী হত্যাযজ্ঞের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা ঘটাতে হলে বিপরীতমুখী কয়েকটা সোর্স দরকার।' কাগজ-পত্রের স্তূপ ঘেঁটে একটা কাগজ আলাদা করল সে। তারপর একটা রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিল কয়েকবার। হলোগ্রাফিক চার্টের চারটে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। স্প্যাসিফিক ওশনের চারটে আলাদা পয়েন্টে ধ্বংসাত্মক সাউন্ড ওয়েভের উৎস খুঁজে পেয়েছে আমরা।'

'কিভাবে?' জানতে চাইল পিট।

'হাইড্রোফোনের গ্লোবাল মনিটরিং সিস্টেম ধার করে', বলল ইয়েজার। 'স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কিন নেভী সোভিয়েত সাবমেরিনের গতিবিধি মনিটর করার জন্যে ওগুলো বিভিন্ন মহাসাগরে বসিয়েছিল।' টেবিলে বসা প্রত্যেককে একটা করে ছাপা চার্ট দিল সে। 'সাউন্ড ওয়েভের এক নম্বর উৎস হলো গ্ল্যাডিয়েটর আইল্যান্ড, ওখান থেকে উৎসারিত হয়ে সারফেসে উঠছে তাসমানিয়া ও সাউথ আইল্যান্ডের মাঝখানে। দ্বিতীয় উৎসটা কোমানডরস্কি আইল্যান্ডের কাছাকাছি, দ্বীপটার নাম স্ক্যাগস।'

'অনেকটা উত্তরে', মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার।

'তবে আবার এত বেশি উত্তরে নয় যে রাশিয়াকে সন্দেহ করা চলে', বললেন রুডি।

'এরপর প্রশান্ত মহাসাগরের পুব দিকে আসুন', বলল ইয়েজার। 'এখানে কুনঘিট আইল্যান্ড রয়েছে। ফরাসি দ্বীপ ওটা। কাছাকাছি শেষ উৎসটা ট্রেস করা সম্ভব হয়েছে হাইড্রোফোনস-এর ডাটা প্যাটার্ন-এর সাহায্যে। দ্বীপটার নাম ইসরা ডে পুসকা বা ইস্টার দ্বীপ নামেই বেশি পরিচিত।'

টেবিল ছেড়ে মহাসাগরের থ্রী ডাইমেনশন্যাল চার্টের সামনে এসে দাঁড়াল পিট। 'ডাটা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত, হিরাম?' জানতে চাইল ও। 'তোমার ইলেকট্রনিক গিয়ার হাইড্রোফোন সিস্টেম থেকে ট্র্যাইয়েজার ইনফরমেশন ঠিক মত প্রসেস করতে পেরেছে তো?'

ইয়েজার এমন আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, পিট যেন তার বুকে ছুরি মেরেছে। 'আগে কখনও আমার কাজে কোন খুঁত পেয়েছ তুমি?'

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পিট। তারপর জানতে চাইল 'দ্বীপগুলোয় কি লোকজন আছে?'

পিটের হাতে ছোট একটা ফোল্ডার ধরিয়ে দিল ইয়েজার। 'প্রতিটি দ্বীপ সম্পর্কে বিস্তারিত সমস্ত তথ্য পাবে এতে। গ্ল্যাডিয়েটর ব্যক্তি মালিকাধীন দ্বীপ। বাকি তিনটে বিদেশি সরকারের কাছ থেকে লীজ নেয়া হয়েছে মিনারাল এক্সপ্লোরেশন-এর উদ্দেশ্যে। এগুলোকে নিষিদ্ধ এলাকা বলে গণ্য করতে হবে।'

'সাউন্ড বা শব্দকে সাগরের তলা দিয়ে কিভাবে এত দূরে পাঠানো সম্ভব?' অ্যাল প্রশ্ন করলো।

'হাই-ফ্রিকোয়েন্সী সাউন্ড সাগরজলের লবণ দ্রুত শুষে নেয়। কিন্তু লো-ফ্রিকোয়েন্সী অ্যাকুসটিক ওয়েভস লবণের আনুবিক্ষণিক স্ট্রাকচার এড়িয়ে যায়, এবং ওগুলো সিগন্যাল কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরেও ধরা পড়েছে। এর পরের ব্যাপারটা ঝাপসা বা অস্পষ্ট। কিভাবে তা এখনও আমরা জানি না, হাই-ইনটেনসিটি ও লো-ফ্রিকোয়েন্সী রে, বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত, কনভারজেন্স জোন নামে পরিচিত এলাকায় সারফেস ভেদ করে ও ফোকাস হয়। এই ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানীরা "কস্টিকস" বলেন।'

চশমা খুলে কাঁচে কোন দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করছেন জেমস স্যানডেকার। 'আর আমরা সবাই যদি একটা জাহাজের ডেকে বসে থাকি, জাহাজটা কনভারজেন্স জোনের মাঝখানে হয়, তাহলে কি হবে?'

'যদি একটা মাত্র সাউন্ড সোর্স আঘাত করে', ব্যাখ্যা করল ইয়েজার, 'তাহলে নরম একটা গুঞ্জন শুনতে পাব, হালকা মাথাব্যথা ছাড়া আর কিছু টের পাব না। কিন্তু চারটে ওয়েভ একই এলাকায় একই সময়ে যদি মিলিত হয়, তীব্রতা বহুগুণ বেড়ে যাবে, জাহাজের স্ট্রাকচার আওয়াজ করবে বা কেঁপে উঠবে, আর সোনিক এনার্জি শরীরের ভেতরকার অরগ্যান এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে যে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই আমরা মারা যাব।'

'উৎসগুলো যেহেতু বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে', বলল জিওর্দিনো, 'প্রশান্ত মহাসাগরের যে-কোন জায়গায় আঘাত হানতে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ, পারে। টার্গেট করা হলে মেইনল্যান্ডের তীরেও আঘাত হানবে।'

'চারটে উৎসের মাঝখানে দ্বীপ রয়েছে কয়েক হাজার, সব মিলিয়ে কয়েক লাখ মানুষের বাস।' থমথম করছে পিটের চেহারা। 'আর মেইনল্যান্ডের তীরে রয়েছে অসংখ্য শহর। ওহ্ গড!'

'রে চ্যানেলগুলো কোথায় মিলিত হতে পারে সেটা আন্দাজ করার জন্যে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা', বলল ইয়েজার। 'তবে সেট করা একটা ফর্মুলা বের করা খুব কঠিন। আপাতত আমরা ঢেউ, স্রোত, সাগরের গভীরতা আর পানির তাপমাত্রা নোট করছি। এগুলো সাউন্ড রে-র গতিপথ কমবেশি বদলে দিতে পারে।'

'আমার প্রশ্ন', বলল পিট, 'দ্বীপগুলো মিনারাল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানির হাতে রয়েছে, এটা ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে আর কি মেলে?'

'দ্বীপগুলোয় গোপনে নিউক্লিয়ার সম্রাটদের কনভেনশনাল উইপন টেস্ট করা হচ্ছে না তো?' অ্যালের প্রশ্ন।

'না', জবাব দিল ইয়েজার।

'তাহলে মিলটা কি?' অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন।

'হীরে।'

'হীরে?' তীক্ষ্ণ হলো অ্যাডমিরালের দৃষ্টি।

'জ্বী, স্যার', বলল ইয়েজার। 'আলোচ্য চারটে বা সব মিলিয়ে ছ'টা দ্বীপেরই মালিক ডরসেট কনসলিডেটেড মাইনিং লিমিটেড। অস্ট্রেলিয়া, সিডনিতে ওদের হেড অফিস। হীরে উৎপাদনে ডি বিয়ারস্-এর পরই ওদের স্থান।'

পিটের মনে হলো, কেউ ওর পেটে ঘুসি মেরেছে। 'আর্থার ডরসেট,' বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলো সে। 'ডরসেট কনসলিডেটেড মাইনিং কোম্পানির মালিক, অ্যাল আর আমি যে মেয়ে দুটোকে উদ্ধার করলাম তাদের বাবা এই লোক।'

'আরে, তাই তো!' আচমকা উজ্জ্বল হলো রুডির চোখ। 'দিদ্রে ডরসেট। কিন্তু অপর মেয়েটার নাম তো মেইভ ফ্লেচার।'

'দিদ্রের বোন তার নানার নাম ব্যবহার করে।' পিট জানালো।

'ডেথ প্লেগ হানা দেয়ার সময় অকুস্থলে মেয়ে দুটোর থাকাটা কাকতালীয় হতে পারে কি?' অ্যাডমিরালের গলায় সন্দেহ।

'সাউন্ড ওয়েভের উৎস যখন আর্থার ডরসেটের দ্বীপ, এই অ্যাকুসটিক ডেথ প্লেগের জন্যে সরাসরি তাঁকেই দায়ী করতে হয়', বললেন রুডি। 'ডার্ক আর অ্যাল তাঁর প্রিয় দুই মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, কাজেই জেরা করার জন্যে ওঁদেরকেই তার কাছে পাঠানো দরকার।'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। 'আর্থার ডরসেট সম্পর্কে জানি আমি। সাংঘাতিক অহঙ্কারী মানুষ, কারও সঙ্গেই দেখা করেন না। তাছাড়া, ডি বিয়ারস্-এর মত ডরসেট মাইনিং কোম্পানিও চুরি বা স্মাগলিং হবার ভয়ে তাদের সম্পত্তি কড়া পাহারা দিয়ে রাখে, একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত ঢুকতে পারবে না। পিট এবং অ্যাল তাঁর যত বড় উপকারই করে থাকুক, তিনি দেখা করবেন বলে মনে হয় না।'

'বললেই হলো দেখা করবেন না!' রেগে যাচ্ছে ইয়েজার। 'তাঁর মাইনিং অপারেশন পদ্ধতি যদি কোনভাবে এই ডেথ প্লেগের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে, পুলিশ বা আমাদেরকে তিনি এড়াবেন কিভাবে?'

'আর্থার ডরসেট অস্ট্রেলিয়ান বিলিওনেয়ার, মন্ত্রিসভা আর প্রশাসনে তাঁর বন্ধুর অভাব নেই', বললেন অ্যাডমিরাল। 'তাছাড়া, তাঁর বিরুদ্ধে নিরেট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে আমাদের ইনোসেন্ট ধরে নিতে হবে। এখন পর্যন্ত আমরা জানি, এই দুর্বিপাকের জন্যে প্রকৃতি দায়ী।'

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' জানতে চাইল জিওর্দিনো।

'আমাদেরকে অফিশিয়ালি এগোতে হবে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি আমি। ইনভেস্টিগেশনে আর্থার ডরসেটের সহযোগিতা চাইব আমরা।'

ইয়েজার বলল, 'তাতে তো কয়েক সপ্তা লেগে যাবে।'

জিওর্দিনো বলল, 'তার চেয়ে লাল ফিতে এড়িয়ে দেখে আসি তাঁর মাইনিং টেকনোলজি এই পাইকারী হত্যার জন্যে দায়ী কিনা।'

'গোপনে কোন ডায়মন্ড মাইনে ঢোকা সম্ভব নয়', বললেন অ্যাডমিরাল। 'আবার বলছি, ডায়মন্ড প্রডিউসিং মাইনের চারধারে সিকিউরিটি সাংঘাতিক কড়া। হাই টেক ইলেকট্রনিক সিস্টেম পেনিট্রেট করতে হলে উঁচুদরের ট্রেনিং পাওয়া প্রফেশনাল দরকার হবে।'

'আর যদি একটা স্পেশাল ফোর্সেস টীম পাঠানো হয়?' জানতে চাইল ইয়েজার। মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাগবে।'

'অনুমোদন আমরা চাইছি না কেন?' জিওর্দিনো জিজ্ঞেস করল।

'এখনও সময় হয় নি। আগে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হোক।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল পিট, অ্যাডমিরাল স্যানডেকার থামতে মুখ খুলল, 'যে চারটি দ্বীপের কথা বলা হলো, তার মধ্যে কুনঘিট আইল্যান্ডে যাওয়া বেশি সহজ। যেহেতু ওটার অবস্থান ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায়, আমাদের ধারে কাছে বলা যায়। কাজেই, একটু খোঁজ-খবর আমরা করতেই পারি।'

ভ্রু উঁচালেন স্যানডেকার। 'বলতে চাচ্ছ, পড়শি রাষ্ট্র তোমাকে দেখেও দেখবে না?'

'কেনো দেখবে? এই তো কয় বছর আগে বেফিন দ্বীপে বেশ ভালো একটা তেলের উৎস আবিষ্কার করলো নুমা। কাজেই, কুনঘিটের পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে যদি দুই একটা ছবি তুলি, নৌকা থেকে– কার কি বলার আছে?'

'তাই মনে করো তুমি?'

বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে স্যানডেকারের দিকে তাকালো ডার্ক। 'কিছুটা বাড়িয়ে বলেছি– কিন্তু আমার ধারণা তেমন কোনো আপত্তি উঠবে না।'

নিজের সিগারেটে টান দিলেন অ্যাডমিরাল। 'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'যা করবার, করো। কিন্তু একবার আর্থার ডরসেটের লোকদের হাতে ধরা খেলে বাড়িতে ফোন করো না। কেউ ধরবে না, বলে দিলাম।'

১২.

ঐতিহাসিক সেইন্ট জুলিয়েন পার্লমুটারের শোফারের নাম হুগো মুলহোলান্ড, গম্ভির ভঙ্গিতে গাড়ির ব্রেক চেপে ধরলো সে। ইঞ্জিন থামিয়ে, পিছনের সিটে বসা মনিবের পানে তাকালো।

'এখানে আপনাকে নিয়ে আসতে গিয়ে একবারো স্বস্তি পাই না,' অকপটে বললো হুগো। চল্লিশ বছরেও একবার রঙ করা হয়নি, শিকের বেড়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

জুলিয়েন দশাসই লোক, পুরো ১৮১ কেজি ওজন তার। তাকে বলা যেতে পারে সলিড ম্যান। কোনো মেদ নেই, সবটাই মাংস। 'এই যে ডার্ক পিট, বুঝলে, এস্থানে

মিলিয়ন ডলারের অ্যান্টিক গাড়ি আর এয়ারক্রাফট সংগ্রহ করে সাজিয়ে রেখেছে। রাতের আঁধারে অ্যান্টিক জিনিস চুরি করার লোক কম। আর সিকিউরিটি? আমার ধারণা, ম্যানহটানের যে কোনো ব্যাংকেও এতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, যতোটা এখানে আছে। এই যখন কথা বলছি, নিশ্চিত, কোনো একটা ক্যামেরা আমাদের লক্ষ্য করছে।'

'শুভ রাত্রি, ডিনার উপভোগ করুন,' জুলিয়েনকে এগিয়ে দিয়ে হাতের ব্রিফকেস হস্তান্তর করলো হুগো। ফিরে গেলো রোলস্ রয়েসের কাছে।

ভিন্ন এক জগতে প্রবেশ করলেন পার্লমুটার। এখানে কোনো ধূলি-জঞ্জাল, ময়লা কিছু নেই। চারিদিক আলোয় ভেসে যাচ্ছে। চার ডজন ক্ল্যাসিক গাড়ি সাজানো থরে থরে, রয়েছে দুটো বিমান আর একটা রেল কার– ঝকঝকে সিমেন্টের মেঝের উপরে প্রদর্শনী চলছে যেনো। ধীরে, জুলিয়েনের পিছনে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেলো দরজা।

বিমান হ্যাঙ্গারের শেষ মাথায়, প্রায় দশ মিটার দূরে এপার্টমেন্টের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ডার্ক পিট, পার্লমুটারের বগলে রাখা প্যাকেটটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'গ্রীকদের উপহার সাবধানে নিতে হয়,' সহাস্যে প্রবচন বললো সে।

ভৎর্সনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন পার্লমুটার। 'আমি গ্রিক নই, আর এটা একটা ফ্রেঞ্চ শ্যাম্পেনের বোতল। তোমার সেলারে এইরকম জিনিস আছে বলে মনে হয় না।'

'আরে, এই ওয়াইনের কথায় আমার যে ক্ষিধে পেয়ে গেলো,' বললো পিট। প্রাচীন একটা এলিভেটর নামিয়ে দিলো ও। ভেতরে চড়ে বসলো পার্লমুটার। 'এই জিনিস আমার ওজন বইতে পারবে তো?'

'নিজে ওটা বসিয়েছি, ফার্নিচার তোলার জন্যে। তবে, আজ এটার ভালো পরীক্ষা হবে।'

ধীরে উঠে এলো এলিভেটর। ল্যান্ডিংয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসলো ওরা। 'তোমাকে দেখে ভালো লাগছে, জুলিয়েন।'

'হ্যাঁ, আমার দশম ছেলের সাথে ডিনার করতে সবসময়েই আনন্দ পাই,' জুলিয়েন জানালো সহাস্যে।

'আরে, আমার মতো আরো নয় জন আছে বলছো?' ভ্রু উঁচালো পিট। ভালো করেই জানে, জুলিয়েন কনফার্মড ব্যাচেলর।

'যাক, মনে থাকতে থাকতে বলি, সেই সংসদ সদস্যা মেয়েটা– লরেন– ওর কি খবর?' জানতে চাইলেন বিশাল শরীরের বৃদ্ধ।

'লরেন এখন কলোরাডোতে, নিজের আসন ধরে রাখার জন্যে প্রচারনায় নেমেছ,' পিট জানালো। 'গত দুই মাসে ওর দেখা পাই নি।'

শ্যাম্পেনের বোতল খুলে অতঃপর খেতে বসলো দুই অসম বন্ধু। খাওয়া শেষ হতে এঁটো বাসন-কোসনগুলো সরিয়ে নিলো পিট। লিভিং রুমে ঢুকে নিজের ব্রিফকেস খুলে কফি টেবিলের উপর একগাদা কাগজ নামালো জুলিয়েন। পিট ভিতরে ঢুকে দেখে, বেশ মনোযোগের সাথে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করছে জ্ঞানের ভাণ্ডার, ইতিহাসবিদ।

'স্বনামখ্যাত ডরসেট পরিবার সম্পর্কে কি জানতে পেলে,' চামড়ায় মোড়া সোফায় আয়েশ করে বসে জানতে চাইলো ডার্ক।

'ডরসেট পরিবার সম্পর্কে রীতিমত রিসার্চ করেছি আমি। ওদের ইতিহাস যেন কোন এপিক উপন্যাস থেকে নেয়া বিশাল এক সাম্রাজ্যের উত্থান পর্ব।'

'আর্থার ডরসেট সম্পর্কে কি জানা গেছে? পরিবার প্রধান এখন তিনিই তো?'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোককে নিভৃতচারী বলা যায়, সহজে কারও চোখে ধরা দেন না। ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে, অহঙ্কারী আর বিবেকহীন মানুষ। ব্যবসায়িক বা অন্য যে কোন সূত্রে যার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, কেউ তাঁকে পছন্দ করতে পারে নি।'

'কিন্তু প্রচণ্ড ধনী', বলল পিট।

'মাত্রাটা শুধু আপত্তিকর নয়, প্রায় ঘৃণার উদ্রেক করে', কথাটা বলার সময় চেহারা এমন বিকৃত করল জুলিয়েন, যেন এইমাত্র একটা মাকড়সা খেয়ে ফেলেছে। 'ধনকুবেরদের তালিকায় ছ'নম্বরে আছেন। ডরসেট কনসোলিডেটেড মাইনিং লিমিটেড-এর একমাত্র মালিক–কোন স্টকহোল্ডার, শেয়ারহোল্ডার বা পার্টনার নেই। প্যাসিফিক গ্ল্যাডিয়েটর নামে একটা সিসটার কোম্পানিও আছে, হীরে ছাড়াও আরও অন্যান্য রত্ন তোলে খনি থেকে।'

'কিভাবে শুরু করলেন ভদ্রলোক?'

'না, তাঁর নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। যা কিছু পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তবে পরিবারের আর কেউ যাতে কোন ভাগ না পায় সেজন্যে প্রচুর খুন-খারাবি করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর পরিবার সম্পর্কে জানতে হবে। আর তা জানতে হলে আঠারোশো ছাপান্ন সালে ফিরে যেতে হবে... ।'

জুলিয়েন কথা বলছে, পিট তার সম্মোহিত শ্রোতা।

ডরসেট পরিবারের ইতিহাস প্রায় মুখস্থ বলে যাচ্ছে জুলিয়েন, হাঁটুর ওপর খোলা নোটবুকের ওপর চোখ বুলাচ্ছে মাঝে মধ্যে। ব্রিফিং শুরু হবার পর অন্য দিকে খেয়াল নেই পিটের, অখন্ড মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে।

'আজ থেকে একশো চল্লিশ বছর আগের কথা। দুশো কয়েদীকে নিয়ে গ্ল্যাডিয়েটর নামে একটা ক্লিপার শিপ ইংল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছিল। প্রথমে শুরু হলো শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম ঝড়, তারপর কয়েদীরা বিদ্রোহ করল। জাহাজ ভেঙে গেল, বহু সৈনিক আর কয়েদী মারা গেল; অবশেষে একটা ভেলায় চড়ে মাত্র আটজন মানুষ তাসমান সাগরের অচেনা এক দ্বীপে পৌঁছুতে পারল। কয়েদীদের মধ্যে দুটো মেয়ে ছিল, তাদের একজনের নাম বেটসি ফ্লেচার। কম্বল চুরির

অপরাধে বিশ বছরের জন্যে নির্বাসনে পাঠানো হয় তাকে। ওই দ্বীপে দ্বিতীয় পুরুষ কয়েদী জেস ডরসেটের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। জেস ছিল ডাকাত। ওদের বিয়ে পড়ালেন ক্লিপার শিপ গ্ল্যাডিয়েটরের ক্যাপটেন চার্লস "গোঁয়ার" স্ক্যাগস। তাঁর যুগে খুব নামকরা ক্যাপটেন ছিলেন স্ক্যাগস।

জুলিয়েন এ পর্যন্ত বলার পর পিট মন্তব্য করল, 'তখনকার দিনে লঘু পাপে গুরুদণ্ডের প্রচলন ছিল। আমরা তাহলে জানলাম, আর্থার ডরসেটের গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার ছিলেন ডাকাত, আর গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ডমাদার ছিলেন কম্বল চোর।'

'ঝড়, বিদ্রোহ, দ্বীপ খুঁজে পাওয়া, বিয়ে, এ-সব তথ্য প্রকাশ পেল কিভাবে?' পিট জানতে চাইলো।

'সে কথায় পরে আসছি। বেঁচে যাওয়া আটজনের মধ্যে চারজন ছিল কয়েদী–দুই মেয়ে, দুই ছেলে। সৈনিক ছিল দু'জন। আর ছিল ক্যাপটেন ও একজন কার্পেন্টার। জেস আর বেটসির মত বাকি দু'জন কয়েদীও বিয়ে করে। দ্বীপে আশ্রয় নেয়ার দু'বছর পর আবার একটা বড় ঝড় হলো, সেই ঝড়ে লেগুনে ভেসে এল একটা ফ্রেঞ্চ জাহাজ। ঝড় থামার পর দেখা গেল জাহাজটা ভেঙে গেছে, নাবিকরা কেউ বেঁচে নেই। এই ভাঙা জাহাজ মেরামত করে ক্যাপটেন স্ক্যাগস আর কার্পেন্টার ভাসমান সাগর পাড়ি দিলেন, পৌঁছুলেন অস্ট্রেলিয়ায়।'

'এখানে ক্যাপটেন স্ক্যাগসের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই কয়েদী দম্পতি জানত সভ্যজগতে ফিরলে তাদেরকে বাকি জীবন শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাই সিদ্ধান্ত নেয় সুন্দর দ্বীপটা ছেড়ে কোথাও তারা যাবে না। জাহাজে যখন কয়েদীরা বিদ্রোহ করে, তখন ক্যাপটেনকে সাহায্য করেছিল জেস ডরসেট, তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি, ফলে তাদের থেকে যাবার সিদ্ধান্ত বিনা তর্কে মেনে নেন। অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে পেনাল কলোনি অথরিটিকে রিপোর্ট করেন, কয়েদীরা সবাই মারা গেছে।

জেস ডরসেট দ্বীপটার নাম রাখেন গ্ল্যাডিয়েটর। বেটসির গর্ভে তার দুই ছেলে হয়। অপর দম্পতি একটা কন্যাসন্তান জন্ম দেয়। বাকি দু'জন সৈনিকের বয়স হয়েছিল, ম্যালেরিয়ায় মারা যায় তারা। দুই ছোট্ট পরিবার তাদের তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে থাকে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে। ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে গেছেন ক্যাপটেন স্ক্যাগস, নাবিকদের গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপের কথা বলেছেন তিনি। তিমি শিকারী নাবিকরা তাদের জাহাজ নিয়ে ওই দ্বীপে নোঙর ফেলতে শুরু করল। জেস ডরসেটের সঙ্গে তারা পণ্য বিনিময় করে। মিষ্টি পানি, নারকেল, তাজা শাক-সবজির বিনিময়ে জেস পায় কাপড়চোপড়, ওষুধ তেল, সিগারেট ইত্যাদি।

'ক্যাপটেন স্ক্যাগস আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে মারা যান। তিনি একটা ডায়েরী রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ে সেটা দৈনিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দেয়। ওই ডায়েরী থেকেই এত সব কথা জানার সুযোগ হয় তখনকার দিনে।

'তোমার গল্পের মধ্যে এখনও হীরে আসছে না কেন?' জুলিয়েনকে প্রশ্ন করল পিট।

'একটু ধৈর্য ধরো, বৎস', জবাব দিল জুলিয়েন। 'পুরো ছবিটা পেতে হলে পিছনটা ভাল করে দেখে নিতে হবে। হীরের কথা বলছো, হীরে সম্পর্কে আমরা কি জানি? ডায়মন্ড বা হীরে এক অর্থে অভিশপ্তও বটে। অন্তত অন্য কোন দামী রত্ন হীরের মত এত অপরাধ, দুর্নীতি আর বেদনাদায়ক রোমান্সের জন্ম দেয় নি। বলা হয়, ডায়মন্ড ইজ ফরএভার। কিন্তু হীরে আসলে কি? স্রেফ জমাট বাঁধা কার্বন, কার্বন ছাড়া কিছুই নয়, রাসায়নিক ব্যাখ্যায় গ্রাফাইট আর কয়লার সহোদরা। ধারণা করা হয় তিন বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর একশো বিশ থেকে দুশো কিলোমিটার গভীরে প্রথম তৈরি হয় হীরে। অবিশ্বাস্য তাপ আর চাপে, গ্যাস ও তরল পাথরের সঙ্গে নির্ভেজাল কার্বন ভলকানিক শাফটের মধ্যে দিয়ে সারফেসের দিকে উঠে আসতে শুরু করে। এই শাফটকে সাধারণত পাইপ বলা হয়। এই মিশ্র পদার্থ বিস্ফোরিত হয়ে যখন ওপরে উঠে, ঠাণ্ডা-হয়ে জমাট বাঁধে কার্বন, অতিমাত্রায় কঠিন আর স্বচ্ছ পাথরে পরিণত হয়। অতটা গভীর তলদেশ থেকে অল্প যে-কটা মেটিরিয়েল পৃথিবীর সারফেসে পৌঁছায় তার মধ্যে হীরে একটা।

'যে শাফট ধরে ওপরে উঠে আসে হীরে সেটার আকৃতি প্রায় গোল হয়, যতই সারফেসের দিকে ওঠে ততই চওড়া হতে থাকে, অথবা সরু-কখনও জাহাজের চিমনির মত আবার কখনও গাজরের মত। লাভা যখন আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তখন তরল থাকে, কিন্তু তরল পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত হীরে ওপরে ওঠার সময় দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, জমাট বেঁধে শক্ত ঢিবি বা স্তূপে পরিণত হয়। এই ঢিবি বা স্তূপ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষয়ে যায়, হীরেগুলো ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেগুলোকে বলা হয় পাললিক তলানি। ক্ষয়ে যাওয়া শাফট বা পাইপ অনেক সময় লেকে পরিণত হয়। তবে স্ফটিকে পরিণত পাথরের বড় টুকরোগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ বা শূট-এ থেকে যায়।

'গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপের কয়েদীদের ভাগ্য ঈর্ষার উদ্রেক না করে পারে না। দ্বীপটার দুই মাথায় দুটো মাথায় দুটো আগ্নেয়গিরি আছে। ওই ঢিবি দুটোয় ছিল বিপুল হীরেসমৃদ্ধ দুটো পাইপ। প্রথমে তারা দেখেও চিনতে পারে নি যে ওগুলো হীরে। শত-সহস্র বছরের বৃষ্টি আর বাতাস পাথর থেকে ওগুলোকে আলাদা করে ফেলে। ক্যাপটেন স্ক্যাগসকে লেখা চিঠিতে বেটসি ওগুলোর বর্ণনা দেয়, 'বাচ্চাদের খেলার জন্যে সুন্দর সুন্দর পাথর আছে এখানে। আসলে কাটা ও পালিশ করা না হলে হীরেকে নিষ্প্রভ সাধারণ পাথর বলে মনে হবে, কোন আলো বিকরণ করবে না। সাধারণত অদ্ভুত আকৃতির সাবানের মত দেখতে হয়।

'ওগুলো যে আসলে হীরে, সেটা প্রথম জানা গেল আঠারোশো ছেষট্টি সালে। আমেরিকান সিভিল ওয়্যার তখন থেমে গেছে, গভীর সমুদ্রে জাহাজ বহরের নোঙর

ফেলার সুযোগ-সুবিধে পাবার আশায় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অনুসন্ধানী অভিযানে বেরিয়েছে ইউ.এস. নেভীর একটা জাহাজ; খাবার পানিতে টান পড়ায় গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে ভিড়ল তারা। জাহাজে একজন জিওলজিস্ট ছিলেন। জেস ডরসেটের বাচ্চা ছেলেরা সৈকতে পাথর নিয়ে খেলছে দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন তিনি। একটা পাথর চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, ওটা হীরে, ওজন হবে কম করেও বিশ ক্যারাট। হতভম্ব হয়ে জেস ডরসেটকে জিজ্ঞেস করলেন, এই পাথর কোত্থেকে এল? তাঁর কৌতূহল লক্ষ করে সাবধান হয়ে যায় জেস ডরসেট, উত্তর দেয়, ইংল্যান্ড থেকে আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।'

জেস ডরসেট মারা যাবার পর বেটসি তার দুই ছেলে, জেস জুনিয়র আর চার্লস ডরসেটকে ইংল্যান্ডে ক্যাপটেন স্ক্যাগসের কাছে পাঠিয়ে দেয় লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করানোর জন্যে। দুই ছেলের সঙ্গে অপর দম্পতির মেয়ে মেরীকেও পাঠানো হয়। বাচ্চা তিনটের সঙ্গে একটা কাপড়ে ছোট থলেতে ভরে কিছু আনকাট ডায়মন্ডও পাঠায় বেটসি, বাচ্চাদের লেখাপড়া আর থাকা-খাওয়ার খরচ মেটানোর জন্যে। স্ক্যাগস তার বিশ্বস্ত এমপ্লয়ার অ্যাবনার কারলাইলকে ওই হীরে বিক্রি করতে দেন। কারলাইল হীরেগুলো কাটা পর পলিশ করান, তারপর ইংল্যান্ডের বাজারে এক মিলিয়ন পাউন্ডে বিক্রি করেন। তখনকার দিনে এক মিলিয়ন পাউন্ড মানে সাত মিলিয়ন ডলার।'

ছেলে দুটো কেমব্রিজে লেখাপড়া শুরু করে। মেরী ভর্তি হয় লন্ডনের বাইরে এক বোর্ডিং স্কুলে। ডিগ্রি পাবার পর চার্লস ডরসেট, মেরীকে বিয়ে করে, তারপর ফিরে আসে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে। ফিরেই আগ্নেয়গিরি থেকে হীরে উদ্ধারের জন্যে মাইনিং অপারেশন শুরু করে সে। জেস জুনিয়র ইংল্যান্ডেই থেকে যায়, গেইব স্ট্রসার নামে এক ইহুদি ডায়মন্ড মার্চেন্টের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু করে। পরে লন্ডনেই বিলাসবহুল শো রুম খোলে তারা, গ্ল্যাডিয়েটর থেকে আনা হীরে কেটে পালিশ করার জন্যে কারখানাও গড়ে তোলে। শুরু হলো বিশাল এক সাম্রাজ্যের উত্থান পর্ব। গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপের জোড়া পাইপে পাওয়া হীরেগুলো ছিল অতি দুর্লভ ভায়োলেট- রোজ কালারের, বাজারে এগুলো অন্যান্য হীরের চেয়ে অনেক বেশি দামে বিকোয়।

'এত বছর ধরে পাইপ থেকে হীরে তোলা হচ্ছে, তবু খালি হয় নি?' এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করল পিট।

'এতদিন হয় নি, তবে এবার বোধহয় হবে', বলল জুলিয়েন। 'হীরের বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় কার্টেল প্রথায়। দাম চড়া রাখার জন্যে কার্টেলের সঙ্গে আলোচনা করে উৎপাদন সীমিত রাখতে হয় ডরসেট কনসোলিডেটেড মাইনিং কোম্পানিকে।'

'ওদের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে বল।'

'চার্লস আর মেরীর একটা ছেলে হয়, নাম অ্যানসন। জেস জুনিয়র বিয়ে কওে নি।

'অ্যানসন তাহলে আর্থার ডরসেটের গ্র্যান্ডফাদার?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যানসন চল্লিশ বছর কোম্পানির হাল ধরে রাখেন। পরিবারের একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলতে হবে তাঁকে। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে অসংখ্য লাইব্রেরী আর হাসপাতাল গড়েছেন। একমাত্র ছেলে হেনরি আর একমাত্র মেয়ে মিল্ডরেডকে রেখে উনিশশো দশ সালে মারা যান। মিল্ডরেড মারা যায় অল্প বয়সে, বোট অ্যাক্সিডেন্টে। পারিবারিক ইয়টে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল, কিভাবে যেন সাগরে পড়ে যায়। লাশ পাওয়া যায় নি, হাঙরে খেয়ে ফেলে। তবে গুজব ছড়াল, হেনরি তাকে খুন করেছে। প্রচুর টাকা খরচ করায় কোন তদন্ত হয় নি। হেনরির হাতে পড়ে পারিবারিক ব্যবসাটা আরও ফুলে-ফেঁপে ওঠে। পরিবারের মধ্যে লোভ, ঈর্ষা আর নিষ্ঠুরতারও বিস্ফোরণ ঘটে।'

পিট বলল, '*লস এঞ্জেলস টাইমস* পত্রিকায় আমি একবার একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম, তাতে স্যার হেনরি ডরসেটকে, ডি বিয়ারস্-এর মালিক, স্যার আর্নেস্ট ওপেনহেইমার-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল।'

'দু'জনের কাউকেই তুমি সাধু বলতে পারবে না। ডি বিয়ারস্-এর ওপেন-হেইমারের উত্থান কিংবদন্তিকেও হার মানায়। কোন বাধাকেই তিনি বাধা মনে করতেন না।'

ওপেনহেইমারের সাম্রাজ্য সবগুলো মহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। ডি বিয়ার শুধু হীরের ব্যবসায় আবদ্ধ থাকে নি। যানবাহন, কাগজ, বিস্ফোরক, সোনা, ইউরেনিয়াম, তামা ইত্যাদি উৎপাদন শুরু করে তারা। তবে ডরসেট মাইনিং হীরে ছাড়া অন্য ব্যবসা খুব কমই করেছে। ইদানীং, এই বছর তিনেক হলো, বার্মায় রুবি, কলম্বিয়ায় এমারেল্ড আর শ্রীলংকায় স্যাফায়ারের ব্যবসায় হাত দিয়েছে।'

পিট জানতে চাইল, 'ডি বিয়ারস্ নামটা কোত্থেকে এল?'

'ডি বিয়ারস্ দক্ষিণ আফ্রিকার একজন কৃষকের নাম, না বুঝে সে তার হীরে বোঝাই জমিটা মাত্র কয়েক ডলারে সিসিল রোডস-এর কাছে বিক্রি করে দেয়। ওই হীরে পাবার পর কার্টেল প্রথা চালু করেন রোডস। ওই কার্টেলে স্যার হেনরি ডরসেটও যোগ দিতে বাধ্য হন।'

'যত হীরে উৎপাদন হয়, তার পঁচাশি ভাগই নিয়ন্ত্রণ করে ডি বিয়ারস্। কার্টেলের সঙ্গে থেকেও ডি বিয়ারস্ বা কার্টেলকে এড়িয়ে ডরসেট মাইনিং তার উৎপাদিত হীরে নিজস্ব চেইন অব স্টোর থেকে বিক্রি করে। সারা পৃথিবীতে পাঁচশোর মত দোকান আছে ওদের।'

'স্যার হেনরি ডরসেট সত্তর দশকের শেষ দিকে মারা যান, তাই না?'

জুলিয়েন হাসল। 'এখানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবে। মোনাকোর কাছাকাছি ইয়ট থেকে পড়ে যান তিনি, পানিতে ডুবে মারা যান, আটষট্টি বছর বয়সে। গুজব শোনা যায়, আর্থার ডরসেট তাকে মদ খাইয়ে মাতাল বানান, তারপর ধাক্কা দিয়ে সাগরে ফেলে দেন।'

'আর্থার ডরসেটের গল্পটা তবে শুনি এবার।'

'আর্থারের নোংরা কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যদি জানে, তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত কেউ আর কোন হীরে কিনবে না। গত ত্রিশ বছর ধরে একের পর এক খুন করে যাচ্ছেন তিনি। সবগুলো হত্যাকাণ্ডই এমন নিখুঁতভাবে সাজানো, অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।'

'উনিশশো একচল্লিশ সালে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে আর্থার ডরসেটের জন্ম। হেনরি ডরসেটের চার ছেলে আর এক মেয়ের মধ্যে তিনি মেজো। ফুটবল খেলা দেখে স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার বড় ভাই দর্শকদের ভিড়ের চাপে পড়ে দম আটকে মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পরে বলেছে, দর্শকদের মধ্যে কুখ্যাত কয়েকজন খুনি ছিল। বোনটা মারা যায় ড্রাগস খেয়ে, সাপ্লাই পেত আর্থারের পরিচিত একজন ডিলারের কাছ থেকে। ছোট ভাই নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন এভিনিউয়ে নিজের ফ্ল্যাটে গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। কোন চিরকুট রেখে যায়নি, তবে পুলিশ স্টেশনে ফোন করে জানায়, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই পথ বেছে নিচ্ছে সে। তার নাম নিয়ে অন্য কেউ ফোন করেছিল কিনা জানা যায় নি। ফ্ল্যাটে তখন কেউ ছিল না। আর্থার ছিলেন সিডনিতে। তবে বিল্ডিংয়ের অন্য বাসিন্দারা পুলিশকে জানায়, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে ফ্ল্যাট থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ পেয়েছে তারা। পুলিশ দু'জনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট উদ্ধার করে, তার মধ্যে একটা ছিল কুখ্যাত এক ভাড়াটে খুনির। দু'মাস পর লোকটার লাশ পাওয়া যায় মেলবোর্ন-এর রাস্তায়, পিছন থেকে কেউ মাথায় গুলি করে পালিয়েছে। আর্থার ডরসেটের শেষ ভাই মারা যায় এইডস-এ আক্রান্ত হয়ে। এক্ষেত্রে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, আর্থারই কৌশলে তার রক্তে এইডস-এর ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।'

'পরিবারের সবাই মারা গেল একা শুধু আর্থার বেঁচে থাকলেন?'

'থাকলেন। আইন বা বিচার ব্যবস্থা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি,' বললেন জুলিয়েন। 'প্রমাণ কোথায়?'

'মৃত্যুগুলোর জন্যে তিনিই দায়ী, এ না-ও হতে পারে,' বলল পিট। তিনি দায়ী হলে কোন না কোন প্রমাণ থাকতই।'

'হয়তো ছিল,' বললো জুলিয়েন। 'টাকা দিয়ে সব মুছে ফেলার ব্যবস্থা করেন আর্থার।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল পিট। 'ভাল লোকের সঙ্গেই লাগতে যাচ্ছি দেখা যায়। আরও শোনা।'

'আমেরিকার কলোরাডোয়, কলোরাডো স্কুল অব মাইনিং-এ, লেখাপড়া করেছেন আর্থার ডরসেট। ছ'ফুট দু'ই দু'ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ঘাড়, অথচ খেলাধূলায় তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না বা এখনও নেই। ছাত্র জীবনে রকি মাউন্টেনে ছড়িয়ে থাকা পরিত্যক্ত খনিগুলোয় ঢুঁ মারার বিশেষ শখ ছিল। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ডিগ্রি নেয়ার পর ডি বিয়ারের খনন কর্মসূচিতে যোগ দেয়ার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা যান। ওখান থেকে পাঁচ বছর পর পারিবারিক দ্বীপ গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে ফিরে আসেন, নিজেদের খনিতে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। ডরসেট মাইনিং-এর হেডকোয়ার্টার সিডনিতে, ওখানে আসা-যাওয়া করার সময় আইরিন ক্যালভার্ট নামে সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়। বায়োলজির এক প্রফেসরের মেয়ে আইরিন, আর্থার তাকে বিয়ে করেন। তিনটি কন্যা সন্তান হয় তার।'

'মেইভ, দিদ্রে আর... ।'

'বোদিকা।'

'সেল্টিকদের দুই দেবী আর কিংবদন্তির ব্রিটিশ রানির নামে নাম তিনজনের।'

'মেইভের মা সম্পর্কে বলো।'

'তেমন কিছু বলা নেই। আইরিনের মৃত্যুও রহস্যজনক।'

'আইরিন ডরসেট মারা গেছেন পনেরো বছর আগে। মৃত্যুর এক বছর পর সিডনির একটা খবরের কাগজে প্রথম খবরটা ছাপা হয়। পত্রিকার সম্পাদক আইরিন ডরসেটের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর কথা স্মরণ করেন। আর্থার আসলে সময়মত ঘুষ দিতে পারেন নি, তাই খবরটা ছাপা হয়ে যায়। তা না হলে আইরিনের মৃত্যুর কথা কেউ জানতেই পারত না।

'আর্থার ডরসেটের নাগাল পাওয়া এক কথা প্রায় অসম্ভব। প্রকাশ্যে কোথাও তাঁকে দেখা যায় না, সামাজিক অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলেন, তাঁর কোন বন্ধু নেই সিডনির হেডকোয়াটার বিল্ডিংয়ে আসা-যাওয়া করেন গোপন একটা টানেলের ভেতর দিয়ে। বাইরের দুনিয়া থেকে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপটাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন।

'নিজে যেমন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পছন্দ করেন আর্থার, তেমনি ডরসেট মাইনিং-এর বিশাল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডও গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। ব্যক্তি মালিকাধীন করপোরেশন হত্যা থেকে শুরু করে সব ধরনের ক্রাইম করেও আইনের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো ট্যাক্স ধরার জন্যে কোম্পানির প্রকৃত সম্পদ আর লাভের পরিমাণ জানার কম চেষ্টা করে নি, কিন্তু কোথাও তারা সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। সরকারী কর্মকর্তাদের আনুগত্য কেনার জন্যে বছরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে আর্থার। তিনি যে পরিমাণ ট্যাক্স দিতে চান, তাই ধরা হয়।'

'মেয়েরা কি কোম্পানিতে কাজ করে?' পিটের কণ্ঠে কৌতূহল।

'দুইজন তাদের প্রিয় পিতার সঙ্গেই আছে। কেবল... ।'

'মানে মেইভ...?'

'হ্যাঁ, মেইভ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। নিজে রোজগার করে লেখাপড়া শিখেছে। মেরিন জুলজিস্ট।'

'আর দিদ্রে এবং বোদিকা?'

'লোকে বলে, ও দুটো সাক্ষাত ডাইনী। দিদ্রে হলো নেত্রী। শয়তানীতে ভরপুর। বোদিকা সম্পর্কে শোনা যায় অত্যন্ত নির্দয় স্বভাবের। বিলাসবহুল জীবন বা পুরুষ মানুষে দুটোর একটারও রুচি নেই বলে শুনেছি।'

পিটের দৃষ্টিতে ছায়া ঘনায়। 'হীরের মধ্যে কি এমন আছে যা মানুষকে উন্মাদ করে তোলে? হীরেকে নিয়ে কেন এত রহস্য, কেন এত খুন-খারাবি? হীরের জন্যে অনেক জাতি ও সরকারের পতন ঘটেছে, কারণটা কি?'

'কেটে পালিশ করার পর যে সৌন্দর্য ফোটে, তা তো আছেই', বলল জুলিয়েন, 'তাছাড়াও হীরের রয়েছে অন্যান্য ইউনিক কোয়ালিটি। হীরে হলো দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন বস্তু। সিল্কের সঙ্গে ঘষো, ওটা পজিটিভ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ উৎপাদন করবে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় বের কর, পরে অন্ধকারের ভেতর অপার্থিব আলো ছড়াবে। না, বন্ধু আমার, হীরে শুধুই মিথ নয়, তারচেয়েও বড় কিছু। মায়া বা ভ্রম সৃষ্টিতে হীরের কোন জুড়ি নেই।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করে ফেললো জুলিয়েন।

১৩.

রোজকার মত ঠিক সকাল সাতটায় প্রাইভেট এলিভেটর থেকে বেরিয়ে নিজের পেন্টহাউস স্যুইটে ঢুকলেন আর্থার ডরসেট। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি। চওড়া কাঠামো। শক্ত পেশী। লোমশ শরীর। ভেতরে ঢোকার সময় কাঁধ দুটো দরজার দু'পাশে ঘষা খেলো, লিনটেল পেরোবার সময় মাথা নিচু করলেন। লালচে চেহারায় সবসময় মারমুখো একটা ভাব থাকে, হাঁটার সময় সামান্য ঝাঁকি খান, চোখ দুটোয় ক্ষুরের মত ধারাল দৃষ্টি। দেখেই বোঝা যায় অসম্ভব দাম্ভিক মানুষ, দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করেন না। কারণ, আর্থার ডরসেট নিজেই একটা সাম্রাজ্য, তিনি শুধু নিজের তৈরি আইন মেনে চলেন।

সিডনি শহরে তাঁর ছাব্বিশতলা জুয়েলারি ট্রেড বিল্ডিংটা খাড়া করতে চারশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে। ব্যাংক থেকে কোন লোন নেন নি ডরসেট। এই বিল্ডিংয়েই তাঁর অফিস আর কারখানা। কারখানায় ল্যাবরেটরি আছে, হীরে কেটে সাইজ করা থেকে শুরু করে পালিশ করা পর্যন্ত সব কাজই হয় এখানে। তবে সব কাজই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে করা হয়, বাইরের লোককে কিছুই জানতে দেয়া হয় না। বিল্ডিংয়ের ভেতর ও বাইরে ডরসেটের নিজস্ব সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী টহল দিয়ে বেড়ায়।

বিশাল অ্যান্টিরূমে ঢুকলেন তিনি। চারজন সেক্রেটারিকে পাশ কাটালেন কারও দিকে সরাসরি না তাকিয়ে। যে অফিসটায় ঢুকলেন সেটা বিল্ডিংয়ের ঠিক মাঝখানে, বন্দর শহর সিডনির অপরূপ দৃশ্য দেখার জন্যে কোন জানালা রাখা হয় নি ডরসেটের সঙ্গে ব্যবসায় মার খেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বহু ব্যবসায়ী তাঁকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে স্নাইপার ভাড়া করতে পারে। স্টীলের দরজা দিয়ে ঢুকলেন তিনি, কামরাটার দেয়াল দুই মিটার পুরু। গোটা কামরাটাকে বিশাল একটা ভল্ট বলা যেতে পারে। এখান থেকেই নিজের সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন ডরসেট। তাঁর এই অফিসে খনি থেকে সংগ্রহ করা কিছু বড় আকারের হীরে বিভিন্ন শো-কেসে সাজানো আছে, এক পত্রিকায় বলা হয়েছে শুধু ওগুলোরই মূল্য নাকি এক দশমিক দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ডেস্কটা পালিশ করা লাভা রক দিয়ে তৈরি, দেরাজগুলো মেহগনির। চেয়ারে বসেই একটা বোতামে চাপ দিলেন ডরসেট, প্রধান সেক্রেটারি জেনে গেল যে তিনি অফিসে পৌঁছেছেন।

এক মিনিট পরই মেয়েটার গলা ভেসে এল ইন্টারকম থেকে। 'আপনার মেয়েরা, স্যার। ওঁরা প্রায় এক ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করছেন।'

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল আর্থার ডরসেটের। 'পাঠিয়ে দাও', কর্কশ সুরে বললেন তিনি, হেলান দিলেন চেয়ারে।

অফিস কামরায় প্রথমে ঢুকল দীর্ঘদেহী বোদিকা। পাথরে খোদাই করা ভাবলেশহীন চেহারা, চোখের পাতা নড়ছে না, নিঃশ্বাস ফেলছে কিনা তা-ও বোঝা যায় না। যে কোনো পুরুষের চেয়ে অনেক লম্বা সে, কেবল বাপের চেয়ে সামান্য কম উচ্চতা। কালো চোখে মারণ দৃষ্টি, কোনো মেকআপ নেয় না মুখে। লালচে-ব্লন্ড চুল কোমড়ে পরেছে। মোটা নয়, দারুণ শরীর। শয়তানী দৃষ্টি চোখে, এক মাত্র বাপ ছাড়া আর কাউকে পরোয়া করে না।

দিদ্রে ভেতরে ঢুকল যেন বাতাসের সঙ্গে ভেসে। তার শারীরিক গঠন দীর্ঘ ও পুরুষালি হলেও নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত নয় সে, হাঁটা-চলার মধ্যে উড়ে বেড়ানোর একটা ভঙ্গি ব্যালে নর্তকীর কথা মনে করিয়ে দেয়। সাধারণ ডাবল-ব্রেস্টেড কোটড্রেসে দারুণ মানিয়েছে তাকে। ডেস্কের সামনে তিনটে চেয়ারের একটায় বসল সে।

ডরসেট হাসলেন না বা কথাও বললেন না।

মেইভের হেঁটে আসা দেখে মনে হবে হালকা বাতাসে দোল খাওয়া লিকলিকে বেতস। নীল উল শার্ট পরেছে সে, বোতামের বদলে বুকের কাছে চেইন; সঙ্গে ম্যাচ করা স্কার্ট, পরেছে সাদা বর্ডার দেয়া টার্টলনেকের ওপর। দীর্ঘ চুল মখমলের মত চকচক করছে, রাগে জ্বলজ্বল করছে চোখ জোড়া। খালি একটা চেয়ারের পাশে দাঁড়াল ও, বাবার চোখের গভীরে তাকিয়ে আছে। 'আমি আমার ছেলেদের ফেরত চাই!' কোমরে হাত রেখে ফুঁসে উঠল।

'এই বোকা, আগে বোস', হুকুম করলেন ডরসেট, একটা ব্রায়ার পাইপ তুলে নিয়ে পিস্তলের মত মেয়ের দিকে তাক করলেন।

'না!' চিৎকার জুড়ে দিল মেইভ। 'তোমার এত সাহস যে আমার ছেলেদের কিডন্যাপ করো! এখুনি ওদেরকে আমি ফেরত চাই, তা না হলে এখান থেকে বেরিয়ে সোজা পুলিশের কাছে যাব আমি, দিদ্রে আর তোমাকে অ্যারেস্ট করাব। শুধু তাই নয়, তার আগে তোমার সমস্ত কুকীর্তির কথা নিউজ মিডিয়ায় ফাঁস করে দেব।'

মেয়ের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন ডরসেট, হাসি হাসি ভাব দেখে মনে হবে মেয়ের উদ্বেগ আর অস্থিরতা উপভোগ করছেন। তারপর ইন্টারকমের সুইচ টিপে বললেন, 'জ্যাক ফারগুসনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে, প্লীজ?' মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসিটা বড় করলেন। 'ফারগুসনকে তো চিনিস তুই, তাই না?'

'স্যাডিস্টিক গরিলা, তোমার মাইনের সুপারিনটেনডেন্ট। কেন?'

'ও-ই তো তোর বাচ্চা দুটোর দেখাশোনা করছে।'

রাগের বদলে মেইভের চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠল। 'ফারগুসন আমার...ওহ্ গড!'

'উঠতি বয়েসে ছেলেদের একটু শাসনে রাখা দরকার।'

মেইভ কিছু বলতে যাচ্ছিল, ইন্টারকম জ্যান্ত হয়ে ওঠায় হাত তুলে বাধা দিলেন ডরসেট, ডেস্কে রাখা একটা স্পিকার ফোনে কথা বললেন, 'জ্যাক?'

জ্যাক ফারগুসন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি।' নেপথ্য থেকে ভারী যন্ত্রপাতির কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসছে।

'ছেলে দুটো কি কাছাকাছি কোথাও আছে?'

'জ্বী, স্যার। ট্রলি থেকে পড়ে যাওয়া পাথর তুলতে বলেছি।'

'আমি চাই তুমি একটা দুর্ঘটনার আয়োজন করবে...।'

'না!' আর্তনাদ করে উঠল মেইভ। 'মাই গড, ওদের বয়স মাত্র ছয়! তুমি তোমার নাতিদের খুন করতে পারো না।

'এতদিন ওদেরকে আমি নাতি বলে মেনে নিতে রাজি ছিলাম', বললেন ডরসেট। 'এখন আমাকে অন্য কথা ভাবতে হচ্ছে। তোকে কতবার বলেছি, আমার কাছে ফিরে আয়, পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকে পড়। কিন্তু তুই আমার কথা কানে তুলিস নি। আমি জোর খাটাবার চেষ্টা করলেই ভয় দেখিয়েছিস, ব্যবসার সমস্ত গোপনীয়তা ফাঁস করে দিবি। কাজেই, তোর ছেলেরা এখন আমার কাছে একজোড়া যমজ বাস্টার্ড ছাড়া কিছুই নয়। ওরা বাঁচল কি মরল, তাতে আমার, কিছুই আসে যায় না। কারণ আমার কাছে ব্যবসা বড়, তারপর রক্তের সম্পর্ক।'

ভয়ে কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো মেইভের। এত অসুস্থ লাগছে, মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ও জানে, এই যুদ্ধে ওর জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। ছেলেরা

ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে বাঁচানোর একটাই উপায়, সমস্ত অন্যায় মেনে নিয়ে বাবার কাছে আত্মসমর্পণ করা। অসহায় বোধ করায় শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। উপলব্ধি করল, ছেলে দুটোকে বাঁচাবার জন্যে হাতে সময় পাওয়া দরকার। নুমার সেই ভদ্রলোক, প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডার্ক পিটের চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কিন্তু হায়, এখন তাঁকে কোথায় পাবে ও! তিনি তো এখান থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। খালি একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল মেইভ। ম্লান সুরে জানতে চাইল, 'কি চাও তুমি?'

আর্থার ডরসেটের পেশীতে ঢিল পড়ল। বোতাম টিপে ফোনটা বন্ধ করলেন তিনি। 'ছোটবেলায় তোকে মারধর করা উচিত ছিল আমার।'

'প্রচুর মেরেছে, ড্যাডি ডিয়ার', বলল মেইভ। 'পিঠের সব দাগ এখনও মিলিয়ে যায় নি।'

'সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা যথেষ্ট হয়েছে', গম্ভীর সুরে বললেন ডরসেট। 'আমি চাই আমেরিকায় ফিরে গিয়ে নুমার ভেতর ঢুকবি তুই। খুব সাবধানে ওদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখবি। ব্যাখ্যাহীন যেসব মৃত্যু ঘটছে, সেগুলোর কারণ জানার জন্যে কি পদ্ধতি ব্যবহার করছে ওরা, জানতে চেষ্টা করবি। যদি দেখিস সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে, দেরি করিয়ে দিতে হবে। খুন করতে হোক, সাবোটাজ করতে হোক, সব করতে হবে। আমার এই সব শর্ত যদি না মানিস, তোর যমজ বাচ্চারা মারা গেলে আমাকে দায়ী করতে পারবি না। আর যদি সহযোগিতা করিস, ওরা অঢেল প্রাচুর্যের মধ্যে বেঁচে থাকবে।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ!' কেঁদে ফেলল মেইভ। 'ক'টা টাকার জন্যে তুমি নিজের নাতিদের খুন করতে চাইছ.... ।'

'ক'টা টাকা নয়, মেইভ', এই প্রথম কথা বলল দিদ্রে। 'বিশ বিলিয়ন ডলার মেলা টাকা।'

'তোমার প্ল্যানটা কি বলবে আমাকে?' বাপকে জিজ্ঞেস করল মেইভ।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে না গেলে সবই তুমি জানতে পারতে', বলল দিদ্রে। 'বাবা সবগুলো দ্বীপের খনি থেকে সমস্ত হীরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে ফেলতে চাইছেন।'

'কিন্তু কেন? আমি যতদূর জানি, হীরের উৎপাদন সীমিত রাখা হয় বলেই বাজারে ওগুলোর এত দাম। সাপ্লাই বেশি হলে দাম পড়ে যেতে বাধ্য।'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি', বলল দিদ্রে। 'তবে একটা সমস্যা দেখা দেয়ায় এই কাজ করা ছাড়া উপায় নেই আমাদের।'

হিসাবটা মেইভ মেলাতে পারছে না। 'সাপ্লাই বেশি হবার কারণে হীরের দাম পড়ে গেলে ডি বিয়ার আর কার্টেল তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আমি অন্তত এটুকু বুঝি যে লড়াই শুরু হলে ওদের সঙ্গে তোমরা পারবে না।'

'আগে শোনো কেন আমরা সবগুলো খনি থেকে সমস্ত হীরে তুলে ফেলতে চাইছি', বললেন ডরসেট। 'আমাদের বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, গ্ল্যাডিয়েটর আর গ্ল্যাডিয়েটরের কাছাকাছি দুটো দ্বীপ অর্থাৎ গ্ল্যাডিয়েটর আর ইস্টার যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে। দ্বীপ বিস্ফোরিত হবে মানে, ওগুলোর আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হবে। সাইজমাগ্র্যাফিক এক্সপেরিমেন্ট থেকে এই সব তথ্য পাওয়া গেছে, কাজেই অগ্রহ্য করার উপায় নেই। বিজ্ঞানীরা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন এক মাস। তার আগেই সমস্ত হীরে খনি থেকে বের করে আনতে হবে।'

'ত্রিশ দিন? এই তোমার সময়সীমা?'

চেয়ারে হেলান দিলেন ডরসেট, বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে মাথা ঝাঁকালেন। 'এই এক মাসে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের হীরে স্টক করব আমি। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলছে খনিগুলোয়।'

'খনিতে তুমি কি করছ যে গোটা প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে মড়ক লেগে গেছে?' মেয়ের চোখে কঠিন দৃষ্টি।

'সব কথা তোকে বলছি, তুই আমাদের ব্যবসায়িক গোপনীয়তা ফাঁস করবি না, এটা ধরে নিয়ে', বললেন ডরসেট। 'বেঈমানী করলে তার পরিণতি কি হবে সেটা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিই। মাইকেল আর শন অ্যাক্সিডেন্ট করবে।'

'ওহ্ গড!' আবার কেঁদে ফেলল মেইভ।

'প্রায় বছরখানেক আগে আমার ইঞ্জিনিয়াররা হাই-এনার্জি পালস্ড আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে একটা বৈপ্লবিক এক্সক্যাভেটর আবিষ্কার করেছে, ব্লু ক্লে খননে যার কোন জুড়ি নেই। ব্লু ক্লে-তেই বেশিরভাগ হীরে জমা হয়ে থাকে। এই নতুন পদ্ধতিতে দ্বীপগুলোর গভীরে সাবটারেনিয়েন রক খুঁড়ছি আমরা, ফলে একটা রেজোন্যান্স তৈরি হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের পানিতে। বিরল ঘটনা হলেও, মাঝে মধ্যেই আমাদের অন্যান্য দ্বীপের মাইনিং অপারেশন থেকে সৃষ্টি রেজোন্যান্স পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। ফলে এনার্জি বহুগুণ বেড়ে এমন একটা মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে যে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী টিকতে পারছে না। এটা স্রেফ দুঃখজনক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, আমার কিছু করার নেই।'

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল মেইভ। তারপর কাতর গলায় বলল, 'ড্যাডি, তুমি বুঝতে পারছ না? বিরাট এলাকা জুড়ে সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী নয়, মানুষও মরছে শয়ে শয়ে। তোমার কাছে ব্যাপারটা শুধুই দুঃখজনক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া? এ তো ঠাণ্ডা মাথায় পাইকারী হত্যাকাণ্ড!'

মেইভ কথা বলতে পারছে না, জন্মদাতা বাবার দিকে এখনও আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

দিদ্রের দিকে তাকালেন ডরসেট। 'ইয়টটা কোথায়, দিদ্রে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ওটা আমি কুসঘিট দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছি', বলল দিদ্রে। 'আমাদের সিকিউরিটি চীফ খবর পাঠিয়েছেন, কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ সন্দিহান হয়ে উঠেছে, দ্বীপের আশপাশে ঘুরঘুর করছে আর ফটো তুলছে। আপনি অনুমতি দিলে ইয়টে থাকতে চাই আমি। আপনার জিওফিজিস্টরা আরেকটা কনভারজ্যান্স আসন্ন বলে জানিয়েছেন, লিমা থেকে এক হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে। ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে ওদিকে আমার থাকা দরকার, পেরুর কোস্ট গার্ড তদন্ত শুরু করার আগেই।'

'কোম্পানির জেট নিয়ে চলে যাও।'

'তুমি জানো এরপর কোথায় আঘাত করা হবে?' আতঙ্কিত মেইভ জানতে চাইল। 'এলাকার জাহাজগুলোকে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দাও তাহলে।'

'কি বলছ, মেইভ!' তিরস্কারের সুরে বলল দিদ্রে। 'আমাদের গোপন তথ্য দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেব? তাছাড়া, তোমার বাবা বিজ্ঞানীরা নির্ভুলভাবে বলতে পারেন না ঠিক কোথায় বা কখন আঘাত করবে সাউন্ড ওয়েভ। ব্যাপারটা এখনও অনেকটাই অনুমান নির্ভর।'

'কিন্তু তোমরা জানতে সাউন্ড ওয়েভ ঠিক কখন আঘাত করবে শেইমোরে', বলল মেইভ। 'ওই দ্বীপের হোয়েলিং স্টেশনের গুহায় আমি ঢাকলাম কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে ড্যাডি তোমাকে পোলার কুইনে থাকতে বলেছিল, আমি যাতে মারা না যাই।'

দিদ্রে বলল, 'বিজ্ঞানীদের হিসাব শতকরা দশ ভাগ সঠিক হয়। তোমার ভাগ্য ভাল, সেবার তাঁদের হিসেবে ভুল হয় নি।'

'তারমানে? হিসাবে ভুল হলে আমি মারা যেতাম?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' হেসে উঠল দিদ্রে। 'একা শুধু তুমি নও, আমিও হয়তো মারা যেতাম।'

'ড্যাডি, দিদ্রের এই কথা কি সত্যি?' বাবার দিকে তাকাল মেইভ। 'আমি তোমার সন্তান। এভাবে তুমি আমার মারা যাবার ঝুঁকি নিতে পারো?'

মেয়ের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন আর্থার ডরসেট। 'তুমি পরিবার ছেড়ে চলে গেছ, মেইভ। আমার কাছে তোমার কোন অস্তিত্ব নেই। যদি যদি ফিরে আসো, যদি অনুগত হও, এ-ধরনের ঝুঁকি অবশ্যই আমি আর নেব-না।'

১৪.

লাল একটা ফ্লোটপ্লেন, গায়ে সাদা হরফে লেখা চিনুক কার্গো ক্যারিয়ার, একটা রিফুয়েলিং ডক-এর পাশে দোল খাচ্ছে পানিতে। শিয়ার ওয়াটার এয়ারপোর্ট এখান থেকে একদম কাছে। ফ্লোটপ্লেনের উইং ট্যাঙ্কে গ্যাস ভরছে এক লোক-হালকা-পাতলা শরীর, সরল ও আত্মভোলা টাইপের চেহারা। পরনে লেদার ফ্লাইট সুট। মুখ তুলে তাকাল সে, ডক ধরে এগিয়ে আসা আগন্তুককে দেখতে পেল।

আগন্তুকের পিঠে কালো একটা কেস, পরনে জিনস আর টি-শার্ট, মাথায় কাউবয় হ্যাট। এয়ারক্রাফটার পাশে এসে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল, 'ম্যালকম স্টোকস বলছি। আপনি এড পোসির বন্ধু, তাই না?'

বলে এক গাল হাসল লোকটা, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'ডার্ক পিট', বলল আগন্তুক, পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে বাড়িয়ে ধরল।

'আপনি টোটেম কার্ভার ম্যাসন ব্রডমোটরের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'কোথায় পাব তাকে?'

'ম্যাসন রানি শার্লট দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা, সর্বদক্ষিণের একটা দ্বীপে থাকে—মোর্সবি আইল্যান্ডে।'

'কতক্ষণের ফ্লাইট?'

'দেড় ঘণ্টা, লাঞ্চের আগেই পৌঁছে যাব', বলে পিটের ব্যাকপ্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল স্টোকস্। 'ওটায় কি আছে?'

'একটা হাইড্রোফোন, পানির তলায় শব্দ পরিমাপ করার একটা যন্ত্র।' ফ্লোটপ্লেনটা খুঁটিয়ে দেখল পিট। ধারণা করল, সম্ভবত সত্তর দশকে তৈরি। 'ডি হ্যাভিল্যান্ড, তাই না।'

'ডি হ্যাভিল্যান্ড বিভার। ঊনসত্তরে কানাডায় তৈরি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বুশ প্লেন। একশো মিটার পানি পেলেই টেক অফ করা যায়।'

'আজকাল বড় আকারের রেডিয়াল ইঞ্জিন খুব কমই দেখা যায়।'

'উঠে পড়ুন, মি. পিট', গ্যাস ভরা শেষ করে বলল স্টোকস্। মুরিং লাইনস খুলে প্লেনটাকে এক পায়ে ঠেলে ডক থেকে দূরে সরাল সে, তারপর ককপিটের দিকে এগোল। 'কার্গো সেকশনে কোন সীট নেই, কাজেই আপনাকেও সামনে, অর্থাৎ কো-পাইলটের সীটে বসতে হবে। আপনি কি ফ্লায়ার?'

'প্রফেশনাল নই', জবাব দিল পিট।

চ্যানেলের কোথাও বোট বা প্লেন আছে কিনা দেখে নিল স্টোকস্, তারপর থ্রটল নামিয়ে আকাশে তুলল বিভার ফ্লোটপ্লেন, রানি শার্লট দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাচ্ছে।

'ইন্সপেক্টর স্টোকস্', আলাপ শুরু করল পিট। 'একটা ব্যাপার আমার বোধগম্য হয় নি। আপনি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্সের লোক, এখানে কি খুঁজছেন আপনারা? কি কারণ?'

'কারণ গত নয় মাস ধরে একটা টীম নিয়ে আমি ডরসেট কোম্পানির কুনঘিট মাইনের ওপর নজর রাখছি।'

'বিশেষ কোন কারণ আছে?'

'অবৈধ অভিবাসন। আমাদের সন্দেহ, কুনঘিট দ্বীপে চীনা শ্রমিক পাচার হচ্ছে।'

'কুনঘিট আপনাদের দ্বীপ। আপনি কানাডিয়ান ল এনফোর্সমেন্টের প্রতিনিধি সরাসরি ওখানে গিয়ে কাগজ-পত্র দেখতে চাইলেই তো পারেন।'

'ডরসেট আমাদের পার্লামেন্টের অনেক সদস্য আর আমলাকে কিনে রেখেছেন। কুনঘিট-এ গিয়ে তদন্ত করতে চাইলেই প্রথমশ্রেণীর আইন ব্যবসায়ীরা লিগ্যাল রোডব্লক খাড়া করে বাধা দেয়। ডকুমেন্টেড প্রুফ ছাড়া কিছু করা যাবে না।'

'বোকার মত কেন আমার মনে হচ্ছে যে সুযোগ পেয়ে আপনারা আমাকে ব্যবহার করছেন?'

'আপনার আবির্ভাব সত্যি একটা সুযোগ এনে দিয়েছে, অন্তত মাউন্টেড পুলিশকে।'

'অনুমান করতে দিন। মাউন্টেড পুলিশ যেখানে যেতে সাহস পায় না, আপনারা আশা করছেন আমি সেখানে যাব।'

'আপনি একজন মার্কিন, ধরা পড়লে বড় জোর আপনাকে বহিষ্কার করা হবে। কিন্তু আমাদের বেলায় ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে রাজনৈতিক বিপর্যয়। আমাকে, আমার টীমের সদস্যকে, পেনশনের কথা ভাবতে হয়।'

'বাহ্, দারুণ।'

'যদি বলেন, আপনাকে আমি শিয়ার ওয়াটার-এ ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

'উঁহু, না। প্যাসিফিকে মানুষ মরছে। আমাকে জানতে হবে সেজন্যে ডরসেটের মাইনিং অপারেশন দায়ী কিনা।'

'আমাকে ব্রিফ করা হয়েছে, জাহাজ আর দ্বীপ অজ্ঞাত অ্যাকুসটিক প্লেগে আক্রান্ত হচ্ছে। আমাকে আরও বলা হয়েছে, আপনি স্বদেশী শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন। ভাল কথা, মি. পিট, আপনার প্ল্যানটা কি?'

'খুব সহজ', বলল পিট। 'চুপি চুপি মাইনে ঢুকতে চাই। গাইড হিসেবে ভাড়া করব ম্যাসনকে, সে আমাকে দ্বীপটায় পৌঁছে দেবে। অবশ্য সে যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়।'

'ম্যাসনকে যদি চিনে থাকি, প্রস্তাবটা লুফে নেবে। কারণ আছে।'

কারণটা ব্যাখ্যা করল স্টোকস্। বছরখানেক আগে কুনঘিটের কাছাকাছি মাছ ধরছিল ম্যাসনের ভাই। ডরসেট কোম্পানির একটা সিকিউরিটি বোট এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে তাকে। সে রাজি হয় নি, কারণ তাদের পরিবার বহু যুগ ধরে ওখানে মাছ ধরছে। ডরসেটের লোকজন তাকে মারধর করে, বোটটাও আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ তদন্ত করতে গেলে বলা হলো, সলেবুর বোট বিস্ফোরিত হয়, ডরসেট কোম্পানির লোকজন তাকে সাগর থেকে উদ্ধার করে।'

'আমি আপনাদের সাহায্য নিচ্ছি', স্টোকস্ থামার পর বলল পিট। 'আপনারা আমার কাছ থেকে কি সাহায্য আশা করেন?'

জানালা দিয়ে জঙ্গল ঢাকা একটা দ্বীপ দেখাল স্টোকস্ পিটকে, মাঝখানে কালো একটা দাগ। 'কুনঘিট দ্বীপ। ওখানে ওরা ছোট একটা এয়ারপোর্ট তৈরি করেছে।

ইঞ্জিনের সমস্যা দেখা দিয়েছে, এই অজুহাত দেখিয়ে ল্যান্ড করব ওখানে। আমি মেরামতের ভান করব, আপনি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনিয়ে সিকিউরিটি গার্ডদের মনোযোগ ধরে রাখবেন।'

'কি লাভ তাতে? আপনার উদ্দেশ্য কি?'

'ল্যান্ড করতে চাওয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে। একটা হলো, ফ্লোটে ফিট করা ক্যামেরা দিয়ে ল্যান্ডিং আর টেক-অফ করার সময় ক্লোজ-আপ ছবি তোলা।'

'অনিয়মন্ত্রিত ভিজিটর ওরা পছন্দ করে না', বলল পিট। 'খেপে গিয়ে যদি খারাপ কিছু ঘটিয়ে বসে? ধরুন, আহত করল?'

'দ্বিতীয় কারণ হলো', পিটের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করছে না স্টোকস্, 'আমার বস্ চাইছেন এ-ধরনের কিছু একটা ঘটুক, তাহলে দলবেঁধে ছুটে আসতে পারবেন, বন্ধ করে দেবেন মাইনিং অপারেশন, লীজ বাতিল করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'হুম।'

'তৃতীয় কারণ, মাইনে আমাদের একজন আন্ডারকাভার এজেন্ট কাজ করছে। ওখানে ল্যান্ড করতে পারলে সে হয়তো কোন তথ্য পাচার করতে পারবে।'

'আমাদের মাথায় কুবুদ্ধি গিজগিজ করছে।'

'যদি দেখি মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, নিজের পরিচয় দেব আমি', বলল স্টোকস্। 'ওরা আমার লাশ গুম করার ঝুঁকি নেবে না।'

'আপনার টীম আর অফিস জানে আমরা কি করতে যাচ্ছি?'

আহত দেখাল স্টোকস্‌কে। 'আমরা নিখোঁজ হলে কাগজের সান্ধ্য সংস্করণে খবরটা অবশ্যই ছাপা হবে। চিন্তা করবেন না, ডরসেট মাইনের অফিসাররা অপপ্রচারকে সাংঘাতিক ভয় পায়।'

'মিরাকলটা কখন আমরা ঘটাচ্ছি?' সকৌতুকে জানতে চাইল পিট।

দ্বীপটার দিকে আবার ইঙ্গিত করল স্টোকস্। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে নামছি ওখানে।

নিচের দৃশ্য উপভোগ করা ছাড়া পিটের কোন কাজ নেই। মোচা আকৃতির ভলক্যানিক কোন দেখতে পাচ্ছে ও, বিশাল গহ্বর; নীল মাটির সেন্ট্রাল পাইপসহ। এই নীল মাটিতেই হীরে থাকে। খোলা গহ্বরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ইস্পাতের দৈত্যাকার কড়ি দিয়ে তৈরি ব্রিজ রয়েছে। ব্রিজ থেকে ঝুলছে অসংখ্য স্টীল কেবল, শেষ মাথায় বালতি, খুঁড়ে রাখা পাথর আর মাটি তুলে আনছে। চূড়ায় উঠে আসার পর বালতিগুলো আড়াআড়িভাবে এগোচ্ছে, ঢুকে পড়ছে কয়েকটা বিল্ডিংয়ের ভেতর, ওখানে ওর থেকে হীরে বের করা হবে। বালতিগুলোর কাজ এখানেই শেষ হচ্ছে না, বাতিল ওর বা আবর্জনা তুলে এনে ফেলা হচ্ছে আগ্নেয়গিরির চারধারে, ফলে পাহাড়ের মতই উঁচু স্তূপ তৈরি হয়েছে- খনি এলাকায় ঢোকা বা বেরুনোর পথে ওগুলো বিরাট বাধা বলে মনে হলো

পিটের। একটাই মাত্র রাস্তা দেখতে পেল ও-রাস্তা থেকে শুরু হয়েছে টানেলটা, রাস্ত াটা গিয়ে মিশেছে ছোট বে-র একটা ডক-এ। ম্যাপ দেখে আগেই জেনেছে ও, বে-র নাম রোজ হারবার। এই মুহূর্তে একটা টাগ দেখা গেল, খালি একটা বার্জকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ডক থেকে।

আকাশ ছোঁয়া স্তূপ আর গহ্বরের মাঝখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আট-দশটা প্রিফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং, অফিসার আর মাইনারদের লিভিং কোয়ার্টার। আবর্জনার স্তূপ দিয়ে ঘেরা জায়গাটা ডায়ামিটারে দুই কিলোমিটারের মত হবে, ভেতরে হ্যাঙ্গারসহ সরু এয়ারস্ট্রিপও রয়েছে। আকাশ থেকে গোটা মাইনিং অপারেশনকে দেখতে লাগে প্রকাণ্ড একটা দাগের মত।

একটু পরই ফ্লোটপ্লেনের ইঞ্জিন ব্যাকফায়ার শুরু করল, স্টোকস্ নিশ্চয়ই কোন কারিগরি ফলিয়েছে। এরইমধ্যে রেডিওর মধ্যে সাবধান করা হলো–এটা প্রাইভেট প্রপার্টি, দূরে সরে থাকো।

জবাবে স্টোকস্ বলল, 'ফুয়েল ব্লকেজের শিকার আমরা, ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিংয়ের জন্যে তোমাদের এয়ারস্ট্রিপ ব্যবহার না করে উপায় নেই।' রেডিও বন্ধ করে দিল সে।

এয়ারস্ট্রিপে নামল প্লেন। পুরোপুরি থামে নি, তার আগেই নীল ফেটিগ পরা দশজন লোক ঘিরে ফেলল ওটাকে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে এম-সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেল, সাপ্রেসরসহ। দীর্ঘদেহী এক লোক, ডাকাতের মত চেহারা মাথায় কমব্যাট হেলমেট, হেঁটে এসে ফ্লোটের দরজা খুলল। প্লেনে ঢুকে ককপিটের দিকে এগোল সে। পিট লক্ষ করল, গার্ডের হাত হোলস্টারে ভরা নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিকের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'এটা প্রাইভেট প্রপার্টি', হালকা সুরে বলল সে। 'আপনারা অনধিকার প্রবেশ করেছেন।'

'সরি', বলল স্টোকস্। 'আমাদের ফুয়েল ফিল্টার বুজে গেছে। এ নিয়ে এ মাসে দু'বার। আজকাল গ্যাসেও ওরা ভেজাল দিচ্ছে।'

'মেরামত সেরে চলে যেতে কতক্ষণ লাগবে?'

'মিনিট বিশেক, তার বেশি নয়।'

'প্লীজ, জলদি করুন', সিকিউরিটি গার্ড বলল। 'আরেকটা কথা, প্লেন ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুর-ঘুর করতে পারবেন না।'

'বাথরুম ব্যবহার করতে পারি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল পিট।

পিটের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মাথা ঝাঁকাল গার্ড। 'বাথরুম হ্যাঙ্গারে। আমার এক লোক নিয়ে যাবে আপনাকে।'

'কি বলে যে ধন্যবাদ দেব!' এমন ভাব করল পিট, যেন প্রকৃতির ডাকে খুব কষ্ট পাচ্ছে। লাফ দিয়ে প্লেন থেকে নামল ও, পিছু নিল একজন গার্ড।

ধাতব কাঠামোর ভেতর ঢুকে একটা জেট দেখতে পেল পিট, গালফ স্ট্রীম ভি।

পিট জানে, এগারোশো মিটার উচ্চতায় ঘণ্টায় নয়শো বিশ কিলোমিটার গতিতে ছোটে ওটা, ছয় হাজার তিনশো নটিকাল মাইল রেঞ্জ। পাওয়ার সাপ্লাই দেয় বিএমডব্লিউ আর রোলস-রয়েসের বানানো টার্বো জেট। দাম প্রায় তেত্রিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

হ্যাঙ্গারের মূল গেটের ঠিক সামনে আরও রয়েছে এক জোড়া হেলিকপ্টার। এগুলোও চিনতে পারল পিট। ম্যাকডোনেল ডগলাস ফাইভথ্রীজিরো এমডি ডিফেন্ডার। মিলিটারি এয়ারক্রাফট, সন্দেহ নেই। ফিউজিলাজের নিচে পড়ে বসানো রয়েছে এক জোড়া করে ৭.৬২ মিলিমিটার কামান। ককপিটের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে ট্র্যাইয়েজার গিয়ার। এই হেলিকপ্টারগুলো স্কাউট মডেল, ডায়মন্ড স্মাগলার আর অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের ধাওয়া করার জন্যে বিশেষ ভাবে মডিফাই করা।

বাথরুম থেকে বেরুবার পর ইঙ্গিতে একটা অফিস দেখাল গার্ড। ডেস্কের পিছনে বসে থাকা লোকটা লম্বা আর রোগা। মুখে শয়তানের ঠাণ্ডা হাসি পরে আছে হালকা নীল সুট। চোখ দুটো কোটরের এত গভীরে, ভাষা ঠিক পড়া যায় না। 'আমি জন মার্চেন্ট, এই মাইনের সিকিউরিটি চীফ', পিটকে বলল সে, অস্ট্রেলিয়ান বাচনভঙ্গি। 'পরিচয়-পত্র দেখাতে পারেন, প্লীজ?'

কথা না বলে আইডি বের করল পিট।

'ডার্ক পিট, ডার্ক পিট', কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে দু'বার উচ্চারণ করল মার্চেন্ট। 'কয়েক বছর আগে সনোরায় মরুতে দারুণ ইন্‌কা সম্পদ খুঁজে বের করেছিলেন আপনি, তাই না?'

'ওই দলের একজন সদস্যমাত্র ছিলাম আমি,' ডার্ক জানালো।

'কুনঘিট-এ কি করছেন?'

'আপনি বরং পাইলটকে জিজ্ঞেস করুন। আপনাদের রত্ন ভাণ্ডারে তিনিই ল্যান্ড করেছেন। আমি স্রেফ নিরীহ প্যাসেঞ্জার।'

'ম্যালকম স্টোকস্ রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর, সেই সঙ্গে তিনি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরিটের একজন সদস্যও।' কমপিউটরের দিকে ইঙ্গিত করল মার্চেন্ট। 'তার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমার জানা আছে। প্রশ্ন উঠছে আপনাকে নিয়ে।'

'কানাডা সরকারের সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে', বলল পিট। 'কাজেই ধরে নিচ্ছি যে আমার সম্পর্কেও ইতোমধ্যে অনেক কিছু জেনেছেন আপনারা। এই এলাকায় আমার আসার কারণ লোকাল কেল্প আর ফিস পপুলেশন স্টাডি করা, রাসায়নিক দূষণের মাত্রা পরিমাপ করা। আপনি আমার আরও কাগজ-পত্র দেখতে চান?'

'ও-সবের কপি এরই মধ্যে আমার হাতে এসেছে।'

পিট ধরে নিল, মার্চেন্ট মিথ্যে কথা বলছে। এড পোসি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। 'তাহলে প্রশ্ন করছেন কেন?'

'দেখলাম মিথ্যে তথ্য দেন কিনা।'

'ভয়ঙ্কর কোন অপরাধ করেছি বলে সন্দেহ করছেন আমাকে?'

'আমার কাজ স্মাগলার পাকড়াও করা', বলল মার্চেন্ট। 'এখানে আপনার আসাটা সন্দেহজনক, কাজেই আপনার কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা দেখতে হবে আমাকে।'

অফিসটা কাঁচ ঘেরা, ভেতরে দাঁড়ানো গার্ডের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে কাঁচে। ওর একটু ডান দিকে আর পিছনে রয়েছে লোকটা। 'আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর আমাকে ডায়মন্ড স্মাগলার মনে করার কোন কারণ থাকতে পারে না।' চেয়ার ছাড়ল ও। 'আলাপটা উপভোগ করলাম, তবে এবার আমাকে উঠতে হয়।'

'সত্যি দুঃখিত', বলল মার্চেন্ট। এখন সে হাসছে না। 'আপনাকে আপাতত আটক করা হলো।'

'সে অধিকার আপনার নেই।'

'আছে। প্রাইভেট প্রপার্টিতে বেআইনী অনুপ্রবেশের অভিযোগে একজন সিটিজেন হিসেবে অবশ্যই আপনাকে আমি গ্রেফতার করতে পারি।'

পরিস্থিতি সুবিধের নয়। পোলার কুইন খুঁজে পেয়েছে ও, আর্থার ডরসেটের মেয়ে মেইভ আর দিদ্রেকে উদ্ধার করেছে, এ-সব যদি মার্চেন্ট জানতে পারে, কোন মিথ্যে দিয়েই এখানে ওর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যাবে না। 'স্টোকস্ সম্পর্কে কি ভাবছেন? আপনি যখন জানেনই যে তিনি আইনের লোক, আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলে অসুবিধে কি?'

'আমি তাঁর সুপিরিয়রদের হাতে আপনাকে তুলে দিতে চাই', বলে হাসল মার্চেন্ট। 'তবে তার আগে গোটা ব্যাপারটা আমি নিজে আরও ভালভাবে তদন্ত করব।'

পিটের সন্দেহ হচ্ছে, প্রাণ নিয়ে ওকে ফিরতে দেয়া হবে না। 'আর স্টোকস্? তাকে কি আপনারা ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'প্লেন তো আর সত্যি সত্যি নষ্ট হয় নি। যখন খুশি চলে যেতে পারেন উনি।'

'আমাকে আটক করা হলে ফিরে গিয়ে উনি রিপোর্ট করবেন।'

'জানা কথা।'

বাইরে থেকে একটা প্লেন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ ভেসে এল। পিটকে না নিয়েই ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে স্টোকস্। প্রাণ বাঁচাতে হলে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে কিছু একটা করতে হবে। ডেস্কের ওপর অ্যাশট্রে আর সিগারেটের অবশিষ্টাংশ দেখে আন্দাজ করল, মার্চেন্ট ধূমপান করে। পরাজয় মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও, বলল, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখা হলো আমাকে। আমি কি সিগারেট ধরাতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই', বলে অ্যাশট্রেটা পিটের দিকে ঠেলে দিল মার্চেন্ট। 'আপনার সঙ্গে আমিও একটা ধরাই।'

সিগারেট বহু বছর আগেই ছেড়ে দিয়েছে পিট, তবু বুক পকেট থেকে প্যাকেট বের করার ভান করল। হাতটা ভাঁজ করে পিছন দিকে বিদ্যুৎ বেগে কনুই চালাল ও, গার্ডের পাঁজরে লাগল সেটা লাগল সেটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে কুঁজো হয়ে গেল লোকটা। মার্চেন্টের রিফ্লেক্স সত্যি দারুণ, চোখের পলকে বেল্ট হোলস্টার থেকে ছোট নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিকটা তার হাতে চলে এল। তবে সেটার মাজল ডেস্ক টপ ছাড়িয়ে ওপরে ওঠার আগেই সে দেখতে পেল গার্ডের অটোমেটিক রাইফেল পিটের হাতে চলে এসেছে, সরাসরি তার মাথার দিকে তাক করা। ধীরে ধীরে, খুবই সাবধানে, হাতে অটোমেটিকটা ডেস্কের ওপর রেখে দিল সে। তিক্ত সুরে বলল, 'এতে কোন লাভ হবে না।'

অটোমেটিকটা তুলে পকেটে ভরল পিট। 'ডিনারের জন্যে থাকতে না পারায় দুঃখিত।' পাঁজরে প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে গার্ডকে ফেলে দিল ও, ছুটে বেরিয়ে এল

অফিস থেকে, বেরুবার আগে হাতের রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল কামরার এক কোণে। অফিস থেকে বেরিয়ে শান্তভাবে হাঁটছে পিট, ছড়িয়ে থাকা গার্ডদের পাশ কাটিয়ে। তাদের চোখে সন্দেহ, তবে ধরে নিয়েছে বস্ ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। ইতোমধ্যে থ্রটল ওপেন করেছে স্টোকস্, রানওয়ে ধরে ছুটছে ফ্লোটপ্লেন। ছুটে এসে লাফ দিল পিট, একটা ফ্লোটে উঠে পড়ল, প্রপেলারের তীব্র বাতাস অগ্রাহ্য করে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল কার্গো বেতে।

পিটকে কো-পাইলটের সীটে বসতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল স্টোকস্। 'গুড লর্ড! আপনি কোত্থেকে এলেন?'

'এয়ারপোর্টে আসার পথে ট্রাফিক জ্যামে পড়েছিলাম,' দম নিয়ে বলল পিট।

'ওরা আমাকে হুমকি দিয়ে বলল আপনাকে ছাড়াই ফিরে যেতে হবে, তা না হলে... ।'

'জানি। আপনার আন্ডারকাভার এজেন্টের খবর কি?'

'সে আসে নি। কি করে আসবে, প্লেনের চারধারে সিকিউরিটি এত কড়া!

'শুনে দুঃখ পাবেন, ডরসেটের সিকিউরিটি চীফ জন মার্চেন্ট আপনার সম্পর্কে সব কথাই জানে', বলল পিট।

'বুশ পাইলট হিসেবে কাভারটা বাতিল হয়ে গেল', কন্ট্রোল কলাম টানার সময় বিড়বিড় করল স্টোকস্।

সাইড উইন্ডো খুলে প্রপেলারের তৈরি বাতাসে মাথা বের করল পিট, ঘাড় বাঁকা করে পিছন দিকে তাকাল। অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। 'কাভার তো গেছেই, এবার প্রাণটাও না যায়।' সিকিউরিটি গার্ডরা আতঙ্কিত পিঁপড়ের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে পিটের মনোযোগ অন্য দিকে।

'কেন? কি বলছেন?'

'ওরা খেপে গেছে।'

'কি করে এসেছেন বলুন তো?'

জানালাটা বন্ধ করে দিল পিট। 'একজন গার্ডকে মারধর করেছি, আর সিকিউরিটি চীফের সাইড আর্মটা কেড়ে এনেছি।'

'শোনা যায়, এরচেয়ে অনেক হালকা অপরাধে মানুষকে মেরে ফেলে ওরা।'

'ওদের একটা সামরিক হেলিকপ্টার আকাশে উঠছে।'

'সেরেছে!' মুখ শুকিয়ে গেল স্টোকসের। 'আমার এই পুরানো বাসের চেয়ে ওটার স্পীড চল্লিশ নট, বেশি। আমরা শিয়ারওয়াটার-এ পৌঁছুবার আগেই ওরা আমাদেরকে ধরে ফেলবে।'

'সাক্ষীদের সামনে ওরা আমাদেরকে গুলি করে ফেলে দিতে পারবে না', বলল পিট। 'লোকবসতি আছে এমন দ্বীপ কোনটা কাছে?'

'মোর্সবি', বলল স্টোকস্। 'ম্যাসনের দ্বীপ। ওদের গ্রামের মাঝখানে ওয়াটার ল্যান্ডিং সম্ভব, এক ঝাঁক নৌকোর পাশে। অবশ্য যদি হেলিকপ্টারের চেয়ে আগে পৌঁছুতে পারি।'

ভয় আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে পিটের চোখ। 'চেষ্টা করুন।'

১৫.

পিট ও স্টোকস্ দু'জনেই সচেতন শুরু থেকেই পরিস্থিতি ওদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। একশো আশি ডিগ্রি বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্লেন ঘোরাতে বাধ্য হলো ওরা, ছুটে চলেছে মোর্সবি দ্বীপের দিকে। ম্যাকডোনেল ডগলাস ডিফেন্ডার হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গারের সামনে থেকে প্রায় খাড়াভাবে আকাশে উঠল, ভেতরে আর্থার ডরসেটের সিকিউরিটি গার্ডরা রয়েছে, দক্ষিণ–পূর্ব দিকে ঘুরে ধাওয়া শুরু করল। মন্থরগতি ফ্লোটপ্লেনের পিছনে চলে আসতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ওটার।

বিভারের এয়ারস্পীড ইন্ডিকেটর একশো ষাট নটের ঘরে, অথচ স্টোকসের মনে হলো একটা গাইডার চালাচ্ছে সে। 'কোথায় ওরা?' সামনে একটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছে সে, পাহাড়গুলো জঙ্গলে ঢাকা। সে জানে, দ্বীপটায় কোন মানুষ বাস করে না। পানি থেকে মাত্র একশো মিটার ওপর দিয়ে প্লেন চালাচ্ছে সে, অন্য কোন দিকে তাকাতে পারছে না।

'আমাদের আধ কিলোমিটার পিছন', বলল পিট। 'প্রতি সেকেন্ডে আরও কাছে চলে আসছে।'

'একটাই?'

'হ্যাঁ। আপনার এই অ্যান্টিকে কোন অস্ত্র আছে?'

'রাখার নিয়ম নেই।'

'ফ্লোটের ভেতর একটা শটগান লুকিয়ে রাখলে ভাল করতেন।'

'বেঁচে থাকলে কথাটা মনে রাখব।'

'হেলিকপ্টারে দুটো হেভি মেশিন গান রয়েছে', বলল পিট। 'আর আমার কাছে রয়েছে চুরি করা একটা নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিক। তবু আমি হতাশ নই।'

'কি বললেন?'

'আমি একবার একটা কপ্টার নামিয়েছিলাম, রোটরে লাইফ র‍্যাফট বা ভেলা ছুঁড়ে দিয়ে।'

'দুঃখিত, একজোড়া লাইফ ভেস্ট ছাড়া কার্গো বেতে আর কিছু নেই', বলল স্টোকস্।

'আমাদের স্টারবোর্ড সাইডে সরে যাচ্ছে ওরা, গুলি করতে সুবিধে হবে ভেবে। আমি বললেই ফ্ল্যাপ নামিয়ে থ্রটল টানবেন।'

'এই অলটিচ্যুডে স্থির হলে পরে আর প্লেন তুলতে পারব না।'

'সিদ্ধান্ত নিন, খুলিতে গুলি খেয়ে আগুনে পুড়ে মরবেন, নাকি পানিতে বা গাছপালার মাথায় পড়ার ঝুঁকি নেবেন?'

'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিট, ব্লু-ব্ল্যাক হেলিকপ্টার ফ্লোটপ্লেনের পাশে, সমান্তরাল রেখার ওপর চলে এল, মনে হলো ঝুলে আছে ওখানে, যেন একটা বাজপাখি কবুতরের দিকে তাকিয়ে আছে। এত কাছে ওরা, পাইলট আর কো-পাইলটের হাসি ভরা গোলগাল মুখ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। সাইড উইন্ডো আবার খুলল পিট, ফ্রেমের নিচে লুকিয়ে রেখেছে অটোমেটিকটা।

'রেডিওতে কোন ওয়ার্নিং নেই', স্টোকসের গলায় অবিশ্বাস। 'একবারও বলছে না মাইনে ফিরে যেতে হবে।'

'ব্যাপারটা সত্যি সিরিয়াস', বলল পিট। 'আর্থার ডরসেটের হুকুম না পেলে মাউন্টেড পুলিশের একজন ইন্সপেক্টরকে ওরা খুন করতে চাইবে না।'

'ওরা কি ভাবছে খুন করে পার পাবে? আমি বিশ্বাস করি না।'

'চেষ্টা করবে, কোন সন্দেহ নেই।' পিট একদম শান্ত, ওর দৃষ্টি গানারের ওপর চুম্বকের মত আটকে আছে। 'তৈরি থাকুন।' হাল ছাড়তে রাজি না হলেও মোটেও আশাবাদী নয় ও। একটাই সুবিধে পাবে ওরা, যেটাকে আসলে কোন সুবিধেই বলা যায় না– ডিফেন্ডার হেলিকপ্টার এয়ার-টু-এয়ার কমব্যাটের চেয়ে গ্রাউন্ড-টু-এয়ার অ্যাটাকে ভাল করে।

স্টোকস্ কন্ট্রোল কলাম দুই হাঁটুর মাঝখানে আটকে রেখেছে, এক হাতে ধরে আছে ফ্ল্যাপ লিভার, অপর হাতের মুঠোয় থ্রটল। নিজেকে সে প্রশ্ন করছে, পরিচয় হয়েছে দু'ঘণ্টাও হয় নি এমন একজন লোকের ওপর এতটা আস্থা রাখার কি কারণ তার? উত্তরটা সহজ। এত বছর পুলিশে চাকরি করছে, কখনও দেখেনি চরম বিপদের মুখে কোন মানুষ এতটা শান্ত থাকতে পারে। আর পিটকে শুধু শান্ত মনে হচ্ছে না, সে তার সমস্ত মেধা আর মনোযোগ কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতিটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করছে।

'এখন!' চেঁচিয়ে বলল পিট, নিঃশ্বাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই অটোমেটিক তুলে ফায়ার করল।

ফ্ল্যাপগুলো ডাউন পজিশনে পুরোটা ঠেলে দিল স্টোকস্, হ্যাঁচকা টান দিল থ্রটলেও। মান্ধাতা আমলে বিভার ইঞ্জিনের শক্তি হারিয়ে, ফ্লোটগুলো তীব্র বাতাসের ধাক্কা খেয়ে, এমন আচমকা গতি হারাল যেন আঠার মেঘে ঢুকে পড়েছে। প্রায় ওই একই মুহূর্তে মেশিন গানের বিরতিহীন গর্জন আর একটা ডানা ঝাঁঝরা হবার আওয়াজ শুনতে পেল স্টোকস্। পিটের হাতে অটোমেটিক তীক্ষ্ণ আওয়াজ করল, তা-ও সে শুনতে পেয়েছে। এটা কোন যুদ্ধই নয়, উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে প্রায় স্থির প্লেনটাকে বাতাসে ঘোরাবার সময় ভাবল সে-এ যেন প্রতিপক্ষের গোটা ডিফেন্স লাইনের সামনে একা একজন খেলেয়াড়কে দাঁড়াতে হয়েছে। তারপর হঠাৎ, অজ্ঞাত কোন কারণে, মেশিন গানের গর্জন থেমে গেল। প্লেনের নাক নিচু হচ্ছিল, খানিকটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে থ্রটল সামনে ঠেলল সে।

ফ্লোটপ্লেন সোজা করে নিয়ে স্পীড তোলার সময় আড়চোখে একবার তাকাল স্টোকস্। হেলিকপ্টার কাত হয়ে আরেকদিকে সরে গেছে। ককপিটের প্লাস্টিক বুদ্বুদে কয়েকটা বুলেট হোল দেখা যাচ্ছে, ওটার পিছনে নিজের সীটে ঢলে পড়েছে কো পাইলট। বিভার এখনও তার নির্দেশ মেনে চলছে দেখে বিস্মিত হলো স্টোকস্। আরও বিস্মিত হলো পিটের মুখভাবে লক্ষ করে। হতাশায় অন্ধকার হয়ে আছে চেহারা।

'দূর, দূর, দূর', বিড়বিড় করছে পিট। 'মিস করেছি!'

'কি বলেছেন আপনি? কো-পাইলটকে তো লাগিয়েছেন।'

নিজের ওপর রেগে আছে পিট, ঝট করে ঘাড় ফেরাল। 'নিশানা করেছিলাম রোটন অ্যাসেমব্লিতে।'

'আপনার টাইমিংটা খুব নিখুঁত হয়েছে', প্রশংসা করল স্টোকস্। 'আমাকে সঙ্কেত দেয়ার ঠিক সময়টি কি ভাবে টের পেলেন?'

পাইলটের মুখে থেমে গেল হাসিটা।

স্টোকস্ তর্কের মধ্যে গেল না। ঝড় থেকে এখনও বেরুতে পারে নি ওরা। প্লেন রানি শার্লট দ্বীপপুঞ্জের ওপর চলে এলেও, ম্যাসনের গ্রাম এখনও ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।

'আবার দূরত্ব কমিয়ে আনছে ওরা', বলল পিট।

'একই কৌশলে দ্বিতীয়বার কাজ না-ও হতে পারে।'

'আমি একমত। পাইলট তৈরি থাকবে। এবার আপনি কন্ট্রোল কলাম টেনে এনে ইমেলম্যান জাদু দেখাবেন।'

'ইমেলম্যান আবার কি?'

স্টোকসের দিকে তাকাল পিট। 'আপনি জানেন না? কত দিন প্লেন চালাচ্ছেন, ফর গড'স সেক?'

'কমবেশি একুশ ঘণ্টা।'

'গ্রেট!' গুঙিয়ে উঠল পিট। 'প্রথমে একটা হাফ লূপ তৈরি করবেন, তারপর একটা হাফ রোল, অ্যাকশন শেষে দেখা যাবে উল্টোদিকে ছুটছে প্লেন।'

'বলছেন যখন, চেষ্টা করে দেখতে পারি, তবে পারব কিনা জানি না।'

'কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশে কোয়ালিফায়েড প্রফেশনাল পাইলট নেই?'

'এই অ্যাসাইনমেন্টে যাদেরকে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে নেই', বলল স্টোকস্, আড়ষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। 'কি মনে হয়, এবার আপনি কপ্টারের ভাইটাল কোন পার্টসে গুলি লাগাতে পারবেন?'

'ভাগ্য অতি প্রসন্ন হলে পারব', বলল পিট। 'আর মাত্র তিন রাউন্ড গুলি আছে।'

ডিফেন্ডারের পাইলটের আচরণে কোন ইতস্তত ভাব নেই। সরাসরি অ্যাটাক করার জন্যে অসহায় ফ্লোটপ্লেনের ওপরে এবং এক পাশে চলে আসছে সে। তার হামলার প্ল্যানটা খুবই ভাল, নড়াচড়ার জন্যে স্টোকস্‌কে খুব বেশি জায়গা দিতে রাজি নয়।

'নাউ!' চেঁচিয়ে উঠল পিট। 'স্পীড বাড়াবার জন্যে নাক নিচু করুন, তারপর লুপ তৈরির জন্যে ওপরে উঠুন।'

অভিজ্ঞতা না থাকায় ইতস্তত করছে স্টোকস্। হাফ রোল-এর প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে লূপের মাথায় মাত্র উঠে আসছে, এই সময় ৭.৬২ মিলিমিটার শেল ফ্লোটপ্লেনের পাতলা অ্যালুমিনিয়াম ঝাঁঝরা করতে শুরু করল। হাজার টুকরো হয়ে গেল উইন্ডশীল্ড, ইন্স্ট্রুমেন্টাল প্যানেলে হাতুড়ির বাড়ি মারছে অসংখ্য শেল। ডিফেন্ডারের পাইলট ককপিটকে বাদ দিয়ে ফিউজিলাজে লক্ষ্যস্থির করল। তার এই ভুলটাই বিভারকে ভাসিয়ে রাখল বাতাসে। তার উচিত ছিল ইঞ্জিন উড়িয়ে দেয়া।

শেষ তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মাথা নিচু করল পিট, নিজেকে যতটা সম্ভব ছোট টার্গেটে পরিণত করতে চাইছে।

দেরি হলেও, স্টোকস্ ইমেলম্যান সম্পূর্ণ করেছে। এই মুহূর্তে হেলিকপ্টারের উল্টোদিকে ছুটছে বিভার। ধাওয়া করতে হলে ডিফেন্ডারের পাইলটকে একশো আশি ডিগ্রি বাক ঘুরতে হবে। মাথা ঝাঁকাল পিট, আচ্ছন্নবোধ করছে। জখমের খোঁজে শরীরটা পরীক্ষা করল ও। অদ্ভুত ব্যাপার, দু'এক জায়গার চামড়া জ্বালা করলেও, কোথাও রক্ত বেরোয়নি বা কোন হাড়ও ভাঙেনি। বিভার লেভেল ফ্লাইটে রয়েছে, রেডিয়াল ইঞ্জিনের গর্জনেও কোন ছন্দপতন ঘটছে না। ইঞ্জিনটাই প্লেনের একমাত্র অংশ যেখানে কোন বুলেট লাগেনি। স্টোকসের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল পিট। 'কেমন আছেন?'

ধীরে ধীরে পিটের দিকে ফিরল বটে স্টোকস্, কিন্তু চোখে শূন্য দৃষ্টি, বোধহয় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। 'শালারা বোধহয় আমাকে পেনশন পেতে দিল না', বিড়বিড় করল সে। তারপর কাশল। ঠোঁট জোড়া রাঙা হয়ে গেল, চিবুক হয়ে বুকে গড়িয়ে পড়ল খানিকটা রক্ত। তারপর সামনের দিকে ঢলে পড়ল, জ্ঞান হারিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে কো-পাইলটের হুইল হাতে নিল পিট, ফ্লোটপ্লেনকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার রওনা হলো মোর্সবির দিকে। ওর এই অকস্মাৎ বাঁক ঘোরা ডিফেন্ডারের পাইলটকে হতচকিত করে তুলল, ফলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো সে, এক ঝাঁক বুলেট বৃষ্টি হলো ফ্লোটপ্লেনের লেজের পিছনে খালি বাতাসে।

ফ্লোটপ্লেনের সারা গায়ে একশোরও বেশি বুলেটের ফোঁড় তৈরি হয়েছে, তবে কন্ট্রোল সিস্টেম আর সারফেস এখনও পুরোপুরি অক্ষত, আর ইঞ্জিনটাও পুরো দমে চলছে।

প্রশ্ন হলো, এখন কি করবে পিট। সন্দেহ নেই এটা অসম যুদ্ধ। ওর কাছে কোন অস্ত্রই নেই। ডিফেন্ডার সামরিক কপ্টার, ওটার তুলনায় ফ্লোটপ্লেনকে ভঙ্গুর খেলনা ছাড়া কি বলা যায়। প্রথমে পিট ভাবল, প্লেনটা দিয়ে ডিফেন্ডারকে ধাক্কা মারলে কেমন হয়? মরতে তো এমনিতেই হবে, প্রতিপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে তবু একটা সান্ত্বনা থাকে। তারপর মনে সন্দেহ জাগল। বিশাল পন্টুনগুলো থাকায় বিভারের ওজন অনেক বেশি, এদিক ওদিক করতে সময় নেয়, তার তুলনায় ডিফেন্ডার বাতাসে অনেক স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারে। ফ্লোটপ্লেনকে সরাসরি ছুটে আসতে দেখলে ডিফেন্ডারের পাইলট বাউলি কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করবে, এবং সম্ভবত সফলও হবে। ধাক্কা লাগবে না, অথচ ডিফেন্ডারের সহজ টার্গেট হয়ে উঠবে ফ্লোটপ্লেন। এই সব যখন ভাবছে পিট, আধ কিলোমিটার সামনে নিচু একটা পাথুরে রিজ দেখতে পেয়ে শয়তানী বুদ্ধি গজাল মাথায়, উৎসাহ আর প্রেরণা অনুভব করল।

সামনে ওটা মোর্সবি দ্বীপ। পাথুরে রিজ-এর দিকে একটা পথ চলে গেছে আকাশছোঁয়া ডগলাস ফার গাছের ভেতর দিয়ে।

ওই গাছগুলোর ভেতর প্লেন নিয়ে ঢুকে পড়ল পিট, ডানার ডগা মগডালের শাখা স্পর্শ করছে। অন্য কারও দৃষ্টিতে ব্যাপারটা আত্মঘাতী পাগলামি ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। ডিফেন্ডারের পাইলট ভাবল, বাঁচার কোন পথ না দেখে ফ্লোটপ্লেনের কো-পাইলট বুদ্ধি গুলিয়ে ফেলছে, কি করছে নিজেও জানে না। তৃতীয় আক্রমণের প্ল্যানটা বাতিল করে দিয়ে ফ্লোটপ্লেনকে পিছন থেকে অনুসরণ করছে সে, পিছনে ও সামান্য একটু ওপরে রয়েছে, নিশ্চিত সংঘর্ষ চাক্ষুষ করার অপেক্ষায়।

কন্ট্রোল হুইল দু'হাতে ধরে আছে পিট, দৃষ্টি সামনে ঝুলে থাকা পাথর পাঁচিলের ওপর স্থির। ভাঙা উইন্ডশীল্ড থেকে বিস্ফোরণের মত ভেতরে ঢুকছে বাতাস, তাকিয়ে থাকার জন্যে মাথাটা একদিকে ঘুরিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে।

'ঈশ্বরের কৃপা', মনে মনে বলছে পিট, নিজেকেই।

গাছগুলোর ভেতর দিয়ে উড়ে চলেছে ফ্লোটপ্লেন। আন্দাজে কোন ভুল হওয়া চলবে না, জানে পিট, হিসাবেও থাকা চলবে না কোন খুঁত। সময়ের মাহেন্দ্র ক্ষণটিতে ঠিক চালটি চালতে হবে। সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও যদি হেরফের হয়ে যায়, মৃত্যু ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। পাথরগুলো ধেয়ে আসছে প্লেনের দিকে, যেন পিছন থেকে কেউ ঠেলছে। ওগুলোকে এখন পরিষ্কার দেখতে

পাচ্ছে পিট, ধূসর আর খয়েরি রঙের বোল্ডার, গায়ে কালো দাগ। অনেকক্ষণ তাকায়নি, তবু জানে অলটিমিটারের কাঁটা শূন্যের ঘরে নেমে এসেছে, আর ট্যাকমিটার কাঁটা লাল ঘরে কাঁপছে। বেচারি ফ্লোটপ্লেন যত দ্রুত পারে ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে।

নিঃশব্দে চিৎকার করছে পিট, 'নিচে! আরও দু'মিটার নিচে!'

বিপদ এড়াবার সময় আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে, নির্দিষ্ট মাপে কন্ট্রোল কলামে একটা ঝাঁকি দিল পিট-প্লেনের নাক উঁচু করার জন্যে স্রেফ যতটুকু প্রয়োজন, যাতে শুধু প্রপেলারের ডগা সচল চাকুরের মত পেরিয়ে আসে রিজ, দু'এক সেন্টিমিটারের জন্যে চূড়ার সঙ্গে ধাক্কা না খায়। হিসাব যেখানে এরকম চুলচেরা, সেখানে তো ত্রুটি হতেই পারে। হলোও তাই মোচড়ানো ও বিস্ফোরিত অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোটগুলো আর্তনাদ করে উঠল, পাথরে বাড়ি খেয়েছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ফিউজিলাজ থেকে। ছুটন্ত তীরের মত বাতাস কাটছে বিভার, যেন সদ্য মুক্তি পাওয়া একটা বাজপাখি। ভারী ফ্লোটগুলো না থাকায় পুরানো প্লেনটার চাঞ্চল্য বেড়ে গেল, যোগ হলো অতিরিক্ত ত্রিশ নট এয়ারস্পীড। পিটের নির্দেশে কোন রকম ইতস্তত না করে সাড়া দিচ্ছে এখন, আকাশের আরও ওপরে ওঠার সময় কোন রকম আড়ষ্টতা নেই।

আয় শালা, এবার তোদের দেখাই কাকে বলে ইমেলম্যান! বিড়বিড় করছে পিট, ঠোঁটের কোণে শয়তানী হাসি হালকা বিভারকে নিয়ে একটা হাফ লূপ সম্পন্ন করল ও, তারপরই ডিগবাজি বা গড়ান দিয়ে হাফ রোল শেষ করল, সরাসরি একটা কোর্স ধরে ডিফেন্ডারের দিকে ছুটছে। 'কেমন মজা বোঝ এবার!' বাতাস আর ইঞ্জিনের গর্জনে চাপা পড়ে গেল ওর চিৎকার। 'দেখি কোথা পালাও!

পিটের উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি করে ফেলল কপ্টারের পাইলট। সরার পথ নেই তার, লুকোবার জায়গা নেই। ঝাঁঝরা ও তোবড়ানো একটা ফ্লোটপ্লেন সরাসরি ধাক্কা মারতে আসবে, এটা সে কল্পনাই করতে পারে নি। কিন্তু চোখের সামনে ঠিক তাই ঘটতে দেখছে। কলিশন কোর্স ধরে প্রায় দুশো নট স্পীডে ছুটে আসছে বিভার। এই সগর্জন গতি সম্ভব বলে ধারণা ছিল না তার। বিপজ্জনক পাল্টা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে, এরকম দেখাল সে, কিন্তু পিট সে-সব ভ্রূক্ষেপ না করে সরাসরি ছুটে আসছে। ডিফেন্ডারের পাইলট হেলিকপ্টারের নাক সরাসরি প্রতিপক্ষের দিকে তাক করল, আসন্ন সংঘর্ষের আগে ঝাঁঝরা ফ্লোটপ্লেনকে গুলি করে ফেলে দিতে চাইল আকাশ থেকে।

পিট দেখতে পেল হেলিকপ্টারটা নাক বরাবর ঘুরে গেল, ঝলছে উঠল মেশিন গানের মাজল। শুনতে পেল রেডিয়াল ইঞ্জিনে আঘাত করতে শেল। কাউলিং-এর নিচে থেকে অকস্মাৎ ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল গরম তেল, ইগজস্ট স্ট্যাক ভিজে গেল, ফলে নীল ঘন ধোঁয়ার মোটা একটা টানেল তৈরি হচ্ছে প্লেনের পিছনে। মুখে গরম তেল লাগবে, এই ভয়ে হাত তুলে চোখ আড়াল করল পিট।

সংঘর্ষের মাইক্রো সেকেন্ড আগে ওর স্মৃতিতে যে দৃশ্যটা স্থির হয়ে থাকল সেটা হলো অমোঘ নিয়তিকে মেনে নেয়া হেলিকপ্টার পাইলটের মুখে ভাবগম্ভীর নির্লিপ্ততা।

ফ্লোটপ্লেনের প্রপেলার আর ইঞ্জিন সরাসরি আঘাত করল কপ্টারকে, ককপিটের ঠিক পিছনটায়, ধাতব আবর্জনা বিস্ফোরিত হয়ে টেইল রোটর বুম ছিঁড়ে নিয়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে ডিগবাজি খেতে শুরু করল ডিফেন্ডার, ডিগাবাজি বন্ধ হবার পর ছেড়ে দেয়া পাথরের মত খসে পড়ল পাঁচশো মিটার নিচের পাথরে। পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরল না। ভাঙাচোরা কাঠামো বা আবর্জনার স্তূপটা থেকে প্রথম শিখা বেরুল দু'মিনিট পর, তারপরই চোখ ধাঁধানো আগুনে ঢাকা পড়ে গেল সব।

বিভারের বিচ্ছিন্ন প্রপেলার আকাশে ডিগবাজি খাচ্ছে। ইঞ্জিন থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে গেছে কাউলিং, গাছপালার ভেতর আহত পাখির মত ডানা ঝাপটাচ্ছে। ইঞ্জিন এত দ্রুত বন্ধ হলো, পিট যেন ইগনিশন সুইচ অফ করে দিয়েছে। চোখ থেকে তেল মুছল ও, উন্মুক্ত হয়ে পড়া সিলিন্ডার হেডের ওপর দিয়ে সবুজ কার্পেটের মত গাছপালার মগডাল দেখতে পাচ্ছে শুধু। বিভার গতি হারাচ্ছে, ঝাঁকি সামাল দেয়ার জন্যে শরীরের পেশী শক্ত করল পিট। কন্ট্রোল এখনও কাজ করছে, ও চেষ্টা করল প্লেনটা যাতে গাছপালার ওপরদিকের ডালপালায় পড়ে।

তাই পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু ডান ডানার বাইরের কিনারা ধাক্কা খেলো সত্তর মিটার লম্বা লাল একটা সিডারে, ওই এক ধাক্কাতেই অকস্মাৎ নব্বুই ডিগ্রি ঘুরে গেল প্লেন। অল্প একটু অবশিষ্ট আকাশে বিভার এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে, গাছপালার নিরেট পাঁচিলের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। বাম ডানা আরেক লম্বা সিডারে জড়িয়ে গেল, তারপর ছিঁড়ে গেল। সবুজ পাইনের কাঁটা ঘিরে ফেলল লাল প্লেনটাকে, আকাশ থেকে তাকালে ওটাকে এখন আর কেউ দেখতেই পাবে না। একটা ফার গাছের কাণ্ড, আধ মিটার চওড়া, ভাঙাচোরা প্লেনটার সামনে খাড়া হয়ে আছে। প্রপেলারের 'হাল' সরাসরি আঘাত করল, গাছটাকে ভেদ করে বেরিয়ে এল। মাউন্টিং থেকে বিচ্ছিন্ন হলো ইঞ্জিন, গাছটার ওপরের অর্ধেক আছাড় খেলো প্লেনের গায়ে, টেইল সেকশন খুলে নিয়ে গেল। বিধ্বস্ত কাঠামোর যে-টুকু অবশিষ্ট আছে সে-টুকু জঙ্গলের ভেজা মাটি চেঁছে তুলে ফেলল খানিকদূর, তারপর স্থির হয়ে গেল। গাছপালার নিচে, জমিনে, কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। পিট বসে আছে যেন একটা মূর্তি, হতবিহ্বল, নড়ার শক্তি নেই চোখে ঝাপসা দৃষ্টি, ফাঁকটার ভেতর দিয়ে তাকাল, যেখানে উইন্ডশীল ছিল। এই প্রথম লক্ষ করল, পুরো ইঞ্জিনটাই নেই। অস্পষ্টভাবে চিন্তা করল, কোথায় গেল ওটা? তারপর ধীরে ধীরে কাজ শুরু করল ব্রেন, চিন্তাশক্তি ফিরে আসছে। ঝুঁকে স্টোকস্‌কে পরীক্ষা করল ও।

কাশির সঙ্গে ঝাঁকি খাচ্ছে ইন্সপেক্টর, দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, এইমাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। ইন্স্ট্রুমেন্ট প্যানেলের ওপর দিয়ে তাকিয়ে পাইন গাছ দেখতে পেল সে, ককপিটের ওপর ঝুলে আছে। 'আমরা জঙ্গলে পড়লাম কিভাবে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল।

'কি মিস করেছেন জানেন না', বিড়বিড় করল পিট, নড়তে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠল। তবে শরীরটা পরীক্ষা করে স্বস্তিবোধ করল- কোথাও কোনও হাড় ভাঙেনি, শুধু কপালটা ফুলে আছে, আর হাতের দু'জায়গার চামড়া ছড়ে গেছে সামান্য।

পিটের মনে কোন সন্দেহ নেই, হাসপাতাল ছাড়া বাঁচানো যাবে না স্টোকস্‌কে। 'দাঁড়ান, দেখি', বলে তার ফ্লাইং সুট খোলার পর শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল, ক্ষতটা খুঁজছে। ব্রেস্টবোনের বাম দিকে পাওয়া গেল সেটা, কাঁধের নিচে। রক্ত এত কম বেরিয়েছে, আর ফুটোটা এত ছোট যে প্রথমে দেখতেই পায় নি। প্রথমে মনে হলো, বুলেটের ক্ষত নয়। আলতো স্পর্শে পরীক্ষা করতে গিয়ে আঙুলের ডগায় তীক্ষ্ণ ধাতব টুকরো ঠেকল। পিট হতভম্ব, মুখ তুলে ফ্রেমটার দিকে তাকাল, এক সময় ওটা উইন্ডশীল্ডকে ধরে রেখেছিল। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে বোধগম্য হলো। বুলেটের আঘাতে বিচ্ছিন্ন অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের একটা টুকরো ছুটে এসে স্টোকসের বুকে ঢুকেছে, ভেদ করেছে বাম ফুসফুস। খুব বেশি হলে এক সেন্টিমিটারের জন্যে হৃৎপিণ্ডে ঢোকে নি।

খক খক কোরে দু'বার কেশে জানালা দিয়ে রক্ত ফেলল স্টোকস্। 'অদ্ভুতই' বলতে হবে', বিড়বিড় করল সে। 'সব সময় ভয় পেয়েছি কোন কানাগলিতে ছিনতাইকারীরা গুলি করবে আমাকে।'

'টাকা-পয়সা নয়, ওরা আপনার প্রাণ ছিনতাই করতে চেয়েছিল।'

'অবস্থাটা কি? কতটা খারাপ?'

'ফুসফুসে মেটাল সপ্লিন্টার', বলল পিট, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ব্যথা আছে?'

'দপ দপ করছে।'

দশ মিনিটের মধ্যে লাথি মেরে দোমড়ানো এন্ট্রি ডোর খুলে স্টোকস্‌কে বের করে আনল পিট, নরম মাটিতে শুইয়ে দিল। চোখ বুজে থাকল স্টোকস্। 'ঘুমাবেন না, প্লীজ। আমাকে পথ দেখাতে হবে, ম্যাসনের গ্রামটা কোন দিকে?'

চোখ মেলল স্টোকস্, দৃষ্টিতে প্রশ্ন, কি যেন স্মরণ করতে চাইছে। 'আর্থারের হেলিকপ্টার', কাশতে কাশতে বলল সে। 'ওরা যারা আমাদেরকে গুলি করছিল, তাদের কি হলো।?'

ঘাড় ফিরিয়ে জঙ্গলের মাথায় কালা ধোঁয়ার দিকে তাকাল পিট। 'ওরা এখন সেদ্ধ হচ্ছে।'

১৬.

প্লেনের কার্গো সেকশন থেকে রশি আর ক্যানভাস সংগ্রহ করল পিট, তারপর গছের ডাল কেটে চৌকো একটা স্ট্রেচার বানাল, পায়াবিহীন, সেটার মাঝখানে শুইয়ে দিল স্টোকস্‌কে। তাকে স্ট্রাপ দিয়ে স্টেপ্রচারের সঙ্গে বাঁধার পর কাঠামোটার সামনের ফ্রেমে গিঁট দিয়ে আটকাল দুই প্রস্থ রশি, শেষ মাথায় থাকল দুটো লূপ, লূপ দুটোয় হাত গলিয়ে তুলে আনল বগলের নিচে আর কাঁধের ওপর। হাঁটছে পিট, রাশির সঙ্গে বাঁধা স্ট্রেচার ওকে অনুসরণ করছে।

দশ মিনিট পর কথা বলল পিট, 'আপনি আমার সঙ্গে আছেন তো?'

'কোন রকমে।'

'আমি একটা অগভীর ঝর্ণা খুঁজছি,' বলল পিট। 'পশ্চিম দিকে চলে গেছে।'

'আপনি উলফ ক্রীকে এসে পেড়েছেন। এটা পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে যেতে হবে।'

'ম্যাসনের গ্রাম কতদূরে?'

'দুই তিন কিলোমিটার,' ফিসফিস করে বলল স্টোকস্। ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে সে।

লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে আবার, এই ভয়ে সারাক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলছে পিট। 'বিবাহিত?'

'দশ বছর ধরে। দারুণ এক মেয়ে। পাঁচটা বাচ্চা উপহার দিয়েছে।'

ভার টানতে হচ্ছে, কাজেই এগোবার গতি খুব মন্থর। সময় যেন ফুরোতেই চায় না। শরীরটাও যেন আর এত কষ্ট সইতে পাছে না। তবে নিজেকে পিট বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বাবা বাড়ি ফিরবে এই আশায় অপেক্ষা করছে পাঁচটা বাচ্চা। স্ত্রীও পথ চেয়ে আছে। এখন যদি ও ক্লান্তির অজুহাতে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থাকে, সময়মত চিকিৎসা পাবে না সে, আর চিকিৎসা না পেলে বাঁচনো যাবে না।

আড়াই ঘণ্টা পর আবার জ্ঞান হারাল স্টোকস্। তবে ইতোমধ্যে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে পিট। চেইন শ দিয়ে গাছ কাটার আওয়াজও শুনতে পেয়েছে। তারপর কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল আকাশ। ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে এল পিট, শেষ প্রান্তটা সাগর ছুঁয়েছে, সেখানে ছোট একটা হারবার। ডানে-বাঁধে কাঠের তৈরি কয়েকটা ঘর দেখা গেল, ছাদগুলো করোগেটেড টিনের। একটা মাচার ওপর ডিশ অ্যান্টেনা দেখা গেল পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। পাথরের চিমনি, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে লম্বা সিলিন্ডার আকৃতির টোটেমগুলো দাঁড়িয়ে আছে, পশু বা মানুষের আকৃতি নিয়ে। একটা ফ্লোটিং ডকে বেশ কয়েকটা ফিশিং বোট ভাসছে। ওদেরকে দেখতে পেয়ে প্রথমে ছুটে এল একদল ন্যাংটা বাচ্চা ছেলে। খোলা একটা দরজার ভেতর চেইন দিয়ে লগ কাটছে এক লোক, ছেলেদের হৈ-চৈ শুনে মুখ তুলে তাকাল। স্ট্রেচারে পড়ে থাকা স্টোকস্ আর পিটকে দেখে ভুরু কোঁচকাল সে, তার পর ধীরে ধীরে দাঁড়াল। খালি গা, তবে শার্টটা টেনে নিয়ে কাঁধের ওপর ফেলল, পরনে ট্রাউজার।

ক্লান্তিতে অবসন্ন পিট ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে পৌঁছে মাটির ওপর বসে পড়ল। ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল লোকটা সঙ্গে আরও তরুণ ও তরুণী- তরুণদের পরনে শুধু নেংটি, মেয়েরা খাটো স্কার্ট পরে আছে, অনেকের বুকই অনাবৃত।

পিটের ওপর ঝুঁকে লোকটা বলল, 'কোন চিন্তা নেই, ভাল জায়গায় এসে পড়েছেন।' জড়ো হওয়া লোকজনের দিকে তাকাল সে। 'ট্রাইবাল হাউসে তুলে নিয়ে যাও ওদেরকে।' পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই বেমানান আরও একটা জিনিস দেখতে পেল পিট–লোকটা তার ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা ফোনের রিসিভার বের করল। 'আমি মেইনল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'

মুখ তুলে লোকটার দিকে তাকাল পিট। 'আচ্ছা, বলতে পরেন, ম্যাসন ব্রডমোটরকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

লোকটার চোখে-মুখে কৌতূহল ফুটে উঠল। 'কেন? আমিই তো ম্যাসন।'

'ধন্যবাদ আপনাকে, এবং আমার ভাগ্যকে,' বলেই চোখ বুজে নেতিয়ে পড়ল পিট।

বাচ্চা একটা মেয়ের নার্ভাস হাসির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল পিটের। সারারাত একটানা ঘুমিয়ে অনেক বেলা করে চোখ মেলল ও। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু, লজ্জা পেয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে, মা মা বলে চিৎকার করছে।

ছোট একটা কামরায় শুয়ে রয়েছে পিট। এক কোণে একটা স্টোভ জ্বলছে। ভালুক আর নেকড়ের চামড়া দিয়ে তৈরি বিছানা। কাল বিকালের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে হাসি পেল পিটের-নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়ে আর তরুণ-তরুণীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্যাটেলাইট ফোনে কলম্বিয়ার ক্যালি শহরের একটা খ্রিস্টান মিশনারী হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ম্যাসন, তাগাদা দিচ্ছে এয়ার অ্যামবুলেন্স পাঠাবার জন্যে।

ফোনটা ধার নিয়ে শিয়ার ওয়াটারের কানাডিয়ান কনসুলেটে স্টোকসের আহত হবার খবরটা পৌঁছে দেয় পিট। কোন পরিস্থিতিতে কি ঘটেছে জানাতে ভুল করে নি। পন্টুনে ক্যামেরা আছে, একটা টীম পাঠিয়ে সেটা উদ্ধার করার যায় কিনা দেখতে বলেছে।

ফিশ সুপ খাওয়া শেষ করে নি পিট, সী প্লেন পৌঁছে যায়। দু'জন প্যারামেডিক আর একজন ডাক্তার স্টোকস্‌কে পরীক্ষা করে পিটকে আশ্বাস দিল, বেঁচে যাবার আশি ভাগ সম্ভাবনা আছে। স্টোকস্‌কে নিয়ে সী প্লেন চলে যাবার পরপরই ম্যাসনের বিছানায় ঘুমাতে চেয়েছিল পিট, কিন্তু ম্যাসনের স্ত্রী সুপটুকু না খেয়ে নড়তে দেয় নি ওকে।

মেয়ের চিৎকারে ঘরের ভেতর ছুটে এল মহিলা, এক গাল হেসে বলল 'এখন কেমন আছেন, মি. পিট? কতবার এসে দেখে যাচ্ছি, ভাবছিলাম... সাংঘাতিক সরল মহিলা, আচরণে কোন রকম আড়ষ্টতা নেই, ভাব দেখে মনে হচ্ছে পিট যেন কতদিনের পরিচিত। গোলগাল গঠন, ভরাট স্বাস্থ্য, পরনে পরিচ্ছদ এত কম যে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না পিট।

প্যান্ট-শার্ট পড়ে আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিয়ে চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও। 'বিছানাটা দখল করে রেখেছি, নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের।

'বেলা সাড়ে দশটা, খালি বিছানা এখন কি কাজে লাগবে?' খিলখিল করে হেসে উঠল মিসেস ম্যাসন। 'আমি জানি রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে আপনার। স্যামন স্টেক তৈরি করেছি, সঙ্গে আছে নারকেল ভাত। বাইরে কাজ করছে ম্যাসন, ওর সঙ্গে কথা বলুন, আপনাকে ওখানেই আমি খেতে দেব।'

মোজা পরে হাই ইয়েজার বুটে পা গলাল পিট, হাত দিয়ে মাথার চুল সোজা করে নিল, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। খোলা শেডে বসে পাঁচ মিটার লম্বা লাল একটা সিডার লগ কাটছে ম্যাসন, ধীরে ধীরে একটা পশুর আকৃত নিচ্ছে সেটা। পিটকে দেখে হাসল। 'এটাই আমার পেশা।'

'আপনি যে টোটেম পোল তৈরি করেন, এড পোসি তা আমাকে আগেই জানিয়েছেন আপনি কি জানেন, এখানে আমি কেন এসেছি?'

কথা না বলে কাজ ছেড়ে উঠে পড়ল ম্যাসন, হারবারের দিকে হাঁটা ধরে ইঙ্গিতে পিটকে পিছু নিতে বলল। পানি পর্যন্ত বিস্তৃত ছোট একটা বোট হাউসে ঢুকল ওরা। ইউ আকৃতির ডকে ছোট দুটে জলযান ভাসছে। দেখেই চিনতে পারল পিট-মাস্টারক্রাফট বোট কোম্পানির তৈরি ডিউয়ো থ্রী হানড্রেড ওয়েটজেট ওয়াটারক্রাফট। অত্যন্ত শক্তিশারী বাহন, দু'জন বসতে পারে। উজ্জ্বল রঙ দিয়ে গায়ে পাখির ছবি আঁকা হয়েছে।

'দেখে মনে হচ্ছে উড়তেও পারে,' মন্তব্য করল পিট।

'অতিরিক্ত পনেরো ঘোড়া পাবার জন্যে ইঞ্জিন মডিফাই করেছি আমি,' এক গাল হেসে বলল ম্যাসন। 'গতি প্রায় পঞ্চাশ নট।' আচমকা প্রসঙ্গে বদল করল সে। 'এড পোসি বলেছেন অ্যাকুসটিক মেজারিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে কুনঘিট দ্বীপের চারধারে ঘুরবেন আপনি, তাই ভাবলাম এই ওয়াটারক্রাফট আপনার কাজে আসবে।'

'আমার কাজের জন্যে একেবারে আদর্শ,' বলল পিট। 'কিন্তু প্লেন ক্র্যাশের সময় আমার হাইড্রোফোন গিয়ার হারিয়ে গেছে। দ্বীপটার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে কোন লাভ নেই, আমি সরাসরি মাইনে ঢুকতে চাই।'

'কেন? মাইনের ভেতর আপনার কি দেখার আছে?'

'হীরে তোলার জন্যে আর্থার কি পদ্ধতিতে খোঁড়াখুঁড়ি করছে।'

একটা নুড়ি পাথর তুলে সবুজ পানিতে ছুঁড়ল ম্যাসন। 'দ্বীপের চারধারে কোম্পানির কয়েকটা বোট চক্কর দিয়ে বেড়ায়,' অবশেষে বললো সে। 'ওদের কাছে অস্ত্র থাকে। কাছাকাছি গেলে জেলেদের ওপর হামলা চালায়।'

'হ্যাঁ, শুনেছি আপনার ভাইয়ের বোটটা ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'এ-ও কি শুনেছেন যে আমার কাকাকে খুন করেছে ওরা?'

'না।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল পিট। 'দুঃখিত।'

'কুনঘিট থেকে আট মাইল দূরে আমি তার লাশ পাই। একজোড়া ফুয়েল ক্যানের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল। ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ থাকায় মারা যায় সে। তার ফিশিং বোটের হুইল ছাড়া আর কিছুই আমরা পাই নি।'

'আপনার ধারণা আর্থারের লোকজন তাকে খুন করেছে?'

'ধারণা নয়, আমি জানি।'

'আইন কি বলে?'

মাথা নাড়ল ম্যাসন। 'শিয়ার ওয়াটার–এ বসে ইন্সপেক্টর স্টোকস্ কতটুকু কি করবেন। কুনঘিট-এ হীরা আছে জানার পর কানাডা সরকারের কাছ থেকে মোটা টাকায় দ্বীপটা লীজ নেন আর্থার, চুক্তিতে শর্ত থাকে আশপাশে কেউ ঘেঁষতে পারবে না। কিন্তু দ্বীপটার মালিক কানাডা সরকার হলেও , আমরা হাইডা আদিবাসীরা মনে করি ওটা আমাদের একটা পবিত্র স্থান। এক সময় ওখানেও তো আমরা থাকতাম। অথচ ওই চুক্তির ফলে দ্বীপে আমাদের পা ফেলা বেআইনী। পা ফেলা তো দূরের কথা, দ্বীপের চার মাইলের মধ্যে যাওয়া নিষেধ। ফলে ওদিকটায় আমরা মাছ ধরতেও যেতে পারি না। গেলে কানাডিয়ান পুলিশই আমাদেরকে গ্রেফতার করতে চায়।'

'বোঝা গেল আর্থারের সিকিউরিটি চীফ আইনকে কেন ভয় পায় না।'

'জন মার্চেন্ট একটা পিশাচ। আপনি নেহাতই ভাগ্যবান বলে ওর হাত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছেন। হীরের খোঁজে বহু লোকই দ্বীপটায় গেছে বা আশপাশে ঘুরঘুর করেছে, তাদের কেউ ফিরে এসেছে বলে শুননি।'

'কুনঘিট-এ এক সময় আপনারা থাকতেও, সেই সূত্রে কোন সুবিধে কি পান?'

'আমাদেরকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা হয়েছে,' বললো ম্যাসন। 'কুনঘিটের হীরের ওপর আমাদের অধিকার আছে কিনা তা পলিটিক্যাল ইস্যু নয়, লিগ্যাল ইসু আমরা কেস করেছি, কিন্তু পোসির অ্যাটর্নিরা বছরের পর বছর কেস ঝুলিয়ে রেখেছে।' পিটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'মি. পিট, আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলবেন আমাকে? আপনি কি মাইনটা বন্ধ করে দিতে চান?'

'চাইব, যদি দেখি ওদের মাইনিং অপারেশন পদ্ধতিই শব্দ-মৃত্যুর জন্যে দায়ী,' জবাব দিল পিট। 'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, প্যাসিফিকে মানুষ আর সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাচ্ছে?'

'শুনেছি। মি. পিট. আপনি এখানে নিজে আসেননি, ঈশ্বর আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আপনাকে আমি ওদের মাইনিং প্রপার্টির ভেতরে নিয়ে যাব।'

প্রস্তাবটা বিবেচনা করল পিট, তারপর বলল, 'আপনার স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চা আছে। দুটো জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। আপনি আমাকে দ্বীপে পৌঁছে দিন, ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব।'

'সম্ভব নয়। ওদের সিকিউরিটি সিস্টেম একটা খরগোশকেও ভেতরে ঢুকতে দেয় না। কথার কথা নয়, আবর্জনার স্তূপগুলোর আশপাশে ওগুলোর অসংখ্য লাশ দেখেছি আমি। শুধু খরগোশ নয়, সব রকম প্রাণীই আছে। ওদের সঙ্গে অ্যালসেশিয়ান পুলিশ ডগও আছে, একশো মিটার দূর থেকে ডায়মন্ড স্মাগলারদের গন্ধ পেয়ে যায়।'

'সেক্ষেত্রে টানেল দিয়ে ঢুকব।'

'একা আপনি পারবেন না।'

'পারি বা না পারি, একাই চেষ্টা করতে হবে আমাকে। আমি চাই না আপনার স্ত্রী এত তাড়াতাড়ি বিধবা হন।' মহিলাকে ওর খুব ভাল লেগে গেছে, কথাটা বলতে ইচ্ছে হলেও বলল না পিট।

'আপনি আসলে বুঝতে পারছেন না,' শান্ত সুরে বলল ম্যাসন, যদিও তার চোখ দুটে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলজ্বল করছে। 'তাজা মাছ সাপ্লাই পাবার জন্যে মাইনের লোকজন আমাদের ওপর নির্ভর করে। সপ্তায় একদিন জালে ধরা মাছ পৌঁছে দিয়ে আসি আমরা।'

'আচ্ছা!' আগ্রহ বেড়ে গেল পিটের। 'কিভাবে কি করেন বলুন আমাকে।'

'ডকে পৌঁছে কার্টে তোলা হয় মাছ, টানেলের ভেতর দিয়ে কার্ট নিয়ে হেড কুকের অফিসে চলে যাই। সে আমাদেরকে নাস্তা খাওয়ায়, মাছের দাম দেয়, তারপর আমরা ফিরে আসি। আপনার চুল কালো, হাইডা বলে চালানো কোন সমস্যাই নয়। তবে জেলেদের পোশাক পরতে হবে। আর মাথা সব সময় নিচু করে রাখবেন। গার্ডরা বিশেষভাবে লক্ষ রাখে কেউ হীরে নিয়ে পালাচ্ছে কিনা আমরা কিছু বের করে আনি না, শুধু ডেলিভারি দিই, কাজেই আমাদেরকে ওরা সন্দেহের চোখে দেখে না।'

'ছোট্ট একটা সমস্যা আছে,' বলর পিট। 'মার্চেন্ট আমাকে দেখেছে, আবার দেখলে চিনতে পারবে।'

হাত নেড়ে সমস্যাটা বাতিল করে দিল ম্যাসন। 'টানেল বা কিচেনের মত নোংরা জায়গায় থাকে না মার্চেন্ট। এই ঠাণ্ডায় অফিস থেকে সে বেরুবেই না'

'কিচেন স্টাফ খুব বেশি তথ্য আমাকে দিতে পারবে না,' বলল পিট। 'বিশ্বাস করা যায় এমন কোন মাইনারকে চেনেন? খনন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখে?'

'চীনা ওয়ার্কাররা কাজ করছে ওখানে,' বলল ম্যাসন 'সাধারণ শ্রমিক তো, তেমন কোন সাহায্য করতে পারবে না। তবে একজন মাইনার ইঞ্জিনিয়ার আছেন, কোম্পানির প্রতি তাঁর চরম ঘৃণা।'

'আপনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন?'

'আমি এমনকি তাঁর নাম পর্যন্ত জানি না। বেশির ভাগ সময় রাতেই ডিউটি করেন, আমরা মাছ ডেলিভারী দেয়ার সময় ব্রেকফাস্ট করতে দেখেছি। কফি খাবার

সময় দু'একবার দু'চারটে কথাও হয়েছে। ওয়ার্কিং কন্ডিশন সম্পর্কে অভিযোগ আছে তাঁর। শেষবার আমাকে জানিয়েছেন, গত তিন মাসে বিশজন চীনা ওই মাইনে মারা গেছে।'

'তাঁর সঙ্গে মিনিট দশেক কথা বলতে পারলে এই অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারতাম।'

'এবার গিয়ে আমরা তাঁকে পাবই, তার কোন নিশ্চয়তা নেই,' বলল ম্যাসন।

'মাছ নিয়ে কবে আবার যাচ্ছে আপনারা?'

'জেলেরা তো আজ রাতেই মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়বে। এই ধরুন কাল প্রথম আলোয়।'

'ঠিক আছে, আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি আমি,' বলল পিট।

ওর চোখের সামনে তখন কেবলি ভেসে উঠছিল জাহাজে দেখা সারি সারি মৃতদেহগুলো।

১৭.

উজ্জ্বল বাহারি রঙে রাঙানো ছয়টা ফিশিং বোট রোজ হারবারে ঢুকে পড়ল ওগুলোর ডেকে সাজিয়ে রাখা কাঠের বাক্সের ভেতর বরফ মোড়া মাছ। হালকা কুয়াশা পানি ছুঁয়ে আছে, সাগরকে সবুজ দেখাচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় সাদা মুকুট নেই। পুব আকাশে ঝাপসা দেখাচ্ছে সূর্যটকে, বাতাসের গতিবেগ পাঁচ নটের বেশি হবে না।

স্টার্নে বসে আছে পিট, ওর দিকে এগিয়ে এল ম্যাসন। 'সময় হয়েছে, মি. পিট, নাটক শুরু করুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অর্ধ সমাপ্ত একটা মুখোশের নাক ছুরি দিয়ে চাঁছতে শুরু করল পিট। মুখোশটা ম্যাসনই ওকে ধার দিয়েছে। ওর পরনে হলুদ অয়েলস্কীন প্যান্ট, সঙ্গে সাসপেন্ডার আছে, সেটা ভারী একটা উলেন সোয়েটারের ওপর ঝোলানো। সোয়েটারটা মিসেস ম্যাসন নিজের হাতে বুনেছে, তার এক ভাইয়ের জন্যে। পিটের মাথায় একটা স্টইয়েজার ক্যাপও আছে, কপাল আর ভুরু ঢেকে রেখেছে। মুখোশের নাকে ছুরির ভোঁতা দিকটা চালাচ্ছে ও, মুখ না তুলে আড়চোখে তাকাল লম্বা ডকের দিকে। ছোটখাট কোন জেটি নয়, বড় জাহাজ ভিড়তে পারে এমন একটা ল্যান্ডিং স্টেজ। সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে লম্বা একটা ক্রন ভারী ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে। ডকে নোঙর ফেলেছে বিশাল একটা লাক্সারি ইয়ট, খুবই সুন্দর দেখতে। ইয়টের সুপারস্ট্রাকচার গ্লোব আকৃতির, আগে কখনও এরকম দেখেনি পিট। জোড়া হাই-পারফরম্যান্স ফাইবারগ্লাস 'হাল', ডিজাইন করা হয়েছে গতি আর আরাম পাবার জন্যে। পিট ধারণা করল, ইয়টটার স্পীড আশি নট পর্যন্ত উঠতে পারে। আশ্চর্যই লাগল, গায়ে কোথাও ওটার নাম লেখা নেই। এর একটাই অর্থ হতে পারে, আর্থার ডরসেট নিজের ইয়টের কথা প্রচার করতে চান না। আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় সরাসরি ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল পিট।

ইয়টের জানালাগুলোয় পর্দা ঝুলছে। ডেকে কেউ নেই। ক্রু বা প্যাসেঞ্জাররা এত সকালে হয়তো বিছানা ছেড়ে নামেই নি। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে ডকে দাঁড়ানো ছ'জন ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ডের দিকে তাকাতে যাবে পিট, এই সময় মেইন সেলুনের দরজা খুলে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল ডেকে।

দিদ্রেকে দেখেই চিনতে পারল পিট। দীর্ঘদেহী সে, পুরুষালি ভাবটুকু আজ আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল চোখে। পরে আছে খাটো একটা রোব, সম্ভবত এইমাত্র বিছানা ছেড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে ফিশিং বোটগুলোর ওপর চোখ বুলাল দিদ্রে, তবে পিটের দিকে সরাসরি তাকাল না। ঠাণ্ডা লাগায় একটু কেঁপে উঠল সে, ঘুরে মেইন সেলুনে ঢুকে পড়ল।

'দিদ্রে ডরসেট', বলল ম্যাসন। 'আর্থার ডরসেটের বড়ো মেয়ে। হিংস্র বাঘিনী বললেও চলে। ওই সৌখিন ইয়টটা নিয়ে বছরে দু'তিনবার কুনঘিট-এ আসে।'

'বেড়াতে?'

মাথা নাড়ল ম্যাসন। 'কোম্পানির সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর দিদ্রে। এক মাইন থেকে আরেক মাইনে ঘুরে বেড়ায়, সিস্টেম চেক করে, অসঙ্গতি দেখলে শাস্তির ব্যবস্থা করে।'

'আমি তাহলে খারাপ একটা সময়ে এসে পড়েছি', বলল পিট, মনে মনে ভাবছে, দিদ্রের প্রাণ বাঁচিয়েছি ঠিকই, কিন্তু এখন এখানে ধরা পড়লে কোন রকম ছাড় পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

'হ্যাঁ, আমাদেরকে খুব সাবধান থাকতে হবে', বলল ম্যাসন। ডকে দাঁড়ানো সিকিউরিটি গার্ডদের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওদিকে তাকান। ওরা ছ'জন। সাধারণত মাছ ডেলিভারি দেয়ার সময় দু'জনের বেশি পাঠায় না ডকে। গলায় মেডেল পরা লোকটা, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওর নাম ক্রুচার। সেই ডক ইনচার্জ। পাগলা কুত্তা বললেই হয়।'

গার্ডদের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল পিট। স্টোকসের সঙ্গে কুনঘিটের এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করার পর ফ্লোটপ্লেনটাকে কয়েকজন গার্ড ঘিরে ফেলেছিল, এদের মধ্যে তারা কেউ থাকলে ওকে না আবার চিনে ফেলে। বিশেষ করে মার্চেন্টের অফিসে যাকে মেরেছিল, সে যদি থাকে, কপালে খারাবি আছে। তবে স্বস্তিবোধ করল পিট একজনকেও পরিচিত মনে না হওয়ায়।

গার্ডরা তাদের অস্ত্র এক কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে, গানমাজল জেলেদের দিকে ঘোরানো। এটা স্রেফ একটা সতর্ক ভঙ্গি, বুঝতে পারছে পিট। কার্গো শিপের ক্রু আর নাবিকরা এদিকে তাকিয়ে আছে, তাদের সামনে ওরা কাউকে গুলি করবে না। ইনচার্জ ক্রুচার সাতাশ-আটাশ বছরের তরুণ, চেহারায় গোঁয়ার গোঁয়ার ভাব, ডকের একেবারে কিনারায় এসে ম্যাসনের বহরটাকে ভিড়তে দেখছে। একটা লাইন ছুঁড়ল ম্যাসন, ক্রুচারের জুতোর ওপর পড়ল সেটা। বলল, 'হাই, ফ্রেন্ড। রশিটা একটু বেঁধে দাও না, প্লীজ।'

লাথি মেরে রশিটা বোটে ফিরিয়ে দিল ক্রুচার। 'নিজে বাঁধো!' ধমক দিল সে।

লাইনটা ধরার সময় পিট ভাবল, নিশ্চয়ই কোন সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসে আর্থারের চাকরি নিয়েছে লোকটা। একটা মই বেয়ে ডকে উঠল ও, ছোট একটা বোলার্ড-এ লাইনটা জড়াবার সময় ইচ্ছে করে ঘষা খেলো ক্রুচারের সঙ্গে।

সবুট লাথি মেরে বসল ক্রুচার, পিট সোজা হতেই ওর সাসপেন্ডার মুঠোয় ভরে প্রবল বেগে ঝাঁকাল। 'ব্যাটা জেলের বাচ্চা, এত সাহস, আমার ইউনিফর্মে মাছের গন্ধ লাগিয়ে দিলি!'

স্থির হয়ে গেল ম্যাসন। এটা একটা ফাঁদ। হাইডারা শান্ত মানুষ, দপ করে জ্বলে উঠতে জানে না। সে ভয় পাচ্ছে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিট না ক্রুচারকে মেরে বসে।

তবে না, পিট ফাঁদে পা দেয় নি। পেশী ঢিল করে দিল ও, লাথি খাওয়া নিতম্বে হাত বুলাল, ক্রুচারের দিকে তাকিয়ে আছে শান্ত গভীর দৃষ্টিতে। মাথা থেকে ক্যাপটা খুলল, যেন সমীহ করার ভঙ্গিতে, মাথা ভর্তি কালো চুল হাত দিয়ে এলোমেলো করল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'খেয়াল করি নি। দুঃখিত।'

'তোমাকে আমার পরিচিত মনে হচ্ছে না', ঠাণ্ডা সুরে বলল ক্রুচার।

'এবার নিয়ে বিশবার এলাম', শান্ত সুরে বলল পিট। 'আপনাকে আমি বহুবার দেখেছি। আপনি ক্রুচার। তিন সপ্তাহ আগে মাছ আনলোড করতে দেরি হওয়ায় আপনি আমাকে মেরেছিলেন।'

পিটের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ক্রুচার, তারপর শয়তানি হাসি হেসে বলল, 'আমার সঙ্গে লাগতে এলে হাত-পা বেঁধে চ্যানেলে ফেলে দেব, মনে থাকে যেন।'

সরল একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল পিট, লাফ দিয়ে ফিশিং বোটের ডেকে ফিরে এল। বাকি বোটগুলো সাপ্লাই শিপগুলোর মাঝখানের ফাঁকে ঢুকে পড়েছে, ডকের সঙ্গে লাইন আটকাচ্ছে। ছকে বাঁধা কাজ, মাছ ভর্তি কাঠের বাক্স ডকে তোলা হচ্ছে অভ্যস্ত হাতে। জেলেদের সঙ্গে পিটও হাত লাগাল। বাক্সগুলো একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রেলার-এ তোলা হচ্ছে, সেগুলো আট চাকাঅলা ছোট একটা ট্রাক্টরের সঙ্গে জোড়া। বাক্সগুলো অসম্ভব ভারী, পিটের বাইসেপ আর পিঠ ব্যথায় টন টন করছে। দাঁতে দাঁত চেপে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে, জানে ঢিল পড়তে দেখলে গার্ডরা ওকে সন্দেহ করবে।

ট্রেলারগুলো ভরতে দু'ঘণ্টা লেগে গেল, তারপর ফিশিং বোটের জেলে আর চারজন গার্ডকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ট্রেন, সরাসরি মাইনিং অপারেশনের মেস হলে পৌঁছুবে। টানেলের প্রবেশমুখে থামানো হলো ওদেরকে, ছোট একটা বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকিয়ে কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে বলা হলো, পরনে শুধু আন্ডারওয়ার থাকবে। পরিত্যক্ত কাপড়চোপড় সার্চ করা হলো, আলাদাভাবে এক্স-

রে করা হলো প্রত্যেকের। একজন বাদে পরীক্ষায় পাস করল সবাই। বুটের ভেতর একটা ফিশিং নাইফ ঢুকিয়ে রেখেছে সে, খেয়াল ছিল না। লোকটাকে বোটে ফেরত পাঠানো হলো, ছুরিটাসহ, দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল পিট। বাকি সবাইকে কাপড় পরার-অনুমতি দেয়া হলো। আবার সবাই ট্রেলারে চড়ে বসল।

'ফেরার সময় হীরের খোঁজে আবার নিশ্চয়ই সার্চ করা হবে?' ম্যাসনকে জিজ্ঞেস করল পিট।

'হ্যাঁ, একই পদ্ধতিতে। এক্স-রে করার মানে হলো, হীরে গিয়ে ফেললেও কোন লাভ নেই।'

টানেলের মুখটা ধনুকের মত, পাঁচ মিটার উঁচু আর দশ মিটার চওড়া, দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ কিলোমিটার। সারি সারি আলো জ্বলছে সিলিংয়ে। মূল টানেল থেকে সাইড টানেলও বেরিয়েছে। 'এগুলো কোথায় গেছে?' ম্যাসনকে জিজ্ঞেস করল পিট।

'এই সাইড টানেলগুলো সিকিউরিটি সিস্টেমের অংশবিশেষ', জবাব দিল ম্যাসন। 'গোটা কমপাউন্ডকে ঘিরে রেখেছে। প্রতিটি টানেলে ডিটেকশন ডিভাইস ফিট করা আছে।'

'এত গার্ড, এত অস্ত্র, বিপুল সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট, শুধু হীরে পাচার ঠেকাবার জন্যে?'

'না। জোর করে ধরে আনা শ্রমিকরা যাতে পালাতে না পারে।'

টানেলের আরেক মাথা হয়ে মাইনিং অপারেশনের মাঝখানে বেরিয়ে এল ট্রেলারের ট্রেন। ট্রাক্টরের ড্রাইভার ট্রেলারগুলোকে পাকা একটা রাস্তায় তুলে আনল। রাস্তাটা প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে। এই গহ্বরটাই ভলক্যানিক শুট। একটা লোডিং ডকের পাশে ট্রাক্টর থামাল সে, ডকটা নিচু একটা কংক্রিট বিল্ডিংয়ের সঙ্গেই।

সাদা ওভারঅল পরা সেফ ওয়্যারহাউসের দরজা খুলে দিল, মাছগুলো এখানেই তোলা হবে। ম্যাসনকে দেখে হাসল সে। 'ঠিক সময়মত পৌঁছেছ তুমি। আমাদের মাছ প্রায় শেষ।'

'এবার এত মাছ এনেছি, খেয়ে শ্রমিকদের গায়ে আঁশ না গজায়।' পিটের দিকে ফিরে ফিসফিস করল ম্যাসন, 'ডেভ এন্ডারসন, মাইনারদের হেড কুক। এমনিতে লোক মন্দ নয়, তবে বড় বেশি বিয়ার খায়।'

'ফ্রোজেন-ফুডের লকার খোলাই আছে', বলল এন্ডারসন। 'বাক্সগুলো সাবধানে সাজাবে। গতবারে স্যামনের সঙ্গে কড মিশে গিয়েছিল, মেনু নিয়ে খুব ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। কাজ সেরে মেসে চলে এসো, আমার লোকজন তোমাদের নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে। সাজানো কেমন হয়েছে দেখে চেক লিখে দেব আমি।'

ফ্রোজেন-ফুড লকারে বাক্সগুলো সাজিয়ে মেস হলে চলে এল ওরা। রুটি, মাখন, সেদ্ধ ডিম আর কফি পরিবেশন করা হলো ওদেরকে। আশপাশের টেবিলে বেশিরভাগই চীনা শ্রমিকরা খেতে বসেছে, তাদের মেনু আলাদা। খুঁটিয়ে লক্ষ করেও তাদের কারও চেহারায় কোন রকম ক্ষোভ, ভয় বা অস্বস্তির চিহ্ন মাত্র দেখল না পিট, দু'একজনকে শুধু একটু মনমরা লাগল। জেলেদের দিকে কারও তেমন মনোযোগ নেই।

দরজার কাছে চারজন সশস্ত্র গার্ড পাহারা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে নাস্তা খেতে বসেছে প্রায় একশোর মত লোক। দশজন লোক একটু তফাতে একটা গোল টেবিলে বসেছে, পিট ধারণা করল এরা সম্ভবত মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার আর সুপারিনটেনডেন্ট।

'আপনার অসন্তুষ্ট ইঞ্জিনিয়ার, কোথায় তিনি?' ম্যাসনকে জিজ্ঞেস করল পিট।

কিচেনের দরজাটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে ম্যাসন বলল, 'বাইরে অপেক্ষা করছেন।' পিটের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'আয়োজনটা কি ভাবে করলেন?'

ঠোঁট মুড়ে হাসল ম্যাসন। 'ফাইবার অপটিক ছাড়াও হাইডারা যোগাযোগ করতে পারে।'

এখন সময় নয়, পিট আর কোন প্রশ্ন তুলল না। গার্ডদের দিকে সতর্ক চোখ রেখে শান্ত ভঙ্গিতে কিচেনে ঢুকল ও। কুক বা অন্যান্য লোকজন কেউই কাজ থেকে মুখ তুলে তাকাল না। আরেক দরজা দিয়ে কিচেনের বাইরে বেরিয়ে এল ও। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, ধাপ তিনটে টপকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ঘাসের ওপর, কি আশা করা উচিত জানে না।

পাশেই একটা ডাস্টবিন, সেটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পিটের সামেন দাঁড়ালেন দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক, আকৃতি ঠিক কিনা বোঝা গেল না। হলুদ জাম্প সুট পরে আছেন। পায়ার নিচের দিকে কাদা লেগে আছে, রঙটা অদ্ভুত নীলচে। মাথায় মাইনারের কঠিন হ্যাট, মুখে ব্রিদিং ফিলটার লাগানো মাস্ক। তার এক হাতে একটা বান্ডিল রয়েছে। 'শুনলাম আপনি নাকি এখানকার মাইনিং অপারেশন সম্পর্কে জানতে চান,' শান্ত গলায় ইংরেজিতে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ। আমার নাম... ।'

'নামের কোন গুরুত্ব নেই। আপনি ফিশিং বোটের সঙ্গে ফিরে যেতে চাইলে,' হার্ড হ্যাট ধরিয়ে দিলেন পিটের হাতে। 'এগুলো পরে আমার পিছু নিন। কথা না বলে তাই করল পিট। ব্যাপারটাকে ফাঁদ বলে মনে করছে না ও। ডকে পা ফেলার পর থেকে ইচ্ছে করলে যে-কোন সময় গার্ডরা ওকে কাবু করতে পারত, ফাঁদ পাতার কোন দরকার নেই। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের পিছু নিল ও। ভাবছে, সাগরে মড়ক লাগার আসল কারণটা এবার বোধহয় জানা যাবে।

১৮.

দুঃসাহসী ইঞ্জিনিয়ারের পিছু নিয়ে রাস্তা পেরুল পিট, ঢুকে পড়ল একটা আধুনিক প্রিফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিংয়ে। ভেতরে এক সারি এলিভেটর রয়েছে, অনেক নিচের খনিতে অফিসার আর শ্রমিকদের আনা-নেয়ার কাজ করে। বড় এলিভেটরগুলো শুধু শ্রমিকদের জন্যে। ওরা একটা ছোট এলিভেটরে চড়ল, এগুলো শুধু অফিসারদের জন্যে। 'কত নিচে নামতে হবে?' ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল পিট, ব্রিদিং মাস্ক থাকায় ভোঁতা শোনাল ওর গলা।

'পাঁচশো মিটার।'

'মাস্ক কেন?'

'যে আগ্নেয়গিরিত আমরা নামছি সেটা যখন অতীতে বিস্ফোরিত হয়েছিল, কুনঘিট দ্বীপ পামিস রকে ভর্তি হয়ে যায়। এখন খোঁড়াখুঁড়ির সময় পামিস ধুলো ওড়ে, ফুসফুসের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।'

'এটাই কি একমাত্র কারণ?'

'না,' ইঞ্জিনিয়ার জবাব দিলেন। 'আমি চাই না আপনি আমার চেহারা দেখুন। তাহলে, সিকিউরিটি সন্দিহান হয়ে উঠরে, লাই ডিটেক্টর টেস্ট পাস করে যাব আমি। আমাদের সিকিউরিটি চীফ যখন যাবে সন্দেহ করেন তখনই তাকে পরীক্ষা করান।'

'জন মার্চেন্ট,' বলে হাসল পিট।

'আপনি তাকে চেনেন?'

'আমাদের দেখা হয়েছে।'

কোন মন্তব্য না করে কাঁধ ঝাঁকারেন ভদ্রলোক। উনি নিজের পরিচয় দেবেন না, বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল পিট। এলিভেটর পাতালে প্রায় নেমে এসেছে, এই সময় কানে অদ্ভুত একটা গুঞ্জন অনুভব করল ও। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই এলিভেটর থেমে গেল খুলে গেল দরজা। একটা মাইন শাফটের ভেতর দিয়ে পথ দেখানো হলো ওকে। শাফটটা শেষ হয়েছে অবজারভেশন প্ল্যাটফর্মে, নিচের বিশাল এক্সকাভেশন চেম্বারের পঞ্চাশ মিটার ওপরে ঝুলে আছে ওটা। গহ্বরের নিচে ইকুইপমেন্টগুলো পিটের কাছে একদম নতুন, কোন মাইনিং অপারেশনে ব্যবহার করা হয় বলে ওর অন্তত জানা নেই। 'ওর' ভর্তি কার দেখা যাচ্ছে না, রেললাইন নেই, এমন কি কোন এক্সপ্লোসিভ বসানোর আয়োজনও চোখে পড়ছে না। আবর্জনা সরাবার জন্যে বিশাল আকৃতির ট্রাক দরকার হয়, তা-ও নেই। অল্প কিছু মানুষকে দিয়ে চালু রাখা হয়েছে কমপিউটারাইজড্ একটা সিস্টেম অত্যাধুনিক, সুশংখল। দৃশ্যমান একমাত্র মেকানাইজেশন বলতে মাথার ওপর প্রকাণ্ড ব্রিজটা, অসংখ্য সারিতে কেবল ঝুলে আছে, শেষ মাথায় বালতি, হীরে সমৃদ্ধ কাদা-মাটি-পাথর সারফেসে তুলে আনছে, সেগুলো খালাস করা হচ্ছে বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে, এখানে পাথরগুলো আলাদা করা হবে।

মাস্কের ভেতর থেকে কালো চোখ তুলে পিটের দিকে তাকালেন ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক। 'ম্যাসন আপনার সম্পর্কে সব কথা বলে নি আমাকে। আমি জানতেও চাইনা। সে শুধু আমাকে জানিয়েছে যে আপনি একটা সাউন্ড চ্যানেল ট্রেস করতে চাইছেন। ওটা পানির তলা দিয়ে যাচ্ছে, আর সামুদ্রিক প্রাণী ও মানুষকে মেরে ফেলছে।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ধারণা ওই সাউন্ড এখানে তৈরি হচ্ছে?'

'আমার বিশ্বাস করার কারণ আছে, মোট চারটে উৎসের মধ্যে কুনঘিট আইল্যান্ড একটা।'

মাথা ঝাঁকালেন মাইনার ভদ্রলোক। 'কোমান্ডরস্কি– বেরিং সাগরে, ইস্টার দ্বীপ, এবং তাসমান সাগরের গ্ল্যাডিয়েটর আইল্যান্ড– এই তিনটি এবং কুনঘিট– সব মিলিয়ে চারটি উৎস।'

'অনুমান?'

'আমি জানি। এখানে আমরা যে-ধরনের পালসড্ আলট্রাসাউন্ড এক্সকাভেশন ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছি, বাকি তিনটে দ্বীপে ওরাও তা–ই ব্যবহার করছে।' হাত নেড়ে খোলা গহ্বরটা দেখালেন ভদ্রলোক। 'আগে আমরা পাথর আর মাটি খুঁড়ে শাফট তৈরি করতাম, হীরের বড় আকারের ভাণ্ডার অনুসরণ করার জন্যে। কিন্তু আর্থারের বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়াররা নতুন একটা মেথড নিখুঁত করার পর প্রোডাকশন বারো গুণ বেড়ে গেছে। সেই থেকে পুরানো মেথড বাতিল করা হচ্ছে

রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে গহ্বরের নিচে কি ঘটছে দেখছে পিট। বড় আকারের রোবোটিক ভেহিকল উদয় হলো, লম্বা শাফট ঢোকাচ্ছে নীল কাদায়। তারপর একটা ভাইব্রেশন বা কম্পন শুরু হলো, পিটের পা হয়ে উঠে এল শরীরে। চোখে প্রশ্ন, ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের দিকে তাকাল ও।

'হীরে সমৃদ্ধ পাথর আর মাটি হাই-এনার্জি পালসড্ আলট্রাসাউন্ডের সাহায্যে ভাঙা হয়।' বড় আকৃতির একটা কংক্রিট কাঠামো দেখালেন ভদ্রলোক, কোন জানালা দেখা যাচ্ছে না। 'খাদের দক্ষিণ দিকে ওই বিল্ডিংটা দেখছেন?'

মাথা ঝাঁকাল পিট।

'ওটা একটা নিউক্লিয়ার জেনারেটিং প্ল্যান্ট। প্রতি সেকেন্ডে দশ থেকে বিশটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথরের মত শক্ত মাটি ভাঙতে হয়। যথেষ্ট এনার্জি পাবার জন্যে বিপুল শক্তি দরকার।'

পিট বললো, 'আপনাদের ইকুইপমেন্ট যে শব্দ তৈরি করছে, সেটা সাগরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। প্যাসিফিকে ছড়িয়ে থাকা আর্থারের অন্যান্য দ্বীপ থেকে নিক্ষিপ্ত এই একই শব্দ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় তীব্রতা এত বেড়ে যাচ্ছে যে বিরাট এলাকা জুড়ে সামুদ্রিক প্রাণী বা মানুষ, কিছুই বাঁচছে না।'

'আপনার ধারণাটা ইন্টারেস্টিং, তবে সবটুকু আপনি বোঝেন নি।'

'কি রকম?'

'নিচে ওখানে সাউন্ড এনার্জি যা তৈরি হচ্ছে তিন কিলোমিটার দূরের একটা ছোট মাছও তাতে মরবে না। আলট্রাসাউন্ড ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট যে সাউন্ড পালস ব্যবহার করছে তার অ্যাকুসটিক ফ্রিকোয়েন্সি প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার থেকে আশি হাজার হার্টস। এই ফ্রিকোয়েন্সি সাগরের লবণ শুষে নেয়, খুব বেশি দূর যাবার আগেই।'

ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল পিট। 'কি করে বুঝব আপনি আমাকে ভুল বোঝাচ্ছেন না?'

মাস্কের ভেতর ভদ্রলোকের হাসি পিট দেখতে পেল না। 'আমার সঙ্গে আসুন,' বললেন তিনি। 'আপনার সংশয় দূর করার চেষ্টা করি।' এলিভেটরে চড়লেন তিনি, তবে বোতামে চাপ দেয়ার আগে পিটের হাতে একটা অ্যাকুসটিক ফোম-হেলমেট ধরিয়ে দিরেন। 'হার্ড হ্যাট খুলে এটা পরে নিন। টাইট ভাবে পরবেন, তা না হলে মাথা ঘুরবে। ওটায় ট্রান্সমিটার আর রিসিভার আছে, ফলে চিৎকার না করেও আলাপ করা যাবে।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল পিট।

'একটা এক্সপ্লোরেটরি চানেলে। মূল গহ্বরের নিচে কাটা হয়েছে, পাথরে বড় ভাণ্ডারগুলো সার্ভে করার জন্যে।'

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। ভলক্যানিক রক কেটে তৈরি করা একটা মাইন শাফটে বেরিয়ে এল ওরা, শাফটের মাথায় সারি সারি বাঁশ সাজিয়ে ঠেক দেয়া হয়েছে। নিজের অজান্তেই হাত দুটো তুলে মাথার দু'পাশ চেপে ধরল পিট। সমস্ত আওয়াজ ভোঁতা লাগলেও, কানের ভেতর ড্রামে অদ্ভুত একটা কম্পন অনুভব করছে ও।

'আমার কথা আপনি ঠিকমত শুনতে পাচ্ছেন তো?' ইঞ্জিনিয়ার জানতে চাইলেন।

'তা পাচ্ছি,' খুদে মাইক্রোফোন বলল পিট। 'তবে গুঞ্জনের ভেতর দিয়ে।'

'একটু পরই অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।'

'কি এটা?'

'শাফট ধরে একশো মিটার আমার সঙ্গে হাঁটুন, দেখিয়ে দেব কোথায় আপনার বুঝতে ভুল হয়েছে।'

ভদ্রলোকের পিছু নিয়ে হাঁটছে পিট। একটা সাউড শাফটে পৌঁছুল ওরা। এটার মাথায় কোন ঠেকা নেই। প্রায় গোলাকার ভলক্যানিক রক দিয়ে তৈরি শাফটের দুই পাশ, এত মসৃণ যে মনে হলো প্রকাণ্ড কোন বোরিং টুল দিয়ে ওগুলো পালিশ করা হয়েছে। 'থার্সটন লাভ টিউব,' বলল পিট। 'হাওয়াই-এর একটা বড় খনিতে এরকম দেখেছি আমি।'

'নির্দিষ্ট কিছু লাভা, এই যেমন ব্যাসলটিক বা কালো আগ্নেয় শিলা, পাতলা প্রবাহে সৃষ্টি করে, উঠে আসে সাইড বা পাশ ধরে, প্রবাহের ওপরের গা থাকে মসৃণ,' ব্যাখ্যা করলেন ভদ্রলোক। 'সারফেসের কাছাকাছি এসে লাভা যখন ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, স্বভাবতই তখন তার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আরও গভীর ও আরও উত্তপ্ত স্রোত থামে না, বেরিয়ে আসে বাইরে, পিছনে রেখে আসে চেম্বার বা টিউব। বাতাসের এই পকেটগুলোয় আঘাত করে ওপরের মাইনিং অপারেশন থেকে সৃষ্টি পালসড্ আলট্রাসাউন্ড, ফলে একটা অনুরণন তৈরি হয়।'

'আমি যদি এখন মাথা থেকে হেলমেট খুলি, কি হবে?'

ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকালেন। 'ইচ্ছে হলে খুলুন, তবে মজা পাবেন না।'

কান থেকে অ্যাকুসটিক-ফোম হেলমেট খুলে ফেলল পিট। আধা মিনিট পর বিহ্বল ও দিশেহারা বোধ করায় টিউবের দেয়াল ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল। তারপর শুরু হলো বমি বমি ভাব, ক্রমশ বাড়ছে। হাত বাড়িয়ে হেলমেটটা পিটের মাথায় পরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, তারপর এক তালে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরলেন। 'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথা ঘোরা আর দুর্বল ভাব দ্রুত দূর হতে বড় করে একটা শ্বাস নিল পিট। 'এই কষ্ট পাওয়াটা আমার দরকার ছিল। এখন আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি দুর্ভাগা লোকগুলো মারা যাবার সময় কি সাংঘাতিক ভুগেছে।'

ভদ্রলোক ওকে এলিভেটরের দিকে ফিরিয়ে আনছেন। কান ভোঁ ভোঁ করা ছাড়া এখন পুরোপরি সুস্থ পিট। গোটা ব্যাপারটা এখন জানা হয়ে গেছে ওর। অ্যাকুসটিক মড়কের উৎস চিনে ফেলেছে। ধ্বংসাত্মক কাজটা কিভাবে করা হয় বোঝে। এটা বন্ধ করার উপায় সম্পর্কেও ধারণা আছে। 'ব্যাপারটা তো এই রকম,' নিঃসন্দেহ হবার জন্যে বলল ও। 'লাভার ভেতর এয়ার চেম্বার হাই-ইনটেনসিটি সাউন্ড পালস্ অনুনাদ বা প্রতিধ্বনি হিসেবে পাথরের ভেতর দিয়ে সাগরে পাঠিয়ে দেয়, সৃষ্টি করে এনার্জির অবিশ্বাস্য একটা বিস্ফোরণ।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' হেলমেট খুলে পাতলা চুলে আঙুল চালালেন ভদ্রলোক। 'সাউন্ড ইনটেনসিটির সঙ্গে রেজোনান্স যোগ হওয়ার অবিশ্বাস্য এনার্জি তৈরি হয়, খুন করার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তারচেয়ে অনেক বেশি।'

হঠাৎ গোটা ব্যাপারটা পিটের কাছে অবাস্তব বলে মনে হলো। কেউ কি ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছে? শুধু হীরের উৎপাদন বহুগুণ বাড়াবার জন্যে কেউ কি পাইকারী হারে মানুষ খুন করবে? নাহ্, তা কি করে হয়।

'আর্থারের উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো? শুধু হীরের উৎপাদন বাড়ানো?' খনি তো কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না, হীরেগুলো আস্তে-ধীরে তুললে ক্ষতি কি?

'এই ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়,' ভদ্রলোক গম্ভীর সুরে বললেন। 'আপনার মত আমিও বিশ্বাস করি না শুধু উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে এই পালসড আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। আর্থারের মনে নিশ্চয়ই আরও বড় কোন পাপ আছে।'

‘কি হতে পারে সেই পাপ?’

‘আমি শুধু অনুমান করতে পারি।’

‘প্লীজ।’

‘আর্থার হয়তো প্যাসিফিকের নির্দিষ্ট একটা এলাকা খালি করে ফেলতে চাইছেন,’ ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক বললেন। ‘এলাকার দ্বীপগুলো তাঁর হয়তো দরকার। শত শত দ্বীপ, একটাও তাঁর বাপের সম্পত্তি নয়, কাজেই খালি করতে হলে ভয় দেখিয়ে মানুষজনকে তাড়াতে হবে। সেই ভয় দেখাতে গিয়েই হয়তো নতুন এই প্রযুক্তিটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি।’

মনে মনে চমকে উঠল পিট। আইডিয়াটা সত্যি হবারই সম্ভাবনা। ‘কিন্তু এতগুলো দ্বীপ কেন তিনি দখল করতে চাইবেন?’

‘শুনেছি, তবে গুজবই বলতে পারেন, প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি এলকায় যত দ্বীপ আছে তার প্রায় শতকরা সত্তরটায় নাকি হীরে পাবার প্রচুর সম্ভাবনা।’

পিটের মাথা ঘুরছে, তবে এবার অন্য কারণে। লোভ কি মানুষকে এতটা ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে? হীরের লোভে লাখ লাখ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় মেরে ফেলার কথা ভাবছে না আর্থার ডরসেট, তাঁর বিবেক বা মনুষ্যত্বে বাধছে না?

তারপর পিট ভদ্রলোককে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল, এই সব আমাকে দেখিয়ে নিজের প্রাণেও ওপর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি। কেন?’

ভদ্রলোকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, জাম্পসুটের পকেটে হাত ভরলেন তিনি। ‘আর্থার ডরসেট স্রেফ গরল। বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী আর সাধারণ শ্রমিককে মোটা বেতন-বোনাসের লোভ দেখিয়ে বোকা বানাতে পারলেও, সবাইকে পারেন নি। যাদেরকে পারেন নি, আমি তাদের দলে। তবে আমি যে তাদের বিরুদ্ধে, এটা ওরা এখনও জানে না। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার দরকার করে না, আর্থার ডরসেট ভয়ঙ্কর একটা প্ল্যান ফেঁদেছেন। আমাকে আপনি বিদ্রোহী বলতে পারেন, অমানবিক কাজ সমর্থন করতে পারি না।’

‘আর্থারকে আপনি কখনও দেখেছেন?’ জানতে চাইল পিট।

‘মাত্র একবার। তার মেয়ে, পুরুষখেকোটা অবশ্য তার চেয়ে বেশি খারাপ।’

‘বোদিকা ডরসেট? আচ্ছা! ওকে তবে পুরুষখেকো বলা হয়!’

‘গায়ে বুনো ষাঁড়ের শক্তি। আমি তাকে দেখেছি এক হাতে ধরে একজন লোককে শূন্যে ঘোরাচ্ছে।’

এলিভেটর সারফেস লেভেলে নেমে এল, থামল মেইন লিফট বিল্ডিংয়ে। বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। একটা ফোর্ড ভ্যান ওদেরকে পাশ কাটিয়ে গেল, আড়চোখে সেটার দিকে একবার তাকালেন ভদ্রলোক। তাঁর পিছু নিয়ে মেস হলের বাঁক ঘুরল পিট, পৌঁছে গেল কিচেনের পাশে ডাস্টবিনের সামনে। ইঙ্গিতে তিনি পিটের জাম্পস্যুটটা দেখালেন। ওটা একজন জিওলজিস্টের, তার ফ্লু হয়েছে। সে খুঁজতে শুরু করার আগেই জায়গামত রেখে আসতে হবে।’

জাম্পসুটটা খুলে নিল পিট।

'আপনার ইন্ডিয়ান বন্ধুরা নিজেদের বোটে ফিরে গেছে।' পুড-স্টোরেজ লোডিং ডক-এর দিক ইঙ্গিত করলেন ভদ্রলোক। ট্রাক্টর আর পেট্রলার চলে গেছে। এইমাত্র যে ভ্যানটা গেল, ওটা পারসোনেল শাটল, হাত তুলে ড্রাইভারকে থামাবেন, টানেল দিয়ে নিয়ে যেতে বলবেন।'

'ড্রাইভার জানতে চাইবে না, আমি একা কেন রয়ে গেছি?

পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে কিছু লিখরেন ভদ্রলোক, কাগজটা ছিঁড়ে ভাঁজ করলেন,তারপর পিটের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এটা ওকে দেবেন। আপনার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। সিকিউরিটি গার্ডরা দেখে ফেলার আগেই কাজে ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে।'

পিট তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি গর্বিত। আর সাহায্য করার জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। গুড লাক।'

পাঁচ মিনিট পর ভ্যানটাকে আবার দেখা গেল। হাত দেখিয়ে ড্রাইভারকে থামাল পিট। সে আসলে ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ডই। পিটের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল। কথা না বলে তার হাতে কাগজটা গুঁজে দিল পিট। পড়ার পর সে বলল, ঠিক আছে, বসুন সীটে। টানেলের শেষ মাথায়, সার্চ হাউস পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।'

দরজা বন্ধ করে ড্রাইভার ভ্যান ছেড়ে দিতে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে দোমড়ানো কাগজটা তুলে নিল পিট। তাতে লেখা রয়েছে–

'এই হাউডা জেলে বাথরুমে ছিল, তার বন্ধুরা না বুঝে তাকে ফেলে চলে গেছে। ফিশিং বোটগুলো ফিরে যাবার আগেই তাকে ডকে পৌঁছে দেবেন, প্লীজ।

ক্লাইভ কাসলার, চীফ ফোরম্যান।'

১৯.

সিকিউরিটি বিল্ডিংয়ের সামনে থামল ভ্যান। ওখানে আবার এক্স-রে করা হলো। অন্যাটমিক্যালি সার্চ করার পর ডাক্তার মাথা ঝাঁকিয়ে পিটকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। তোমার সঙ্গে কোন হীরে নেই।'

'চায়টা কে?' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল পিট। 'পাথর কি খাওয়া যায়? পাপ বা অভিশাপ যাই বলা হোক, সাদারা দায়ী। ইন্ডিয়ানরা হীরে নিয়ে খুনো খুনি করে না।'

'তোমার দেরি হলো কেন? বাকি সবাই তো বিশ মিনিট আগেই এক্স-রে করিয়ে চলে গেল।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' আড়ষ্ট হেসে বলল পিট, দ্রুত কাপড় পরছে। বাইরে বেরিয়ে ছুটল ও হাঁপাতে হাঁপাতে ডকে পৌঁছুল। শেষ মাথা পঞ্চাশ মিটার দূর থাকাতে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল। উদ্বেগ আর ভয় গ্রাস করছে। সর্বনাশ! চ্যানেল ধরে পাঁচ কিলোমিটার দূরে চলে গেছে জেলেদের ফিশিং বোট। শত্রুদের মাঝখানে কুনঘিট দ্বীপে একা আটকা পড়েছে ও।

বড় একটা ফ্রেইটার কার্গো খালাস করছে ডকে, উল্টোদিকে পানিতে ভাসছে আর্থার ডরসেটের ইয়ট। বড় আকারের কন্টেইনারগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিল। পিট, ব্যস্ত লেকাজনের দৃষ্টি এড়িয়ে জাহাজটার দিকে এগোচ্ছে। ওই ফ্রেইটারই ওকে এখন কুনঘিট থেকে উদ্ধার করতে পারে। যেভাবেই হোক জাহাজটায় চড়তে হবে ওকে।

রেইলিংয়ে হাত দিল পিট, সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা।

'এই ব্যাটা জেলে, থামো তুমি,' একদম শান্ত গলায় নির্দেশ এল পিছন থেকে। 'বোট মিস কছে, তাই না?'

ধীরে ধীরে ঘুরল পিট, তারপরই স্থির পাথর হয়ে গেল শরীর, অনুভ করল হার্টবিট দ্বিগুণ হয়ে গেছে। একটা কন্টেইনারের গয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যাডিস্টিক ক্রুচার, আয়েশ করে টান দিচ্ছে চুরুটে। পাশে একজন গার্ড, হাতে এম-ওয়ান অ্যাসল্ট রাইফেল সরাসরি পিটের বুকে তাক করা। মার্চেন্টের অফিসে যাকে মেরেছিল, এ সে-ই। পিটের হার্টবিট তিনগুণ হয়ে গেল গার্ডের পিছন থেকে স্বয়ং মার্চেন্টকে বেরিয়ে আসতে দেখে। পিটের দিকে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিটায় শীতল কর্তৃত্ব ফুটে আছে, মানুষের জীবন যেন তার হাতের মুঠোয়। 'বাহ, বেশ। বাহ বেশ। এখানে আমরা একজন গোঁয়ার মানুষের সাক্ষাৎ পাচ্ছি।'

'শাটল ভ্যানে চড়ার সময়ই চিনে ফেলি আমি ওকে,' গার্ড বলল, দাঁত বের করে হাসছে। এগিয়ে এসে পিটের পেটে রাইফেলের মাজল চেপে ধরল সে 'আমাকে মারা হয়েছে, এখন সেই মারটা ফেরত দেয়া হবে।'

সরু আর গোল মাজল পেটের গভীরে ডেবে যাওয়ায় কুঁজো হয়ে গেল পিট মাংস ভেদ না করলেও চামড়া অক্ষত থাকে নি। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল ও, কোন কথা বলল না।

আবার আঘাত করার জন্যে রাইফেল তুলল গার্ড, তবে বাধা দলি মার্চেন্ট 'থাক, এলমো। আগে উনি ব্যাখ্যা করুন একই অপরাধ বারবার কেন করছেন তারপর ওকে নিয়ে যত ইচ্ছে খেলো তুমি।' পিটের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসল। 'একটা টিপস দিই, মি. পিট। এলমো যখন মারবে, কোন শব্দ করবেন না। ওর ভিক্টিম যত শব্দ করে, ও তত রেগে যায়, ফলে মারার প্রতিটি পর্ব শুধু লম্বা হতে থাকে।'

ওদের কথায় তেমন কান দিচ্ছে না পিট, মরিয়া হয়ে পালাবার কি উপায় করা যায় ভাবছে। ইচ্ছে করলে এক ছুটে ডক পেরিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিতে পারে এলমো গুলি করে মাছের খাদ্য বানিয়ে ফেলবে ওকে। গুলি যদি না-ও লাগে ঠাণ্ডায় মারা

যাবে। তার আগে হাঙরের হামলা ঠেকাতে হবে। নাহ, কোন এভিনিউ খোলা নেই। আমাকে যদি হুমকি বলে মনে করেন, তাহলে বলতে হবে আপনাদের কল্পনাশক্তি খুবই উর্বর,' সময় পাবার আশায় বিড় বিড়করল পিট।

সোনালি কেস বের করে অরসভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল মার্চেন্ট। 'শেষবার আমাদের দেখা হবার পর আপনার সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি, মি. পিট যাদের বিরোধিতা করেন তাদের জন্যে আপনি শুধু হুমকি নন, ভয়ঙ্কর বিপদ আপনি মাছ আর কেল্প স্টাডি করার জন্যে আর্থার ডরসেটের প্রপার্টিতে অনুপ্রবেশ করেন নি। অসৎ ও অশুভ কোন উদ্দেশ্য আছে আপনার। সেটা কি, এখন আপনি তা ব্যাখ্যা করে বলবেন আমাকে।'

'সময় কোথায়?' বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ল পিট। 'আমাকে জেরা বা টরচার করার সুযোগ আপনারা পাবেন না।'

মার্চেন্ট বোকা নয় যে সহজে ধোঁকা দেয়া যাবে। তবে সে জানে পিট সাধারণ কোন ডায়মন্ড স্মাগলার নয়। ওর চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই দেখে তার মনের কোণে খুদে অ্যালার্ম বেজে উঠল। কৌতূহল হচ্ছে তার, সঙ্গে সামান্য অস্বস্তি। 'মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, খবর নিতে গিয়ে আপনার সম্পর্কে খানিকটা শ্রদ্ধা জেগেছে আমার মনে, কাজেই সস্তা ধোঁকা দিয়ে পর চেষ্টা করলে সেটুকু আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

মুখ তুলে আকাশে চোখ বুলাল পিট। 'আমার ফিরতে দেরি হলে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নিমিজ থেকে এক স্কোয়াড্রন ফাইটার আসার কথা,' বলে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। 'আপনি নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে জেনেছেন যে আমি নুমার একজন অফিসার। যে-কোন মুহূর্তে চলে আসবে ওগুলো।'

তা জেনেছি। আপনার মত নগণ্য এক অফিসারের জন্যে কানাডার একটা দ্বীপে আমেরিকা ফাইটার পাঠাবে, এ-কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।'

'আমি নগণ্য, তা ঠিক, তবে আমার বস্ অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার এয়ার অ্যাটাকের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।'

পলকের জন্যে শয়তানটার চেহারা কালো হয়ে গেল দেখে পিট ভাবল, বোধহয় বিশ্বাস করেছে। কিন্তু তারপরই শয়তানী হাসি ফুটল লোকটার মুখে, শান্ত ভঙ্গিতে দু'পা এগিয়ে এসে দস্তানা পরা হাত দিয়ে পিটের মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল। হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটল পিট, অনুভব করল ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

'আর কোন গাঁজাখুরি গল্প নয়। শুধু প্রশ্ন করা হলে মুখ খুলবেন।' ক্রুচার আর এলমোয়ের দিকে তাকাল মার্চেন্ট। 'ওকে তোমরা আমার অফিসে নিয়ে যাও। ওখানেই ইন্টারোগেট করা হবে।'

পিটের মুখে হাতের তালু ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল ক্রুচার, আবার হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো পিট। ওকে আমরা ভ্যানে না তুলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাই, স্যার। পথে খানিকটা নরম করা যাবে..

'থামো তোমরা!' ইয়টের ডেক থেকে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের নির্দেশ ভেসে এল। রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে রয়েছে বোদিকা ডরসেট। সাদা একটা টার্টলনেকের ওপর উলেন কার্ডিগান পরেছে সে স্কার্টটা খুবই ছোট। সাদা মোজা পরা পায়ে লম্বা কাফস্কিন রাইডিং বুট। মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা চুল কাঁধে ফেরত পাঠাল, ইঙ্গিতে গ্যাংওয়েটা দেখিয়ে বলল, 'ওকে ইয়টে নিয়ে এসো।

মার্চেন্ট আর ক্রুচার দৃষ্টি বিনিময় করল। পিটকে নিয়ে গ্যাংওয়ের দিকে রওনা হলো ওরা। পিন থেকে ওর পিঠে অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে আও দু' একটা গুতো মারল এলমো। ইয়টে ওঠার পর টিক দরজা দিয়ে মেইন সেলুনে ঢোকানো হলো ওকে।

একটা ডেস্কের কিনারায় বসে আছে বোদিকা, টপটা ইতালিয়ান মার্বেল। তার স্কার্ট ঊরুর অর্ধেকটাও ঢাকতে পারে নি, চামড়ার সঙ্গে সেঁটে আছে। দীর্ঘ পুরুষালি গঠন। মার্চেন্ট, ক্রুচার বা এলমো তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। তবে পিট একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল, সেলুনের চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে সেলুনটা সাজানোর মধ্যে আরাম-আয়েশ বা বিলাসিতার কোন অভাব নেই। 'বাহ সুন্দর,' মন্তব্য করল ও।

'মিস ডরসেটের সামনে মুখ বুজে থাকবে,' ধমক দিল এলমো, আবার মারার জন্যে রাইফেলের বাঁট তুলল।

পায়ের ওপর ঘুল পিট, এগিয়ে আসা রাইফেলটা এক হাতের ধাক্কা সরিয়ে দিল, অপর হাত দিয়ে এলমোয়ের তলপেটে প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগাল। ব্যথা ও রাগে গুঙিয়ে উঠল এলমো, কুঁজো হয়ে গেল হাত থেকে ছেড়ে দিল রাইফেলটা দু'হাত তলপেটে চেপে ধরেছে।

কেউ নড়ার আগেই মোটা কার্পেট থেকে অস্ত্রটা তুলে হতভম্ব মার্চেন্টের হাতে ধরিয়ে দিল পিট। 'ওকে সামলে রাখুন, প্লীজ। ওর ছোঁয়া নোংরা লাগছে আমার,' বলে, বোদিকার দিকে তাকাল। 'জানি একটু সকাল সকাল হয়ে যাচ্ছে, তবু গলাটা ভেজাতে পারলে মন্দ হত না। অন্য কিছু না থাকলেও, আপনাদের এই ভাসমান ভিলায় কফি বা চায়ের কোন ব্যবস্থা নেই?'

শান্ত ও নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে বোদিকাকে। মার্চেন্টের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কি ঘটনা, খুলে বলো আমাকে।'

'লোকাল, ফিশারম্যানের ছদ্মবেশ নিয়ে আমাদের সিকিউরিটি পেনিট্রেট করেছেন উনি,' বলল মার্চেন্ট। 'নুমার সঙ্গে আছেন, অনারারী প্রজেক্ট ডিরেক্টর।'

'এভাবে মাইনে ঢোকার কারণ কি?'

'জানার জন্যে আমার অফিসে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এই সময় আপনি ডাকলেন।

ডেস্কের কিনারা থেকে নামল বোদিকা, উপস্থিত সবার চেয়ে সামন্য হলে লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। 'কি ব্যাপার, মি. পিট? এ-সব আমি কি শুনছি?'

মার্চেন্টকে বিস্মিত দেখাল, 'আপনি ওকে চেনেন, মিস ডরসেট?'

'তুমি চুপ করো তো,' ধমক দিল দিদ্রে, পিটের দিকে তাকাল। 'মি. পিট কি ব্যাপার?'

'এদিকে আমি রাসায়নিক দূষণ স্টাডি করছি,' বলল পিট। 'সিকিউরিটি ওতো কড়া, আপনাদের কুনঘিট-এ ঢোকাই যায় না, তা-ই বাধ্য হয়ে ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে।'

মার্চেন্ট বললো, 'মিথ্যে কথা! নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব নিয়ে এসেছেন!'

মাথা নাড়ল বোদিকা। 'আপনি সত্যি কথা বলছেন না, মি. পিট। সত্যি কথা না বললে আমি কিন্তু আপনার কোন সাহায্য আসব না।'

'তাহলে শুনুন। অবশ্য সবই আপনাদের জনা। হীরে সংগ্রহ করার জন্যে এখানে পালসড্ আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয়। ফলে একটা তীব্র প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হচ্ছে, সেই প্রতিধ্বনি পানির ভেতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে আর্থার ডরসেটের অন্যান্য দ্বীপের মাইনিং অপারেশন থেকে রওনা হয়ে এই পালসগুলো প্রশান্ত মহাসাগরে যেখানে মিলিত হচ্ছে সেই এলাকায় বিরাট জায়গা জুড়ে সমস্ত প্রাণী মারা যাচ্ছে।'

'এরকম একটা উদ্ভট ধারণা কোত্থেকে হলো আপনার?' চেহারা কালো হয়ে গেলেও, জোর করে হাসতে চেষ্টা করলো বোদিকা।

'শুধু উদ্বেগ নয়, আতঙ্কের বিষয় হলো,' বোদিকার কথায় কান না দিয়ে বলল পিট, আর্থার ডরসেট এমন একটা অস্ত্র পেয়ে গেছেন যেটা পারমাণবিক বোমার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়, অন্তত প্রাণী হত্যায় এটার জুড়ি নেই। এখন আরও জানা গেছে যে আর্থার ডরসেট প্যাসিফিকের কয়েক হাজার দ্বীপ খালি করতে চান। পালসড আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে মানুষ মারছেন তিনি। তারপরও যদি লোকজন দ্বীপগুলো ছেড়ে না পালায়, এই অস্ত্র তিনি আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবেন।'

'আপনি এমন সব কথা বলে ফেলেছেন,আমি কেন, ঈশ্বরেরও সাধ্য নেই আপনাকে সাহায্য করে।' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বোদিকা। মার্চেন্ট আর ক্রুচারের দিকে তাকাল সে। 'এই ভদ্রলোক সাংঘাতিক বিপজ্জনক এলিমেন্ট আর্থার মাইনিং কোম্পানির জন্যে ভয়ঙ্কর একটা হুমকি। ওকে তোমরা আমার বোট থেকে নামিয়ে নিয়ে যাও, তাপর যা খুশি করো-আমি শুধু চাইব, উনি যেন আর কখনও আমাদেরকে বিরক্ত না করেন।'

মৃদু হাততালি দিল পিট। 'ভয় পেলেন, মিস ডরসেট?'

'আপনি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন,' বলল বোদিকা, রাগে লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা। 'আপনার নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে, কাজেই সব কথা স্বীকার করতে অসুবিধে নেই। আর্থার ডরসেটকে ঠেকানোর সাধ্য কারও নেই কোন সরকার বা লিগ্যাল অথরিটি কিছুই করতে পারবে না তার। অন্তত আগামী সাতাশ

দিনের মধ্যে তা নয়ই। ততদিন আমাদের বেশ কয়েকটা দ্বীপের খনি আমরা বন্ধ করে দেব। হ্যাঁ, নতুন কয়েক হাজার দ্বীপ আমাদের দখলে চলে আসবে। সেখানে যদি হাজার হাজার বা লাখ লাখ সামুদ্রিক প্রাণী আর মানুষ মারা যাও, তার জন্যে আমাদেরকে দায়ী করা যাবে না। প্রমাণ কোথায়? যে অস্ত্রের কথা আপনি বলছেন, সেটা তখন আমাদের কাছে থাকবে না, সব নষ্ট করে ফেলা হবে।'

'লাখ লাখ মানুষ মারা যাবে, সবাই বুঝতে পারবে আর্থার ডরসেট দায়ী, কিন্তু প্রমাণের অভাবে তার বিচার করা যাবে না, এটা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

'ধরুন বিশ্ব-বিবেক খুব বেশি হৈ-চৈ শুরু করেছে। পরিস্থিতি আর্থার ডরসেটের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। তখন আমরা কি করব, তা-ও বলে দিচ্ছে। খনির একজন মালিক কি নিজে পাথর বা মাটি খোঁড়া প্রত্যক্ষ করেন? না। এ-সব কাজ তাঁর বেতনভুক কর্মচারী অর্থ বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়াররা করেন। আর্থার ডরসেট সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। সবার আগে তাঁদের বিরুদ্ধে তিনিই মামলা দায়ের করবেন আদালতে। হলো? জবাব পেলেন?'

'কিন্তু এত কেন লোভ তাঁর? বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক, তারপরও খাই মিটছে না? কি হবে। তেটাকা

'টাকাই ক্ষমতা, মি. পিট। টাকা থাকলে আপনাকে ঈশ্বরের ভূমিকাতেও মানিয়ে যাবে।' হাসছে দিদ্রে। 'মেইভকে আপনি উদ্ধার করছেন, দিদ্রে বলছিল, তার রক্ষকের প্রতি মেইভের নাকি বেশ টান। চিরবিদায়ের আগে তাকে আপনার কিছু বলার আছে?'

'বলবেন, আমি তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় দেখা করব।'

বোদিকা হেসে উঠল। 'মার্চেন্ট আপনাকে যে সুযোগ দিলে তো। তবে না, মেইভ অস্ট্রেলিয়ায় নেই, ওয়াশিংটনে চলে গেছে। আপনি শুনে বিমর্ষ হবেন, সে তার বাবার নির্দেশে নুমায় অনুপ্রবেশ করেছে, ডেডলি সাউন্ড ওয়েভ সম্পর্কে নুমার তদন্ত কতটুকু এগোল জেনে নিয়ে আর্থারকে খবর পাঠাবে।'

'কথাটা যদি সত্যি হয়, খুবই দুঃখের বিষয়। তাঁর কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, সী লাইফ রক্ষার কাজে নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছেন।'

'আর্থার তার দুই ছেলেকে কিডন্যাপ করেছে শুনে মেইভ বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। বুঝতে পেরেছে, সী লাইফ রক্ষার বিলাসিতা এখন আর তার সাজে না। আমার জায়গায় এখানে যদি মেইভ থাকত, আজ একই পরিণতি হত আপনার–সে ও মার্চেন্টকে নির্দেশ দিত আপনাকে যেন মেরে ফেলা হয়।' মার্চেন্টের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল দিদ্রে। 'নিয়ে যাও ওকে।'

ক্রুচার জানতে চাইল, 'অনেক তথ্যই চেপে গেছে ও, সেগুলো আদায় করতে পারি কি না?'

'এ কি জিজ্ঞেস করতে হয়?' চোখ গরম করল দিদ্রে। 'কুনঘিট-এ কেউ না কেউ ওকে সাহায্য করেছে, তা না হলে এত তথ্য পেলেন কোথায়? জেরা করে তার বা তাদের পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারপর সবাইকে একই গর্তে পুঁতে ফেলো।'

পিটের দু'পাশে থাকল মার্চেন্ট আর ক্রুচার, পিছনে কি এলমো, গ্যাংওয়ে ধরে নিচে নেমে ডক পেরুচ্ছে, সামনে অপেক্ষা করছে একটা ভ্যান। সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্টের বড় আকারের কন্টেইনারগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা, খানিক আগে কার্গো শিপ থেকে খালাস করা হয়েছে ওগুলো। ডিজেল ইঞ্জিনের আওয়াজ বাকি সব শব্দকে চেপে রাখছে, ক্রেন অপারেট করছে ওগুলো। হঠাৎ হাত-পা ছড়িয়ে ডকের ওপর পড়ে গেল ক্রুচার। সে পড়ে যাবার পর বন করে সিকি পাক ঘুরল পিট, সামনের দিকে ঝুঁকে আক্রমণ ঠেকাবার একটা ভঙ্গি নিয়ে ফেলেছে, জানে না কি ঘটল। ঘুরেই দেখতে পেল মার্চেন্টের চোখের মনি খুলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তারপর ভারী বস্তার মত সে-ও ডকের ওপর পড়ে গেল। ওদের কাছ থেকে কয়েক পা পিছনে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে এলমো, যেন একটা লাশ-আসলেও তাই।

এলমোয়ের ঘাড়ে মরণ কোপ থেকে শুরু, শেষ হয়েছে মার্চেন্টের খুলি ফাটানোর মধ্যে দিয়ে, সময় লেগেছে চার কি পাঁচ সেকেন্ড।

পিটের বাঁ হাতটা খপ করে ধরে ফেলল ম্যাসন, হাতে এখনও একটা স্টীল রেঞ্জ। 'জলদি, লাফ দিন।'

হতভম্ব পিট, ইতস্তত করছে। 'কোথায় লাফ দেব?'

'কি আশ্চর্য! পানিতে!'

পাঁচ কদম দৌড়ে দু'জনেই লাফ দিয়ে পড়ল সাগরে, কার্গো শিপের বোট থেকে কয়েক মিটার সামনে। হিম ঠাণ্ডা পানি অবশ করে দিল পিটকে, প্রাণপণে সাঁতার কেটে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছে। 'এরপর কি?' ম্যাসনকে জিজ্ঞেস করল ও, পাশেই রয়েছে সে।

নিঃশ্বাসের সঙ্গে পানি ছিটিয়ে ম্যাসন বলল, 'ওয়াটারক্রাফট। ফিশিং বোট থেকে নামিয়ে জেটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম।

'বোটে ওয়াটারক্রাফট ছিল? দেখিনি তো।'

'গোপন একটা কমপার্টমেন্টে ছিল', বলল ম্যাসন, দাঁত বের করে হাসছে। 'কেউ বলতে পারে শেরিফকে ফাঁকি দিয়ে কখন শহর ছাড়তে হয়?' একটা কংক্রিট পাইলিং-এর পাশে একজোড়া ডিউয়ো থ্রী-হানড্রেড ওয়েটজেট ভাসছে, হাত বাড়িয়ে ধরল সেটা। 'চালাতে জানেন?'

'জানি', বলে ওয়েটজেটের ওপর উঠে পড়ল পিট, দু'পা ফাঁক করে বসে পড়ল সীটে।

'ডক আর আমাদের মাঝখানে কার্গো শিপটাকে রাখতে পারলে, অন্তত আধ কিলোমিটার পর্যন্ত ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না। তারপর গুলি লাগাতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

স্টার্টারে থাবা মারল ওরা, মডিফায়েড ইঞ্জিন গর্জে উঠল। পিটের এক মিটার সামনে ম্যাসন, ডকের নিচে থেকে কামানের গোলার মত বেরিয়ে এল ওরা। ওয়াটারক্রাফটের নাক দ্রুত ঘুরে গেল, কার্গো শিপের বোট ঘুরে ছুটল দু'জন, খোলাটাকে শীল্ড হিসেবে ব্যবহার করছে। পিছন ফিরে একবারও তাকায়নি পিট, হ্যান্ডেলবারের ওপর ঝুঁকে ট্রিগার থ্রটল ঠেলে রেখেছে, অপেক্ষায় আছে আশপাশের পানিতে বুলেট. বৃষ্টি শুরু হবে। তবে কিছুই ঘটল না, মার্চেন্টের সিকিউরিটি টীম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পাওে নি এখনও।

ওরা যেন পানি ওপর মোটরসাইকেল চালাচ্ছে, ওয়াটারক্রাফট সেভাবেই তৈরি। স্পীড বাড়িয়ে ম্যাসনের পাশে চলে এল পিট। 'ওরা পিছু নিলে বাঁচার কোন আশা নেই।'

'চিন্তা করবেন না', পাল্টা চিৎকার করল ম্যাসন। 'ওদের পেট্রল বোটের চেয়ে আমাদের স্পীড বেশি।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল পিট। দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে কুনঘিট। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আবর্জনার স্তূপ ছাড়িয়ে দ্বিতীয় ডিফেন্ডারটাকে আকাশে উঠতে দেখে। এক মিনিটও কাটল না, চ্যানেলের ওপর দিয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল ওটাকে, সরাসরি ধাওয়া করছে ওদেরকে। 'কিন্তু হেলিকপ্টারকে ফাঁকি দেব কিভাবে?' জানতে চাইল পিট।

উত্তেজনায় ম্যাসনের তামাটে চেহারা চকচক করছে। 'ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।' হাসছে সে। 'আপনি ঠিক আমার পিছনে থাকুন।'

ঘরমুখো ফিশিং বোটগুলো দ্রুত কাছে চলে এল, তবে বাঁক নিয়ে ওগুলোকে এড়াল ম্যাসন, তার ওয়াটারক্রাফট রানি শার্লট দ্বীপপুঞ্জের একটা পাথুরে দ্বীপ লক্ষ করে ছুটছে। পাঁচ মিটার পিছিয়ে পড়েছে পিট। পাথুরে দ্বীপ আর মাত্র কয়েকশো মিটার সামনে, আর ওদের এক কিলোমিটার পিছনে আর্থারের সামরিক হেলিকপ্টার।

পিটের বুকের ভেতরটা ধকধক করছে। ম্যাসন যা-ই বলুক, প্রাণে বাঁচার কোন পথ ওর চোখে অন্তত এখনও ধরা পড়ছে না। সামনে ওটা দ্বীপ নয় পাথরের খাড়া পাঁচিল, আক্ষরিক অর্থেই তীর বা সৈকত বলতে কিছু নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পিট, ঢেউগুলো সরাসরি পাঁচিলের গায়ে আছাড় খাচ্ছে. হ্যান্ডলবার যত জোরে সম্ভব চেপে ধরল ও। পাঁচিলে লেগে একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে ঢেউ, বিরতিহীন তুমুল গর্জনে কান পাতা দায়। বিস্ফোরণের ফলে ফেনা আর পানির কণা ছড়িয়ে পড়ছে, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পাহাড়-প্রাচীর আর তীব্র বেগে ওটার দিকে এগোচ্ছে ওরা। সংঘর্ষ ঠেকায় কে! স্বেচ্ছায় মরতে যাচ্ছে ওরা।

হেলিকপ্টার প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে। তবে একা শুধু পিট নয়, পাইলটও ওদের আত্মঘাতী আচরণ দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। কিছুই করছে না সে, জোড়া

৭.৬২ মেশিন গান ওদের দিকে তাক করতেও ভুলে গেছে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে অবধারিত সংঘর্ষ দেখার জন্যে, আর লক্ষ রাখছে প্রাচীরের সঙ্গে যেন কপ্টার ধাক্কা না খায়।

আর একশো মিটার, তারপরই ওরা দু'জন ছাতু হয়ে যাবে। এভাবে আত্মহত্যা করতে কারই বা মন চায়, পিটের ইচ্ছে হলো ওয়ারটারক্রাফটের স্পীড কমিয়ে দেয়, মরতে ইচ্ছে হয় একা মরুক ম্যাসন। অবশ্য পাঁচিলের সঙ্গে ধাক্কা না খেলেও মরতে হবে পিটকে, কপ্টার থেকে গুলি করা হবে ওকে। গুলি খেয়ে মরা তবু ভাল, তার আগে অন্তত লাফ দিয়ে পানিতে পড়ার একটা সুযোগ থাকবে ওর, ডুব দিয়ে পাঁচিলের গায়ে সেঁটে থাকতে পারবে। কিন্তু না, স্পীড কমাবার ইচ্ছে বাতিল করে দিল পিট। বিশ্বাস করা যায় এমন লোক আশ্বাস দিলে তার ওপর নির্ভর করতে হয়। কোর্স ঠিক রাখল ও। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে আয়ু ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

সুচের পিছনে যেমন ফুটো থাকে, ফাঁকটা ঠিক সেরকম মনে হলো। পাঁচিলের গায়ে। খুব বেশি হলে দু'মিটার চওড়া। ওই সরু ফাঁকের ভেতর চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ম্যাসন। পিটের ভয় হলো প্রবেশমুখের দু'পাশে ওয়াটারক্রাফটের হ্যান্ডেলবার না ঘষা খায়। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, নির্বিঘ্নেই ঢুকে পড়ল পিট ফাঁকের ভেতর সিলিং অনেক ওপরে, ইংরেজি হরফ ভি-র মত আকৃতি। ওর সামনে স্পীড কমিয়ে ওয়াটারক্রাফট থামিয়ে ফেলল ম্যাসন, লাফ দিয়ে একটা পাথরের ওপর নামল, কোট খুলে মরা কেল্প ভরছে ভেতরে। দেখতে দেখতে ফুলে উঠল কোট। কোন প্রশ্ন নয়, দেখাদেখি পিটও তাই করছে।

মুণ্ডুবিহীন ধড়ের মত দেখতে হলো কোট দুটো। গুহার মুখের কাছে ভাসছে ওগুলো। একটু পরই স্রোতের টানে বেরিয়ে গেল বাইরে। 'এভাবে কি ওদেরকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল পিট, গলায় সন্দেহ।

'বাজি ধরতে পারেন', বলল ম্যাসন। 'পাহাড়ের পাঁচিল কাত হয়ে আছে ফাঁকের মুখটা আকাশ থেকে দেখাই যায় না।' হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনার জন্যে কান পাতল। মিনিট দশেক অপেক্ষা করবে ওরা, তারপর কুনঘিট-এ ফিরে গিয়ে মার্চেন্টের কাছে রিপোর্ট করবে-পাথরে আছাড় খেয়ে আমাদের ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে।'

ঘটলও ঠিক তাই। মিনিট সাতেক পর দূরে মিলিয়ে গেল হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

পিট বলল, 'ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয়, আমরা সন্ধ্যের পর এখান থেকে বেরুব। আপনি পথ চিনে ফিরতে পারবেন তো?'

'অবশ্যই।'

ধীরে ধীরে কমে গেল উত্তেজনা, দু'জনেই চুপচাপ থাকল কিছুক্ষণ। সন্দেহ নেই, নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে ওরা। ক্যানভাসে মোড়া হাফ গ্যালনের একটা ক্যানটিন বের করল ম্যাসন ওয়েটজেট থেকে। 'আপনার কি চলবে? আমাদের গ্রামে তৈরি মদ।'

কথা না বলে মাথা নাড়ল পিট।

'দ্বীপে যা পেতে চেয়েছিলেন তা কি পেয়েছেন?' খানিক পর জানাতে চাইল ম্যাসন।

'পেয়েছি, ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক গোটা বাপার ব্যাখ্যা করেছেন আমাকে।'

'তাহলে ঝুঁকিটা নিয়ে আমরা ভুল করি নি।'

'তবে আপনাকে খুব চড়া মূল্য দিতে হলো', বলল পিট। 'মাইনিং কোম্পানিতে আপনারা আর মাছ বেচতে পারবেন না।'

'তেমন কোন ক্ষতি হয় নি। কুক বলছিল, আর এক মাস পর খনি নাকি বন্ধ করে দেয়া হবে।'

'তবু আপনি সাহায্য করায় আমি কৃতজ্ঞ', আন্তরিক সুরে বলল পিট।

'ভাল কাজে সব সময় পাবেন আমাকে', বলল ম্যাসন। 'আপনি এখন কি করবেন?'

'ওয়াশিংটন গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে আমাকে।'

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল পিট, মেইভ ডরসেটের চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বেচারার দুই যমজ বাচ্চাকে জিম্মি করা হয়েছে, স্পাই হিসেবে কাজ করার জন্যে বাধ্য করা হয়েছে নুমায় ঢুকতে। আর্থার ডরসেট দেখা যাচ্ছে মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শয়তান হৃদয়হীন পাষণ্ড না হলে নিজের মেয়ের সঙ্গে এই আচরণ কেউ করতে পারে!

২০.

পাক্কা দুই মাস পর নুমা হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনে অফিস করছে পিট। সুসজ্জিত একটা কামরা দেয়া হয়েছে ওকে, বেশিরভাগ সময় তালা দেয়া থাকে সেটায়। আজ বিকেলে বিল্ডিংয়ে ঢুকেই নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকারের সঙ্গে দেখা করেছে ও, রিপোর্ট করার পর দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে। সাউন্ড ওয়েভ সম্পর্কে পিটের ব্যাখ্যা শুনে ঘাবড়ে গেছেন অ্যাডমিরাল। পিট তাঁকে আরও জানিয়েছে যে আর্থার ডরসেট এখন জানে যে তাঁর প্রতিপক্ষ নুমা।

আর অ্যাডমিরাল পিটকে জানিয়েছেন, প্রশান্ত মহাসাগরে আবার ছোবল মেরেছে আর্থারের সাউন্ড ওয়েভ। এবার তাঁর শিকারে পরিণত হয়েছে একটা রাশিয়ান জাহাজ নাবিক আর প্যাসেঞ্জার মিলিয়ে মারা গেছে দেড়শোর মত মানুষ।

উদ্বেগজনক আরও একটা খবর হলো, আর্থারের কোন দ্বীপেই সংশ্লিষ্ট দেশের পুলিশকে তদন্তের জন্যে পাঠানো যাচ্ছে না। গ্ল্যাডিয়েটর, কুনঘিট আর ইস্টার আর্থারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এই তিনটে দ্বীপে কারও প্রবেশাধিকার নেই। খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে আলাপ করেছেন স্যান্ডেকার, অনুরোধ করেছেন জাতিসংঘের পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটির একটা টীমকে যেন পাঠানো হয় কুনঘিট দ্বীপে, তারা তদন্ত করে দেখে আসুক সাউন্ড ওয়েভ তৈরি করার জন্যে কি ধরনের মেশিনারি ব্যবহার করছেন আর্থার। পদক্ষেপ নিতে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছেন মহাসচিব, কিন্তু টীম পাঠানোর আগে মড়কের জন্যে আর্থার ডরসেটের খনন পদ্ধতিই দায়ী কিনা তা স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছেন। অর্থাৎ নিরেট প্রমাণ চান তিনি। অথচ নুমার হাতে সেরকম কিছু নেই।

ডরসেটের বাকি তিনটে দ্বীপ বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে লীজ নেয়া। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোন লাভ হয় নি। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পার্লামেন্ট সদস্য থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার সদস্য, সবাই আর্থারের দয়া-দাক্ষিণ্য পেতে অভ্যস্ত, কেউ তারা নুমাকে সাহায্য করতে রাজি নন। আর আর্থার খ্যাতিসম্পন্ন আইন ব্যবসায়ীদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন, দ্বীপগুলোয় তদন্ত টীম পাঠানোর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট থেকে আগাম নিষেধাজ্ঞা আদায় করে নিয়েছেন তাঁরা।

বাকি আছে শুধু মার্কিন সরকারের হস্তক্ষেপ। প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করলে সমস্ত আইনগত বাধা অগ্রাহ্য করে আর্থারের দ্বীপগুলোয় ফোর্স পাঠাবার নির্দেশ দিতে পারেন। সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো অভিযোগ করবে তাদের সাবভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। পরে যদি দেখা যায় যে তদন্ত করে কিছুই পাওয়া যায় নি, পরবর্তী নির্বাচনে পদপ্রার্থী হলে প্রেসিডেন্ট হেরে ভূত হয়ে যাবেন। সেজন্যেই ফোর্স পাঠাবার অনুরোধ করতে ইতস্তত করছেন অ্যাডমিরাল, শুধু ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্টের কাছে। উনি দেখতে চান প্রেসিডেন্ট নিজে থেকে কিছু করেন কিনা।

লোকজনের সামনে চেহারাটা হাসিখুশি রাখতে পারলেও, একা হলেই কান্না পাচ্ছে মেইভের। সন্ধ্যের পর ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে নিজের অফিস কামরায় আসছে সে, হাতব্যাগটা নিয়ে জর্জটাউনের ফ্ল্যাটে ফিরবে। বাবার একজন ম্যানেজার ওই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে দিয়েছে তাকে, জানালার ধারে একা বসে কাঁদার জন্যে আদর্শ জায়গা। ওয়াশিংটনে তার কোন বন্ধু নেই। ফন ফিট নানাভাবে সাহায্য করছে বটে, কিন্তু তারও তো স্ত্রী-পুত্র আছে, নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে তাকে বিড়ম্বিত করার কোন মানে হয় না। একজনকে হয়তো বলা যেত, তিনি হয়তো সাহায্যও করতে পারতেন, কিন্তু তাঁকে মেইভ পাবে কোথায়! গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে তার বাচ্চা দুটো কেমন আছে ভাবলেই আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে ডানায় ভর করে উড়ে যায়, ছোঁ দিয়ে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে আনে

তাদেরকে। কিন্তু সে অসহায়। ওয়াশিংটন ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই তার। চোখে ধরা না পড়লে জানে যে বাবার স্পাইরা সারাক্ষণ তার প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে ডার্ক পিটের চেহারাটা। ভাবতে ইচ্ছে করে, এই একজন মানুষই তাকে সাহায্য করতে পারত। মাত্র অল্প ক'টা দিন ওকে দেখেছে সে, তাতেই যেন চরিত্রটি ছবির মত পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। ভাল লেগে গেছে বলাটা কি ঠিক? নিজেকে প্রশ্ন করল মেইভ। বলা উচিত তার মনে কৌতূহল আর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে।

অফিসে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল মেইভ। 'ডার্ক?' ফিসফিস করল সে, নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কখন? কোত্থেকে? ওহ্ গড, আমি ভাবতেই পারি নি...'

চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল পিট। 'অস্থির হবেন না, শান্ত হয়ে বসুন।' মেইভের একটা হাত ধরে টেনে আনল, বসিয়ে দিল ডেস্কের পিছনের চেয়ারটায়, তারপর নিজে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল। 'আপনাকে খুব বিধ্বস্ত লাগছে। কেন বলুন তো?'

'আপনাকে আমার কি যে দরকার বলে বোঝাতে পারব না।'

'বলতে হবে না, আমি জানি। আজ এখানে আমার আসার পিছনে সেটাও একটা কারণ। আরেকটা কারণ, ক্ষমা চাওয়া—সেদিন আইস হান্টার থেকে চলে আসার সময় আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়া হয় নি।'

'আপনি জানেন? না্হ্, তা কি করে হয়!'

'বোদিকার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, মেইভ। সে আমাকে সব বলেছে।'

'বোদিকার সঙ্গে কথ হয়েছে? তা কিভাবে সম্ভব! সে তো কুনঘিট-এ...'

মেইভকে থামিয়ে দিয়ে পিট বলল, 'এ-সব বিষয়ে পরে কথা বলব আমরা অন্য কোথাও-আপনিই বলুন, আমার ডেরায়, নাকি আপনার আস্তানায়?'

'আগে বলুন, আপনি আমার ছেলেদের কথাও জানেন?'

'কি যেন নাম ওদের?'

'শন আর মাইকেল।'

'আপনার বাবা ওদেরকে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে জিম্মি করে রেখেছেন, আপনি যাতে নুমার গোপন তথ্য পাচার করতে বাধ্য হন।'

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল মেইভ।

'এই, না!' কোমল শব্দে হেসে উঠল পিট। 'আপনি কাঁদছেন জানতে পারলে ছেলেরা অভিমান করবে। ছেলেদের বিপদে মাকে শক্ত হতে হয়। আর তাছাড়া, আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না? বলুন তো আমি কে?'

কান্না ভুলে পিটের দিকে তাকিয়ে থাকল মেইভ। 'কে আপনি?'

'আমি আপনার বন্ধু, আবার কে।' হাসছে পিট। পকেট থেকে রুমাল বের করে বাড়িতে ধরল। 'চোখ মুছুন, তারপর ব্যাগটা হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন। অকৃত্রিম বন্ধুদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি জানেন তো? বিপদ দেখলে সাহায্যের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বোকা বলুন আর যা-ই বলুন, আমি আপনার সেই জাতের বন্ধু। লেট'স গো।'

নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে একটা মার্সিডিজ সিক্স হানড্রেডে চড়ে বেরিয়ে এল ওরা। ওয়াশিংটনের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপার্টের কাছেই, মেঠো রাস্তার পাশে নিজস্ব ডেরায় পুরানো ও নতুন প্রাইভেট কার-এর একটা কালেকশন আছে পিটের, রাজধানীতে এলে পছন্দমত একটা গাড়ি নিয়ে ব্যবহার করে।

'নুমার তথ্য কিভাবে পাচার করছেন আপনি?' একটু পরই জানতে চাইল পিট।

কয়েক সেকেন্ড কথা বলল না মেইভ, পিটের দিকে তাকাতেও পারল না। তারপর বলল, 'ড্যাডির এক লোক ফ্ল্যাটে দেখার করে আমার সঙ্গে, দেখে মনে হবে পিৎসা ডেলিভারি দিতে এসেছে।'

ভিউ মিরবে চোখ পড়তে সাদা একটা ক্যাডিলাক দেখতে পেল পিট, সামনের সীটে একজন বসেছে, পিছনের সীটে দু'জন। কোন কারণ নেই, তবু পিটের সন্দেহ হলো। 'আপনার ওপর কি নজর রাখা হচ্ছে?'

'বলা হয়েছে রাখা হবে। তবে আমি কাউকে দেখি নি।'

'আপনার দৃষ্টি তেমন তীক্ষ্ণ নয়। সাদা একটা ক্যাডিলাক পিছু নিয়েছে।'

খপ করে পিটের একটা বাহু আঁকড়ে ধরল মেইভ। 'আমার ভয় করছে। ওরা না আপনার কোন ক্ষতি করে।'

'শান্ত হোন', বলল পিট। 'আমাকে ওরা চেনে না।'

'স্পীড বাড়িয়ে দিন, প্লীজ। যেভাবে পারেন ফেউ খসান।'

'স্পীড বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না', বলল পিট। 'ওটা ক্যাডিলাক এসটি এস-থ্রী-হানড্রেড-প্লাস-হর্সপাওয়ার ইঞ্জিন, ঘণ্টায় দুশো ষাট কিলোমিটার ছুটতে পারে।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় আছে, তবে আপনার পছন্দ হবে কিনা জানি না।'

ক্যাডিলাক একশো মিটার পিছনে রয়েছে। ঢাল বেয়ে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছে রাস্তাটা। দুটো গাড়িই ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার স্পীডে ছুটছে। পাহাড়ের চূড়ায়, সমতল রাস্তায় পৌঁছেই, স্পীড হঠাৎ বাড়িয়ে দিল পিট। ঢাল বেয়ে নামার সময় দু'পাশের গাছগুলোকে হেডলাইটের আলোয় ঝাপসা প্রলেপের মত লাগছে, মনে হলো ওরা যেন একটা কুয়ার ভেতর খসে পড়ছে।

চূড়ায় উঠে এল ক্যাডিলাক, ইতোমধ্যে মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়ে আধ কিলোমিটার এগিয়ে এসেছে মার্সিডিজ। তা এলেও, আবার কাছে চলে আসতে ক্যাডিল[illegible] [illegible]মিটারের বেশি সময় নেবে না।

এদিকের রাস্তা সরলরেখার মত। এলাকাটা ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটনের ঠিক বাইরে, দখল করে রেখেছে বড় বড় হর্স ফার্ম। সন্ধ্যের পর এদিকে ট্রাফিক প্রায় থাকেই না। মন্থরগতি একজোড়া ভ্যানকে পাশ কাটাতে পিটের কোন সমস্যা হলো না। স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনছে ক্যাডিলাক। স্টিয়ারিঙে পিটের হাত আলগা ও শিথিল হয়ে আছে। ওর মনে কোন ভয় নেই। পিছু নেয়া গাড়ির আরোহীরা ওর বা মেইভের কোন ক্ষতি করতে চাইছে না। তবু গাড়ির গতি তুঙ্গে তুলে ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাবার মধ্যে রোমাঞ্চের উপাদান আছে স্পীডোমিটারের দিকে তাকাল না। ঘণ্টায় একশো নব্বুই কিলোমিটার গতিতে ছুটছে মার্সিডিজ। এক পলকের জন্যে মেইভের দিকে তাকাল ও।

সীটে সেঁটে আছে মেইভ, যেন তীব্র বাতাস ওকে গেঁথে রেখেছে ওখানে। চোখ দুটো আধ বোজা, ঠোঁট জোড়া সামান্য খোলা। দেখে মনে হচ্ছে ভাবাবেগে কাতর এক নারী। ইঞ্জিন আর বাতাসের আওয়াজ, গাড়ির গতি, অ্যাক্সিডেন্টের ভয়, থ্রিল-সব মিলিয়ে অবশ করে তুলেছে তাকে। এই অ্যাডভেঞ্চার আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে পাশে পিট থাকায়।

সেফটি বেল্টের ভেতর শরীর মোচড়াল মেইভ, পিছনে তাকিয়ে চিৎকার করল, ওরা কাছে চলে আসছে।'

রিয়ারভিউ মিররে আরেকবার তাকাল পিট। দুটো গাড়ির দূরত্ব এখন আবার একশো মিটারের মত।

ওরা এখন আবাসিক এলাকায় ঢুকছে। রাস্তার দু'পাশে বাড়ি-ঘর, দু'এক মিনিটের মধ্যে স্পীড কমাতে হবে। তবে এই মুহূর্তে রাস্তা খালি দেখে স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল পিট। একটা ওয়ার্নিং সাইন স্যাঁৎ করে পিছিয়ে পড়ল-সামনে কোথাও মেরামত হচ্ছে। এদিকের এই রাস্তা সম্পর্কে ধারণা আছে পিটের, একের পর এক অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে এগিয়েছে। এঁকেবেঁকে পাঁচ কিলোমিটার পর হাইওয়েতে পড়বে ওরা ওই হাইওয়ের পাশে সিআইএ-র হেডকোয়ার্টার।

একের পর এক ছুটে আসছে বাঁকগুলো। ঘোরার সময় পিট ব্রেক করছে না, বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে রাস্তার মাঝখানে হড়কে যেতে দিচ্ছে চাকাগুলোকে তারপর সরলরেখা তৈরি করে ছুটছে পরবর্তী বাঁকের দিকে। মার্সিডিজ যেন এক উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে। পিটের ঠোঁটে টান-টান হাসি। ধাওয়া করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ক্যাডিলাকের ড্রাইভার, প্রতিটি বাঁকে পিছিয়ে পড়ছে সে।

হলুদ আলো মিটমিট করে জানিয়ে দিল সামনে ব্যারিকোড। রাস্তার একটা গভীর গর্ত দেখা যাচ্ছে, ভেতরে পাইপ বসানো হচ্ছে। স্বস্তির সঙ্গে করল পিট, রাস্তাটা পুরোপরি বন্ধ করা হয় নি। সামনের একশো মিটার পাকা নয় মেঠো পথে কাঁকর ছড়ানো হয়েছে। তবু স্পীড এতটুকু কমল না, পিছনে ধুলো মেঘ তুলে ছুটে চলল মার্সিডিজ।

আরও দু'মিনিট পর সামনের দিকে আঙুল তাক করল মেইভ। ইঞ্জিনে গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা। ওদিকটায় আমি হেডলাইট দেখতে পাচ্ছি।'

'হাইওয়ে,' বলল পিট। 'এবার ওদেরকে খসতে হয়।'

ইন্টারসেকশনে ট্রাফিক নেই, দু'কিকেই আধ কিলোমিটার পর্যন্ত খালি। দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক গোরার সময় রাবার পোড়াল পিট, শহরের উল্টোদিকে যাচ্ছে।

'ওদিকে কেন?' টায়ারের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল মেইভের গলা।

'দেখে শিখুন,' হুইল সোজা করে নিয়ে বলল পিট, হালকা ব্রেক কষে এক ইউ টার্ন নিল, বিপরীত দিকে যাচ্ছে। জাংশনটা পেরুল ক্যাডিলাকের আলো দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসার আগেই। সামনে শহরের আলোকমালা, স্পীড আবার বাড়াচ্ছে পিট।

'আসলে কি ঘটল?' জানতে চাইল মেইভ।

'ওরা আমাদের টায়ারা মার্ক অনুসরণ করে উল্টোদিকে ছুটবে।'

পিটের বাহুতে মৃদু চাপ দিল মেইভ, আরেকটু গা ঘেঁষে বসল। 'এবারে কি করবে?'

'এখন যখন আমার গুণে তুমি মুগ্ধ হয়েই গেছো, আমি চাইবো একটু-আধটু উত্তেজিত করে তুলতে।'

লজ্জা পেয়ে গেছে মেইভ। 'কে বললো, আগেই হই নি?'

'হুম। তা জানি। মানুষের মনের ভিতরটা আমি আবার দেখতে পাই।'

হেসে ফেললো মেইভ। 'কেমন করে আমার চিন্তা পড়ে ফেলবেন?'

'এই আর কি!' পিট কাঁধ ঝাঁকায় 'আমার ভাই জিপসি রক্ত!'

'আপনি– জিপসি?'

'পারিবারিক ইতিহাস যতোটুকু জানি, আমার পূর্বপুরুষেরা স্পেন থেকে এসেছিলেন সতেরোশো সালের দিকে। তাঁরা জিপসি ছিলেন।'

'ও। আর তাই আপনি হাত দেখেন আর ভবিষ্যত বলেন?'

'না। আসলে, ভরা পূর্ণিমায় আমার ঐশ্বরিক শক্তি মাথাচাড়া দেয়!'

টোপটা গিলে ফেললো মেইভ। 'মানে– ধরুন যদি চাঁদ ভরাট থাকে– তখন?'

মসৃণ হাসি দিয়ে পিট বললো, 'আরে, তখন আমি রাতের আঁধারে মুরগি চুরি করি!'

২১.

ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের পাশ ঘেষে মেঠো পথটা এঁকেবেঁকে এক বিশাল কাঠামার দিকে এগিয়েছে, দেখে মনে হলো প্রাচীন ও পরিত্যক্ত এক হ্যাঙ্গার। কাছাকাছি অন্য কোন বাড়ি বা বিল্ডিং নেই। সামন্য হলেও অস্বস্তি বোধ করছে মেইভ। 'এ আপনি আমায় কোথায় নিয়ে এলেন?' মার্সিডিজ থামার জিজ্ঞেস করল সে।

পিট এমনভাবে তাকাল যে খুব মজা পাচ্ছে। 'কেন, আমার ডেরায়!

নারীসুলভ তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটল মেইভের চেহারায়। 'এই পুরানো শেডে বাস করেন আপনি?'

'এটা একটা ঐতিহাসিক বিল্ডিং,' বলল পিট। 'উনিশশো ছত্রিশ সালে মেইনটেন্যান্স হ্যাঙ্গার হিসেবে তৈরি করা হয়।' কোর্টের পকেট থেকে রিমোট ট্যান্সমিটার বের করে চাপ দিল বোতামে। দরজা খুলে যাবার পর মেইভের মনে হলে বিশাল এক গুহা মুখ ব্যাদনা করে আছে। ভেতরটা মিশমিশে কালো অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বোধহয় তাকে ভয় পাওয়ানোর জন্যেই হেডলাইট অফ করে দিয়েছে পিট, অন্ধকারেই গাড়ি চালাচ্ছে। ভেতরে ঢোকার পর আবার চাপ দিল রিমোটে, বন্ধ হয়ে গেল দরজা। গাড়িও থেমে আছে। সীটে বসে আছে পিট, নড়ছে না। 'কি মনে হচ্ছে বলুন।'

'বাঁচাও! বাঁচাও! চিৎকার করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি।' অস্বস্তিবোধ আরও বেড়েছে মেইভের।

'সরি।' আরেকটা বোতামে চাপ দিল পিট। সারি সারি ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প জ্বলে উঠল, হ্যাঙ্গারের গম্বুজ আকৃতির সিলিংয়ে সাজানো।

ক্লাসিক অটোমোবাইলের অমূল্য সংগ্রহ দেখে ঝুলে পড়ল মেইভের চোয়াল। একজোড়া রোলস-রয়েস আর একটা প্রকাণ্ড ডিমলার চিনতে পারল সে। আমেরিকান কারগুলোর নাম তার জানা নেই। শুধু প্রাইভেট কার নয়, পুরানো হেলিকপ্টার আর অ্যান্টিক প্লেনও রয়েছে পিটের সংগ্রহে। 'এ-সব আপনার?'

'শখের পিছনে টাকা ওড়াই, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না। এগুলোই আমার সঞ্চয়, যে দামে কিনেছি তার চেয়ে অনেক বেশি দামে বেচতে পারব যখন খুশি।'

'শুনেছি বিয়ে করেন নি?' বলল মেইভ। 'এই শখ কি তারই প্রতিক্রিয়া? ব্যক্তিগত প্রশ্ন হয়ে গেলে ক্ষমা করবেন আমি জানতে চাইছি, আপনি কি প্রেমে ব্যর্থ?'

'হ্যাঁ, ব্যর্থ বৈকি,' দীর্ঘশ্বাস চেপে স্বীকার করল পিট।

'ধ্যেত, কুসংস্কার!' নীল রঙের একটা ট্রেলার দেখাল মেইভ। 'ওটার ভেতর বাস করেন?'

হেসে উঠে প্যাঁচানো একটা লোহার সিঁড়ি দেখাল পিট। 'ওটার মাথায় আমার অ্যাপার্টমেনট। আপনি অলস হলে এলিভেটরে চড়তে পারেন।'

'না, একটু ব্যায়াম হয়ে যাক।'

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। প্রথম দরজা দিয়ে লিভিংরুমে ঢোকা যায়। দু'দিকের দেয়ালে বই ঠাসা শেলফ, আরেক দিকে ছোট বড় নানা আকৃতির শো-কেস, ভেতরে নুমার উদ্ধার করা প্রাচীন জাহাজের মডেল। ডান পাশের দরজা দিয়ে বেডরুমে ঢোকা যায়, এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে দেখে মনে হয় কোন ক্যাপটেনের কেবিন। লিভিং রুমের বাম দরজা দিয়ে কিচেন আর ডাইনিং এরিয়ায় ঢুকতে হয়।

জুতা খুলে লেদার কাউচে পা তুলে বসল মেইভ। 'অ্যাডভেঞ্চারার ভদ্রলোক তাহলে সাগর থেকে ফিরে এখানেই আত্মগোপন করেন?'

'যতোক্ষণ সাগরে থাকি না, তখন এটাই আমার ঠিকানা।'

'ব্র্যান্ডি হলে মন্দ হত না,' বলল মেইভ, ঠোঁটে আড়ষ্ট হাসি, পিটকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। 'আমার হাতে গ্লাস থাকলে পাশে বসতে আপত্তি করবেন?

'কেন, না!' খুদে বার-এর দিকে এগোল পিট, একটা গ্লাসে খানিকটা রেমি মারটিন ঢালল, ফিরে এসে মেইভের হাতে ধরিয়ে দিল সেটা,তারপর তার পাশেই বসে পড়ল।

ব্যাকুল হয়ে পিটকে চাইছে মেইভ, ইচ্ছে হচ্ছে ওর আলিঙ্গনের ভেতর নিজেকে শিথিল করে দেয়। কোমল মনের অধিকারী, সাহসী ও দৃঢ়চেতা একজন পুরুষের স্পর্শ তার এখন বড় প্রয়োজন। তবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভ্রম বোধ। অকস্মাৎ প্রবল একটা অপরাধবোধ গ্রাস করল তাকে, কল্পনার চোখে দেখতে পেল যমজ দুই বাচ্চা নিষ্ঠুর জ্যাক ফারগুসনের হাতে নিপীড়িত হচ্ছে। শ্বাসকষ্ট শুরু হলো, শরীরটা অবশ হয়ে যাচ্ছে। হাতের গ্লাস কফি টেবিলে নামিয়ে রেখে দু'হাতে মুখ ঢাকল মেইভ। কাঁদছে সে।

'বাচ্চাদের কথা মনে পড়ে গেছে?' তার কাঁধে একটা হাত রাখল পিট।

ফোঁপাচ্ছে মেইভ। 'সত্যি আমি দুঃখিত।'

'আরে না,' বলল পিট

'দুঃখ পান নি তো– ?'

'আমার উদ্দেশ্যে ভিন্ন, মেইভ।'

'মানে– আপনি সত্যি আমার সাথে বিছানায় যেতে চান না?'

'এটা বললে অবশ্য মিথ্যা বলা হবে যে, আমি তা চাই নি।'

'মানে, বুঝলাম না!'

'এখানে, আমার পরিকল্পনায় আপনাকে সাহায্য করতে হবে, এটাও আপনাকে নিয়ে আসার একটা কারণ,' পিট বললো।

'কি পরিকল্পনা?'

ভাব দেখে মনে হলো মেইভের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছে পিট। 'কি পরিকল্পনা মানে? চুপিচুপি গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে যাব আমরা। ছেলে দুটোকে ছিনিয়ে আনব।'

'নিজের প্রাণের ওপর এত বড় ঝুঁকি নেবেন আপনি? কেনো?'

'কেন আবার, অ্যাডমিরাল স্যানডেকার আমাকে দশ দিনের ছুটি দিয়েছেন, তাই।' হাসছে পিট। 'একটা কিছু করা হবে।'

ঝুঁকে পিটের ঠোঁটে চুমো খেলো মেইভ। 'ধরা পড়ে যাবেন জানেন, তারপরও মিথ্যে কথা বলেন কেনো?'

অসহায় দেখাল পিটকে। 'ঈশ্বরই জানে, মেয়েরা কিভাবে যেন আমার ভেতরটা দেখতে পায়।'

তৃতীয় পর্ব

ডায়মন্ড... এক অভিজাত মায়া

৩০ জানুয়ারী, ২০০০ সাল।
গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপ, তাসমান সাগর।

২২.

আর্থার ডরসেটের বিশাল অট্টালিকা দুই আগ্নেয়গিরির ঠিক মাঝখানে। বাড়ির সামনে থেকে লেগুনটা পরিষ্কার দেখা যায়। মাইনিং অপারেশনের কারণে ব্যস্ত কোর্টে পরিণত হয়েছে ওটা। বড় একটা এলাকা জুড়ে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সামনে খোলা উঠন, তারপর রেলিং ঘেরা উঁচু বারান্দা, বারান্দা থেকে ত্রিশটা ঘরে ঢোকার ত্রিশটা দরজা। বহুকাল আগে তৈরি বাড়িটা দুর্গের মত দেখতে হলেও, মাথার ওপর স্যাটেলাইট ডিশ থাকায় আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। বিশাল উঠানের মাঝখানেই বাগান আর সুইমিং পুল।

ফোন রেখে দিয়ে অসি থেকে বেরিয়ে এলেন আর্থার ডরসেট, বারান্দা হয়ে বাগানে ঢুকলেন, বসলেন সুইমিং পুলের কিনারায় ফেলা একটা বেতের চেয়ারে। দু'জন চীনা কিশোরী হাসহাসি করছিল, মনিবকে দেখেই জুড়সড় হয়ে গেল। লাউঞ্জ চেয়ারে গা এলিয়ে বসে দিদ্রে, দারুণ খোলামেলা একটা বিকিনি পরনে।

'আমার সুপারিনটেন্ডেন্ট যেনো তোমাকে এমন অবস্থা না দেখে,' ভারী গলায় বললেন ডরসেট।

'কি সমস্যা? ব্রা তো পরেই আছি–তাই না?'

'হাহ্! মেয়েরা নাকি রেপড্ হয় সাধে!'

'এইমাত্র ওয়াশিংটন থেকে ফোন পেলাম,' ডরসেট বললেন। 'মেইভ পালিয়েছে।'

হতচকিত দেখাল দিদ্রেকে। 'তোমার সোর্স বিশ্বাসযোগ্য তো, ড্যাড? আমি সেরা ইনভেস্টিগেটরদের ভাড়া করেছি, তিনজনই সাবেক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে...।'

'তথ্যে কোন ভুল নেই। মেইভ পালিয়েছে। তার সঙ্গে কেউ একজন ছিল।'

চেহারা হিংস্র হয়ে উঠল দিদ্রের। কেউ মানে নিশ্চই ডার্ক পিট।'

ঘাসে বুট ঘষছেন আর্থার। 'লোকটা বড় বেশি তৎপর। কোথায় না তাকে দেখা যাচ্ছে। বোদিকা তাকে মুঠোয় ভরে ফেলেছিল, কিন্তু আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে।'

চীনা কিশোরীদের একজনকে ডেকে হুইস্কি দিতে বললেন ডরসেট।

'এই ডার্ক পিটের একটা ব্যবস্থা না করলেই নয় আর,' বলল দিদ্রে। 'কেন সন্দেহ নেই, মেইভ অনুরোধ করেছে পিট যেন তাঁর ছেলে দুটোকে উদ্ধার করে।'

'ডার্ক পিট উপদ্রব বটে, কিন্তু গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে সে ঢুকবে কিভাবে?'

'সঙ্গে মেইভ থাকলে পথ চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয়,' বলল দিদ্রে।

'তীরে যদি নামতেও পারে,' উঠানের তোরণ আকৃতির প্রবেশ পথের দিকে আঙুল তুলে মাইন এলাকাটা দেখালেন ডরসেট, 'বাড়ির দুশো মিটারের মধ্যে কেউই আসতে পারবে না।'

'তাহলে একটা অভ্যর্থনা কমিটি তৈরি রাখি।'

'উঁহুঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ডরসেট। 'এখানে নয়। আমি জানি ওদেরকে কোথায় বাধা দিতে হবে।'

'টাইম টেবিল?'

'মেইভ ওয়াশিংটনের ফ্ল্যাটে ফেরেনি, পিটও দু'দিন ধরে নুমার অফিসে যাচ্ছে না, কাজেই ধরে নেয়া চলে ওরা একসঙ্গেই আছে, শন আর মাইকেলকে উদ্ধার করার জন্যে রওনা হয়ে গেছে। আমাদের হাতে খুব বেশি হলে সময় আছে চব্বিশ ঘণ্টা। নিউজিল্যান্ডের পশ্চিমে নুমার রিসার্চ শিপ ওশেন অ্যাঙলার থাকায় ভাবছি। নিশ্চয়ই ওটার চড়বে পিট, তারপর একটা হেলিকপ্টার নিয়ে এদিকে রওনা হবে।

'এত খবর আপনি জানলেন কিভাবে, স্যার?'

'নুমায় আমার লোক আছে, সাগরের তলায় দামী পাথর পাওয়া গেলে আমাকে খবর দেয়।'

'আমরা তাহলে পিটকে সহ নুমার ওশেন অ্যাঙলারকে ডুবিয়ে দিই?'

'বোকার মত কথা বলছ। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, এই এলাকায় বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় ঘটলেই আমাদেরকে দায়ী করা হবে। কাজটা আমাদেরকে আরও সূক্ষ্মভাবে সারতে হবে।'

'চব্বিশ ঘণ্টা খুব বেশি সময় নয়।'

'কিভাবে কি করতে হবে সব আমি বলে দেব,' হাসলেন ডরসেট।

২৩.

নুমার গালফস্ট্রীম জেট নিয়ে নিইজল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে ল্যান্ড করল ওরা। প্লেনটা চালিয়ে আনল অ্যাল জিওর্দিনো, কো-পাইলট হিসেবে ছিল পিট, একমাত্র প্যাসেঞ্জার মেইভ ডরসেট। লিখিত অনুমোদন দিয়েছেন অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার, রেসকিউ অপারেশন নুমার রিসাচ শিপটাকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে পিট। তবে সেই সঙ্গে শর্তও জুড়ে দিয়েছেন, নুমার কোন লোকের প্রাণহানি ঘটতে পারে, এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

রানওয়ে থেকে বেরিয়ে এসে পাইয়েজার এলাকায় প্লেন থামাল জিওর্দিনো, এখানে শুধু ব্যক্তি মালিকাধীন এয়ারক্রাফট পার্ক করতে পারে। 'নুমার কোন ভেহিকেল দেখতে পাচ্ছ?' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল জিওর্দিনো। ওদিকে মেইভের সঙ্গে কথা বলছে পিট।

'কই, না। আমরা বোধহয় আগেভাগে পৌঁছে গেছি।'

'হ্যাঁ, পনেরো মিনিট আগে।'

প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল পিট। ওর পিছু নিয়ে মেইভও নামল। আড়মোড়া ভাঙছে সে, দীর্ঘ যাত্রায় খিল ধরে গেছে হাত-পায়ে। 'আমিও ভেবেছিলাম জাহাজ থেকে কেউ নিতে আসবে আমাদের,' হাই তুলতে তুলতে বললো।

'নিশ্চয়ই পথে রয়েছে।'

ওদের হাতে যার যার ট্রাভেলিং ব্যাগ ধরিয়ে দিল জিওর্দিনো। একটু পরই ছোট একটা টয়োটা বাসকে ছুটে আসতে দেখা গেল, গায়ে লেখা হারবার শাটল'। ওদের পাশেই থামল, দরজা খুলে নিচে নামল হাসিখুশি এক লোক, বয়স হবে ছাব্বিশ কি সাতাশ। 'আপনাদের মধ্যে ডার্ক পিট কে?'

'আমি।'

'মারভিন, কার্ল মারভিন। দেরি হওয়ায় দুঃখিত। ওশেন অ্যাঙলারের ভ্যান, হারবার মাস্টারের কাছ থেকে এটা ধার করে আনতে হলো' বলতে হলো না, মারভিন নিজেই ওদের ব্যাগগুলো বাসে তুলল। 'এয়ারপোর্ট থেকে ডক কাছেই, জার্নিটা আপনারা উপভোগ করুন।'

পিট আর মেইভ পাশাপাশি বসল, পরস্পরের হাত ধরে টিন এজারদের মত ফিসফিস করছে। ওদের সামনে, ড্রাইভারের সরাসরি পিছনের সীটে বসেছে জিওর্দিনো। তার হাতে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপের এরিয়াল ফটোগ্রাফ, পেন্টাগন থেকে চেয়ে এনে ওদেরকে দিয়েছে জেমস স্যানডেকার।

পাঁচ-সাত মিনিট পরই মেইন রোড থেকে বাঁক ঘুর ডক এরিয়ায় ঢুকে পড়ল বাস। বিশাল সব স্টোরেজ বিল্ডিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে একটা করে জেটি, প্রতিটি জেটির শেষ মাথায় একটা করে কার্গো ভেসেল নোঙর করা- বেশিরভাগই এশিয়ান শিপিং লাইন্স-এর। বিল্ডিং আর কার্গো ক্রেনগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিচ্ছে বাসের ড্রাইভার। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখে আরোহীদের প্রতিটি নড়াচড়া খেয়াল করছে সে। 'আরেকটা ওয়্যারহাউস পার হলেই ওশেন অ্যাঙলারকে দেখতে পাব আমরা,' উইন্ডশীল্ডের দিকে হাত তুলে অস্পষ্ট কি যেন একটা দেখাল ওদেরকে।

'আমরা চড়লেই নোঙর তুলে রওনা হবে জাহাজ?' জিজ্ঞেস করল পিট।

'ক্রুরা আপনাদের জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।'

ড্রাইভারের মাথার পিছনে তাকিয়ে আছে জিওর্দিনো, কপালে চিন্তার রেখা। 'জাহাজে আপনি কি ধরনের ডিউটি করেন?'

'আমি?' ঘাড় না ফিরিয়েই বলল মারভিন। 'ফিল্ম ক্রুদের সঙ্গে আছি, ফটোগ্রাফার।'

'ক্যাপটেন পল ডেম্পসেকে কেমন মনে হয়? ক্রুদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কেমন?'

পারফেক্ট ভদ্রলোক। সবার সঙ্গেই অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন।

মুখ তুলল জিওর্দিনো, দেখল রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে রয়েছে মারভিন। হাসল জিওর্দিনো, তবে মারভিন ড্রাইভিঙে মন দিতে হাসিটা মুখ থেকে মুছে গেল। সীটের আড়ালে একটা কাগজে কিছু লিখল সে, কাগজটা গোল পাকাল, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল পিটের দিকে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ল পিট। কাগজটায় জিওর্দিনো লিখেছে, 'এই ব্যাটা ভুয়া।'

সামনের দিকে ঝুঁকল পিট, ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে ফিসফিস করল 'কিভাবে বুঝছ?'

'ব্যাটা ওশেন অ্যাঙলার থেকে আসে নি,' নিচু গলায় বলল জিওর্দিনো। ওকে আমি কৌশলে বলিয়েছি যে ওশেন অ্যাঙলারের ক্যাপটেন পল। আসল ওশেন অ্যাঙলারের ক্যাপটেন জো রস।

'বিপদ।'

'তাছাড়া, ওশেন অ্যাঙলারতে শুধু সোনার টেকনিশিয়ান আর জিওফিজিসিস্টদের টীম আছে, কোন ফটোগ্রাফার নেই।'

'ড্রাইভার তাহলে আমাদেরকে সোজা নরকে নিয়ে যাচ্ছে, ফিসফিস করল পিট।

আলোচনায় সময় নষ্ট করার ফল হাতে নাতে পেল ওরা। একটা হাঁ করা দরজার ভেতর ঢুকে পড়ল বাস, দরজার দু'পাশে ডরসেট মাইনিং কোম্পানির ইউনিফর্ম পরা দু'জন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে। বাসটাকে অনুসরণ করল তারা রিমোটের বোতাম টিপে বন্ধ করে দিল দরজা।

'সব কি তাহলে ভেস্তে গেল?' জিজ্ঞেস করল পিট।

'এটা ঠাট্টা করার সময় না,' তিরস্কার করলো জিওর্দিনো, নিচু গলায় কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছে না। 'অ্যাটাকের প্ল্যান দাও।'

বৈঠকে বসে প্ল্যান তৈরি করার সময় কোথায়। অন্ধকার ওয়্যারহাউসের আরও গভীরে ঢুকে পড়ছে বাস। 'বন্ধু মারভিনকে ছাঁটাই করো, তারপর চলো বাস নিয়ে বেরিয়ে যাই।'

কাউন্টডাউনের অপেক্ষায় থাকল না, দু'পা এগিয়েই সীট থেকে ড্রাইভারকে শূন্যে তুলে ফেলল জিওর্দিনো, একটা হাত দিয়ে এন্ট্রি ডোর খুলে বস্তার মত ছুঁড়ে দিল বাইরে। যেন আগেই রিহার্সেল দেয়া আছে, লাফ দিয়ে ড্রাইভারের সীটে বসে

পড়েছে পিট, কার্পেট মোড়া ফ্লোরবোর্ডে চেপে ধরেছে অ্যাকসেলারেটার। সশস্ত্র একদল লোকের মাঝখান দিয়ে ছুটল বাস, ছিটকে সরে গেল তারা। সামনে জাপান থেকে আমদানি করা ইলেকট্রিক্যাল কিচেন সরঞ্জাম ভরা কার্ডবোর্ড বক্সের দুটো স্তূপ। আসন্ন সংঘর্ষ সম্পর্কে পিট যেন সচেতন নয়। বাক্স, টোস্টার, ব্লেন্ডার আর কফিমেকার, সব একযোগে বিস্ফোরিত হলো।

চওড়া একটা প্যাসেজে ঢুকে অকস্মাৎ ব্রেক কষে বাসের চাকাগুলো হড়কাবার সুযোগ দিল পিট, বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে; তারপরই একটা মেটাল ডোর লক্ষ করে ছুটল বাস, স্টিয়ারিং হুইলের নিচে মাথাটা নামিয়ে রেখেছে ও। কজা ভেঙে উড়ে গেল দরজার কবাট, ওয়্যারহাউস থেকে সগর্জনে লোডিং ডকে বেরিয়ে এল ওদের বাহন।

এদিকের ডকইয়ার্ড খালি। কিনারায় কোন জাহাজ দেখা যাচ্ছে না। একদল শ্রমিক জেটি মেরামত করছিল, একাধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে এই মুহূর্তে, সামনেই ব্যারিকেড। হর্ন দিল পিট, শ্রমিকদের এড়াবার জন্যে আবার বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে। ব্যারিকেডের শেষ প্রান্ত ঘেঁষে ছুটল বাস, শুধু পিছনের বাম্পারে ব্যারিকেডের একটা অবলম্বন আঘাত করল।

কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে পিটের কোন ধারণা নেই। রাস্তা পেলে হাইওয়েতে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু তার আগে ডক এরিয়া থেকে বেরিতে তো হবে। হঠাৎ সামনে পড়ল লম্বা একটা ট্রাক, পিছনে ট্রেলার। এড়াবার চেষ্টা করল পিট, সফল হলো আংশিক। ট্রেলারের পিছনটা চুরমার করে দিল বাস।

'সামনে যা পড়বে তাই ভাঙতে হবে?' জিজ্ঞেস করল জিওর্দিনো, রাগ চেপে রাখতে পারছে না। বাসের মেঝেতে বসে আছে সে, এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে মেইভকে।

'দুঃখিত,' বলল পিট। কেউ আহত হয়েছে

'এত জায়গায় চামড়া ছড়ে গেছে, কেস করলে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আপনাকে,' বলল মেইভ ভয়ে চেহারাটা নীল হয়ে গেলেও কৌতুক করতে পারায় নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল সে।

কপালে সদ্য তৈরি আলুটার দিকে মেইভের দৃষ্টি আকর্ষণ করল জিওর্দিনো 'মানতেই হবে যে আপনার বাবার রসবোধ আছে। আমরা আসব জেনেই তাঁর এই সারপ্রাইজ দেয়ার চেষ্টা।

'নুমার নিশ্চয়ই কেউ তাঁর ঘুষ খায়,' চট করে একবার মেইভের দিকে তাকিয়ে বলল পিট। 'নাকি আপনিই তাঁকে জানিয়েছেন?'

'আমি না,' জোর দিয়ে বলল মেইভ।

ঘাড় ফিরিয়ে বাসের পিছন দিকে তাকাল জিওর্দিনো। 'একজোড়া কালো ভ্যান, পিট। পিছু নিয়েছে।

'পুলিশ নয় তো?'

'না।'

একটা প্যাসেজ দেখে ভেতরে ঢুকল পিট। ঢোকার পর বুঝতে পারলো ভুল হয়ে গেছে। প্যাসেজটার শেষ মাথায় পরিত্যক্ত একটা জেটি। 'আমরা ফাঁদে পড়েছি!,

'ওরাও জানে,' বলল জিওর্দিনো। 'ভ্যান দুটো দাড়িয়ে ড়েছে প্যাসেজের মুখে। যে-কোন মুহূর্তে নিচে নেমে বিজায়ীরা উল্লাসে ফেটে পড়বে।'

'মেইভ?' জিজ্ঞেস করল পিট।

'হ্যাঁ, বলুন।' বাসের সামনে চলে এল সে।

'আপনি দম আটকে কতোক্ষণ থাকতে পারেন?'

'ঠিক জানি না, সম্ভবত এক মিনিট।

'অ্যাল, কি করছে ওরা?'

হেঁটে এদিকে আসছে, হাতে হকিস্টিক।'

'ওরা আমদেরকে জ্যান্ত করতে চায়,' বলল পিট। 'ঠিক আছে, গ্যাং, শক্ত হয়ে বসে পড়ো সীটে।

'কি করতে চান আপনি' ব্যকুলসুরে জানতে চাইল মেইভ।

'অ্যাল, বলল পিট, 'সব ক'টা জানালা খুলে দাও। আমি চাই বাস যেন পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায়, এটা ইঁটের মত।' মেইভের দিকে তাকাল ও। 'আমরা ডুব সাঁতার দেব।'

'পানি কি গরম,?' জিজ্ঞেস করল মেইভ। ঠাণ্ডা পানিকে আমি সাপের মত ভয় পাই।'

'বড় বড় শ্বাস টেনে ব্লাডস্ট্রীমে বেশি করে অক্সিজেন জমা করুন,' বলল পিট 'ডাইভ দেয়ার সময় ফুসফুস ভরে নেবেন।

'ডুব সাঁতারে আপনাকে আমি হারিয়ে দেব, ' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল মেইভ।

ওভারনাইটব্যাগ খুলে একটা নাইলন প্যাকেট বের করল পিট, প্যান্টের পকেটে ঢোকার।

'ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে,' শান্ত গলায় সতর্ক করল জিওর্দিনো। একটা লেদার কোট পরল পিট, গলা পর্যন্ত চেইন টেনে ঘুরল, দু'হাত শক্ত করে ধল স্টিয়ারিং হুইল। তৈরি হও তোমরা। জেটির ওপর দিয়ে এগোল বাস। শেষ মাথায় পৌঁছে নিখুঁত ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল।

একবার বেসে উঠল টয়োটা, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আবার ডুবে গেল। ডকের কিনারায় পচুটে এসে বুমারে সিকিইরটি গার্ডরা দেখে পানি থেকে বুদ্বুদ আর বাষ্প উঠছে, বাস বা আরোহীদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তারা, পানির ওপর যদি কিছু ভেসে ওঠে। ঘোলা পানি এক সময় শান্ত হয়ে এল। জেটিতে না উঠে ডক থেকেই ফিওে গেল লোকগুলো।

পিটের অনুমান, ডকে যখন বড় কার্গো শিপ ভেড়ে, পানির গভীরতা এখন পনেরো মিটারের কম হবে না। হারবারের তলায় নুমা কাদায় ডুবে গেল বাস, ঘন মেঘের মত চারদিক থেকে উথলে উঠল পলি। স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়ে পিছু হটল পিট, ঘুরে বসার পিছন দিকে চলে আসছে মেইভ আর জিওর্দিনো জখম না হয়ে জানালা গলে বেরুতে পেরেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে। ওরা পালিয়েছে বুঝতে পেরে খুশি হয়ে উটল মন, একটা জানালা গলে ঘন কাদা ঘোলা পানিতে বেরিয়ে এল. পা ছুঁড়ছে অনবরত।

খানিকটা পরিষ্কার পানিতে এসে পাইলিং, জেটি দেখতে পেল পিট, দৃষ্টিসীমা এখন প্রায় বিশ মিটার। চারমিটার সামনে একজোড়া মূর্তি দেখা গেল, ঘোলা পানিতে দূত সাঁতার কাটছে। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল পিট, মেঘে ঢাকা আকাশের আলো ভাঙাচোরা আর ঝাপসা লাগল চোখে। সাঁতরে পাইলিং আর জেরি ডগায় চলে আসতে পানি হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠল। গভীর ছায়ার ভেতর মূর্তি দুটোকে আপাতত হারিয়ে ফেলেছে। ফুসফুসে বাতাসের অভাব, ব্যথা করছে বুক। বোধহয় সারফেসের দিকে উঠতে হচ্ছে ওকে। একটা হাত মাথার ওপর তুলে রেখেছে, ধারাল কিছু যাতে খুলিতে না লাগে। ভাসমান আবর্জনার মাঝখানে মাথা তুলল ও। ঘন ঘন শ্বাস নিল বার কায়েক, তারপর মেইভ আর অ্যালের খোঁজে আধ পাক ঘুরল। ওর ঠিক পিছনে, খানিকটা দূরে, হাবুডুবু খাচ্ছে তারা।

কাছে চলে এল পিট, লক্ষ করল ওকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেইভের চেহারা 'বলিনি, ডুব সাঁতারে আপনাকে আমি হারিয়ে দেব?' ফিসফিস করল সে।

পিটও নিচু গলায় বলছে, 'ইচ্ছে দেরি করে স্টার্ট নিই।'

'মনে হয় না কেউ আমাদেরকে দেখেছে,' বিড়বিড় করল অ্যাল। 'ঘোলা পানি থেকে বেরুবার আগেই আমি ডকের তলায় পৌঁছে যাই।'

'এখন কি করব আমরা?' জানতে চাইল মেইভ।

পিটের দিকে তাকাল মুর‍্যান্ড। 'বলো' 1

'ডুব সাঁতার দিয়ে এক জেটি থেকে আরেক জেটিতে যেতে হবে,' বলল পিট। 'যতক্ষণ না ওঠার জন্য নিরাপদ কোন জায়গা পাই।'

'কাছাকাছি যদি কোন জাহাজ পাই, উঠতে অসুবিধে কি?' জিজ্ঞেস করল জিওর্দিনো।

মেইভকে সন্দিহান দেখাল। 'ড্যাডির গুণ্ডারা টের পেলে ক্রুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে আমাদের।'

'লোকাল অথরিটি আমাদেরকে সাহায্য করবে না?' মেইভের দিকে তাকাল মুর‍্যান্ড। 2

মাথা নাড়ল পিট, চুলের ডগা থেকে এক পশলা বৃষ্টি হলো। একটা জাহাজের ক্যাপটেন বা ডক পুলিশ কার কথা বিশ্বাস করবে-কাদামাথা তিনটে ইঁদুরের, নাকি যারা রনি ডরসেটের প্রতিনিধিত্ব করছে?

'আমাদেরকে পাত্তাই দেবে না,' স্বীকার করল জিওর্দিনো।

'একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় ওশেন অ্যাঙলার।'

'কিন্তু, মেইভ বলল, 'ওরা আশা করবে ওখানেই আমরা যাব।'

'ওশেন অ্যাঙলার থেকে ওরা আমাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, এত সহজ।

'বাজে তর্ক,' বলল জিওর্দিনো। 'ওশেন অ্যাঙলার কোথায় নোঙর ফেলেছে তাই তো আমরা জানি না।'

বন্ধুর দিকে তাকাল পিট, চোখে তিরস্কার। 'তুমি দেখছি মানুষকে শুধু হতাশ করতে জানো।

'ওশেন অ্যাঙলারের খোল কি আসমানী রঙের? আইস হান্টারের মত, কেবিনগুলো সাদা জানতে চাইল মেইভ।

'নুমার সব জাহাজের কালা স্কীম একই রকম,' জবাব দিল জিওর্দিনো।

'তাহলে আমি ওটাকে দেখেছি। ষোলো নম্বর জেটিতে বাঁধা আছে।

'হার মানলাম। ষোলো নম্বর জেটি কোন দিকে?

'উত্তর দিকে, চার নম্বরটা,' জবাব দিল পিট।

'কিভাবে জানলে?'

ওয়্যারহাউসের গায়ে সাইন দেখে। আমরা উনিশ নম্বর জেটি ছাড়িয়ে বিশ নম্বরে ঢুকেছিলাম।'

'তাহলে দেরি করছি কেন?' জানতে চাইল জিওর্দিনো। 'ওদের মাথায় ঘিলু থাকলে ড্রাইভার নামিয়ে লাশ খুঁজতে আসবে–সে কোন মুহূর্তে।'

পাইলিঙের ভেতর দিয়ে সাবধানে সাঁতার কাটছে ওরা। ডকে যদি আর্থারের লোকজন থাকেও, তাদেরকে ওরা দেখতে পাচেছ না। বিশ নম্বর জেটির গোড়ায় পৌঁছল তিনজন, তারপর ডক ইয়ার্ডের দু'মুখ খোলা মূল পথের নিচেটা পার হলো- এই পথ সমস্ত লোডিং ডককে ছুঁয়ে গেছে–বাঁক ঘুরল ষোলো নম্বর জেটির দিকে। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পার করে দিয়ে জেটির নিচে পানিতে প্রতিবিম্বিত আসমানীরঙের খোল দেখতে পেল মেইভ। 'পেয়েছি! পেয়েছি! আনন্দে উল্লসিত হলো সে।

'প্রাইজমানির আশায় থাকলে ঠকতে হতে পারে,' সাবধান করল পিট। 'ও দেখেন হয়তো আপনার ড্যাডির লোকজন ডকে গিজগিজ করছে।'

পাইলিং থেকে জাহাজটার খোল মাত্র দু'মিটার দূরে। পানি থেকে ওশেন অ্যাঙলারের বোডিং র‍্যাম্পের সরাসরি নিচে পৌঁছল পিট। জাহাজে ওঠার আগে পাইলিং ধরে শরীরটা পানির ওপরে তুলল, উঁকি দিল ডকে।

বোডিং র‍্যাম্পের চারদিক একদম খালি, তবে আর্থার ডরসেটের একটা সিকউরিটি ভ্যান জেটির সবচেয়ে কাছাকাছি এন্ট্রির মুখে পার্ক করা রয়েছে। চারজন লোককে দেখা যাচ্ছে, ওশেন অ্যাঙলারের উল্টোদিকে নোঙর ফেলা একটা জাহাজের পাশে কয়েকটা কার আর কার্গো কন্টেইনারের মাঝখানে। ডকের কিনারা থেকে মাথা নামিয়ে নিচু স্বরে কথা বলল ও, 'প্রায় আশি মিটার দূরে জেটির মুখে পাহারা বসিয়েছে ওরা। বাধা দেয়ার আগেই জাহাজে উঠে পড়ব আমরা।

কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে হয় না, বোডিং র‍্যাম্প বেয়ে ওশেন অ্যাঙলারের ডেকে উঠে এল ওরা। প্রথমে উঠল মেইভ, পিছু নিয়ে জিওর্দিনো আর রান। খোলা ডেকে ওঠার পর অস্বস্তিবোধ করল পিট, মনটা কেন যেন খুঁত খুঁত করছে। জেটির মুখ থেকে লোকগুলো অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে দেখে সন্দেহ আরও বাড়ল ওর। কোন তাড়া নেই, চিৎকার-চেঁচামেচি নেই, ওরা যেন জানত যে পানি থেকে সরাসরি ওশেন অ্যাঙলারতেই উঠবে প্রতিপক্ষ। কে পুরোপুরি খালি কেন? পিটের মনে বিপদ সঙ্কেত বাজছে। কোথাও মারাত্মক একটা গোলমাল আছে। একটা ওয়ার্কিং শিপের ডেকে ক্রুরা কেউ একজন থাকতে বাধ্য। বোটিক সাবমারসিবল, সোনার ইকুইপমেন্ট পানির গভীরে সার্ভে সিস্টেম নামানোর জন্যে প্রকাণ্ড উইঞ্চ, সবই নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে। এসব দুর্লভ সরঞ্জাম বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়াররা নাড়াচাড়া করছে না, এ অবিশ্বাস্য। অসহায় বোধ করছে পিট, জানে না পালাবার সময় পাবে কিনা, এই সময় কম্পানিয়নওনের একটা দরজা খুলে গেল, তারমধ্য থেকে বেরিয়ে এল পরিচিত একটা মূর্তি।

'আবার আমাদের দেখা হলো, মি. পিট,' ভুরু ও চোখ কুঁচকে বলল জন মার্চেন্ট। 'আপনি দেখছি হাল ছাড়ার পাত্র নন।'

২৪.

ইউনিফর্ম পরা একদল সশস্ত্র লোক লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ঘিরে ফেলল ওদেরকে। চেহারা দেখে কিছু বোঝা না গেলেও, প্রবল হতাশা গ্রাস করল পিটকে, উপলব্ধি করল মেয়েকে হাতে পাবার পর আর্থার ডরসেট এখন ওকে আর জিওর্দিনোকে খুন করবেন। এখানে তিনি উপস্থিত না থাকলেও, ওরা ধরা পড়লে কি করতে হবে তা নিশ্চয়ই মার্চেন্টকে তাঁর বলা আছে। কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে দেখার জন্যে আড়চোখে অ্যালের দিকে তাকাল পিট। না, বন্ধুর চেহারায় কোন ভাবই ফোটে নি। জিওর্দিনো মার্চেন্টের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন একটা কফিন দেখছে। মার্চেন্টও মাপছে জিওর্দিনোকে, ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি।

মেইভের কাঁধে একটা হাত তুলল পিট। চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেও, মেইভ তা পারছে না। মাথাটা কাত করল সে, পিটের কাঁধে ঠেকাল। মেইভ নিজের জন্যে ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে পিট আর জিওর্দিনো কথা ভেবে, কারণ জানে ওদেরকে নিয়ে তার বাবা কি করবেন।

'ক্রুরা কোথায়?' মার্চেন্টকে জিজ্ঞেস করল পিট, লক্ষ করল লোকটার হাতের উল্টো দিকে ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে। ওদেরকে আপনি কোথায় রেখেছেন?'

'জাহাজে ছিল মাত্র পাঁচজন, যার যার কোয়ার্টারে আটকে রেখেছি।'

'পাঁচজন মানে?

'পাঁচজনই। বাকি সবাই মি. ডরসেটের দেয়া পার্টিতে যোগ দিতে গেছে। ওশেন অ্যাঙলারের ক্রুদের সম্মানেই পার্টিটা, ওয়েলিংটনে সবচেয়ে দামী হোটেলে। মাইনিং কোম্পানি হিসেবে ডরসেট কনসোলিডেটেড-এর সুনাম আছে না, তার মালিক দাওয়াত দিলে কে না যেতে চাইবে।'

'তারমানে সব রকম প্রস্তুতিই নেয়া ছিল। কে আপনাদের জানিয়েছে যে আমরা এখানে আসছি?'

'একজন জিওলজিস্ট। আমি তার নাম জানি না। নুমার আন্ডারওয়াটার মাইনিং প্রজেক্ট সম্পর্কে সে-ই মি. ডরসেটকে তথ্য দেয়। সারা দুনিয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর সরকারের ভেতর এ-ধরনের বহু লোক রাখতে হয় আমাদেরকে।'

'করপোরেট স্পাই নেটওয়ার্ক।'

'খুব দক্ষও। আপনি ওয়াশিংটনের ল্যাংলি থেকে কখন প্লেনে উঠেছেন তা-ও আমরা জানি।

সশস্ত্র গার্ডরা ওদের তিনজনের কাছাকাছি আসছে না। 'লোহার শেক, হাতকড়া, এ-সব কই?'

'মিস ডরসেট হুকুম দিয়েছেন, জখম করা যাবে শুধু যদি আপনারা পালাতে চেষ্টা করেন।'

'হ্যাঁ, বাবা, মেয়ে বটে একখানা,' কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল পিট। 'আমার ধারণা, ছোটবেলায় বোদিকা তার পুতুলদেরও টরচার করত।'

'তা সে যাই হোক, আপনাদের জন্যে খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্ল্যান করেছেন মিস বোদিকা।'

'আপনার খুলির কি অবস্থা?' জানতে চাইল পিট।

'অবস্থা খারাপ হলে কি আপনাকে ধরার জন্যে এত দূর আসতে পারতাম?'

'কৌতূহল আর সাসপেন্স ধরে রাখতে পারছি না। এখান থেকে কোথায় যাব আমরা?'

'মিস ডরসেট এখুনি চলে আসবেন। আপনাদেরকে ইয়টে তোলা হবে।'

'ফ্লোটিং ভিলাটার তো কুনঘিট দ্বীপে থাকার কথা, বলল পিট।

'ছিল, ক'দিন আগে।' হাসল মার্চেন্ট। 'মি. ডরসেটের এই ইয়টে চারটে টার্বোচার্জড ডিজেল ইঞ্জিন আছে, সব মিলিয়ে আঠারো হাজার হর্স পাওয়ার। আশি টন ওজন ঘণ্টার একশো বিশ কিলোমিটার স্পীড। মি. ডরসেট ইয়টটা মিস ডরসেটকে দান করেছেন, মিস ডরসেট ওটার সাহায্যে কোম্পানির ছোটখাট স্বার্থ উদ্ধার করেন।

'বোদিকা সম্পর্কে আমার তেমন কোন আগ্রহ নেই,' হঠাৎ মুখ খুলল জিওর্দিনো। 'আমি মি. ডরসেট সম্পর্কে জানতে চাই। মন-খুশির জন্যে হীরে গোণা ছাড়া আর কি করেন তিনি?'

দপ করে জ্বলে উঠল মার্চেন্টের চোখ দুটো, নিভে গেল মুখের হাসি। 'আপনাদের এসব কৌতুক মি. ডরসেটকে স্পর্শ করবে না, বলল সে। 'তার আগে মিস ডরসেটই আপনাদের ব্যবস্থা করবেন।'

অবিশ্বাস্য গণিতে এক টানা ত্রিশ ঘণ্টা ছোটার পর শক্তিশালী টার্বোডজেল এখন ভোঁতা আওয়াজ করছে, গতি হারিয়ে শান্ত ঢেউ আর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে ইয়ট। নিউজিল্যান্ডের তীররেখা অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে। উত্তর আর পশ্চিমে কালো মেঘ জমেছে, কিনারায় মাঝে মধ্যেই ঝলসে উঠছে বৈদ্যুতিক নকশা, ঢাকের বাদ্যির মত গুরু-গুরু আওয়াজ ভেসে আসছে। দক্ষিণ আর পূর্ব দিকে কোন মেঘ নেই, স্বচ্ছ নীল পরিষ্কার আকাশ।

পিট আর জিওর্দিনো রাতটুকু, তারপর আজ দুপুর পর্যন্ত, ইঞ্জিন রুমের পিছনে ছোট একটা সাপ্লাই কম্পার্টমেন্টে কাটিয়েছে। কামরাটা এত ছোট যে ডেকে হাঁটু ভাঁজ করে বসতে হয়েছে। বেশির ভাগ সময় জেগেই ছিল পিট, মনটাকে শক্ত আর মগজটাকে সচেতন রেখেছে। হার মানতে রাজি নই, এরকম একটা মনোভাব নিয়ে কামরাটার দরজা ফ্রেম থেকে কব্জা সহ ভেঙে ফেলেছিল জিওর্দিনো। যদিও তাতে কোন লাভ হয়নি। দরজা ভাঙার পর চারজন গার্ডের সামনে পড়তে হয় তাকে, একজন অটোমেটিক রাইফেল ঠেকায় তার নাভিতে। ব্যর্থ হয়ে ডেকে কুণ্ডলী পাকায় সে, দরজাটা মেরামত করার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

পিট ভাবছে, এখনও ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কারণ কি? যেন ওর প্রশ্নের জবাব দিতেই দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল জন মার্চেন্ট। হাসিখুশি লাগছে তাকে 'এবার অন্য একটা ভেসেলে উঠতে হয় আপনাদের।'

'বোট বদলাতে হবে? কেন?'

'কেন? হাহ্। একটু পরই বুঝতে পারবেন।'

জিওর্দিনো বলল, 'আশা করি এটার চেয়ে ভাল সার্ভিস পাব ওখানে। নতুন বোটে আমাদের ল্যাগেজগুলো যেন পাই।'

অ্যালের কথায় কান দিল না মার্চেন্ট। 'তাড়াতাড়ি করুন, প্লীজ। অপেক্ষা করিয়ে রাখলে মিস ডরসেট আবার রেগে যান।'

স্টার্ন ডেকে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে। গার্ডদের ছোট একটা দল পাহারায় রয়েছে। অটোমেটিক রাইফেল তো আছেই, তবে কয়েকজনের হাতে হকিস্টিকও দেখা যাচ্ছে। পিট ধারণা করল, আয়োজনটা খুন করার নয়। হাতঘড়ি দেখল, এগারোটা বাজে। সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে ও, তবে মাথার ওপরের মেঘ থেকে দু' এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরল গায়ে।

একটা ওভারহ্যাঙ-এর নিচে বসে রয়েছে দিদ্রে, সামনে টেবিল। টেবিলের ওপর সুস্বাদু খাবারদাবার, প্রতিটি ডিশ উপচে পড়ার অবস্থা। তার দুই কনুইয়ের পিছনে ইউনিফর্ম পরা দু'জন অ্যাটেনড্যান্ট দাঁড়িয়ে-একজন ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ওয়াইনগ্লাস ভরছে, আরেকজন ব্যবহৃত ডিশ বদলাচ্ছে। দশজনের খাবার নিয়ে একাই বসেছে বোদিকা। মেইভকে খুঁজল পিট, কিন্তু দেখতে পেল না কোথাও।

'বিদায় জানাতে হচ্ছে বলে দুঃখিত', ক্যাভিয়ার ভরা টোস্টে কামড় দিয়ে বলল বোদিকা। 'আমার খুব ইচ্ছে ছিল আপনাদের দু'জনকে নিয়ে একটু খেলি, কিন্তু বাবা তাগাদা দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপদ দূর করতে হবে।'

'তুমি জানো না, ক্যাভিয়ার বয়কট করা উচিত?' জিজ্ঞেস করল পিট। 'পোচারদের কল্যাণে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে....।'

'সেজন্যেই শুধু ধনী লোকজন কেনার সামর্থ্য রাখে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ফাঁকা সাগরের দিকে তাকাল পিট, আসন্ন ঝড়ের মুখে ভয়ঙ্কর আর কুৎসিত লাগছে। 'শুনলাম অন্য একটা বোটে উঠব আমরা?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সেটা?'

'ইয়টের পাশে ভাসছে।

'ও।' পিট একদম শান্ত। 'ও, আচ্ছা। তোমার প্ল্যান তাহলে আমাদেরকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া?'

ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁটের কোণ মুছল বোদিকা। 'ইঞ্জিন ছাড়া খুব ছোট একটা বোট যোগাড় করা গেছে, সেজন্যে দুঃখিত। তবে আইডিয়াটা আমার নয়– বাবার।'

চোখ তুলে একজোড়া হাই-পারফরম্যান্স পাওয়ারবোটের দিকে তাকাল জিওর্দিনো, ইয়টের আপার ডেকে ঝুলছে। 'তোমার উদারতায় আমার মুগ্ধ।'

'আর্থারের জায়গায় আমি হলে মৃত্যুদণ্ড দিতাম', বলল বোদিকা। 'কি কারণে জানি না, সে আপনাদেরকে বাঁচার একটা দিচ্ছে।'

'এটাকে বাঁচার সুযোগ বলে?' তিক্ত হাসল পিট। 'সাগরের এদিকে কোন জাহাজ চলাচল করে না। তাছাড়া, বড় একটা ঝড় আসছে। আর কিছু না হোক, কিছু কাগজ-কলম দিতে পারতে, আপনজনদের শুভেচ্ছা জানাতাম।'

'আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। গুড বাই, মি. পিট। গুড বাই, মি. জিওর্দিনো। বন ভয়েজ।' মার্চেন্টের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল বোদিকা। 'ওদেরকে বোটে নিয়ে যাও।'

রেইলিং-এ বসানো গেট দেখাল মার্চেন্ট।

এগিয়ে এসে ডেকের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল পিট। ইয়টের পাশে একটা সেমি-ইনফ্লোটেবল বোট ঢেউয়ের তালে তালে ওঠা-নামা করছে। তিন মিটার লম্বা, দুই মিটার চওড়া, ফাইবারগ্লাস ভি-হাল। সেন্ট্রাল কমপার্টমেন্টে কোন রকমে চারজনের জায়গা হতে পারে– আউটার ফ্লোটেশন টিউব বোটের অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে। এক সময় বোটে একটা আউটবোর্ড ইঞ্জিন ফিট অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে। এক সময় বোটে একটা আউটবোর্ড ইঞ্জিন ফিট করা ছিল, সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেন্ট্রাল কনসোল থেকে এখনও কন্ট্রোল কেবল ঝুলছে। ভেতরটা ফাঁকা, শুধু পিটের লেদার জ্যাকেটে মোড়া একটা মূর্তি এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে।

পিটের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। মার্চেন্টের ইয়টিং জ্যাকেটের কলারটা মুঠোয় চেপে ধরল, হ্যাঁচকা টান দিয়ে এক পাশ থেকে আরেক পাশে সরিয়ে আনল, রোগা-পাতলা মার্চেন্ট যেন একটা কাকতাড়ুয়া। ছুঁড়ে তাকে ফেলে দিল ও, কেউ বাধা দেয়ার আগেই ডাইনিং টেবিলের দিকে ছুটে দিল। চিৎকার করে বলল, 'মেইভ কেন?'

গার্ডদের দিকে তাকাল বোদিকা। সবাই যে যার অস্ত্র পিটের দিকে তাক করে রেখেছে, বোদিকা হুকুম দিলেই ঝাঁঝরা করে দেবে। ঠোঁটে পিশাচিনীর হাসি। 'মেইভ কেন মানে? আমি চাইছি, তাই।'

'আর্থার ডরসেট তাঁর মেয়েকে এভাবে সাগরে ভাসিয়ে দেবেন? এ আমি বিশ্বাস করি না!' পিট হতভম্ব, দাঁড়িয়ে পড়েছে।

' বাবার এখানে কোন ভূমিকা নেই', বলল বোদিকা। 'তাকে বলা হবে, ডাইনীটা স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে গেছে।'

'তারমানে মেইভ আর তার ড্যাডির বিরুদ্ধে এটা একটা ষড়যন্ত্র।'

'আমি স্রেফ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি', বলল দিব্রে, সারা মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'মেইভ না থাকলে বাবার সমস্ত সয়-সম্পত্তির মালিক এক সময় একা আমি হব।' পিট লাফ দেবে বুঝতে পেরে চিৎকার করল সে, 'মারো ওকে! সামলাও!'

সত্যি সত্যি লাফ দিয়েছে পিট, কিন্তু ও শূন্য থাকতেই একজন গার্ড রাইফেলের বাঁট দিয়ে কাঁধের ওপর প্রচণ্ড বাড়ি মারল।

টেবিলের সামনে ভারী বস্তার মত পড়ল পিট, ব্যথায় গোঙাচ্ছে, সর্ষে ফুল দেখছে চোখে। যেন পো মোশনে নড়ছে ও, ডেক থেকে হাত লম্বা করে টেবিল ক্লদের ঝুল ধরে টান দিল। গ্লাস, ছুরি, ফর্ক, চামচ, সার্ভিং ডিশ আর প্লেট, সব

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভাঙচুরের আওয়াজ থামে নি, ডেকের ওপর সোজা হলো পিট। লাফ দেয়ায় অতিকায় দৈত্যের মত লাগছে ওকে। টেবিলের মাঝখানে পড়ল। ব্যথায় এখনও কাতর আওয়াজ করছে ও। হাত বাড়িয়ে নাগাল পেয়ে গেল বোদিকার সরু গলাটা। বোদিকা তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে, পিটের চোখে লম্বা নখ ঢোকাবার চেষ্টা করছে। পিটের হাত তার গলায় চেপে বসল। আরেকটু জোরে, আরেকটু জোরে, মনে মনে বলছে পিট। বুঝতে পারছে, হাতে তেমন জোর পাচ্ছে না। কাঁধের ব্যথাটা অসম্ভব দুর্বল করে ফেলছে ওকে। পরমুহূর্তে অনুভব করল পাথর বৃষ্টির মত ঘুসি পড়ছে শরীরে, কয়েকজন মিলে মারছে-প্রতিটি হাড় যেন ভেঙে ফেলবে। সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল পিট, তারপর অন্ধকার হয়ে গেল।

সজাগ হবার পর পিট ভাবল, ও বোধহয় মাটির তলায় পাতালে রয়েছে, অথবা কোন গুহায়। এখানে শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, অথবা সে অন্ধ হয়ে গেছে। মরিয়া হয়ে একটা পথ খুঁজছে, কিন্তু মনে হলো গোলকধাঁধার ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছে। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারবে না, হঠাৎ ঠিক এক পলকের জন্যে অনেক দূরে সামনে ক্ষীণ একটু আলো দেখতে পেল। হাত বাড়িয়ে নাগাল পেতে চাইল পিট, দেখল আকাশের গায়ে কালো মেঘে পরিণত হলো সেটা।

'সকল প্রশংসা তাঁর, তিনি পরম করুণাময়-মৃত্যুর পর প্রাণ ফিরে পাবার দ্বিতীয় ঘটনা এটা', যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল অ্যালের গলা। 'তবে আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে মৃত্যু আবার ওকে ছিনিয়ে নেবে, এবার ওর সঙ্গে আমাদেরকেও।

ধীরে ধীরে যত সচেতন হচ্ছে পিট ততই ইচ্ছে হচ্ছে অভিশপ্ত গোলকধাঁধায় আবার ফিরে যায়। শরীরের প্রতি সেন্টিমিটার প্রচণ্ড ব্যথায় দপ-দপ করছে। খুলি থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্রতিটি হাড় যেন ভাড়া। বসার চেষ্টা করল পিট তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠে বাদ দিল চেষ্টাটা। ওর মুখ আর গলায় হাত বুলাল মেইভ। 'পিট! পিট, আমি মেইভ। নড়বে না, প্লীজ। লক্ষ্মী, নড়লে তুমি কষ্ট পাবে।'

মেইভের চোখে তাকাল পিট। সেখানে রাজ্যের উদ্বেগ আর কাতরতা। কি ঘটছে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল ও। প্রথমে ওর কপালে, তারপর ওর চোখে, সবশেষে ওর ঠোঁটে হালকা চুমো খাচ্ছে মেয়েটা। তীব্র যন্ত্রণা একদম হালকা হয়ে গেল। 'আমারই বোকামি, তাই না?' বিড়বিড় করলও। 'সবার জন্যে বিপদ ডেকে আনলাম।'

'না-না! এ সত্যি নয়। দায়ী আসলে আমি। আমার কারণেই তোমরা আজ এখানে।'

'প্রথমে তোমাকে আচ্ছামত ধোলাই দেয় মার্চেন্টের লোকজন, তারপর ধাক্কা মেরে ইয়ট থেকে বোটে ফেলে দেয়', বলল জিওর্দিনো। 'দুঃখিত, আমি কাঁদিনি। সময় পেলাম কোথায়, তোমার সেবায় ব্যস্ত ছিলাম না!'

মেইভের কাঁধে ভর দিয়ে বসল পিট। 'বোদিকা?'

'তার একটা চোখে রক্ত দেখেছি, ওটা বোধহয় নষ্টই হয়ে গেছে।'

'তোমাকে যখন গার্ডরা মারধর করছিল, মার্চেন্ট আর একজন গার্ড ধরাধরি করে কেবিনে নিয়ে যায় তাকে', বলল মেইভ। 'বোদিকার জখম কতটা সিরিয়াস মার্চেন্ট সম্ভবত তা বুঝতে পাওে নি, তা পারলে তোমাকে হয়তো মেরেই ফেলত।'

পিটের চোখ দুটো ফুলে আছে, গোমড়ামুখো খালি সাগরের ওপর দৃষ্টি বুলাল। 'ওরা চলে গেছে?'

'ইয়টটা আমাদেরকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছিল', বলল জিওর্দিনো। 'ঝড় আসছে দেখে পালিয়ে গেল। তবে বেঁচে গেছি আমাদের এই ভেলায় রাবার ফ্লোট থাকায়। ইঞ্জিন ছাড়া এটাকে ভেলাই বলতে হয়। ইয়টের বোটে ধাক্কা খেয়ে ফুটবলের মত ফিরে এসেছে বারবার। একবার উল্টে গেলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত।'

'এই মুহূর্তে আমরা তাহলে অসহায়?' আবার সাগরের ওপর চোখ বুলাল পিট। 'ঠিক কি আশঙ্কা করছি?'

'আবহাওয়া সম্পর্কে আমার শিক্ষা বলছে', আঙুল তুলে উত্তর-পশ্চিম দিকটা দেখাল জিওর্দিনো, 'টাইফুন বা সাইক্লোন যে পথে আসবে সেই পথের ওপর বসে আছি আমরা-নির্ভর করে ভারত মহাসাগরের কত কাছাকাছি রয়েছি তার ওপর।'

কুৎসিতদর্শন কালো মেঘ, ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমকের পিছু ধেয়ে আসা গুরুগম্ভীর গর্জন, আর প্রতি মুহূর্তে প্রবল বাতাসের গতিবৃদ্ধি পিটের মনটাকে শঙ্কিত করে তুলছে। জীবন আর মৃত্যুর ব্যবধান পিঁয়াজ-রসুনের খোসার চেয়ে বেশি পুরু নয়। এরই মধ্যে আকাশ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে সূর্যকে, সাগর যেন ছাই মেখেছে। মনে হলো তুমুল আলোড়ন খুদে বোটটাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রাস করে ফেলবে।

পিটের মধ্যে এখন আর কোন ইতস্তত ভাব নেই। 'প্রথমে একটা সী অ্যাংকার দরকার', তাগাদার সুরে বলল। 'মেইভ, আমার লেদার জ্যাকেটটা দাও। অ্যাল, দেখো রশি আর ভারী কিছু পাও কিনা। বোটকে টেনে রাখে এমন কিছু একটা তৈরি করতে হবে, ঝড় উঠলে যাতে উল্টে না যায়।'

কথা না বলে গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে দিল মেইভ। সীটের নিচে ছোট একটা স্টোরেজ লকার খুলে ভেতরটা হাতড়াচ্ছে জিওর্দিনো। মরচে ধরা গ্র্যাপলিং হুক লাগানো দুই প্রস্থ নাইলন রশি পেল সে, একটা পাঁচ মিটার লম্বা, আরেকটা তিন মিটার। জ্যাকেটটা মেলল পিট, ভেতরে ভরল সবার জুতো, গ্র্যাপলিং হুক, পুরানো কিছু ইঞ্জিন পার্টস, আর স্টোরেজ লকার থেকে অ্যালের উদ্ধার করা ভারী কিছু টুলস। ভারী একটা বান্ডিল তৈরি হলো, ছোট রশিতে বেঁধে ফেলে দেয়া হলো

পানিতে। বান্ডিলের সঙ্গে জোড়া লাগানো হয়েছে দ্বিতীয় রশিটাও, সেটা খুলে নেয়া আউটবোর্ড ইঞ্জিনের অকেজো কন্ট্রোলের সঙ্গে জড়ানো হলো। 'বোটের মেঝেতে শুয়ে পড়ো সবাই', নির্দেশ দিল পিট, লাইনের বাকি অংশ সেন্ট্রাল কনসোলের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। 'লূপ বানিয়ে কোমরে জড়াও লাইনটা, বোট উল্টে গেলেও আমরা যাতে ভেসে না যাই।'

বয়ান্সি টিউবের ওপর দিয়ে দিগন্ত থেকে ছুটে আসা রোমহর্ষক ঢেউগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল পিট, সাপের মত ফণা তুলে আবার নত হচ্ছে। সাগর একই সঙ্গে কুৎসিত ও সুন্দর। মিশমিশে কালো আকাশে ছুটোছুটি করছে অগুনতি বিদ্যুৎ রেখা, এক হাজার ঢাক পেটানোর মত বিরতিহীন গর্জন করছে মেঘ। নির্মম কশাঘাতের মত তুমুল বর্ষণ শুরু হলো। দশ মিনিট পর বাতাসের উন্মত্ততা তুঙ্গে উঠে গেল। সাগর উথলে উঠল, ফেনা যেন টগবগ করে ফুটছে। খেপে গিয়ে বাতাস শুরু করল প্রলয় নৃত্য, এমন গজরাচ্ছে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে এক লাখ পেত্নী।

ঢেউয়ের মাথা থেকে তিন মিটার ওপরে লাফ দিচ্ছে পানির ছিটে। প্রায় অকস্মাৎই সাত মিটার উঁচু হলো একেকটা ঢেউ, ভাঙাচোরা আর দিকভ্রান্ত, এই এখন আঘাত করছে এদিক থেকে, তো তারপরই আরেক দিক থেকে। ভঙ্গুর বোটের বিরুদ্ধে সাগরের হামলা ক্রমশ বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে বাতাসের আহাজারি। ঢেউয়ের মাথা থেকে নিচে গোত্তা খেয়ে নামার সময় বোটটা লাটিমের মত পাক খাচ্ছে। সাগর আর আকাশকে আলাদা করবে এমন কোন স্পষ্ট রেখা কোথাও নেই। ওরা বলতে পারবে না কোথায় কোনটার শুরু বা শেষ।

আশ্চর্যই বলতে হবে যে সী অ্যাংকার ছিঁড়ে যায় নি। টান বজায় রেখে বোটটাকে উল্টে যেতে না দেয়ার দায়িত্ব ঠিকই পালন করে যাচ্ছে ওটা। ধূসর ঢেউ ফণার মত বাঁকা হয়ে গ্রাস করে ফেলছে ওদেরকে, বোটের ভেতরটা ভরে দিচ্ছে ফুটন্ত ফেনায়, ভিজে গোসল হয়ে যাচ্ছে ওরা, তবে বোটের মাঝখানে পানি জমায় খানিকটা হলেও ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে।

এক অর্থে বোটের খুদে আকৃতি আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। চারদিকের কিনারায় রাবারের টিউব একটা কর্কের মত ভাসিয়ে রেখেছে ওটাকে। সাগর যতই মারমুখো হয়ে উঠুক, রাবারের খোল বিস্ফোরিত হবে না, আর যদি সী অ্যাংকার টিকে থাকে, উল্টেও যাবে না। পরবর্তী চব্বিশ মিনিটকে মনে হলো চব্বিশটা ঘণ্টা। বেঁচে থাকার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করছে ওরা, পিটের কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হচ্ছে যে ঝড়টা ওদেরকে কাবু করতে পারছে না।

পানির সীমাহীন পাঁচিল ঢলে পড়ছে বোটে, হাঁপিয়ে উঠছে ওরা, বিষম খাচ্ছে, যতক্ষণ না বোট আবার পরবর্তী ঢেউয়ের মাথায় চড়ে। পানি সেচার কোন প্রয়োজন হলো না। জমে ওঠা পানির ওজনই উল্টে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে বোটকে।

মেইভকে মাঝখানে রেখেছে ওরা, দু'জনের একটা করে হাত জড়িয়ে রেখেছে তাকে। 'পিট ও জিওর্দিনো বোটের এক পাশে পা বাধিয়েছে সাপোর্ট পাবার জন্যে কেউ একজন যদি বোটের বাইরে ছিটকে পড়ে, উদ্ধার করার কোন সুযোগই থাকবে না। মোচড়রত এই সাগরে একা কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রবল বর্ষণ দৃষ্টিসীমা মাত্র কয়েক মিটারে কমিয়ে এনেছে, বোট থেকে কেউ পড়ে গেলে তাকে আর দেখাই যাবে না।

বিদ্যুচ্চমকের সময় মেইভকে দেখল পিট। এমন করুণ চেহারা খুব কমই দেখেছে ও। এই নরকতুল্য দুর্দশার মধ্যে মেয়েটাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারলে খুশি হত, কিন্তু জানে বাতাসের গর্জনে ওর কোন কথাই তার কানে পৌঁছবে না। আর্থার ডরসেটকে মনে মনে অভিশাপ দিল ও। ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে, এ কেমন পাষণ্ড বাপ! অপরাধ সমর্থন করে না বলে লোকটা নিজের মেয়েকে মেরে ফেলতে চাইছে!

কিন্তু এত বড় অন্যায় পিট ঘটতে দেবে না। ও যদি বেঁচে থাকে, মেইভও বেঁচে থাকবে। তার কাঁধে সস্নেহে একটু চাপ দিল ও। তারপর অ্যালের দিকে তাকাল।

যেন মানুষ নয়, নিষ্প্রাণ একটা পাথুরে মূর্তি। বসে আছে নির্লিপ্ত। শুধু তার চোখের ভাষায় লেখা আছে, যা ঘটে ঘটুক। এ এমন একজন মানুষ যার সহ্যক্ষমতার কোন শেষ নেই। পিট জানে, সচেতনতার কিনারা থেকে খসে পড়ে চৈতন্যহীনতার অতল তলে হারিয়ে যাবে জিওর্দিনো, এমনকি মারাও যাবে, তবু বোট আর মেইভকে ধরে রাখা তার হাতের মুঠো এতটুকু আলগা হবে না। কোন অবস্থাতেই সাগরের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না সে।

অন্ধকার ঘনাল এবং আবার তা কেটেও গেল। ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে ওরা, সারাক্ষণ ভিজছে। আতঙ্ক ভরা রাতটা কিভাবে যে কাটল বলতে পারবে না ওরা। ভোরের আলো খানিকটা স্বস্তিকর ঠেকল এই জন্যে যে হিংস্র সাগরকে তবু দেখা যাচ্ছে।

ফ্লোটেশন টিউবের তলায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে মেইভ, তবে জ্ঞান হারায় নি। ঈশ্বরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে সে, বেঁচে থাকতে চাইছে ছেলে দুটোর কথা ভেবে। উন্মাদ ড্যাডির কবল থেকে ওদেরকে তার উদ্ধার করতে হবে। বাঁচার কোন আশা নেই, জানে মেইভ, তবে সঙ্গী দুই পুরুষের আচরণ আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে তাকে। ওদের আত্মনিয়ন্ত্রণ তুলনাবিহীন, অসাধারণ; ওদের সাহস আর শক্তি তার ভেতরও সংক্রমিত হচ্ছে। নিজেকে তার অসম্ভব ভাগ্যবতী মনে হলো, ঈশ্বর এদের চেয়ে যোগ্য কোন লোকের হাতে তাকে তুলে দিতে পারতেন বলে মনে হয় না। মেইভের ধারণা, ওরা তাকে ঠিকই বাঁচাবে।

পিট অবশ্য অতটা আশাবাদী নয়। ও সচেতন, ওর আর অ্যালের শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে। ওদের প্রবল দুই শত্রু ক্লান্তি আর হাইপথারমিয়া। একটাকে পরাজয় মানতে

হবে-হয় ওদের টিকে থাকার ক্ষমতাকে, নয়তো ঝড়ের তীব্রতাকে। সলিল সমাধি ঠেকাতে ওদের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। এটা একটা অসম যুদ্ধ, মনোবল অটুট থাকা সত্ত্বেও শারীরিক ক্ষমতা ফুরিয়ে যেতে পারে। তবু নিয়তির নির্দয় বিধান মেনে নিতে রাজি নয় পিট, জীবনকে আঁকড়ে ধরে ঝুলে আছে। মৃত্যু যদি আসে তো আসুক, তাকে ফিরিয়ে দেয়ার সব চেষ্টাই করা হবে।

২৫.

পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ বাতাসের দাপট কমে এল, তার খানিক পর সাগরও একটু শান্ত হলো। ওরা জানে না, উত্তর-পশ্চিম মুখো যাত্রাপথ ছেড়ে টাইফুনটা হঠাৎ দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে অ্যান্টার্কটিকার দিকে রওনা হয়েছে। ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার, সেটা শুধু ষাটে নেমে এল। সাগরের উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে পড়ল, ঢেউগুলো এখন আর তিন মিটারের বেশি উঁচু হচ্ছে না। বৃষ্টি থামে নি, তবে ফোঁটাগুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে, জলকণায় ঢাকা পড়েছে গোটা সাগর। মাথার ওপর কোত্থেকে কে জানে নিঃসঙ্গ একটা গাঙচিল উদয় হলো, বোটটাকে ঘিরে চক্কর দেয়ার সময় চিৎকার করছে, যেন এখনও ওটাকে ভেসে থাকতে দেখে তার বিস্ময় বাধ মানছে না।

এক ঘণ্টা পর আকাশ খালি হয়ে গেল। মেঘ নেই, তেমন বাতাসও নেই। আক্রোশে ফুঁসে ওঠা সাগর আর অপ্রকৃতিস্থ বাতাস ওদেরকে ডুবিয়ে মারতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ওরা, কথা বলার শক্তি পাচ্ছে না। রাতটা কাটল তন্দ্রা আর ঘোরের মধ্যে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর আবার সূর্যের মুখ দেখল ওরা। কিন্তু রোদ এত গরম যে নতুন একটা উপদ্রব হয়ে দেখা দিল। উঠে বসতে গিয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল পিট। মার্চেন্টের লোকজন তো মেরেছেই, তারপর বোটে অনবরত বাড়ি খেয়ে খেয়ে থেঁতলে গেছে শরীরটা। পানিতে রোদের প্রতিফলন ধাঁধিয়ে দিল চোখ দুটোকে। শুয়ে-বসে থাকা আর অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই ওদের করার নেই। কিন্তু অপেক্ষাই বা কিসের জন্যে? কোনও জাহাজ এ পথে আসবে, দেখতে পারে ওদেরকে, এই আশায়? কিন্তু না, ওরা সাগরের প্রবেশ নিষিদ্ধ একটা এলাকায় রয়েছে, এদিকে কোন জাহাজ চলাচল করে না।

মার্চেন্ট ওদেরকে ভাল জায়গাতেই ভাসিয়ে দিয়েছে। সে জানত, টাইফুন থেকে ওরা যদি কোন রকমে বেঁচে যায়ও, পানি আর খাবারের অভাবে নির্ঘাত মারা যাবে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল পিট, অন্তত প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে ওকে। মেইভের এই অবস্থার জন্যে দিদ্রে দায়ী, তাকে সাহায্য করেছে মার্চেন্ট; এই দু'জনকে ছাড়বে না ও।

পিটকে ধরে ঝুলে আছে মেইভ, তার কাঁপুনি অনুভব করছে পিট 'সব কি রকম শান্ত হয়ে গেছে, তাই না? অথচ আমার মাথার ভেতর এখনও যেন ঝড়টা থামে নি।'

হাত দিয়ে ঘষে চোখের জমাট বাঁধা লবণ সরাল পিট, মেইভের চোখে তাকাল খিদে আর অনিদ্রা কাহিল করে ফেলেছে মেয়েটাকে, তবে নির্দয় সাগরের গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ায় ক্লান্ত চোখের মণিতে উল্লাস আর আনন্দের মাতামাতি লক্ষ করার মত। সারাটা রাত, তারপর সকাল থেকেও, ঠিক এভাবেই ওর বুকে লেপ্টে রয়েছে মেইভ, নিরাপদ আশ্রয় মনে করে ভুলেও ঢিল দেয় নি আলিঙ্গনে। 'ঢেউয়ের মাঝখানে বসে আছ, তুমি যেন ঠিক ভেনাস।'

পিটকে ছেড়ে সোজা হয়ে বসল মেইভ, লবণ লেগে থাকা চুল ঝাড়ল। 'বললেই হলো!' লালচে হলো চেহারা। 'অত সুন্দর নই আমি।' সোয়েটার ওপরে তুলে কোমর পেঁচিয়ে থাকা লাল দাগটা পরীক্ষা করল, রশির কামড়ে তৈরি হয়েছে।

এক চোখ খুরে তাকাল জিওর্দিনো। 'খেয়াল রাখা দরকার। এখানে একজন ভদ্রলোক ঘুমাচ্ছেন। তোমরা দু'জন এভাবে যদি ডিসটার্ব করতে থাকো, হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে কমপ্লেন করতে বাধ্য হব আমি।'

'সুইমিং পুলে ডুব দিতে যাচ্ছি আমরা, তারপর লনে বসে ব্রেকফাস্ট সারব', মেইভের চহারায় কৃত্রিম হাসি। 'আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না।'

'আমি রুম সার্ভিসকে ডাকব', বিড়বিড় করল জিওর্দিনো।

'সবাই যখন এত হাসি-খুশি', বলল পিট, 'এসো অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কি করা যায় আলোচনা করি।'

'শূন্য', জবাব দিল পিট। 'এদিকে কোন জাহাজ চলাচল করে না। আর নুমা জানে না আমরা কোথায় আছি। জানলেও কোথায় খুঁজতে হবে বুঝতে পারত না। বাঁচতে হলে নিজেদের চেষ্টায় বাঁচতে হবে।'

সী অ্যাংকার পানি থেকে তুলে পিটের জ্যাকেট খোলা হলো। নিজেদের জুতো, টুলস আর অন্যান্য জিনিস বের করল পিট। তারপর একটা হিসাব নেয়া হলো, কি কি আছে বোটে। যত নগণ্যই হোক, কোন আইটেম বাদ দেয়া হলো না। সামনে দীর্ঘ পথ, কখন কোনটা কাজে লাগে বলা যায় না। সব শেষে একটা প্যাকেট বের করল পিট, বাস নিয়ে পানিতে পড়ার আগে প্যান্টের পকেটে রেখেছিল। 'বোটে কি কি পাওয়া গেল?' জিওর্দিনোকে জিজ্ঞেস করল ও।

'স্টোরেজ কমপার্টমেন্টে তিন সাইজের তিনটে রেঞ্চ, একটা স্ক্রুড্রাইভার, একটা ফুয়েল পাম্প, চারটে স্পার্ক প্লাগ, কিছু নাট-বল্টু, একজোড়া কম্বল, কাঠের একটা বৈঠা, নাইলনের বোট কাভার-এই সবই শুধু।'

'এই সবই মানে কি আরও কিছু?'

ছোট একটা হ্যান্ড পাম্প উঁচু করে দেখাল জিওর্দিনো। 'হ্যাঁ। এই যেমন এটা, ফ্লোটেশন টিউবে বাতাস ভরার কাজে লাগবে।'

'বৈঠাটা কত লম্বা?'

'এক মিটারের কিছু বেশি।'

'পাল তোলার জন্যে ব্যবহার করা যাবে না।'

'তা না গেলেও, কনসোলে বাঁধতে পারলে তাঁবুর খুঁটি হিসেবে কাজে লাগবে। বোট কাভারটা চাঁদোয়া হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব, ছায়া পাওয়া যাবে।'

মেইভ মনে করিয়ে দিল, 'আবার বৃষ্টি এলে ওই কাভারে পানি ধরা যেতে পারে।'

তার দিকে তাকাল পিট। 'তোমার সঙ্গে এমন কিছু আছে, কাজে লাগতে পারে?'

মাথা নাড়ল মেইভ। 'শুধু কাপড়চোপড়। বোদিকা আমাকে লিপিস্টিক পর্যন্ত নিতে দেয় নি, তার আগেই ধাক্কা দিয়ে ভেলায় ফেলে দিল।'

ছোট ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটটা খুলল পিট। ভেতর থেকে বেরুল সুইস আর্মি নাইফ, বয় স্কাউট কম্পাস, দেশলাই, খুদে ফার্স্ট এইড কিট, আর একটা ২৫ ক্যালিবার মাউজার অটোমেটিক পিস্তল, সঙ্গে একটা অতিরিক্ত ক্লিপ।

খুদে অস্ত্রটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মেইভ। 'মার্চেন্ট আর বোদিকাকে তুমি গুলি করতে পারতে।'

'পারতাম, কিন্তু তারপর অতগুলো সিকিউরিটি গার্ডকে সামলাতে পারতাম কি?'

'তুমি কি সব সময় সঙ্গে একটা সারভাইভাল কিট রাখো?'

'স্কুল লাইফ থেকে।'

'এই অর্থে সাগরের মাঝখানে কাকে তুমি গুলি করতে চাও?'

'এই ধরো একটা পাখিকে, মানে যদি নাগালের মধ্যে পেয়ে যাই।'

জিওর্দিনো ফ্লোটেশন টিউবগুলোয় নতুন করে বাতাস ভরল। টিউবে কোন লিক নেই, নিশ্চিত হবার পর ফাইবারগ্লাস খোলাটা পরীক্ষা করল পিট। কোথাও কোন মেরামত প্রয়োজন নেই দেখে স্বস্তিবোধ করল। সারাটা দিন এটা-সেটা নানা কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখল জিওর্দিনো আর মেইভকে, ওরা যাতে খিদে আর পিপাসা ভুলে থাকতে পারে। জিওর্দিনো আর মেইভকে, ওরা যাতে খিদে আর পিপাসা ভুলে থাকতে পারে। জিওর্দিনো বোট কাভার টাঙিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করেছে। চাঁদোয়ার একটা প্রান্ত ঢালু করে রেখেছে সে, নিচে পেতে দিয়েছে একটা আইস চেস্টা, বৃষ্টি হলে ওটায় পানি জমবে। এক প্রস্থ নাইলন রশি কেটে ফিশিং লাইন তৈরি করে ফেলল পিট।

দুই হাজার কিলোমিটারের মধ্যে খাবার জিনিস বলতে আছে শুধু এক মাছ। দু' একটা ধরতে না পারলে অভুক্ত থাকতে হবে ওদেরকে। বেল্ট বাকল থেকে একটা কাঁটা খুলে হুক বানাল পিট, হুক বা বড়শিটা লাইনে বাঁধল। লাইনের অপর প্রান্তটা জড়িয়েছে একটা রেঞ্চের হাতলে, ধরতে সুবিধে হবে। কেঁচো বা প্রজাপতি নেই, নেই পনিরের টুকরো বা পাউরুটি। কিন্তু টোপ না থাকলে মাছ খাবেটা কি?

ফ্লোটেশন টিউবের ওপর ঝুঁকল পিট, চোখের চারপাশে হাতের ছায়া তৈরি করল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পানিতে।

এরইমধ্যে অনুসন্ধানী অতিথিরা বোটের নিচের ছায়ায় ভিড় জমাতে শুরু করেছে। বড় ইঞ্জিন বিশিষ্ট বোট বা শিপে যারা থাকে, প্রায়ই তারা অভিযোগ করে যে খোলা সাগরে প্রাণের কোন অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। কি করে ধরা পড়বে, ইঞ্জিনের আওয়াজ আর প্রপেলারের তৈরি আলোড়ন মৎস্যকুলকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য করে। নিচু বোটের সুবিধে হলো, ওখান থেকে পানির গভীরে তাকানো যায়।

এক ঝাঁক অচেনা মাছ দেখল পিট, কোনটাই আঙুলের চেয়ে লম্বা নয়, বোটের চারপাশে ছুটোছুটি করছে। ডলফিন আর শুশুকগুলোকে চিনতে পারল। এক জোড়া বড় আকৃতির ম্যাকেরালও চক্কর দিচ্ছে, সুযোগ পেলেই ঠোকর মারছে ছোট মাছগুলোকে। ছোট একটা হাঙরও দেখতে পেল পিট-হ্যামারহেড।

'টোপ হিসেবে কি ব্যবহার করবে?' জিজ্ঞেস করল মেইভ। পিটের কাণ্ড দেখে কৌতুক বোধ করছে সে।

'মাংস', বলল পিট। 'খুদে মাছগুলোর সুস্বাদু খোরাক হতে যাচ্ছি আমি।'

'বুঝলাম না। কি বলতে চাইছ?'

'দেখে শেখো।'

পিটকে ছুরি হাতে নিতে দেখে আঁতকে উঠল মেইভ। প্যান্টের একটা পায়া গুটাল পিট, শান্ত ভাবে ঊরুর পিছন থেকে ছোট্ট এক টুকরো মাংস কেটে নিল, তারপর বড়শিতে গাঁথল সেটা। ব্যাপারটা এত সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করা হলো যে বোটের মেঝেতে কয়েক ফোঁটা রক্ত না দেখার আগে কিছুই টের পেল না জিওর্দিনো।

'এর মধ্যে মজা পাবার কিছু আছে কি?' জানতে চাইল সে।

জবাব না দিয়ে পিট বলল, 'হাতের কাছে স্ক্রুড্রাইভারটা থাকলে দাও?'

সেটা উঁচু করে ধরল জিওর্দিনো। 'তুমি চাও আমিও তোমার অপারেশন করি?'

'বোটের তলায় ছোট একটা হাঙর আছে', ব্যাখ্যা করল পিট। 'লোভ দেখিয়ে আমি ওটাকে সারফেসে তুলে আনব। আমি ধরার পর স্ক্রুডাইভারটা তুমি ওর দু'চোখের মাঝখানে মাথায় গাঁথবে।'

মেইভ ব্যাপারটায় জড়াতে চাইছে না। 'আমি ঠিক বুঝছি না, তুমি কি বোটে একটা হাঙর তুলতে চাইছ?'

'দোয়া করো যেন পারি', বলল পিট, টি-শার্ট ছিঁড়ে একটা ফালি নিল হাতে, রক্ত বন্ধ করার জন্যে ছোট্ট ক্ষতটা বেঁধে ফেলল।

হামাগুড়ি দিয়ে বোটের পিছন দিকে সরে গেল মেইভ, লুকিয়ে পড়ল কনসোলের পিছনে। নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে পারায় হাসছে। 'দেখো কামড়ে না দেয়।'

পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে জিওর্দিনো, নরমাংসের টোপটা ধীরে ধীরে পানিতে নামাল পিট। ম্যাকরাল দুটো ছুটে এল, লাইন ঝাঁকিয়ে ওগুলোকে নিরুৎসাহিত করল ও। দ্রুত ঠোকর দিয়ে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে খুদে মাছগুলোও ছুটে এল, কিন্তু রক্তের গন্ধে হাঙরটা এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি এলাকা ছেড়ে সরে গেল তারা। যতবার কাছে এসে পড়ে হাঙর ততবার লাইনটায় টান দেয় পিট।

একটু একটু করে বড়শি আর টোপ বোটের কাছাকাছি সরিয়ে আনছে ও, আর ওদিকে ছোরা উঁচিয়ে ধরার ভঙ্গিতে স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে অপেক্ষা করছে জিওর্দিনো, তাকিয়ে আছে পানির তলায়। এক সময় বোটের পাশে চলে এল হাঙরটা-পিঠটা ছাই রঙা, ক্রমশ হালকা হয়ে পেটটা ধবধবে সাদা। ওটার ডরসাল ফিন সাগর থেকে এমন ভঙ্গিতে মাথাচাড়া দিচ্ছে, ঠিক যেন একটা সাবমেরিন থেকে পেরিস্কোপ বেরিয়ে আসছে। ফ্লোটেশন টিউবে গা ঘষছে হাঙর, ধনুকের মত বাঁকা পথ ধরে ছুটে এসে শক্ত মাথায় আঘাত করল স্ক্রুড্রাইভার। খুব কম মানুষই শাফটটা দিয়ে হাঙরের খুলি ভেদ করতে পারত, জিওর্দিনো হাতল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল।

বোটের বাইরে ঝুঁকল পিট, হাঙরের ফুলকার নিচে পেটে হাত বাঁধিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল, ঠিক যখন আবার ঘা মেরেছে জিওর্দিনো। বোটে পিঠ দিয়ে পড়ল পিট, দেড় মিটার হ্যামারহেড হাঙরকে শিশুর মত দু'হাতের ভেতর আটকে রেখেছে। ডরসাল ফিনটা মুঠোয় ভরল ও, লেজটা দু'পায়ের মাঝখানে চেপে ধরল।

ভীতিকর চোয়াল খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, তবে কামড়াবার জন্যে বাতাস ছাড়া আর কিছু পাচ্ছে না। জিওর্দিনোকে দেখে মনে হলো একটা কুমিরের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে, শরীরের সমস্ত ভার দিয়ে বোটের মেঝেতে চেপে ধরল হাঙরকে।

জখম খুব গুরুতর হলেও, হ্যামারহেডটা অবিশ্বাস্য শক্তিতে তড়পাচ্ছে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, খানিক পরপরই হঠাৎ আক্রমণে ঢিল দিয়ে নেতিয়ে পড়ছে। প্রায় মিনিট দশেক পর হাল ছেড়ে দিল ওটা। ইতোমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পিট, ব্যথায় দপ দপ করছে সারা শরীর। 'তুমি কাটো, অ্যাল', হাঁপাতে হাঁপাতে বলর ও। আমি জোর পাব না।'

'এখনও যে তুমি জ্ঞান হারাওনি, সেটাই আশ্চর্য,' বলল জিওর্দিনো। 'বিশ্রাম নাও।'

এতক্ষণে কনসোলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মেইভ। প্রফেশন্যাল মেরিন জুলজিস্ট সে, হাঙরটাকে কাটার সময় জিওর্দিনোকে পরামর্শ দিতে পারল। লিভারটা নিখুঁতভাবে বের করল ওরা, সদ্য খাওয়া একটা ডোরাডো আর কয়েকটা হেরিং মাছ পাওয়া গেল পেট থেকে। চামড়ার ভেতর মাংস কিভাবে ফালি করতে হবে। জিওর্দিনোকে দেখিয়ে দিল মেইভ। 'প্রথমেই লিভারটা খেয়ে ফেলা দরকার,' বলল সে। 'এখন থেকেই এটায় পচন ধরবে। মাছের এই অংশটাই সবচেয়ে পুষ্টিকর।'

'বাকিটুকু কি করব? এই গরমে সবই তো পঁচে যাবে।'

'না। এক সাগর লবণ আছে আমাদের। মাংস ফালি করে ফেলুন, তারপর বোটের চারধারে শুকাতে দিন। খানিক পর চাঁদোয়ায় জমে থাকা লবণ নিয়ে মাখিয়ে দিলেই হবে।'

'লিভার আমি ছোটবেলা থেকে ঘৃণা করি,' বলল জিওর্দিনো। 'তাছাড়া, এত খিদে পায় নি যে কাঁচা খেতে পারব।'

'নিজেকে বাধ্য করো,' বলর পিট। 'ফিজিকালি ফিট থাকাটা জরুরী। আমরা প্রমাণ করেছি পেট ভরাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব। পানিই এখন আমাদের প্রধান সমস্যা।

২৬.

সাগরের নীল গভীরতায় সাঁতার কাটছে হিরাম ইয়েজার, বিপুল জলরাশি পাশ কাটিয়ে পিছন দিকে ছুটছে আলোর একটা ঝলকের মত, সে যেন রঙিন মেয়ের ভেতর দিয়ে ছুটন্ত এটা জেট প্লেনে রয়েছে। মনে হলো তলাবিহীন গহ্বরগুলোর কিনারা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে, বিশাল সব পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী উপত্যকা ধরে ছুটছে, আবার কখনও অন্ধকার গভীর পাতাল থেকে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে রোদ চকচকে সারফেসে। সাগরের অতলতল একাধারে ভীতিকর, আবার সৌন্দর্যের আধারও বটে। দিনটা রোববার, ফাঁকা নুমা বিল্ডিয়ের দশতলায় এক কাজ করছে সে একটানা নয় ঘণ্টা কমপিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ক্লান্ত চোখ দুটোকে বিশ্রাম দিল ইয়েজার। জটিল একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছে সে, সেটাকে নিখুঁত করার বা ফিনিশিং টাচ দেয়ার কাজ এই মাত্র শেষ হলো। প্রোগ্রামটা তৈরি করতে ইমেজ-সিনথেসিস অ্যালগারিদম ব্যবহার করতে হয়েছে তাকে, সাগরের তলায় সাউন্ড ওয়েভের থ্রী ডাইমেনশনাল প্রপাগেশন পাবার জন্য। কমপিউটার গ্রাফিক্সের তুলনাবিহীন টেকনোলজির সাহায্যে এমন একটা গজতে প্রবেশ করেছে সে, আগে যেখানে খুব কম লোকই ঢুকতে পেরেছে। কমপিটের পরিচালিত এই নাটকে দেখানো হয়েছে পানির তলা দিয়ে হাই-ইনটেনসিটি সাউন্ড কিভাবে ভ্রমণ করে, হিসাব কষে প্রোগ্রামটা তৈরি করতে ইয়েজার আর তার গোটা স্টাফের পুরো এক সপ্তাহ লেগে গেছে কাজে লাগাতে হয়েছে স্পেশাল-পারপাস হার্ডওয়্যার, সাথে ছিল গোটা প্যাসিফিকের সাউন্ড স্পীডের বিভিন্ন মাত্রা পাবার জন্যে বিশাল একটা ডাটাবেস। অবশেষে তারা একটা ফটোরিয়্যালিস্টিক মডেল নিখুঁত করতে পেরেছে ওই মডেল এখন সাউন্ড রে ট্রেস করে দেখিয়ে দেবে প্যাসিফিক জুড়ে কখন কোথায় কনভারজেন্স জোন সৃষ্টি হবে।

থ্রী-ডাইমেনশনাল সাউন্ড-স্পীড কনটুর ম্যাপে সাগরতলের দৃশ্যাবলি অত্যন্ত ক্ষিপ্র সিকোয়েন্সে দেখানো হয়েছে,গতির ফলে দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, বাস্তবে ঠিক

যেমনটি দেখাবার কথা। এই ম্যাপ তৈরি করতে ত্রিশ বছরের সংগৃহীত ওশেনোগ্রাফিক ডাটা কাজে লাগানো হয়েছে।

এক ঝাঁক আলোর দিকে তাকিয়ে আছে ইয়েজার, শুরুতে ওগুলো হলুদ, ক্রমশ কমলা হয়ে শেষ দিকে গাঢ় লাল। ক্রম অনুসারে মিটমিট করছে ওগুলো, তাকে জানিয়ে দিচ্ছে সাউন্ড রে যেখানে কনভার্জ করবে বা মিলিত হবে তার কত কাছে চলে আসছে সে। আলাদা এটা ডিজিটাল রিডআউট থেকে আসছে ল্যাটিচিউড আর লংগিচিউড-এর হিসাব। তার খেলার সরঞ্জামের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো ডায়নামিক কনভারজেন্স-জোন ডিসপ্লে। সে এমনকি দৃশ্যগুলোকে পানির সারফেসে তুলে আনতে পারে, জেনে নিতে পারে যে-সব জাহাজের কোর্স জানা আছে সেগুলো নির্দিষ্ট একটা সময়ে ওই এলাকা দিয়ে যাবে কিনা। তার ডান দিকের দূরবর্তী লাল আরোটা ফ্ল্যাশ করছে, বোতাম টিপে ইমেজটা পানি থেকে তুলে আনল ইয়েজার, কনভারজান্স পয়েন্টের একটা সারফেস ভিউ বা পানির ওপরকার দৃশ্য উন্মোচিত করল। আশা করেছিল দিগন্ত পর্যন্ত শুধু পানি দেখতে পাবে, কিন্তুই ভিউইংস্ক্রীনে তার ধারণার উল্টোটা দেখা যাচ্ছে। গাছপালা সহ বিশাল কটা ভূখণ্ড স্ক্রীন দখল করে রেখেছে। গোটা সিকোয়েন্স আবার নতুন করে দেখল সে, শুরু করল চারটে বিন্দু থেকে, যে বিন্দুগলো আর্থার ডরসেটের হীরক দ্বীপগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। পুরো সিনারিও দশ, বিশ, ত্রিশবার পুনরাবৃত্তি করল ইয়েজার, সাউন্ড রে ট্রেস করে চূড়ান্ত সম্মিলন ক্ষেত্রে পৌঁছে গেল।

অবশেষে নিশ্চিত হলো ইয়েজার, কোথাও কোন ভুল হয় নি। সীটে নেতিয়ে পড়ল সে, এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। 'ওহ্ গড!' বিড় বিড় করছে আপনমনে। 'ওহ্ মাই গড!'

রোববার হলেও, বাড়িতে বসে সকাল থেকে কাজে ডুবে এখন নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার। অনেক ভাবে বুঝিয়েও একদল কংগ্রেস সদস্যকে আর্থার ডরসেটের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে রাজি করানো যায় নি, আজ টেলিফোনে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে নিরেট কোন প্রমাণ ছাড়া তাঁরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখরেন অ্যাডমিরাল। এখন তাঁর একমাত্র ভরসা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। কিন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত পেতে হলেও প্রভাবশালী দু'চারজন কংগ্রেস সদস্যের সমর্থন দরকার।

কি করা যায় ভাবছেন, এই সময় দারোয়ান এসে খবর দিল রুডি গান বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে এসেছেন। মাথা ঝাঁকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন তিনি, অপেক্ষা করছেন। নুমায় তাঁর পরেই রুডির স্থান। ছুটির দিনে দেখা করতে আসার পছনে নিশ্চয়ই জরুরী কোন কারণ আছে।

'খবর ভাল নয়,' স্টাডিরুমে ঢুকেই বললেন রুডি।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, কথা না বলে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল। ওশেন অ্যাঙলার থেকে পিট আর জিওর্দিনো কিডন্যাপ হবার পর তিনি দিন পেরুতে যাচ্ছে, ওদের কোন খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি, জানেন তিনি।

'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি একটা স্যাটেলাইট ফোন ইন্টারসেপ্ট করেছে' বললেন রুডি। 'ফোনটা করা হয়েছে একটা ইয়ট থেকে, গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে, আর্থার ডরসেটের কাছে। মেসেজে বলা হয়েছে পিট, জিওর্দিনো আর মেইভ ডরসেটকে ইঞ্জিনবিহীন ছোট একটা বোটে তুলে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে।

'সাগরের কোথায়?'

'যেখানে ভারত মহাসগর ভাসমান সাগরের সঙ্গে মিশেছে। সঠিক পজিশন বলা হয়নি। ফোনটা করেছে বোদিকা নামে একটা মেয়ে। আর্থারকে জানিয়েছে, গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে ফিরে যাচ্ছে সে।'

'আর্থার ডরসেট তাঁর একমাত্র মেয়েকে এরকম বিপদের মুখে ফেলে দেবেন,' অ্যাডমিরাল বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'ফোনে বোদিকা বলেছে, মেইভ ডরসেট নাকি স্বেচ্ছায় পিটের সঙ্গে গেছে, জোর করেও তাকে ঠেকানো যায় নি।'

'কতক্ষণ আগের ঘটনা এটা?'

'ভাসিয়ে দেয়ার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় একটা টাইফুনের মুখে।'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল্ 'ওরা যদি বেঁচেও থাকে, খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন।'

'অসম্ভবই বলতে হয়, কারণ সার্চ করার জন্যে আমাদের বা অস্ট্রেলিয়ানদের কোন জাহাজ বা প্লেন পাওয়া যাচ্ছে না—অন্তত সেরকম রিপোর্টই পেয়েছি।'

'আপনি বিশ্বাস করেন?'

'না।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না স্যানডেকার, তারপর চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন। 'কারও ওপর ভরসা করার দরকার নেই,' অবশেষে সিদ্ধান্ত দিলেন তিনি। 'পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যে নুমার যে-কটা রিসার্চ শিপ আছে সবগুলোকে সতর্ক করে দিন, বলে দিন কোন দিকটায় সার্চ করতে হবে।'

'যদি কিছু মনে না করেন—অনেক দেরি হয়ে যায় নি কি, অ্যাডমিরাল?'

'দেরি হয়ে গেছে মানে?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। 'কি বলছেন আপনি? সাগরের তলা থেকে হলেও তো উদ্ধার করে আনতে হবে ওদেরকে।'

ওয়াশিংটনের বাইরে, নির্জন ছোট্ট এক রেস্তোরাঁয়, অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকারকে ফোনে খুঁজে পেল হিরাম ইয়েজার। এটা অ্যাডমিরালের প্রিয় রেস্তোরাঁগুলোর একটা আজ এখানে তিনি রুডি গানকে নিয়ে ডিনার খেতে এসেছেন। মোবাইল ফোনটা পকেটে ছিল, আওয়াজ শুনে বের করলেন অ্যাডমিরাল, 'জেমস স্যানডেকার।'

'হিরাম ইয়েজার, অ্যাডমিরাল। বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। ডাটা সেন্টারে একবার আসতে পারবেন? খুব জরুরী।'

'বুঝলাম জরুরী, তা না হলে অফিসের বাইরে যোগাযোগ করতে না কিন্তু ফোনে বলা যায় না?'

'যায় না, অ্যাডমিরাল, কারণ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে অবাঞ্ছিত কান আছে। আমি আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।

'রুডিকে নিয়ে আধা ঘণ্টার মধ্যে আসছি।' ফোনটা পকেটে রেখে দিয়ে আহারে মনোনিবেশ করলেন অ্যাডমিরাল।

'খারাপ খবর?' জানতে চাইলেন রুডি।

'ইয়েজার সম্ভবত অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য পেয়েছ। ডাটা সেন্টারে ব্রিফ করতে চায়।'

'তাহলে ভাল খবর হওয়া উচিত।'

'গলার আওয়াজ শুনে তা মনে হলো না।'

চেয়ারে নেতিয়ে আছে ইয়েজার, পা দুটো সমনে মেলা, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে বড় আকারের ভিডিও কমপিউটার ডিসপ্লেতে ফুটে থাকা ইমেজের ওপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার ও রুডি গান। চেয়ার না ছেড়েই ওঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাল সে।

সময় নষ্ট না করে অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'ঘটনাটা কি?'

চেয়ারে সোজা হলো ইয়েজার, ইঙ্গিতে ভিডিও স্ক্রীনটা দেখাল। 'ডরসেটের মাইনিং অপারেশন থেকে যে অ্যাকুসটিক এনার্জি বেরুচ্ছে, সেগুলো কোথায় মিলিত হবে, তা হিসাব করার একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি আমি।'

'গুড ওঅর্ক, ইয়েজার,' একটা চেয়ার চেনে বসলেন রুডি, স্ক্রীনের দিকে চোখ। 'জানতে পেরেছ পরবর্তী কনভারজান্স জোন কোথায় হবে?'

মাথা ঝাঁকাল ইয়েজার। 'পেরেছি, তবে প্রথমে আমার প্রসেসটা ব্যাখ্যা করতে দিন।' পুরো এক সিরিজ কমান্ড টাইপ করে চেয়ারে হেলান দিল সে। 'সাগরের ভেতর দিয়ে চরার সময় শব্দের গতি কমবেশি হয় পানির তাপমাত্রা আর বিভিন্ন

গভীরতায় হাইড্রস্ট্যাটিক প্রেশার কমবেশি হওয়ার সঙ্গে মিল রেখে। আপনি যত গভীরে থাকবেন, ওপরের পানির কলাম তত বেশি ভারী হবে, শব্দও তত বেশি গতি পাবে। গতি কমবেশি হবার আরও একশো একটা কারণের কথা বলতে পারি আমি অ্যাটমোসফরিক কন্ডিশন, সিজনাল ডিফারেন্সে, কনভারজেন্স জোন প্রপাগেশন অ্যাকসেস, ফরমেশন অভ সাউন্ড কস্টিকস ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে বেশি জটিলতার মধ্যে না গিয়ে কি জানতে পেরেছি তার সহজ একটা ব্যাখ্যা দিই।'

ভিউইং স্ক্রীনে প্যাসিফিক ওশেনের একটা চার্ট দেখা যাচ্ছে, সবুজ চারটে রেখা সহ, রেখাগুলো শুরু হয়েছে ডরসেটের মাইনগুলো থেকে, বেদ করে গেছে দক্ষিণ প্যাসিফিকের শেইমোর দ্বীপকে। 'অ্যাকুসটিক প্লেগ যেখানে আঘাত হেনেছে, সেই পয়েন্ট থেকে পিছু হটে উৎসে পৌঁছেছি আমি। সাউন্ড রে প্রথম যে-সব জাহাজ বা দ্বীপে আঘাত হানে সে-সম্পর্কে আমাদের হাতে প্রায় কোন তথ্যই নেই। শেইমোর থেকে শুরু করি আমি। ওই দ্বীপের গঠন থেকে এটা সিদ্ধান্তে আসি ডীপ ওশেন সাউন্ড রে সী ফ্লোরের পাহাড়বহুল ভূ-প্রকৃতির দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়। পদ্ধতিটা জানার পর এ -ধরনের আরও ঘটনার পয়েন্ট থেকে সাউন্ড রে অনুসরণকরে উৎসে পৌঁছতে পেরেছি।'

'আমরা বোধহয় বিশদে না গিয়ে সার-সংক্ষেপ জানতে পারলে খুশিই, তাই না?' রুডিকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'হ্যাঁ, আমরা জানতে চাই পরবর্তী কনভারজেন্স জোনটা কোথায়।'

'আগামী তিন দিন যদি এখনকার পরিস্থিতি অক্ষুণ্ন থাকে, সর্বশেষ ডেথ স্পট হবে এখানে।' কী-বোর্ডের বোতামে আবার আঙুল ছোঁয়াল ইয়েজার, এবার রেখাগুলোর রঙ হলুদ, ইস্টার আইল্যান্ড থেকে পাঁচশো কিলোমিটার উত্তরে ওগুলো মিলিত হয়েছে।

'তখন ওদিকে কোন জাহাজ থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমি একটা ওয়ার্নিং প্রচার করার নির্দেশ দিচ্ছি, জাহাজগুলো যাতে এলাকাটা এড়িয়ে যায়।'

স্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে রেডক্লিফ জিজ্ঞেস করলেন, 'ভুলের মাত্রা কতটুকু?'

'কমবেশি বারো কিলোমিটার।'

'কতটুকু জায়গা জুড়ে আঘাত হানবে?'

'চল্লিশ থেকে নব্বই কিলোমিটার, নির্ভর করে বিরাট দূরত্ব পেরিয়ে আসার পর সাউন্ড রে কতটা শক্তিশালী থাকে তার ওপর।'

'চল্লিশ বা নব্বই কিলোমিটার পরিধির মধ্যে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী থাকবে,' চিন্তা করছেন অ্যাডমিরাল।

রুডি জানতে চাইলেন, 'ইয়েজার, তুমি কতদিন আগে বলতে পারো ঠিক কবে সাউন্ড রে-র সম্মিলন ঘটবে?'

'ওশেন কন্ডিশন অনুমান করা খুব কঠিন,' জবাব দিল ইয়েজার। 'আমার হিসাবের পদ্ধতিও খুব জটিল। এর আগে সাউন্ড রে মিলিত হবার যে সব ঘটনা ঘটেছে তা থেকে পাওয়া সূত্র ধরে আগাম বলে দেয়া যায় কোথায় বা কখন পরবর্তী আঘাতটা আসছে। ডরসেটের চারটে দ্বীপ থেকে কখন কি মাত্রায় সাউন্ড রে রওনা হবে, আগের উদাহরণ থেকে পাওয়া ছক দেখে তা বলে দেয়া অসম্ভব। ত্রিশ দিনের মধ্যে হলে মোটামুটি নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারব, তারপর ব্যাপারটা আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতই।

'পরবর্তী কনভারজেন্স সাইট ছাড়া অন্য কোনটার হিসাব করেছ?'

'আজ থেকে সতেরো দিন পর,' উদ্ভিন্ন যৌবনা এক ললনার ছবি সহ একটা ক্যালেন্ডার রয়েছে দেয়ালে, সেটার দিকে চোখ তুলে বলল ইয়েজার। 'বাইশে ফেব্রুয়ারি।'

'এত তাড়াতাড়ি!'

অ্যাডমিরালের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল ইয়েজার। 'সবচেয়ে খারাপ খবরটা শেষে বলছি।' কী বোর্ডে নড়ে উঠা তার আঙুল। 'বাইশে ফেব্রুয়ারিতে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা অংশে কেয়ামত নেমে আসবে। আমি জানি না... মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ লাখ লোকও মারা যেতে পারে।'

স্ক্রীনে যা ফুটে উঠল তার জন্যে ওঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। অ্যাডমিরাল আর রুডি, দু'জনেই অসহায় বোধ করলেন, কারণ যে মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে তা ঠেকাবার সাধ্য তাঁদের নেই। চারটে লাল রেখা চার্টের ওপর দিয়ে ছুঁটেছ, সেগুলো নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে মিলিত হলো।

'কোন ভুল নেই?' অসুস্থ বোধ করছেন অ্যাডমিরাল।

'ত্রিশ বার ক্যালকুলেশন করেছি,' বলল ইয়েজার। 'প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি আমরা ভুল হচ্ছে। কিন্তু না, কোথাও কোন ত্রুটি পাই নি। যতবার হিসাব করেছি, সেই একই রেজাল্ট।'

'গড, নো!' ফিসফিস করলেন অ্যাডমিরাল। চারটে লাল রেখা যোনে মিলিত হয়েছে, সেই পয়েন্ট থেকে পনেরো মাইলের মধ্যে রয়েছে হনুলুলু। ওখানে আরও অনেকগুলো দ্বীপ আছে, লোক সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে সত্তর লাখ বা তার অনেক বেশি 'গড, নো'!

২৭.

হোয়াইট হাউসের চীফ অব স্টাফ উইলবার হাটনকে দৈত্য বললেই হয়, তিনি যে ওখানে বসেও আছেন কেউ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে নানা অজুহাত দেখিয়ে নিরুৎসাহিত করার জন্য। শুধু কংগ্রেসের কোন নেতা বা ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলে আলাদা কথা, তা না হলে কেবিনেট সদস্যদেরকেও ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন তিনি, ভাব দেখে সন্দেহ হবে প্রেসিডেন্ট আর হোয়াইট হাউস যেন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

আর্মিতে ছিলেন ভদ্রলোক, পেন্টগণ সদস্যদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ আছে, স্যুট পরা রাজনীতিকদের চেয়ে জেনারেল আর অ্যাডমিরালদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। তাসত্ত্বেও ফোন তাঁর সঙ্গে আধ ঘণ্টা তর্ক করতে হলো জেমস স্যানডেকারকে। তাতেও কাজ হচ্ছে না দেখে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে মুখোমুখি বসে প্রশান্ত মহাসাগরে কি ঘটতে যাচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হলো। তবু বরফ গলতে চায় না। উইলবার হাটন বললেন, আমি শুনেছি ডরসেট মাইনিং কোম্পানিতে সামরিক অভিযান চালাবার একটা উদ্ভট প্ল্যান করেছেন আপনি, কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা সমর্থন করতে রাজি হন নি।'

'হ্যাঁ, ওদেরকে আমি বিপদটা বোঝাতে পারি নি।

'ওদেরকে বোঝাতে না পারলে প্রেসিডেন্টকে বোঝাবেন কিভাবে?'

অ্যাডমিরাল জবাব দিলেন, 'আমেরিকানরা একজন অন্ধ ও বধিরকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।

পরবর্তী তিন মিনিটের মধ্যে ওভাল অফিসে দেখা গেল অ্যাডমিরালকে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পুরানো ডেস্ক ঘুরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে আসছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট। 'অ্যাডমিরাল স্যানডেকার, দিস ইজ আ প্লেজার।'

'সময় দেয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'আমাকে যা বলেছেন, প্রেসিডেন্টকেও তাই বলুন,' পরামর্শ দিলেন উইলবার হাটন, অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে রিপোর্টটা প্রেসিডেন্টের হাতে ধরিয়ে দিলেন। প্রেসিডেন্ট ফাইলটা খুলে পড়ছেন, এই ফাঁকে হুমকির ধরনটা ব্যাখ্যা করছেন অ্যাডমিরাল।

পরিস্থিতি এমনিতেই ভয়াবহ, বাড়িয়ে বলার প্রয়োজন হলো না। সব কথা বলার পর অ্যাডমিরাল সুপারিশ করলেন, ডরসেট মাইনং কোম্পানির তৎপরতা বন্ধ করার জন্যে সামরিক অভিযানই একমাত্র সমাধান।

তাঁর সব কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর রিপোর্টটা পড়ার জন্যে আরও দু'তিন মিনিট চুপ করে থাকলেন। পড়া শেষ হতে বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন, অ্যাডমিরাল, বিদেশের মাটিতে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করার অনুমতি আমি দিতে পারি না।'

'শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস হবে না, সামরিক অভিযান চালানো হলে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটবে,' মন্তব্য করলেন উইলবার হাটন।

'আমরা শুধু যদি আর্থারের মাত্র একটা মাইনের অপারেশন বন্ধ করতে পারি,' বললেন অ্যাডমিরাল, 'এবং উৎস থেকে অ্যাকুসটিক এনার্জির রওনা হওয়াটা থামিয়ে দিতে পারি, তাতেই কনভারজেন্স এতটা দুর্বল হয়ে পড়বে যে মানুষ তীব্র যন্ত্রণাদয়াক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে।'

'আপনাকে বুঝতে হবে, অ্যাডমিরাল, অ্যাকুসটিক এনার্জি যদি সত্যি বড় ধরনের কোন হুমকি হয়েও থাকে, তা ঠেকাবার প্রস্তুতি সরকারের নেই। আমার কাছে এটা একেবারে নতুন। ন্যাশনাল সায়েন্স বোর্ডে আমার অ্যাডভাইজাররা আছেন, নুমার আবিষ্কার ইনভেস্টিগেট করার জন্যে তাঁদেরকে সময় দিতে হবে।'

অ্যাডমিরাল গম্ভীর মুখে বললেন, 'আর ষোলো দিন পর কনভারজেন্স ঘটবে।'

'আমি চারদিন পর আবার আপনার সঙ্গে কথা বলছি', করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করলেন প্রেসিডেন্ট।

২৮.

পানি ছাড়া চারদিন কাটছে। রোদে পোড়া বাতাসে জলকণা নেই, আর রোদ যেন আগুন, ওদের শরীরের ঘাম বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। দিগন্ত বিস্তৃত অর্থে ফাঁকা সাগর শারীরিক শক্তি কেড়ে নেয়, অকেজো করে দেয় চিন্তাশক্তি, কথাটা পেয়াল থাকায় ওদেরকে ঘুমাতে বা ঝিমাতে দিচ্ছে না পিট। বোটের গায়ে ঢেউয়ের লাফালাফি আর একঘেয়ে ছলছলাৎ-ছল আওয়াজ প্রায় পাগল করে তুলেছিল সবাইকে, তারপর এক সময় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সৃষ্টিশীল চিন্তাশক্তি বেঁচে থাকার চাবিকাঠি, জানে পিট, জাহাজডুবির পর অবসাদ আর হতাশা নাবিকদের খুন করে ফেলে। জিওর্দিনো আর মেইভকে শুধু রাতে ঘুমাবার অনুমতি দিয়েছে ও, সারাটা দিন কোন না কোন কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখে।

মেইভকে শুধু যে মাছ কোটার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা নয়; পিটের নির্দেশে একটা লাইনে সিল্ক রুমাল বেঁধে পানিতে নামিয়ে দিয়েছে সে, বোটের পিছু নিয়ে আসছে সেটা। রুমালটা মিহি জালের কাজ করছে, প্ল্যাঙ্কটন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সী লাইফ ধরা পড়ছে সেই জালে। কয়েক ঘণ্টা পর সেগুলো তিনটে স্তূপে ভাগ করল সে, দেখে মনে হবে সামুদ্রিক উপকরণ দিয়ে বানানো তিন রকমের সালাদ।

মেইভের সংগ্রহ করা সী লাইফ থেকে বড়শিতে গাঁথার জন্যে টোপ পেয়ে যাচ্ছে জিওর্দিনো। সে-ও প্রচুর মাছ ধরছে। পিটের পরামর্শে কয়েক ঘণ্টা পরপর পানিতে নেমে শরীর ভিজিয়ে নিচ্ছে ওরা, শরীর যাতে পানির অভাবে বেঁকে না বসে। একজন পানিতে নামলে বাকি দু'জন লক্ষ রাখে হাঙর আসছে কিনা। বোটে ওঠার পর ভিজে কাপড়েই থাকে ওরা, চাঁদোয়ার নিচে ছায়ার ভেতর।

পিটের কাজ বোট কোন দিক যাচ্ছে খেয়াল রাখা। পশ্চিমা বাতাস পূর্ব দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে বোটটাকে। ওই একই দিকে প্রবাহিত হয়ে সাহায্য করছে স্রোতও। বৈঠা থেকে দু'টুকুরো সরু কাঠ কেটে নিয়ে একটা ক্রস-স্টাফ তৈরি করেছে পিট, সূর্য বা নক্ষত্র দেখে আনুমানিক দিক নির্ণয়ের কাজে লাগছে ওগুলো।

প্রাচীন নাবিকরা অ্যাটিচিউড নির্ধারণের জন্যে ক্রস-শ্যাফট ব্যবহার করতেন। শ্যাফটের একটা প্রান্ত চোখের সামনে ধরা হয়, অপর ক্রসপীসটাকে আগুপিছু করানো হয়, যতক্ষণ না একটা প্রান্ত সূর্য অথবা নক্ষত্র আর দিগন্তের ঠিক মাঝখানে আসে। এরপর স্টাফের গায়ে কাটা দাগ দেখে অক্ষাংশের কোণ পড়া হয়। কোণগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে ল্যাটিচিউড নির্ধারণের কাজটা চালিয়ে নিতে পারে নাবিকরা, রেফারেন্সের জন্যে পাবলিশড টেবিলস ছাড়াই। লংগিচিউট জানার জন্যে-যেহেতু অনেক পূর্বে সরে এসেছে ওরা-অন্য পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হলো পিটকে।

রাতের আকাশে জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের হাট বসে যায়, সেগুলো দেখে নাইলন বোট কভারের একপ্রান্তে মেইভের কাছ থেকে পাওয়া ছোট একটা পেন্সিল দিয়ে হিসাব কষে পিট। পেন্সিলটা মেইভ একটা বয়ান্সি টিউবের তলা থেকে পেয়েছে।

বোটের সামনে পাঁচ মিটার লম্বা লাইন ফেলে নিজেদের গতি জেনে নিয়েছে পিট, লাইনের শেষ প্রান্তে বাঁধা ছিল ওর এক পাটি রাবার সোল লাগানো জুতো। জুতোটাকে পাশ কাটাতে বোট কতক্ষণ সময় নিল সেকেন্ড গুনে জেনে নিয়েছে। পশ্চিমা বাতাস ঘণ্টায় ওদেরকে তিন কিলোমিটার ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। বোট কাভারটাকে পাল হিসেবে ব্যবহার করার পর আরও দু'মাইল বেড়েছে গতি।

পাঁচ দিনের দিন সকালে মেঘ দেখা গেল আকাশে। বৃষ্টি শুরু হতে দুপুর পার হয়ে গেল। পাত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন যা কিছু পাওয়া গেল সব ভরে ফেলল ওরা। সব মিলিয়ে দশ-বারো লিটার পানি। কেউ বলতে পারে না আবার কবে বৃষ্টি হবে, আর তখন ওরা কোথায় থাকবে।

ফাঁকা দিগন্ত, ক্লান্ত চোখে তীর ধরা পড়ে না, এভাবে আরও চারদিন কেটে গেল। রাত তখন গভীর, প্রকৃতির ডাকে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একা শুধু পিট জেগে। অকস্মাৎ অন্ধকারে সাপের মত ফণা তুলতে দেখল একটা ঢেউকে, ছুটে আসছে ওদের দিকে। চিৎকার জুড়ে দিল পিট, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে চোখ। ঢেউটা ওর দৃষ্টিপথ পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। 'কি হলো? কি হলো?' জানতে চাইছে মেইভ আর জিওর্দিনো, সদ্য ঘুম ভাঙায় হতচকিত দেখাচ্ছে ওদেরকে। পিটের ঘাড়ের চুল সড় সড় করছে, ঠাণ্ডা ঘাম ফুটল কপালে—প্রথম ঢেউটার পিছনে একই আকৃতির আরও তিনটে ঢেউ দেখতে পাচ্ছে ও।

পিটের দৃষ্টি অনুসরণ করে জিওর্দিনোও ওগুলোকে দেখতে পেল, খপ করে কনসোলটা ধরে ফেলল সে। এক ঝটকায় মেইভকে টেনে নিল পিট, তারপর বোটের মেঝেতে শুইয়ে দিল। ঢেউটা বাঁকা হয়ে ভেঙে পড়ল বোটের ওপর, পানির ছিটা আর ফেনায় ডুবে গেল ওরা। প্রথম ধাক্কায় বোটের স্টারবোর্ড সাইড ডেবে গেল, উঁচু হয়ে উঠল উল্টোদিকটা, সেই সঙ্গে পাক খেতে শুরু করল গোটা কাঠামো।

দ্বিতীয় ঢেউ মাথাচাড়া দিচ্ছে, ওদের ওপর ভেঙে পড়ার আগে নক্ষত্র ছুঁতে চেষ্টা করল। কালো পানিতে ডুবে গেল বোট। আবার যখন ভাসল, পিট জানে না জিওর্দিনো ওদের সঙ্গে আছে কিনা। তৃতীয় ঢেউটা প্রায় কোন সময়ই দিল না, খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়ল। কেন, কোত্থেকে আসছে এই ঢেউ, কিছুই বুঝতে পারছেন পিট। চিন্তা করার সময়ও নেই, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে একটা বয়াঙ্গি টিউব আঁকড়ে ধরে আছে। তৃতীয় ঢেউটাও ডুবিয়ে দিল ওদেরকে, তবে আবার ভেসে উঠল বোট পরম আশ্চর্য, এরপর সাগর একদম শান্ত, যেন কিছুই ঘটে নি।

'মেজাজের একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাই না?' জিজ্ঞেস করল জিওর্দিনো, কনসোলটাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরে আছে। 'কি এমন করেছি আমরা যে সাগর এরকম খেপে উঠল?'

মেইভকে ছেড়ে দিল পিট, উঠে বসতে সাহায্য করল। 'ঠিক আছে তো?'

কয়েক সেকেন্ড কাশল মেইভ। 'মরব না', বলল সে। 'কি ঘটল বলো তো?'

'আমার সন্দেহ পানির তলায় সাইজমিক ডিসটার্ব্যান্স। বড় ধরনের ভূমিকম্প ছাড়াও বেয়াড়া ঢেউ উঠতে পারে।'

চোখ থেকে ভেজা চুল সরাল মেইভ। 'ভাগ্যই বলতে হবে যে বোটটা উল্টে যায় নি বা আমরা কেউ পানিতে পড়ে যাই নি।'

'পালের কি অবস্থা?'

'ঝুলে আছে এখনও। বৈঠা... মানে মাস্তুলটাও পড়ে যায় নি।'

জিওর্দিনো বলল, 'খাবার আর পানিও নষ্ট হয় নি।'

'যাক', বলল মেইভ। 'আমাদের তাহলে কোন ক্ষতিই হয় নি।'

'হয়েছে', বিড়বিড় করল পিট।

'ক্ষতি হয়েছে?' জিওর্দিনো জিজ্ঞেস করল। 'কই, আমি তো কিছু দেখছি না।'

'তুমি নিচে তাকাও নি।'

পিটের চেহারা গম্ভীর, চাঁদের আলোয় থমথম করছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

বোটের ফাইবারগ্লাস বটম হাল পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে ফেটে গেছে। এরইমধ্যে পানি ঢুকছে ফাটলটা দিয়ে।

২৯.

বিকেলে জগিং করতে বেরিয়েছেন রুডি, পার্কে ঢুকতেই অ্যাডমিরালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু'জন একসঙ্গে দৌড়াচ্ছেন।

'সাগরের স্রোতে ভেসে গেছে, এরকম কারও টিকে থাকার রেকর্ড আমাদের জানা আছে?' এমন সুরে প্রশ্নটা করলেন অ্যাডমিরাল, তাঁরা যেন নুমার অফিসে রয়েছেন।

'স্টিভ কালাহান, একজন ইয়টসম্যান, ক্যানারি আইল্যান্ডের কাছে বোট ডুবির পর ছিয়াত্তর দিন টিকেছিল', জবাব দিলেন রুডি। 'একা একটা মানুষ ইনফ্লেটেবল র‍্যাফট বা ভেলা নিয়ে টিকে থাকার এটাই দীর্ঘতম রেকর্ড। তবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার পুন লিম নামে একজন চীনা স্টুয়ার্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ আটলান্টিকে টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ ডুবে গেলে সে একটা ভেলায় আশ্রয় নেয়। ব্রাজিলিয়ান জেলেরা একশো তেত্রিশ দিন পর উদ্ধার করে তাকে।'

'দু'জনের কেউ কি সাইক্লোন বা টাইফুনের করলে পড়েছিল?'

মাথা নাড়লেন রুডি। 'পিট আর জিওর্দিনোকে যে-ধরনের জোরাল টাইফুনের মধ্যে পড়তে হয়েছে ওদেরকে সে-ধরনের কোন বিপদে পড়তে হয় নি।'

'ডরসেটের ইয়ট থেকে ওদেরকে নামিয়ে দেয়ার পর দু'সপ্তা পার হতে চলেছে', নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন অ্যাডমিরাল। 'ঝড়টা থেকে যদি বেঁচেও যায়, খাবার আর পানির অভাবে খুব ভুগতে হচ্ছে ওদেরকে।'

'সারভাইভ করার অনেক রেকর্ড আছে ডার্ক পিটের', বললেন রুডিক্লিফ। 'তাঁর সঙ্গে জিওর্দিনো থাকায় আমি আশাবাদী। ওরা যদি তাহিতির সৈকতে ভেসে আসে, আমি একটুও আশ্চর্য হব না।'

ট্র্যাক সুট পরা এক তরুণীকে পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে একপাশে সরে এলেন অ্যাডমিরাল। 'পিটকে প্রায়ই একটা কথা বলতে শুনি–সাগর সহজে তার রহস্য ফাঁস করে না।'

'সমস্যা সহজ হয়ে যেত নুমার সঙ্গে যদি অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের রেসকিউ-অ্যান্ড-সার্চ ফোর্স যোগ দিত।'

'আর্থার ডরসেটের হাত খুব লম্বা', বললেন অ্যাডমিরাল, চেহারায় অস্বস্তি। 'সবাই বলছে তারা নাকি বিভিন্ন রেসকিউ মিশনে ব্যস্ত, ফলে লোকবলের অভাব দেখা দিয়েছে। মিথ্যে অজুহাত!'

'ভদ্রলোক যে অসম্ভব শক্তিধর, তাতে কোন সন্দেহ নেই', বললেন রুডি। তাঁর ঘুষের টাকা কোথায় পৌঁছায় না সেটাই প্রশ্ন–এমনকি আমাদের কংগ্রেস সদস্যদের পকেটেও ঢুকছে। অদ্ভুতই লাগে যে বিখ্যাত ব্যক্তিরাও তাঁর করতেও রাজি আছি।'

'এক শুধু আপনি নন, নিশ্চয়ই আরও অসংখ্য মানুষ তাঁকে ঘৃণা করে। অথচ কেউ তারা তাঁর সঙ্গে বেঈমানী করে নি।'

'যারা তাঁর ঘুষ খেতে রাজি হয় না, দুর্ঘটনায় মারা যায়।'

'শুনেছি ঘুষ হিসেবে হীরে ভরা বাক্স সরাসরি সুইস ব্যাংকে পাঠিয়ে দেন ডরসেট।'

'হীরের লোভ সামলানো কঠিন। তবে আমাদের প্রেসিডেন্টকে হাত করা সম্ভব নয়।'

'না, তবে প্রেসিডেন্টকে বাজে পরামর্শ দিয়ে ভুল বোঝানো হতে পারে। চারদিনের জায়গায় ছ'দিন পার হতে চলেছে, অথচ এখনও তিনি কিছু জানাচ্ছেন না। আমার ভাল ঠেকছে না।'

ওঁরা দু'জন পার্ক থেকে বেরুতেই রাস্তার ধারে পার্ক করা একটা ভ্যান থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল এক লোক, গায়ে বড় বড় হরফে নুমা লেখা রয়েছে। 'স্যার, অ্যাডমিরাল, হোয়াইট হাউস থেকে আপনাকে ফোন করা হয়েছে।'

রুডির দিকে ফিরে হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'প্রেসিডেন্টের কান নিশ্চয়ই খুব লম্বা।'

এগিয়ে এসে তাঁর হাতে একটা পোর্টেবল ফোন ধরিয়ে দিল ভ্যানের ড্রাইভার। উইলবার হাটন, স্যার–সেফ লাইনে।'

'অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। হ্যালো?'

'হ্যালো, অ্যাডমিরাল। আপনার জন্যে দুঃসংবাদ।'

'প্লীজ এক্সপ্লেইন।' আড়ষ্ট হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

'যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার পর প্রেসিডেন্ট আপনার অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোন অ্যাকশন নেয়া সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কেন?' হাঁপিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'অ্যাকশন না নিলে কি ঘটতে পারে– সে ব্যাপারে তিনি সচেতন নন?'

'ন্যাশনাল সায়েন্স বোর্ডের এক্সপার্টরা আপনার থিউরির সঙ্গে একমত নন। তাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান প্যাথলজিস্টদের রিপোর্ট দেখে। প্যাথলজিস্টরা রিপোর্ট বলেছেন, শেইমোর দ্বীপ, পোলার কুইন বা অন্যান্য জাহাজে যারা মারা গেছে তারা বিরল ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল।'

'এ অসম্ভব!' কড় কড় করে উঠলেন অ্যাডমিরাল।

'আমাকে যা বলা হয়েছে আমি তাই বলছি', স্বীকার করলেন উইলবার হাটন।

'কিন্তু আমার মুখ সেলাই করা যাবে না', রাগে কাঁপছেন অ্যাডমিরাল। 'আমার কথায় কান না দেয়াটা প্রেসিডেন্টের জন্যে মারাত্মক ভুল হবে। ফর গড'স সেক, উইলবার হাটন, প্রেসিডেন্টকে আপনি বোঝান, এখনও সময় আছে...

'সরি, অ্যাডমিরাল। প্রেসিডেন্টের হাত আসলে বাঁধা। তাঁর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজারদের একজনও মানতে পারছে না যে আপনার পরিবেশিত এভিডেন্স

আন্তর্জাতিক ঘটনা তৈরির হুমকি হয়ে দেখা দেবে। সামনে নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট কোন ঝুঁকি নিতে পারেন না।'

'এ স্রেফ পাগলামি', চিৎকার করছেন অ্যাডমিরাল। 'প্রেসিডেন্ট অ্যাকশন না নিলে লোকে তাঁকে পাবলিক বাথরুম পরিষ্কার করার জন্যেও ভোট দেবে না।'

'সেটা আপনার অভিমত', ঠাণ্ডা সুরে বললেন উইলবার হাটন। 'তবে আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন যে আন্তর্জাতিক ইনভেস্টিগেটরদের একটা টীমকে মাইনিং অপারেশন দেখার প্রস্তাব দিয়েছেন আর্থার ডরসেট।'

'টীমটা গঠন করতে সময় লাগবে কি রকম?'

'এ-সব কাজে সময় লাগেই, এই ধরুন দুই কি তিন সপ্তাহ।'

'ততদিনে ওয়াহুতে লাশের পাহাড় জমে যাবে।'

'আপনার এই ধারণা খুব কম লোকই বিশ্বাস করছে।'

যোগাযোগ কেটে দেয়ার পর রুডিকে অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমরা হেরে গেছি।'

'পরিস্থিতিটা প্রেসিডেন্ট অগ্রাহ্য করতে চাইছেন?' রুডি চিন্তিত

'প্যাথলজিস্টদের কিনে নিয়েছেন আর্থার। ওরা বলছে, মৃত্যুর কারণ এক ধরনের বিরল জীবাণু।'

অ্যাডমিরালের চোখ দুটো জ্বলছে। 'সন্দেহে ভোগার সময় নিজের চেয়ে বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য নিতে হয়', বললেন তিনি। ফোনের বোতামে চাপ দিচ্ছেন। 'আমি এক ভদ্রলোককে চিনি, দেখা যাক তিনি কোন সমাধান দিতে পারেন কিনা।

৩০.

রোগা-পাতলা, খটখটে, ঋজু; চলতি বছর বাহাত্তরে পড়েছেন, মুখভর্তি পাকা দাড়ি বুক ঢেকে ক্রমশ সরু হয়ে নেমে এসেছে।

ড. অ্যামিসকে ওয়াশিংটনে আসতে বলা আর ঈশ্বরকে মেরুপ্রদেশের বরফ গলাতে বলা একই কথা, দু'জনের কেউই সাড়া দেবেন না। ওয়াশিংটন আর নিউ ইয়র্ক, এই দুই জায়গা সম্পর্কে অ্যালার্জি আছে তাঁর; এমনকি টেস্টিমোনিয়াল ডিনারের প্রস্তাব বা পুরস্কার গ্রহণের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন তিনি, আরিজোনার আস্তানা ছেড়ে নড়বেন না। ওখানকার ক্যামেলব্যাক মাউন্টেনে একটা বাড়ি আছে তাঁর। প্লেন থেকে নেমে ট্যাক্সি নিতে হলো অ্যাডমিরাল স্যানডেকারকে, বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়িটার কলিং বেল বাজালেন।

আগেই পরিচয় ছিল, অ্যাডমিরালকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন ড. স্যানফোর্ড অ্যামিস। তাঁর বেশভূষা দেখে হাসি পেলেও সযত্নে সেটা গোপন

রাখলেন অ্যাডমিরাল। এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর সাহায্য খুবই দরকার তাঁর, এমন কিছু করা চলবে না যাতে ভদ্রলোক বিরক্ত বোধ করেন।

সিটিং রুমে বসিয়ে ড. অ্যামিস জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেব?'

'না, ধন্যবাদ, এই সময় আমি কিছু মুখে দিই না।'

মাথা ঝাঁকালেন ড. অ্যামিস, রিস্টওয়াচে চোখ বুলালেন, তারপর জানতে চাইলেন, 'আপনার আমি কি সাহায্যে আসতে পারি, অ্যাডমিরাল? ফোনে তো আপনি তেমন কিছুই জানান নি।'

সরাসরি কাজের প্রসঙ্গ তোলায় খুশি হলেন স্যানডেকার। 'আপনি কি শুনেছেন, নুমা একটা অ্যাকুসটিক প্লেগ প্রতিরোধ করতে চাইছে?'

'কিছু কিছু গুজব কানে এসেছে। অস্ট্রেলিয়ানরা এটাকে প্লেগ বলতে রাজি নয়।'

'ওরা টাকা খেয়েছে। আমাদের সেরা একজন প্যাথলজিস্ট কর্নেল হান্ট প্রমাণ করেছেন মৃত্যুগুলোর কারণ ইনটেন্স সাউন্ড ওয়েভ। এরইমধ্যে চারশো মানুষ মারা গেছে, স্যার!'

'কম কথায় বলুন দেখি ঠিক কি ঘটছে।'

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন অ্যাডমিরাল।

সব শোনার পর ড. অ্যামিস জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কাছ থেকে আপনি কি আশা করেন?'

'আইভরি টাওয়ার সায়েন্টিস্টরা কে কি ভাবল তা জানতে আমার বয়েই গেছে। আমার চিন্তা আর্থার ডরসেটকে নিয়ে তাঁকে থামাতে না পারলে আরও অসংখ্য মানুষ মারা যাবে। এ-দেশে আপনিই বেস্ট অ্যাকুসটিক ম্যান, কাজেই আমি আপনার সাহায্য ও পরামর্শ চাই।'

'আপনি ফোন করার পর ব্যাপারটা নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়েছি, অ্যাডমিরাল', বললেন ড. অ্যামিস। 'একটা পদ্ধতির কথাও ভেবেছি, তবে সফল হবার সম্ভাবনা ফিফটি-ফিফটি, বা তারও কম। সিরিয়াস রিসার্চ করার সময় পাচ্ছি না, কাজেই এরচেয়ে ভাল পদ্ধতি এ-মুহূর্তে আপনাকে আমি দিতে পারব না।'

অ্যাডমিরালের চোখে অবিশ্বাস, 'আর্থার ডরসেটের মাইনিং অপারেশন বন্ধ করার একটা প্ল্যান সত্যি আপনার কাছে আছে?'

মাথা নাড়লেন ড. অ্যামিস। 'কোন ধরনের শক্তি প্রয়োগে নেই আমি। যে পদ্ধতিটার কথা বলছি, অ্যাকুসটিক কনভারজেন্স নিউট্রালাইজ করতে পারে ওটা।'

'কিভাবে তা সম্ভব?'

'সহজ ভাষায়, সাউন্ড-ওয়েভ এনার্জি প্রতিধ্বনি করা যায়।'

'হ্যাঁ, বলাই বাহুল্য', মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

'আপনি যেহেতু জানেন যে চারটে আলাদা সাউন্ড রে ওহাহুর দিকে ছুটে আসবে, কনভাজান্সের আনুমানিক সময়ও যখন হিসাব করতে পেরেছেন, ধরে নিচ্ছি আপনার বিজ্ঞানীরা কনভারজেন্স পজিশনও নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে পারবে।'

'হ্যাঁ, তা-ও আমরা জানি।'

'ওটাই তো সমাধান।'

'সমাধান?' অ্যাডমিরালের মনে যা-ও বা একটু আশা জেগেছিল, সব উবে গেল। 'কোথায়?'

'আমার পরামর্শ হলো, স্যাটেলাইট ডিশের মত নুমা একটা রিফ্লেক্টর তৈরি করুক, সাগরে নামিয়ে দিক ওটা, ঠিক কানভারজেন্স পয়েন্টে ধরে রাখুক। তাতেই কাজ হবে, অ্যাকুসটিক ওয়েভের বীম ওহাহু দ্বীপ থেকে দূরে সরে যাবে।'

চেহারায় ভাবাবেগের কোন ছাপ থাকল না, তবে উত্তেজনায় ধক ধক করছে অ্যাডমিরালের বুক। বিকট সমস্যার সমাধান এতটাই জটিলতা বিহীন যে হাস্যকর মনে হচ্ছে। সত্যি বটে যে রিডিরেকশন প্রজেক্ট বাস্তবায়িত করা সহজ কাজ হবে না, তবে কাজটা সম্ভব। 'নুমা যদি একটা রিফ্লেক্টর ডিশ কাজে লাগাতে পারে', ড. অ্যামিসকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'অ্যাকুসটিক ওয়েভ কোথায় ফিরে যাবে?'

ড. অ্যামিসের মুখে চকচকে হাসি ফুটল। 'জানা কথা, সাগরের নির্জন কোন এলাকায় পাঠানোই উচিত, এই ধরুন দক্ষিণ অর্থাৎ অ্যান্টার্কটিকার দিকে। তবে, কনভারজেন্স এনার্জি যেহেতু যত দূরত্ব পেরোয় ততই দুর্বল হয়ে পড়ে, আপনি ওটাকে উৎসে ফেরত পাঠান না কেন?'

'আর্থার ডরসেটের গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে', বিড়বিড় করলেন অ্যাডমিরাল।

মাথা ঝাঁকালেন ড. অ্যামিস। 'অসুবিধে কি। ফেরার পথে সাউন্ড ওয়েভের এত শক্তি থাকবে না যে মানুষ মারবে। তবে ওদের মনে সৃষ্টিকর্তাকে ভয় পাওয়ার কারণ ঘটাবে, আর মাথার ব্যথাটা হবে খুব হারামী জাতের।'

৩১.

আর পারা গেল না, তিক্ত মনে ভাবল পিট।

অমানুষিক পরিশ্রম আর ভোগান্তির পরও কেউ ওরা আশা ছাড়ে নি, হতাশামুক্ত রাখার জন্যে পরস্পরকে স্বপ্ন দেখিয়েছে, একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে যুদ্ধ করেছে ঝড়ের সঙ্গে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হলেও কোন অভিযোগ করে নি, আর এই হলো তার উপসংহার-বোট যে-কোন মুহূর্তে টুকরো হয়ে যাবে, ওরা পরিণত হবে মাছের খোরাকে। মেইভ ভাবছে, সে তার ছেলে দুটোকে কোনদিন আর দেখতে পাবে না। যে প্রেমিকার কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, তার কথা কল্পনা করছে জিওর্দিনো।

সাগর অনেকটা শান্ত হলেও, এক মিটার উঁচু প্রতিটি ঢেউ যখনই বোটে আঘাত করছে, ফাটলটা সামান্য হলেও বড় হচ্ছে আকারে। বয়্যান্সি টিউব ওদেরকে ভাসিয়ে রাখছে ঠিকই, কিন্তু খোলটা টুকরো হয়ে গেলে পানিতে পড়ে যাবে ওরা, হাঙর এসে বাকি কাজটা শেষ করবে।

সাইজমিক ডিসটার্ব্যান্স বোটে আঘাত করার আগেই হাতে তৈরি একটা হাল পানিতে নামিয়ে দিয়েছিল পিট, সেটার হাতলে বুক চেপে ধরে পানি সেচার আওয়াজ শুনছে এখন, সকালের প্রথম রোদে দিগন্তের ওপর টকটকে লাল চোখ বুলাচ্ছে। মেইভ আর জিওর্দিনো মেশিনে পরিণত হয়েছে, ফাটল দিয়ে পানি ঢোকার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে ওদেরকে। হালটা পিট তৈরি করেছিল ফাইবারগ্লাস শীট খুলে, শীটটা একটা স্টোরেজ কমপার্টমেন্টের ঢাকনি হিসেবেও কাজ করছিল। ঢাকনিটা চৌকো, আকারে একটা কাবার্ড-এর দরজার সমান হবে। বাকি শীটগুলোর কব্জা খুলে আটকানো হয়েছে ঢাকনির একটা প্রান্তে, প্রান্তটা জোড়া লাগানো হয়েছে ট্র্যানসামে, যেটায় আউটবোর্ড মোটর ফিট করা ছিল, ফলে ওটাকে আগু-পিছু করানো যাচ্ছে। সবশেষে ঢাকনির ওপরের প্রান্তে দুই প্রস্থ রশি আটকেছে পিট, অপারেট করার জন্যে।

চারদিকে কোথাও কোন জাহাজ, প্লেন বা দ্বীপের চিহ্নমাত্র নেই। বিশ কিলোমিটার দূরে দু'এক টুকরো মেঘই শুধু ওদেরকে সঙ্গ দিচ্ছে।

বোটে প্রচুর মাছ আছে। পানিও আপাতত কোন সমস্যা নয়। বোটটাকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে বিরতিহীন পানি সেচতে হচ্ছে, ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ওরা, আসল সমস্যা এটাই। চাহিদা মত ঘুম হচ্ছে না। ভাল কোন পাত্র না থাকায় হাত দিয়ে সেচতে হচ্ছে পানি। প্রথমে চার ঘণ্টার শিফটে কাজ করেছে ওরা, কারণ মেইভও শ্রম দেয়ার জন্যে জেদ ধরে শুরুতে পুরুষতে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পানি সেচেছে সে, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক পরই তার শরীর বেঁকে বসে। এরপর পিট শুরু করে। ওকে ছয় ঘণ্টা পানি সেচতে হয়েছে। তারপর দায়িত্ব নিয়েছে জিওর্দিনো, সে একটানা আট ঘণ্টা কাজ করছে। কিন্তু ফাটলটার সঙ্গে ওরা পারছে না, হেরে যাচ্ছে। পানি এখন চোয়াচ্ছে না, কলকল আওয়াজ তুলে ভেতরে ঢুকছে।

ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করল মেইভ, 'আমার পালা শুরু হচ্ছে?'

'আরও পাঁচ ঘণ্টা পর', জবাব দিল পিট। 'ঘুমাও।'

পিট ভাবছে, ইশ্বরই জানে কিভাবে জিওর্দিনো কাজটা করে যাচ্ছে। ইস্পাতের মত ইচ্ছাশক্তি ছাড়া এত পরিশ্রম কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পিট জানে, অ্যালের শারীরিক শক্তিরও কোন তুলনা হয় না। এখন সে হাত দিয়ে পানি সেচছে না, স্টোরেজ কমপার্টমেন্টে একটা ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেট পেয়ে সেটাকে দুমড়ে পাত্রের মত করে নিয়েছে

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেয়ে পিটের মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। বোট কাভারটাকে চাঁদোয়া বানানো হয়েছিল, পালের কাজও চলছিল ওটা দিয়ে, সেটাকে নামিয়ে পানিতে সমান করে বিছাল ও, খোলের তলায় আটকে রশি দিয়ে বয়ান্সি টিউবের সঙ্গে বাঁধল। ফাটলে সেঁটে গেল নাইলন শীট, বোটে পানি ঢোকার পরিমাণ অর্ধেক কমে গেল। খুব বড় কোন সাফল্য হয়তো নয়, তবে অন্তত কয়েক ঘণ্টা আয়ু তো বাড়ল।

হাতঘড়ি দেখল পিট, সাড়ে চার ঘণ্টা পর রাত নামবে। অ্যালের কব্জি ধরল ও, বলল, 'আমার পালা।' নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জিওর্দিনো। তার হাত থেকে ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটটা নিল পিট। একটু সরে এসে বয়ান্সি টিউবের ওপর কাত হলো জিওর্দিনো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল, অথ হয়তো জ্ঞান হারাল।

ঘণ্টা দুয়েক পর চোখ মেলল মেইভ, উঠে বসে চারদিকে তাকাল। হঠাৎ তাকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে গেল পিট। 'পিট, তুমি কি!'

'কেন, আমি আবার কি করলাম?'

'বোটের নাক আরেকটু স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরিয়ে নেয়া উচিত নয়?'

'স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরিয়ে নেব? কেন?'

মেইভ যেন নেশা বা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। 'কেন মানে? ওদিকে একটা দ্বীপ রয়েছে, আমরা ওখানে নামব না?'

কিন্তু স্টারবোর্ডের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না পিট। বুঝতে ারল, মেইভ প্রলাপ বকছে, দৃষ্টি ভ্রমের শিকার। 'না, মেইভ, ওদিকে কিছুই নেই তুমি বরং আরও একটু ঘুমাও।'

'ওটা কি?' মাথার ওপর আঙুল তুলল মেইভ।

এবার পিট দেখতে পেল। একটা টিয়া পাখী, তোতার মতই দেখতে, লেজটা খয়েরি সবুজ। বাতাসে ডানা মেলে দিয়ে সিথর হয়ে আছে বোটের ওপর। এক ডানা থেকে আরেক ডানা প্রায় এক মিটার লম্বা। 'হ্যাঁ, একটা পাখি।'

'ভাল করে তাকাও, দ্বীপটাও তাহলে দেখতে পাবে।'

'অথবা পিট হয়তো চাইছে না এই রোমান্টিক অভিযানের সমাপ্তি ঘটুক,' এক চোখ খুলে টিপ্পনী কাটল জিওর্দিনো।

সেদিকে কান না দিয়ে কন্ট্রোল কনসোলের কাছে সরে এল পিট, দু'হাতে স্ট্যান্ডটা ধরে দাঁড়াল। স্টরবোর্ড সাইডে মেঘ জমেছে, দিগন্ত স্পষ্ট নয়। চোখ সরু করে তাকিয়ে থাকল ও। প্রায় ষোলো দিন রোদের মধ্যে তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়াটা স্বাভাবিক। তবে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর দিগন্তের যে অংশটাকে মেঘ বলে মনে হচ্ছিল এখন সেটাকে পানির ওপর মাথা তুলে থাকা মাটি বলে চিনতে পারল। মেঘ সচল, কিন্তু দিগন্তের ছোট্ট ওই অংশটুকু স্থির হয়ে আছে।

'আমি বলছি, ওই পাখি আমাদেরকে পথ দেখাবে,' পিটের কানে কানে ফিসফিস করল মেইভ।

পিটের চেহারায় কোন উত্তেজনা নেই। 'ওখানে পৌঁছতে হলে পালটা আবার তুলতে হবে। পানি সেচতে হবে পাগলের মত।'

দ্বীপের সঙ্গে বোটের দূরত্বটা আন্দাজ করল জিওর্দিনো। 'অর্ধেক দূরত্ব পেরুবার আগেই বোট না দু টুকরো হয়ে যায়।'

তবে কোন বিপদ ঘটল না, নিরাপদেই পাথরের একটা শেলফে বোটটা তুলে আনল ওরা। মাটিতে পা ফেলার আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করলেও, ক্লান্তিতে বোটের পাশে শুয়ে পড়ল সবাই, কথা বলার শক্তি অবশিষ্ট নেই। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর বসল পিট, দাঁড়াবার আগে হাঁটুর ওপর সোজা হলো। প্রথম দিকে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে রাখতে হলো। দু'সপ্তারও বেশি সাগরের সঙ্গে দুলতে হয়েছে ওদেরকে, তার তো একটা প্রতিক্রিয়া আছে। ওদের জড়ৎ যেন পাক খাচ্ছে। দাঁড়াতে গিয়ে পড়েযাচ্ছিল মেইভ, খপ করে তাকে ধরে ফেলল পিট। জিওর্দিনো দাঁড়াল, পড়ল পিট, কারণ একটা গাছধরে আছে সে। তারপর ধীরে ধীরে পিটও দাঁড়াল। পা আর গোড়ালি অসম্ভব আড়ষ্ট হয়ে আছে, বিশ মিটারের মত হাঁটার পর জয়েন্টগুলো আলগা হতে শরু করল।

বোটটাকে আরও খানিকটা ওপরে তুলে আনল ওরা, তারপর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে খেতে বসল। সেই ফালি করা শুকনো মাছ আর সংরক্ষিত পানি। শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে, এবার দ্বীপটা সার্বে করতে হয়। দেখার মত তেমন কিছু নেই। এই দ্বীপ আর চ্যানেলের ওপারে ওটার সঙ্গী, দুটোই লাভার নিরেট স্তর ছাড়া কিছু নয়, সাগরের নিচে সহস্র বছরধরে আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হওয়ায় একটু একটু করে সৃষ্টি হয়েছে।

এক তীর থেকে আরেক তীর পর্যন্ত হেঁটে এল জিওর্দিনো, ঘোষণা করল ওদের আশ্রয় মাত্র একশো ত্রিশ মিটার চওড়া। সবচেয়ে উঁচু জায়গা একটা মতল মালভূমি, দশ মিটারের বেশি নয়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, এক ফোঁটা অশ্রুর আকৃতি। লম্বায় এক মাইল, এক প্রান্ত গোলাকার, আরেক প্রান্ত ছুঁচালো। দ্বীপটাকে ঘিরে আছে প্রাকৃতিক প্রাচীন, ফলে ঢেউ বা জলোচ্ছ্বাস সুবিধে করতে পারে না। চেহারা দেখে অবিরত হামলার মুখে একটা দুর্গ বলে মন করা যেতে পারে।

কিছুদূর যাবার পর ভাঙা একটা বোট দেখতে পেল ওরা, সরু ও শুকনো একটা ইনলেটে পড়েছ আছে। পাথর ভেঙে ভেতরে সাগর ঢুকে পড়ায় ইনলেটটা তৈরি হয়েছে। মাঝারি আকৃতির সেইলবোট, পোর্টসাইডে উল্টে আছে, খোল আর ফন অর্ধেকটাই ভাঙা, বোঝাই যায় পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষে। মাস্তুল না থাকলেও ডেকহাউস অক্ষত বলে মনে হলো। ভেতরে উঁকি দেয়ার আগে বোটটাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে ওরা।

'গঠনশৈলীতে দক্ষতা আছে,' মন্তব্য করল জিওর্দিনো। 'প্রায় বারো মিটার, কি বলো? ঠিক হাল।

পিট বলল, 'এখানে সম্ভবত বিশ বা তিশ বছর ধরে পড়ে আছে।'

'এই বোট নিয়ে যে বা যারাই এখানে এসে থাক,' বলল মেইভ, 'আশা করি প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে।' পিটের দিকে তাকাল সে। 'দ্বীপ দুটোকে দেখার পর থেকে একটা কথা ভাবছি, কিন্তু বলতে পারছি না।'

'বলে ফেলো।'

মেইভই জানে কেন সে লজ্জা পাচ্ছে। 'না, থাক।'

'কেন, থাকবে কেণ?'

'তোমরা আবার কি না কি ভাব।' ইতস্তত করছে মেইভ। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আগে বলো, দ্বীপ দুটোর সঙ্গে কি একজোড়া স্তনের কোন মিল আছে?'

হেসে ফেললো জিওর্দিনো। 'আমি কি ভুল শুনলাম? আপনি স্তন শব্দটা উচ্চরণ করলেন?'

'দেখলে তো,' মেইভের চোখে রাগ, তাকিয়ে আছে পিটের দিকে। 'আমি জানতাম হাসি-ঠাট্টা করা হবে।'

'এই জিওর্দিনো, কানে তুলো দাও,' নির্দেশ দিল পিট, তারপর মেইভের দিকে ফিরল। 'খানিকটা মিল হয়তো আছে। কেন?'

'অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন এক রূপকথায় একজোড়া দ্বীপের কথা বলা হয়েছে,' বলল মেইভ। 'মেয়েদের বুকের সঙ্গে মিল। ওগুলোর নামও আমি জানি।'

'কি নাম?'

'ধ্যেত। আগে জিজ্ঞেস করতে হয় দ্বীপ দুটো কোথায়। গল্পে বলা হয়েছে, ওগুলো মাঝে মধ্যেই হারিয়ে যায়...'

'কোথায়?' পিট অন্যমনস্ক, বোটটা দেখছে।

'ভাসমান সাগরের দক্ষিণে,' বলল মেইভ। 'নাম–,'

কেউ তেমন মনোযোগ দিচ্ছে না দেখে চুপ করে গেল সে।

কাত হয়ে থাকা বোটটাকে সোজা করল জিওর্দিনো, খোলের ভেতর ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে হ্যাচ হয়ে ডেকহাউসে চলে এল পিট। 'ঝোঁটিয়ে সব সরিয়ে নেয়া হয়েছে, ভেতর থেকে বলল ও। 'ভেতরে কিছুই নেই। ট্র্যানসাম চেক করো, দেখো মেয়ের নাম লেখা আছে কিনা।'

স্টার্নের দিকে হেঁটে এল জিওর্দিনো, ঝাপসা লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল মেয়ের নাম ড্যান্সিং ডরোথি।'

ইয়টের ককপিট থেকে নেমে এল পিট, 'সাপ্লাই নিশ্চয়ই কাছেপিঠে কোথাও সরানো হয়েছে, সার্চ করা দরকার। ক্রুদের ফেলে যাওয়া দু'একটা জিনিস আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

অশ্রু বা ফোঁটা আকৃতির দ্বীপের গোটা তীর সার্চ করতে আধ ঘণ্টার বেশি লেগে গেল, এরপর ওরা ভেতর দিকে সরে এল। সময় বাঁচানোর জন্যে তিনজন ভাগ হয়ে গেল। মেইভই প্রথমে একটা কুড়ালের অর্ধেকটা আবিষ্কার করল, উদ্ভট বেঁটে আকৃতির একটা পচা কাণ্ডে গাঁথা রয়েছে। টেনে সেটাকে বের করল জিওর্দিনো, 'কাজে আসবে।'

কয়েক মিনিট পর পিট একটা নালা দেখতে পেল, খোলা একটা সমতল কার্নিস হয়ে ঝাঁপ দিয়েছে সাগরে। ওই নালার পাশেই কুঁড়েটা, গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে ইয়টের মাস্তুল। কুঁড়ে মানে লগের ওপর লগ বসিয়ে চৌকো একটা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, চার মিটার লম্বা, তিন মিটার চওড়া। ছাদেও পাশাপাশি লগ ফেলা হয়েছে, নির্মাতা যে-ই হোক, আস্তানাটা সেনিরেট আর পোক্তভাবে তৈরি করেছে।

কুঁড়েটার বাইরে পরিত্যক্ত সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্টের স্তূপ জমে আছে। ব্যাটারি আর মরচে ধরা রেডিও-টেলিফোন, ডিরেকশন ফাইন্ডিং সেট, টাইম সিগন্যাল আর ওয়েদার বুলেটন পাবার জন্যে ওয়্যারলেস রিসিভার, একগাদা মরচে ধরা ও খালি ফুড ক্যান, আউটবোর্ড মোটর সহ অক্ষত একটা সেগুনকাঠের ডিঙ্গি, রাজ্যের নটিক্যাল হার্ডওয়্যার, ডিশ আর তৈজসপত্র, একটা স্টোভ ইত্যাদি ছাড়াও বহু জিনিস ছড়িয়ে -ছিটিয়ে রয়েছে চারদিকে। স্টোভের পাশে মাছের কাঁটা।

'সাবেক ভাড়াটে সব একেবারে নোংরা করে রেখে গেছে,' বলল জিওর্দিনো, গ্যাসচালিত একটা ছোট্ট জেনারেটর পরীক্ষা করছে সে বোটের ব্যাটারি চার্জ করতে লাগে।

'ওরা হয়তো এখনও কুঁড়েটার ভেতর আছে,' বিড়বিড় করল মেইভ।

হাসল পিট। 'ভেতরে ঢুকে দেখছ না কেন?'

মাথা নাড়ল মেইভ। 'আমি না। অন্ধকার ভৌতিক জায়গায় নাক গলানো পুরুষদের কাজ।'

৩২.

নিচু দোরগোড়া, ঢোকার সময় মাথা নিচু করতে হলো পিটকে। ভেতরে অন্ধকার, প্রথম কিছুই দেখতে পেল না। লগগুলো ফাঁক গলে অল্পই আলো ঢুকছে। খানিক পর অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে পিট দেখল, ওটা একটা কঙ্কালের খালি অক্ষিকোটেরের দিকে তাকিয়ে আছে। সেইলবোট থেকে উদ্ধার করা একটা বার্থে শুয়ে আছে কঙ্কালটা। আই সকেটের ওপর কপারের হাড় চওড়া, কাজেই ওটাকে পুরুষ বলে ধরে নিল পিট। মরা মানুষটার মাত্র তিনটে দাঁত অবশিষ্ট আছে। বাকিগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে মনে হলো না, যে বয়েসের কারণে পড়ে গেছে। ছেঁড়া আর ভঙ্গুর একটা শর্টস পেলভিস ঢেকে রেখেছে, হাড়সর্বস্ব পায়ে এখনও রাবার-সোলড ডেক শু। কঙ্কালে মাংস বলতে কিছুই নেই, খুদে পোকামাকড়রা সবই খেয়ে ফেলেছে। লোকটার চেহারা সম্পর্কে সামান্য একটু আভাস পাওয়া গেল খুলিতে লেগে থাকা লালচে খানিকটা চুল দেখে। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, ধরে আছে একটা লগ বুক।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখা গেল কুঁড়ের মালিক সব কিছু বেশ গুছিয়ে রেখেছিল ড্যান্সিং ডরোথির পাল সিলিঙে টাঙানো হয়েছে, বাতাস আর বৃষ্টি ঠেকানোর জন্যে। রাইটিং টেবিলে রয়েছে ব্রিটিশ অ্যাডমিরালটি চার্ট, পাইলটিং-এর ওপর কয়েকটা বই, টাইড টেবল, নেভিগেশন লাইট, রেডিও সিগন্যাল ও একটা নটিক্যাল আলমান্যাক। বোটের ইলেকট্রনিক ও মেকানিক্যাল গিয়ার কিভাবে অপারেট করা হবে তার ওপর লেখা কিছু বইও আছে, আলাদা একটা শেলফে সাজানো। ছোট একটা কাঠের বাক্সে পাওয়া গেল সেক্সট্যান্ট আর ক্রনোমিটার। টেবিলের নিচে একটা হ্যান্ড বেয়ারিং কম্পাস, আর একটা স্টিয়ারিং কম্পাস দেখা গেল। ছোট একটা ফোল্ডিং ডাইনিং টেবিলে হেলান দিয়ে রয়েছে স্টিয়ারিং হেলম, স্পোকের সঙ্গে বাঁধা একজোড়া বিনকিউলার। ঝুঁকল পিট, কঙ্কালের হাত থেকে লগটা তুলে নিয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল। 'ভদ্রলোক মারা যান,' বলল ও। 'দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন নি।

উঁকি দিয়ে কুঁড়ের ভেতরে তাকাল জিওর্দিনো। 'এদিকে উনি এসেছিলেন কেন?'

'এতে হয়তো সব প্রশ্নের জবাব পাব,' লগ বুকটা দেখাল পিট। একটা পাথরের ওপর বসে কয়েকটা পাতার ওপর চোখ বুলাল।

ভদ্রলোকের নাম আর্থার ইয়র্ক। না, আর্থার ডরসেটের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সমুদ্রপথে দুনিয়া ঘোরার প্রতিযোগিতায় মোট বারোজন অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। পোর্টসমাউথ, ইংল্যান্ড থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। স্পনসর করে লন্ডনের একটা দৈনিক পত্রিকা। প্রথম পুরস্কার ছিল বিশ হাজার পাউন্ড। এপ্রিল চব্বিশ, উনিশশো বাষট্টিতে রওনা হন আর্থার ইয়র্ক। তারমানে প্রায় ছত্রিশ বছর ধরে নিখোঁজ তিনি। সাতানব্বই দিন সাগরে থাকার পর তার বোট মিজারি নামে একটা দ্বীপে ধাক্কা খায়।

'তোমরা তো আমার অস্ট্রেলিয়ান রূপকথা শুনতে চাইলে না', পিটকে থামিয়ে দিয়ে বলল মেইভ। 'ওই গল্পেও মিজারি দ্বীপের কথা বলা হয়েছে।'

পিট আবার শুরু করল। প্রতিযোগিতায় সবার আগে ছিলেন ইয়র্ক, কিন্তু এদিকে আসার পর তাঁর জেনারেটর নষ্ট হয়ে যায়। পাওয়ার সাপ্লাই না থাকায় বাহিরের দুনিয়ার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। বোটটা পাথরে বাড়ি খেয়ে উল্টে পড়েছিল। বেশিরভাগ, সাপ্লাই পানিতে পড়ে যায়। ঝড় থামার পর তিনি ওটাকে টেনে তোলেন। কিছু খাবার উদ্ধার করেছিলেন, তবে তাতে বেশি দিন চলে নি। মাছ ধরার চেষ্টা করেন তিনি, তেমন সফল হন নি। খেতে না পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পাখির ডিম পেয়েছিলেন কয়েকটা। এভাবে এই পাথরের টুকরোর ওপর একশো ছত্রিশ দিন বেঁচেছিলেন ইয়র্ক। শেষ দিকে তিনি লিখেছেন, 'আর নড়াচড়া করতে পারছি না। শুয়ে আছি। প্রহর গুনছি কখন মৃত্যু হবে। হায় স্বদেশ, বড় সাধ জাগে আরেকবার তোমাকে দেখি। এই লগ যিনিই হাতে পান, দয়া করে আমার স্ত্রী আর তিন কন্যাকে লেখা আলাদা চারটে চিঠি যেন তাদের হাতে ঠিকমত পৌঁছে দেন। আমার চিন্তায় তারা যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, সেজন্যেও

তাদের কাছে আমি ক্ষমা চাই। আমার ব্যর্থতার জন্যে যতটা ত্রুটি দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী দুর্ভাগ্য। হাত এত দুর্বল যে আর লিখতে পারছি না ধন্যবাদ।'

মেইভের চোখ দুটো ছলছল করছে। 'বেচারা স্ত্রী আর মেয়েগুলো জানেও না কোথায় কিভাবে তিনি মারা গেছেন।'

কুঁড়ের ভেতর আবার ঢুকল পিট, বেরিয়ে এল অ্যাডমিরালিটি চার্ট হাতে নিয়ে। পাথরের ওপর মেলে ভাসমান সীর দিকে তাকাল পিট।

'মিজারি শুধু রূপকথায় নয়, চার্টেও আছে।'

'আমরা তাহলে কোথায় রয়েছি?' জানতে চাইল্ল মেইভ।

নীর সাগরের মাঝখানে খুদে একটা বিন্দুর ওপর আঙুল তাক করল পিট। 'এখানে। নিউজিল্যান্ডের ইনভারকারগিল থেকে নয়শো পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ– পশ্চিমে।'

জিওর্দিনো জিজ্ঞেস করল, 'ইয়র্কের খোঁজ পেতে ছত্রিশ বছর লেগে গেছে। আমাদের খোঁজ পেতে কত বছর লাগবে?'

৩৩.

গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদে নিজের বাড়িতেই অফিস খুলে বসেছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। 'হাতে আছে আর মাত্র নয় দিন', বললেন তিনি, টেবিলে বসা দাড়ি না কামানো পুরুষ আর ক্লান্ত মেয়েগুলোর ওপর চোখ বুলালেন। দেয়ালে ফটো, নটিকল চার্ট আর দ্রুত হাতে আঁকা ছবি সাঁটা হয়েছে। কার্পেটে ছেঁড়া কাগজের স্তূপ। কনফারেন্স টেবিলের ওপর কফি কাপ, নোটপ্যাড, আট-দশটা টেলিফোন, আর চুরুট ভর্তি অ্যাশট্রে।

'সময় আমাদের বিরুদ্ধে', ড. স্যানফোর্ড অ্যামিস বললেন, 'ডেডলাইনের আগে একটা রিফ্লেক্টর তৈরি করে জায়গা মত ফিট করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।'

সাউন্ড এক্সপার্ট আর তাঁর ছাত্ররা আরিজোনায় রয়েছেন, তবে টিভি মনিটরের কল্যাণে দেখে মনে হবে নুমার স্টাফের সঙ্গে ওয়াশিংটনে, একই টেবিলে বসে আছেন তাঁরা। উল্টোটাও সত্যি, স্যানডেকারের এক্সপার্টরা যেন আরিজোনায় ড. অ্যামিসের রিসার্চ সেন্টারে বসে আছে। ভিডিও হলোগ্রাফির কৃতিত্ব, ফটোনিক্স-এর মাধ্যমে ছবি আর আওয়াজ বিশাল দূরত্ব পেরিয়ে আসা-যাওয়া করছে। ফটোনিক্সের সঙ্গে কমপিটরের জাদু যোগ করায় টাইম আর স্পেস-এর সীমাবদ্ধতা বলতে কিছু নেই।

'আপনার সঙ্গে আমি একমত', টিভি মনিটরের দিকে তাকিয়ে ড. অ্যামিসকে বললেন অ্যাডমিরাল। 'তৈরি করা আছে, এরকম একটা রিফ্লেক্টর পেতে হবে আমাদেরকে।'

'আমাদের একটা প্যারাবলিক রিফ্লেক্টর দরকার।' বললেন ড. অ্যামিস। 'আমাদের সেটা একটা বেসবল ডায়মন্ড-এর চেয়ে বড় হবে তো ছোট নয়, সাউন্ড

এনার্জি রিফ্লেক্ট করার জন্যে সারফেসের মাঝখানে একটা এয়ার গ্যাপ থাকবে। সময়ের জানালা বন্ধ হবার আগে এ জিনিস তৈরি করা সম্ভব নয়।'

রুডি বললেন, 'না, সম্ভব নয়। তৈরি কোন রিফ্লেক্টর চাই আমাদের, হাওয়াই দ্বীপে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

'অত বড় একটা জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়', ল্যাপটপ কম্পিউটর থেকে মুখ তুলে বলল হিরাম ইয়েজার। 'প্রথমে খুলতে হবে ওটাকে, টুকরোগুলো জাহাজে তুলে হাওয়াই দ্বীপে নিয়ে যেতে হবে, তারপর আবার জোড়া লাগাতে হবে। কোন প্লেন এত বড় কাঠামো বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'কিন্তু এত বড় জাহাজই বা পাব কোথায়?' রুডির প্রশ্ন।

চুরুট ধরালেন অ্যাডমিরাল। 'হয় অয়েল সুপারট্রাঙ্কার দরকার হবে, নয়তো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের স্পীড ফিফটি নট, সান ফ্যান্সিসকো থেকে হাওয়াই বা হনুলুলু দ্বীপে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বাহাত্তর ঘণ্টা', বললেন রুডি।

চোখ তুলে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'তারমানে পাঁচদিনের মধ্যে একটা রিফ্লেক্টর খুঁজে পেতে হবে, সেটাকে প্রথমে সান ফ্রান্সিসকোয় নিয়ে যেতে হবে, তারপর ওখান থেকে কনভারজেন্স জোনে নিয়ে গিয়ে ফিট করতে হবে।'

'টাইট শেডিউল, আপনার হাতে যদি একটা রেফ্লেক্টর থাকেও', বললেন ড. অ্যামিস।

ইয়েজার জানতে চাইল, 'কত গভীরে ওটা ফিট করতে হবে?'

সুন্দরী এক তরুণী ঝট করে ড. অ্যামিসের হাতে একটা পকেট ক্যালকুলেটর গুঁজে দিল। ড. অ্যামিস কয়েকটা বোতামে চাপ দিলেন। 'রিফ্লেক্টরের সেন্টারটা একশো সত্তর মিটার গভীরতায় থাকা দরকার', বললেন তিনি।

'স্রোত আমাদের এক নম্বর সমস্যা', বললেন রুডি। 'জায়গা মত রিফ্লেক্টরটাকে ধরে রাখা খুব কষ্টকর হবে।'

'আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কাজে লাগান', বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওরা একটা রিগিং সিস্টেমের ডিজাইন করুক, কাঠামোটা যাতে স্থির থাকে।'

'কনভারজিং সাউন্ড ওয়েভ রি-ফোকাস করলেই যে সরাসরি আবার ওটা গ্ল্যাডিয়েটরের উৎসে ফিরে যাবে, তার নিশ্চয়তা কি?' ড. অ্যামিসকে জিজ্ঞেস করল ইয়েজার।

এক হাতে দাড়ি পাকাচ্ছেন ড. অ্যামিস, জবাব দিলেন, 'যে ফ্যাক্টরগুলো অরিজিনাল সাউন্ড ওয়েভকে প্রপাগেট করবে–যেমন, লবণাক্ততা, পানির তাপমাত্রা ও শব্দের গতি–সেগুলো যদি অক্ষুণ্ন থাকে, রিফ্লেক্টেড এনার্জি নিজের পথ ধরে অবশ্যই উৎসে ফিরে যাবে।'

অ্যাডমিরাল ইয়েজার-এর দিকে ফিরলেন। 'গ্ল্যাডিয়েটরের লোক সংখ্যা কত?'

কম্পিউটারের সাহায্য নিল ইয়েজার। 'স্যাটেলাইট ফটো সহ ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ জন, বেশিরভাগই মাইনার।'

'চীনা পেভ লেবার', বিড়বিড় করলেন রুডি।

ড. অ্যামিসকে অ্যাডমিরাল বললেন, 'আপনি বলেছেন, ফেরার পথে দুর্বল হয়ে পড়বে সাউন্ড ওয়েভ, ফলে লোকজন মারা যাবে না। তবে অসুস্থ হবে। তার মাত্রা সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারেন?'

অ্যাকুসটিক এক্সপার্টের আরেকজন সহকারী কোন রকম ইতস্তত না করে কাগজের একটা শীট বাড়িয়ে ধরল, সেটা নিয়ে ড. অ্যামিস বললেন, 'গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে আঘাত করার সময় ওভারল্যাপিং কনভারজেন্স জোনের এনার্জি ফ্যাক্টর শতকরা আটাশ ভাগ কমে যাবে, প্রাণী বা মানুষকে মেরে ফেলার মত যথেষ্ট শক্তিশালী থাকবে না।'

'ফিজিকাল রিয়্যাকশন ব্যাখ্যা করতে পারেন?'

'মাথ্যাব্যাথা, মাথা ঘোরা, সামান্য বমি ভাব, ব্যস।'

অ্যাডমিরালের একজন উপদেষ্টা, মলি, বললেন, 'ইউ. এস. নেভির এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার রুজভেল্ট পার্ল হারবারে ভিড়েছে, সাপ্লাই নেবে, মেরামতের কিছু কাজও সারবে, তারপর ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি টেন্থ ফ্লিটের সঙ্গে যোগ দেবে।'

'কি ভাবছেন বুঝতে পারছি', বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু রিফ্লেক্টর ছাড়া পার্ল হারবারে একটা ক্যারিয়ার কিভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান করবে?'

মলি বললেন, ক্যারিয়ারটাকে আমি বোনাস হিসেবে দেখছি। আমি যে তথ্যটা দিতে চাইছি তা হলো, হাওয়াই দ্বীপের লানাই-এ একটা স্যাটেলাইট ইনফরমেশন কালেকশন সেন্টার আছে।'

'লানাই-এ স্যাটেলাইট ফ্যাসিলিটি আছে? স্ত্রীকে নিয়ে ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, কই, দেখলাম না তো।' ইয়েজার বিস্মিত।

'বিল্ডিং আর প্যারাবলিক রিফ্লেক্টর মত পালাওয়াই আগ্নেয়গিরির ভেতরে। নেটিভ বা ট্যুরিস্টদের ওটার ধারেকাছেও ঘেষতে দেয়া হয় না।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল, আগ্রহে চকচক করছে চোখ দুটো, ইয়েজার জানতে চাইল, 'প্যারাবলিক রিফ্লেক্টর কত বড় হয়?'

'যত দূর মনে আছে, আশি মিটার...।'

'ডায়ামিটারে তো?' জিজ্ঞেস করলেন ড. অ্যামিস। 'আমাদের যতটুকু সারফেস এরিয়া দরকার, তার চেয়ে বেশিই তাহলে।'

মলিকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে ভাগিয়ে এনেছেন অ্যাডমিরাল, জানেন তাঁর তথ্য ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। 'আপনার কি মনে হয় এনএসএ ওটা আমাদেরকে ধার দেবে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'ওটাকে ওখান থেকে আমরা সরিয়ে আনতে চাইলে ওরা বোধহয় টাকাও দেবে', বললেন মলি। 'সেন্টারটা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে অনেক আগেই, কারণ যন্ত্রপাতিগুলো মান্ধাতা আমলের, বাতিল হয়ে গেছে– যদিও সাইটে এখনও পাহারা আছে।'

অ্যাডমিরাল বললেন, 'তাহলে নেভীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় আমাকে। হাওয়াই থেকে খুলে ওটাকে আকাশ পথে বয়ে আনতে হবে, রুজভেল্টে নিয়ে এসে জোড়া লাগাতে হবে আবার, তারপর নামাতে হবে কনভারজান্স জোনে। মলি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে রাজি করাবার দায়িত্বটা আপনি নিন, প্লীজ।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে; এখুনি আমি কাজ শুরু করছি।'

৩৪.

আর্থার ডরসেটের জুয়েলারি ট্রেড সেন্টার। প্রাইভেট এলিভেটর নিঃশব্দে উঠে এল পেন্টহাউস স্যুইটে। গেইব স্ট্রসারকে দেখে মনে হলো হলিউডের কোন বিখ্যাত অভিনেতা; ষাট বছর বয়েসেও প্রাণচঞ্চল তরুণ, সেই পঁয়তাল্লিশের পর তাঁর বয়স যেন আর বাড়ে নি। সুদর্শন এই ভদ্রলোক একজন ইহুদি, আর ইহুদিরা যে ধুরন্ধর ব্যবসায়ী হয় তা কে না জানে-ইনিও তার ব্যতিক্রম নন। এলিভেটর থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক, প্যাসেজ ধরে চলে এলেন খোলা একটা চত্বরে। এখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছেন আর্থার ডরসেট।

ব্যবসায়িক সূত্রে স্ট্রসার ও ডরসেট পরিবার একশো বছর ধরে ঘনিষ্ঠ। একজন আরেকজনকে ছোটবেলা থেকে চেনেন। তবে কয়েক বছর ধরে পরস্পরের পরম শত্রুতে পরিণত হয়েছেন তাঁরা।

স্ট্রসারও একজন হীরক ব্যবসায়ী। পারিবারিক খনি তো আছেই, সেই সঙ্গে তিনি একজন পাইকারও বটেন। হীরকসম্রাট আর্থার ডরসেটের কাছ থেকে পাইকারী দরে হীরে কিনে বাজারজাত করতেন। কোম্পানির নাম স্ট্রসার অ্যান্ড সন্স। তাঁর ওপর কি কারণে ডরসেট খেপে গিয়েছিলেন তা কেউ জানে না।

কোন হৈ-চৈ বা গোলযোগ সৃষ্টি হয় নি, ব্যাপারটা নিঃশব্দে ঘটে যায়। আর্থার ডরসেট তাঁর অ্যাটর্নিদের মাধ্যমে জানান যে গেইবের সঙ্গে তিনি কোন ব্যবসা করবেন না। খবরটা দেয়া হয় টেলিফোনে, ব্যক্তিগতভাবে মুখোমুখি হবার ঝামেলায় যাননি ডরসেট। গেইবের জন্যে ব্যাপারটা ছিল চরম অপমানকর, সেই অপমানের কথাও আজও তিনি ভোলেন নি।

পারিবারিক ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দক্ষিণ আফ্রিকার কার্টেলের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন স্ট্রসার, সেই সঙ্গে কোম্পানির হেডকোয়ার্টার সিডনি থেকে তুলে নিয়ে যান নিউ ইয়র্কে। আর্থার ডরসেট তাঁর সমস্ত খনি থেকে সব হীরে তুলে ফেলছেন, এই খবর শুনে কার্টেলভুক্ত কোম্পানিগুলো স্বভাবতই খুব আতঙ্কিত হয়ে

পড়েছে, কারণ ডরসেট যদি চাহিদার চেয়ে বেশি হীরে বাজারে ছাড়েন তাহলে বিপজ্জনক দর পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না। সেজন্যেই তারা স্ট্রেসারকে পাঠিয়েছে, ডরসেটের সঙ্গে আলাপ করে তিনি বুঝতে চেষ্টা করবেন হীরকসম্রাটের আসল উদ্দেশ্যটা কি।

এগিয়ে এসে গেইবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ডরসেট। 'অনেক দিন পর আবার আমাদের দেখা হলো, তাই না, গেইব?'

'সাক্ষাৎ দেয়ায় তোমাকে ধন্যবাদ, আর্থার', সবিনয়ে বললেন স্ট্রেসার, অতীত বন্ধুত্বের কথা মনে রাখলে এই বিনয়কে ব্যঙ্গই বলতে হয়। 'আমার যতদূর মনে পড়ে, তোমার অ্যাটর্নিরা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল আমি যেন তোমার সঙ্গে কখনও যোগাযোগ না করি।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ডরসেট। 'তিক্ত স্মৃতি ভুলে থাকাই সব দিক থেকে ভাল। এসো লাঞ্চে বসে মধুর স্মৃতি নিয়ে আলাপ করি', টেবিলটার দিকে হাত তুললেন তিনি, উঁচু মঞ্চের ওপর ফেলা হয়েছে, বুলেটপ্রুফ কাচ দিয়ে ঘেরা, চেয়ারে বসলেও সিডনি হারবার পরিষ্কার দেখা যাবে।

স্ট্রেসার আশা করেছিলেন ডরসেট আড়ষ্ট আচরণ করবেন, দেখা হওয়া মাত্র ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে। সেরকম কিছু ঘটছে না দেখে সামান্য বিস্মিত হলেন তিনি। বসা মাত্র একজন ওয়েটারকে ইঙ্গিত করলেন ডরসেট। ওয়েটার রূপালি একটা বালতি থেকে শ্যাম্পেনের বোতল তুলে গেইবের গ্লাসটা ভরে দিল। স্ট্রেসার লক্ষ করলেন, ডরসেট বিয়ার খাচ্ছেন সরাসরি বোতল থেকে। যখন শুনলাম কার্টেল তাদের একজন প্রতিনিধিকে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাচ্ছে, ভুলেও ভাবি নি যে তারা তোমাকে পাঠাবে,' আলোচনার সূত্রপাত করলেন ডরসেট।

'তোমার আার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের কথা মনে রেখে ডিরেক্টররা ভাবলেন তোমার মন বোঝা আমার পক্ষে সহজ হবে,' জবাব দিলেন স্ট্রেসার। 'কি ব্যাপার বলো তো? সব খনি তুমি একেবারে খালি করে ফেলেছ বলে শুনছি। কেন?'

'এ খবর কোথায় তুমি পেলে তা আমি জিজ্ঞেস করব না,' মিটিমিটি হেসে বললেন ডরসেট। 'আগে বলো শুনি কি কারণে কার্টেল এতটা উদ্বিগ্ন।'

'কেন, তুমি জানো না? হীরে উৎপাদনের কোটা তো অনেক আগেই বেঁধে দেয়া হয়েছে। তুমি সেই নির্ধারিত কোটার চেয়ে অনেক বেশি হীরে তুলছ। বাজারে যদি এ-সব আসে, চিন্তা করে দেখেছ দাম কোথায় গিয়ে নামবে?'

'দীর্ঘ আলোচনা আমার একঘেয়ে লাগে', বললেন ডরসেট। 'চেষ্টা করে দেখি সংক্ষেপ করা যায় কিনা, ঠিক আছে? প্রথমে তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। ধরো তুমি খবর পেলে তোমার হীরের স্টক ডাকাতি হয়ে যাবে। ডাকাতদের সংখ্যা এত বেশি আর তাদের অস্ত্র এত আধুনিক যে কেউ তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না। এ অবস্থায় তুমি কি করবে?'

তিন সেকেন্ড চিন্তা করে জবাব দিলেন স্ট্রসার, 'হীরেগুলো আমি নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেরব।'

ডরসেট হাসলেন। 'আমিও ঠিক তাই করছি।'

স্ট্রসারকে বিস্মিত দেখাল। 'কিন্তু তোমার হীরে তো খনির ভেতর রয়েছে, কে তা ডাকাতি করবে?'

'প্রকৃতি', ছোট্ট করে জবাব দিলেন ডরসেট।

ভুরু কোঁচাকালেন স্ট্রসার। 'বুঝলাম না।'

'বাইরের কেউ এই প্রথম তুমিই জানছ', বললেন ডরসেট। 'তোমাকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে, কাজেই তোমাকে সব কথা জানালে অসুবিধে নেই। আমার জিয়োলজিস্টরা সাইজমলজিকাল স্টাডির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছেন যে গ্ল্যাডিয়েটর আর গ্ল্যাডিয়েটরের কাছাকাছি দুটো দ্বীপ, ইস্টার আর কুনঘিট, আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে বিস্ফারিত হবে।'

'বিস্ফোরিত হবে মানে?' স্ট্রসার হতভম্ব। তিনি জানেন, ডরসেটের এদিকের খনিগুলো আগ্নেয়গিরির ভেতর। হঠাৎ তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগল। আন্তর্জাতিক বাজারে এই তথ্যের মূল্য কয়েক কোটি ডলার হওয়াও বিচিত্র নয়। এতদিন গোপন রাখলেও, ডরসেট এখন সব বলে ফেলেছেন। কি মনে করে?

'বিস্ফোরিত হবে মানে, আগ্নেয়গিরিগুলো জ্যান্ত হতে যাচ্ছে', বললেন ডরসেট। ঘাড় ফিরিয়ে একবার প্যাসেজের দিকে তাকালেন। এক সেকেন্ড পর প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এল বোদিকা। হাত তুলে একবার শুধু আঙুলগুলো নাচালেন তিনি, তারপর আবার গেইবের দিকে ফিরলেন। 'আর মাত্র দু'সপ্তা সময় আছে, গেইব। গ্ল্যাডিয়েটর, কুনঘিট আর ইস্টার বলে কিছু থাকবে না। টেকনিক্যাল ব্যাপার ভাল বুঝি না, তবে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে দ্বীপগুলো সাগরে তলিয়ে যাবে। কাজেই, বুঝতেই পারছ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত হীরে আমাকে বের করে নিতে হচ্ছে।'

সাদা প্যান্ট আর সাদা ব্লাউজ পরেছে বোদিকা, প্যান্ট আর ব্লাউজের মাঝখানে পেটের একটা অংশ অনাবৃত, ব্লাউজের নিচের ঝুল ফিরে দিয়ে বাঁধা, ফিতের লেজটুকু নাভির ওপর ঘষা খাচ্ছে। ডরসেটের পিছনে এসে দাঁড়াল সে, তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলর, 'অতিথিকে এখনও তোমরা খেতে দাওনি?' তারপর মুখ তুলে গেইবের দিকে তাকাল সে। 'হ্যালো, মি. স্ট্রসার?'

'হ্যালো', শুকনো গলায় বললেন স্ট্রসার, বোদিকর দিকে তাকাতে আড়ষ্টবোড করছেন। ডরসেটের দিকে ফিরে তিনি জানতে চাইলেন, 'কিন্তু তুমি তো শুধু এই তিনটে দ্বীপ থেকে হীরে তুলছ না। কোর, কুনঘিট আর স্ক্যাগস খনিও খালি করে ফেলছ। ওগুলোও কি বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে?'

'বোদিকা, অতিথিকে কি খাওয়াতে চাও ওয়েটারকে বলো, প্লীজ', অনুরোধ করলেন ডরসেট।

বোদিকার ইঙ্গিতে ওয়েটার লবস্টার আর স্যালাড পরিবেশন করল। গেইবের পিছনে এসে দাঁড়াল বোদিকা, সুরেলা কণ্ঠে বলল, 'নিন, মি. স্ট্রসার, শুরু করুন।'

'ধন্যবাদ, আমার খিদে নেই', প্রত্যাখ্যান করলেন স্ট্রসার, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডরসেটের দিকে।

ডরসেট বললেন, 'না, ওগুলো বিস্ফারিত হতে যাচ্ছে না। আসলে কি জানো খুব শিগগির আমি লোকবলের সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছি। প্রশান্ত মহাসাগরে মাত্র ছয়টা দ্বীপে আমার খনি রয়েছে, তাই না? অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ওগুলোর সংখ্যা কয়েকশো বা কয়েক হাজারে দাঁড়াবে।' গেইবের চেহারায় হতবিহ্বল একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখলেন তিনি, তবে দেখেও না দেখার ভান করে কথা বলে যাচ্ছেন, 'খনির সংখ্যা বাড়বে, কিন্তু হীরে তোলার জন্যে অত লোক আমি পাব কোথায়? তাই ঠিক করেছি, হাতে যতক্ষণ সময় আছে, সব খনি খালি করে ফেলব। কয়েক হাজার নতুন খনি পাচ্ছি, কাজেই নতুন লোকও নেয়া হবে...'

'তোমার কথা তো কিছুই আমি বুঝতে পারছি না', বাধা দিলেন স্ট্রসার। 'কয়েকশো, কয়েক হাজার, এসব তুমি কি বলছ?'

'ঠিকই বলছি।' হাসলেন ডরসেট। 'কেন, প্রশান্ত মহাসাগরে মড়ক লেগেছে, তুমি শোনোনি? খনি খালি করার কাজে পালসড আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করছি আমরা। তাতে কোন কোন দ্বীপের লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমি আশা করছি মহামারী দেখা দিয়েছে ভেবে সবাই তারা দ্বীপগুলো ছেড়ে পালাবে। অর্থাৎ দ্বীপগুলো সব খালি হয়ে যাবে।'

'হলো। তো?' দ্রুত চিন্তা করছেন স্ট্রসার।

'কিরিবাতি, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন আইল্যান্ড, ফিজি, টোঙ্গা ইত্যাদি নাম করা দ্বীপগুলোর কথা বাদ দাও', বললেন ডরসেট। 'ওগুলোর আশপাশে রয়েছে কয়েক হাজার দ্বীপ। গত বিশ বছর ধরে আমার বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন ওদিকের প্রায় প্রতিটি দ্বীপে হীরের খনি আছে। জানি, তোমার বিস্ময় বাধ মানছে না। তবে আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছ।'

ডরসেটের আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারছেন না স্ট্রসার। এসব তথ্য যদি সত্য হয়, ডরসেট গোপন করছেন না কেন? নিরাপত্তার অভাব বোধ করলেন তিনি। দৃষ্টিসীমার ভেতর বোদিকাকে দেখতে না পেয়ে ভয়টা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

ডরসেট হঠাৎ জানতে চাইলেন, 'এখান থেকে গিয়ে কার্টেলকে তুমি কি জানাবে, গেইব?'

'বলব তুমি পাগল হয়ে গেছ, সারাক্ষণ শুধু প্রলাপ বকছ', জবাব দিলেন স্ট্রসার। 'তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি।'

ডরসেট হাসলেন। 'তুমি অভিনয় জানো, তবে প্রতিভা নও। ফিরে গিয়ে আমার প্রতিটি কথা রিপিট করবে। কার্টেলকে বোঝাতে চেষ্টা করবে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। অর্থাৎ উল্টোটা বলছ তুমি।'

'তুমি আমাকে অপমান করছ, আর্থার', গম্ভীর সুরে বললেন স্ট্রসার। 'এখন মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসা আমার উচিত হয়নি। এখন তাহলে আমি উঠবে।'

'যাবার আগে, গেইব, তোমাকে আমি একটা জিনিস প্রেজেন্ট করতে চাই।'

'তোমার কোন উপহার আমি চাই না!' কঠিন সুরে বললেন স্ট্রসার।

'এটা তোমার ভাল লাগবে, গেইব', হেসে উঠে বললেন ডরসেট। 'আবার মনে হচ্ছে, না-ও ভাল লাগতে পারে।' একটা হাত তুলে ঝাঁকালেন তিনি।

বোদিকা দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক গেইবের পিছনে। ঝুঁকল সে, গেইবের হাত দুটো ধরে চেয়ারের পিছনে টেনে আনল। ধস্তাধস্তি করলেন স্ট্রসার, কিন্তু দিদ্রের সঙ্গে জোরে পারলেন না। নিজেকে ছাড়াতে না পেরে শরীরে ঢিল দিলেন তিনি। অপমানে যতটা না, তার চেয়ে ভয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন। নেশাগ্রস্ত মানুষের মত লাগছে তাঁকে, তাকিয়ে আছেন ডরসেটের দিকে। 'এর মানে কি? কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করলেন। 'বোদিকাকে বলো এখুনি যেন আমাকে ছেড়ে দেয়।'

অমায়িক হেসে ডরসেট বললেন, 'তুমি লাঞ্চ প্রত্যাখ্যান করেছ, গেইব। তোমাকে আমি না খেয়ে যেতে দিতে পারি না। তা দিলে তুমি হয়তো ভাবতে আমি অতিথিবৎসল নই।'

'আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে, মনে রেখো, কার্টেল তোমাকে ছাড়বে না...

'খারাপ ব্যবহার কে করছে? আমি তো শুধু তোমাকে খাওয়াতে চাই।' হাসছেন ডরসেট।

স্ট্রসার দিশেহারা বোধ করছেন। কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকছে না। বোদিকর হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে আবার তিনি শরীরটাকে মোচড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু বোদিকার গায়ে অসম্ভব শক্তি, তিনি সুবিধে করতে পারছেন না।

ডরসেট ইঙ্গিত করলেন। বোদিকা এবার ভাঁজ করা হাত দিয়ে গেইবের গলাটা পেঁচাল। চেয়ারের পিছনে হেলান দিলেন স্ট্রসার, হাঁ করা মুখ আকাশের দিকে তোলা। কোটের পকেট থেকে প্লাস্টিকের একটা চোঙ্গা বের করলেন ডরসেট, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, ঝুঁকে সেটা গুঁজে দিলেন গেইবের দু'সারি দাঁতের মাঝখানে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল গেইবের চোখ দুটো। গলায় পেঁচানো বোদিকার হাত আরও টান টান হলো, ফলে তাঁর আর্তনাদ ভোঁতা শোনাচ্ছে।

'রেডি, ড্যাডি', বলল দিদ্রে, নির্দয় চেহারায় খুনের নেশা।

'হীরের যখন ব্যবসা করো, তখন হীরে তুমি খেতেও পারবে', বলে টেবিল থেকে টি-পট আকৃতির ছোট একটা ক্যানিস্টার তুলে নিলেন ডরসেট। চোঙ্গাটা গেইবের মুখে আটকে গেছে। এক হাত তাঁর নাকের ফুটো চেপে ধরলেন ডরসেট, অপর হাতে রয়েছে ক্যানিস্টার। সেটা তিনি চোঙ্গার চওড়া মুখে উপুড় করলেন খানিকটা। ডি-গ্রেড, ওয়ান ক্যারাট ডায়মন্ড ক্যানিস্টার থেকে বেরিয়ে এসে চোঙ্গার ভেতর

পড়তে শুরু করল। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলেন স্ট্রসার। পা ছুঁড়ছেন অনবরত। তবে হাত তবে হাত দুটো দিদ্রে ছাড়েনি। স্রেফ তীব্র আতঙ্কে মরিয়া হয়ে হীরেগুলো গিলে ফেলার চেষ্টা করছেন স্ট্রসার। কিন্তু সংখ্যায় ওগুলো এত বেশি যে গিলে সারা যাচ্ছে না। তারপর গলায় আর কোন জায়গা থাকল না। দম বন্ধ হয়ে গেল। শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে। দ্রুত নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তিনি। এখন আর নড়ছেন না, ঠোঁটের কোণ থেকে উপচে পড়ছে খুদে হীরে, পাকা চত্বরে পড়ে লাফাচ্ছে।

৩৫.

আর্থার ইয়র্ককে শুকনো একটা নালায় কবর দিল ওরা। কুঁড়ের ভেতর মোটা ডেকরন কাপড় পাওয়া গেছে, তাঁবু বানাবার কাজে লাগল; দীর্ঘদিন একটা লাশ পড়ে ছিল বলে ঘরটায় ঢুকতে রাজি হয়নি মেইভ। রেডিও আর জেনারেটর চালু করার জন্যে দু'দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করল জিওর্দিনো, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আমি তো কোন ছার, জেনারেল ইলেকট্রিক-এর চীফ ইঞ্জিনিয়ারও কিছু করতে পারবে না।'

চারদিন হলো ডাঙায় রয়েছে ওরা। সেদিন পাখির মাংস দিয়ে নাস্তা সেরে পিট বলল, 'একটা বোট নিয়ে এখানে আমরা এসেছি, আরেকটা বোট এখানে ছিল। দুটোই ভাঙা, মেরামতের অযোগ্য। এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'কিছুই করাই নেই', মেইভ বলল। 'অপেক্ষা করতে হবে, যদি কোন জাহাজ এসে আমাদেরকে উদ্ধার করে।'

'আমি বলি কি, এসো, কারও সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে আমরা নিজেরাই....'

'কিভাবে?'

'আমরা ওই দুটো বোট থেকে তৃতীয় একটা বোট তৈরি করতে পারি।'

আইডিয়াটা সবারই ভাল লাগল। দুই বোটের অক্ষত অংশগুলো নিয়ে শুরু হলো নির্মাণ কাজ। মাস্তুল আছে, আছে হাল ও পাল, আরও আছে একটা আউটবোর্ড ইঞ্জিন, কাজেই সাগর পাড়ি দেয়া কোন সমস্যা হবে না। পিট বলল, 'ইয়র্কের নেভিগেশনাল ইন্সট্রুমেন্ট আর অ্যাডমিরাল্টি চার্ট থাকায় মোটামুটি নিখুঁত একটা কোর্স ধরে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে পৌঁছনো অসম্ভব হবে না।'

মেইভ এমন ভাবে তাকাল, যেন পাগল ভাবছে পিটকে। 'প্রলাপ বকছ?'

মাথা নাড়ল পিট। 'শুরু যখন করেছি, কাজটা আমি শেষ করতে চাই-তোমার ছেলে দুটোকে উদ্ধার করব। পেভ লেবারদেরও উদ্ধার করতে হবে।'

'পিটকে আমি সমর্থন করছি', নির্দ্বিধায় বলল জিওর্দিনো। 'মার্চেন্ট আর বোদিকর সঙ্গে আমার কিছু দেনা-পাওনা আছে, আশা করি গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে গেলে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

বিরক্ত দেখাল মেইভকে। 'কি বলছ নিজেরাও জানো না। দ্বীপটার নব্বুই ভাগ ঘিরে রেখেছে খাড়া পাহাড়-প্রাচীর, টপকানো সম্ভব নয়। একমাত্র ল্যান্ডিং এরিয়া বলতে লেগুনকে ঘিরে থাকা সৈকত, সেখানে আবার কড়া পাহারা। গুলি না খেয়ে রীফ পেরুনো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'চিন্তার কিছু নেই', আশ্বস্ত করল পিট। 'দ্বীপটায় আমরা ঠিকই পা রাখতে পারব, কোন বিপদ হবে না।'

'আমরা লেগুনে ঢোকার আগেই ড্যাডির পেট্রল বোট দেখে ফেলবে আমাদের', বলল মেইভ।

'বললাম তো, চিন্তার কিছু নেই। পেট্রল বোটকে ফাঁকি দেয়ার কৌশল আমরা জানি।'

'সহজ। ওরা যেখানে আমাদেরকে আশা করবে না ঠিক যেখানে ভিড়ব আমরা।'

অসহায় দেখাল মেইভকে। 'তোমরা আসলে আমার সঙ্গে কৌতুক করছ। কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াস, পিট। ধরা পড়লে আমরা ড্যাডি তোমাদেরকে মেরে ফেলবে।'

'এসব চিন্তা বাদ দিয়ে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপের একটা ম্যাপ এঁকে দেখাও আমাকে।

'ম্যাপ? কি রকম ম্যাপ?'

'প্রতিটি বিল্ডিং, পথ, রাস্তা থাকা চাই, দূরত্বের মাপ সহ', বলল পিট।

'ঠিক আছে, দেব একে-যতটা মনে আছে।'

জিওর্দিনো পিটকে জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে গ্ল্যাডিয়েটর কত দূর হতে পারে?'

'চারশো আটাত্তর কিলোমিটার।'

মেইভ জানতে চাইল, 'পৌছতে কত দিন লাগবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল পিট। 'কি করে বলি। স্রোত আর বাতাস অনুকূল পেতে হবে। নতুন বোট কি রকম আচরণ করে তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করবে।'

জিওর্দিনো জিজ্ঞেস করল, 'ধরো বোট নিয়ে আমরা গ্ল্যাডিয়েটরের কাছাকাছি পৌছলাম। কিন্তু তারপর দ্বীপটায় আসা-যাওয়া করব কিভাবে?'

'ঘুড়ি বানাবার সরঞ্জাম আর একটা গ্র্যাপলিং হুক পেয়েছি কুঁড়েঘরে', বলল পিট। 'দ্বীপে ওঠার কাজে ব্যবহার করব।'

'আর নামার কাজে?' কৌতূহলে চকচক করছে অ্যালের চোখ জোড়া।

'সেটা সময় হলে ভেবে বের করা যাবে।'

পানি থেকে ত্রিশ গজ দূরে সমতল মাটির ওপর তৈরি হচ্ছে বোটটা। রাতদিন কাজ চলছে। এমন কি মেইভও বসে নেই। ওকে দেয়া হয়েছে একজোড়া পাল সেলাই করার কাজ। প্রথম পালটা মেইন ম-স্টের জন্যে তৈরি করল ও। নতুন বোটের তলা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে জঙ্গল থেকে কেটে আনা গাছের কাণ্ড। আর্থার ইয়র্কের বোট থেকে হালটা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা গেছে, সেটা

টিলারের সঙ্গে আটকানো হলো। তারপর বোটের পিছনে বসানো হলো চল্লিশ বছরের পুরানো আউটবোর্ড মোটরটা।

বোটটাকে পানিতে নামানোর আগের দিন খুব ব্যস্ত সময় কাটল ওদের। পিটের রহস্যময় ঘুড়ি তৈরির প্রস্তুতিও পুরোদমে চলছে। ডেক হাউসে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে ঘুড়িটা, সঙ্গে একশো পঞ্চাশ মিটার নাইলন লাইন। নেভিগেশনাল ইন্স্ট্রুমেন্টের সঙ্গে খাবার-দাবারও লোড করা হলো বোটে। আরও নেয়া হলো বই পত্র চার্ট ও ম্যাপ।

আউটবোর্ড মোটর খক খক করে উঠতে হাততালি দিল মেইভ। তারপর সে জানতে চাইল, 'ইয়র্ক যে তেল রেখে গেছেন, তা দিয়ে কতক্ষণ চলবে মোটরটা?'

'ছয় কি সাত ঘণ্টা', বলল পিট।

'মাত্র!' মেইভের মুখে ম্লান হয়ে গেল হাসিটা।

পরদিন ঠেলে পানিতে নামানো হলো বোট। আউটবোর্ড মোটর স্টার্ট দিল পিট, পানিতে একটা বৃত্ত তৈরি করল বোট, তারপর আবার ফিরে এল পাথুরে তীরে। মেইভের কব্জি ধরে লাফ দিল জিওর্দিনো, দু'জন একসঙ্গে পড়ল ডেক হাউসের ছাদে। ছাদ থেকে নামার সময় মেইভ চিৎকার করে জানতে চাইল, 'পাল কি এখুনি তুলব, পিট?'

'আরেকটু পরে', ককপিট থেকে পিটের জবাব ভেসে এল। 'বাতাসের মতিগতি বোঝার জন্যে দ্বীপের উল্টো দিকে যাচ্ছে আমরা, ওখানে সাগর এদিকের চেয়ে শান্ত।'

অ্যালের সাহায্য নিয়ে ডেক হাউস থেকে নেমে ককপিটে ঢুকল মেইভ। চুপচাপ বসে থাকল ওরা, পিটের বোট চালানো দেখছে।

চ্যানেল পেরিয়ে এসে খোলা সাগরে পড়ল বোট। সঙ্গে সঙ্গে উদয় হলো একদল হাঙর। আধ ঘণ্টা পর পিট বলল, 'ঠিক আছে, এবার পাল তোলা যেতে পারে।'

পাল তোলার পর বোটের গতি অনেক বেড়ে গেল। বাতাস ওদের অনুকূলে। যাত্রার শুরুটা শুভই বলতে হবে।

৩৬.

হাওয়াই দ্বীপ, লীনাই। ভোর চারটের সময় অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের ফোন পেলেন রুডি গান। 'ডিশ খুলতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি, অ্যাডমিরাল', বললেন রুডি। 'আর পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পেগাশাসে তুলতে পাবর ডিশ।'

'পেগাশাস?'

'পেগাশাস হলো ছোট একটা ইন্টারআইল্যান্ড ফ্রেটার, অ্যান্টেনাটাকে পার্ল হারবারে নিয়ে যাবার জন্যে চার্টার করেছি।'

'পার্ল হারবারের কথা ভুলে যান', বললেন অ্যাডমিরাল। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার রুজভেল্টকে ধার হিসেবে পাবার সব চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। 'মনে রাখবেন, হাতে সময় খুব কম-খুব বেশি হলে আর মাত্র একশো বিশ ঘণ্টা।'

'পার্ল হারবারের কথা ভুলে যাব?' রুডি বিস্মিত। 'তাহলে কোথায় নিয়ে যাব অ্যান্টেনা?'

'হালাওয়া বে-র দিকে কোর্স সেট করুন, মলোকাই হারবারে পৌঁছতে হবে', জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। 'রিফ্লেক্টর বসানোর জন্যে অন্য একটা প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করেছি আমি।'

'অন্য একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, অ্যাডমিরাল?'

'না, তার চেয়েও ভাল কিছু।'

'চ্যানেলের ওপারে হালাওয়াবে একশো কিলোমিটার দূরেও নয়। এ আপনি কিভাবে ম্যানেজ করলেন?'

'চেষ্টা থাকলে উপায় হয়।'

'আপনি হেঁয়ালি করছেন, অ্যাডমিরাল', সকৌতুকে অভিযোগ করলেন রুডি।

'আমি চাই অ্যান্টেনা নিয়ে কাল সকাল দশটার মধ্যে ওখানে আপনি পৌঁছবেন।'

'ঠিক আছে, অ্যাডমিরাল', বললেন রুডি, তারপর উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলেন, 'ওদের কোন খবর, অ্যাডমিরাল? নুমার জাহাজগুলো কোনও রিপোর্ট দিল?'

কাদের খবর জিজ্ঞেস করছেন রুডি, অ্যাডমিরাল তা জানেন। 'না, কোন খবর নেই। তবে সার্চ পুরোদমে চলছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার জাহাজ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না বলে দেয়ার আগেই পিট এজেন্সি চার্টার করা তিনটে জাহাজ পাঠিয়েছে নিউজিল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে। গোটা এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ওরা। জাহাজগুলোর সঙ্গে দুটো কপ্টারও আছে।'

'সার্চ পার্টিগুলোকে একটু বলা দরকার যে তারা যেন গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপের আশপাশেও খোঁজ করে।'

'কেন, তা কেন বলা দরকার?'

'মি. পিট ও অ্যালের সঙ্গে মেইভ ডরসেট আছেন', বললেন রুডি। 'ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেলে, আমার ধারণা, গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে ওঠার চেষ্টা করবেন ওঁরা। মেইভ ডরসেটের যমজ বাচ্চা দুটোকে আটকে রাখা হয়েছে ওই দ্বীপে-মি. পিটকে আমরা যতটা চিনি, তিনি যদি ওদেরকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে চান, আপনি কি খুব অবাক হবেন, অ্যাডমিরাল? '

'তাই তো', বললেন অ্যাডমিরাল, হঠাৎ উৎসাহ বোধ করছেন। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে। আমি এখুনি স্যাটেলাইট ফোনে পিট এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করছি। ধন্যবাদ, রুডি। এই সুযোগে সাউন্ড ওয়েভ ফিরে যাবার বিপদটা সম্পর্কেও ওদেরকে আমি সাবধান করে দিই। ইস্টার, গ্ল্যাডিয়েটর আর কুনঘিট দ্বীপের খনি শ্রমিকদের উদ্ধার করার চেষ্টা করুক।'

৩৭.

চাঁদ নেই, তবে তারা জ্বলা আকাশের নিচে নীল-সবুজ ফসফরাস গোটা সাগরকে শিখার মত উজ্জ্বল করে রেখেছে, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত। বাতাসের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম দিকে ভেসে চলেছে ওদের বোট, ঢেউ আর স্রোতের ওপর নাচতে নাচতে। সবুজ আর হলুদ ডেকরন কাপড়ের পার উলকি আঁকা স্তনের মত ফুলে আছে। বোটটা যে এত সাবলীল ছুটতে পারবে, কেউই ওরা ধারণা করতে পারেনি।

মেইভ আর জিওর্দিনো এখন আর ভাবছে না যে তারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করছে। মাঝে মধ্যেই হাসতে পারছে ওরা, পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়ও পাচ্ছে। দু'জনেই উপলব্ধি করছে, পিটের প্রতি তারা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তবে কি করেছে পিট জিজ্ঞেস করল দু'জনের কেউই সম্ভবত ব্যাখ্যা করতে পারবে না। দিনের পর দিন সাগরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে ওদেরকে, কেয়ামতের প্রচণ্ডতা নিয়ে গ্রাস করতে ছুটে এসেছে ঝড় আর জলোচ্ছ্বাস, বোট ফুটো হয়ে গেছে, ঘিরে ধরেছে হাঙরের দল, ক্ষুৎ-পিপাসায় মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল সবাই, এক ফোঁটা পানির অভাবে ফেটে যাচ্ছিল ছাতি, কিন্তু কখনোই হতাশ হতে দেখা যায়নি পিটকে। কোন না কোন কাজ দিয়ে ব্যস্ত রেখেছে ওদেরকে, নিজেও বসে থাকেনি। প্রয়োজনে ধমক দিয়েছে, হাসাবার চেষ্টা করেছে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে, লক্ষ রেখেছে কার শারীরিক সামর্থ্য ফুরিয়ে আসছে। এত দিকে যে খেয়াল রাখতে পারে, তার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা না জন্মে পারে না। এসব পিট খুব একটা সচেতন ভাবে করেনি, এটা ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বলতে হবে, স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ।

মেইভ যখন বুঝতে পারল যে পিটকে সে ভালবেসে ফেলছে, তার স্বাধীনচেতা মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চেয়েছিল। তবে বিদ্রোহ দমন করার প্রয়োজন হয়নি, মন নিজেই আত্মসমর্পণ করে। মেইভ আবিষ্কার করে, পিটের প্রতিটি নড়াচড়া লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা চোখ দুটোর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ইয়র্কের চার্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে পিট, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে মেইভ। এক সময় ওর বাহু স্পর্শ করল সে, নরম গলায় জানতে চাইল, 'আমরা এখন কোথায়, পিট?'

'ভোরের আলো ফুটুক, গ্ল্যাডিয়েটর কত দূরে বলতে পারব।'

'তুমি বিশ্রাম নিচ্ছ না কেন? রওনা হবার পর দু'ঘণ্টাও তো ঘুমাওনি।'

আধো অন্ধকারে কম্পাসের দিকে তাকাল পিট। 'যতক্ষণ পারছি জেগে আছি।'

'জিওর্দিনোও ঘুমাচ্ছেন না', ইঙ্গিতে জিওর্দিনোকে দেখাল মেইভ, লগগুলোর মাঝখানে ফিট করা রাবার টিউবগুলো পরীক্ষা করছে সে।

'কোর্স যদি ঠিক রাখতে পারি', বলল পিট, 'পরশু ভোরের দিকে তোমার দ্বীপ দেখতে পাবে।'

তারার মেলায় আলোকিত আকাশের দিকে তাকাল মেইভ। 'দেখেছ, স্বর্গ কেমন অপরূপ সাজে সেজেছে?'

'আমার পরিচিত এক মেয়ে মত', বলল পিট, কম্পাস থেকে চোখ তুলে মেইভের দিকে তাকাল। 'দু'ফোঁটা কফির মত চোখের মণি, চুল যেন স্বর্ণমুদ্রার শাওয়ার, চেহারা থেকে সোনালি আভা বেরোয়। মেয়েটা শান্ত ও লক্ষ্মী, স্বাধীনচেতা আর বুদ্ধিমতী, তার জন্মই হয়েছে ভালবাসা পাবার জন্যে।'

'শুনে তার সম্পর্কে ভীষণ আগ্রহ হচ্ছে আমার।'

'এখনও তো সব কথা বলিনি। গোটা সৌরজগতে তার বাবার মত ধনী লোক খুব কমই আছেন।'

পিঠ ধনুকের মত বাঁকা করল মেইভ, পিটের গায়ে গা ঘষল, কঠিন ভাবটুকু অনুভব করছে। তারপর পিটের চিবুকে ঠোঁট বুলালো। 'তুমি তাহলে তার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছ, কি বলো?'

'ভক্ত হয়ে পড়েছি মানে? সে আমাকে পাগল বানিয়ে ফেলেছে। আর ফেলবেই বা না কেন, প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটায় সেই তো একমাত্র মেয়ে।'

'কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটায় তো একমাত্র মেয়ে আমি।'

মেইভের কপালে মৃদু চুমো খেলো পিট। 'তাহলে তোমার পবিত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল আমার গোপন ফ্যান্টাসিগুলো পূরণ করা।'

'আমরা একা হলে কি করা যায় দেখতাম', ফিসফিস করল মেইভ। 'আপাতত মহাশয়কে ভুগতে হবে।'

'জিওর্দিনোকে আমি হেঁটে আসতে বলতে পারি', বলল পিট, নিঃশব্দে হাসছে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেইভও হাসল। 'তুমি বললে হয়তো লাফ দিয়ে হাঙরের পেটে চলে যাবেন জিওর্দিনো, কিন্তু সেটা আমরা কেউই চাই না।' তার স্বাধীনচেতা মন পিটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় কোন রকম আপত্তি তুলছে না, উপলব্ধি করে পুলকিত হলো মেইভ। 'তুমি বিশেষ এক ধরনের মানুষ', ফিসফিস করল সে। 'তোমার মত পুরুষকে পাবার জন্যে সব মেয়েই কাঙাল হয়ে ওঠে।'

হেসে উঠল পিট। 'না, কথাটা ঠিক নয়। ভাল লেগেছে এমন অনেক মেয়েকে আমি পাইনি।'

'সেটা হয়তো এইজন্যে যে তোমাকে তারা নাগালের বাইরে বলে মনে করেছে।'

'আর তুমি?' জিজ্ঞেস করল পিট। 'তুমিও তো বিশেষ এক ধরনের মেয়ে। সব পুরুষই তোমাকে পাবার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠবে।'

মাথা নাড়ল মেইভ। 'লাভ নেই। সাগর আর সাগরে যারা বাস করে, আমি তাদের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছি।'

'কারুরই কোন আশা নেই, বলতে চাও?'

'সত্যি নেই।'

'আমার?' ম্লান হয়ে গেল পিটের চেহারা।

'তুমি অনন্য পুরুষ, তোমার কথা আলাদা।'

ডেক হাউস থেকে বেরিয়ে এসে মুহূর্তটি নষ্ট করে দিল জিওর্দিনো। স্পাম্পটা দাও তো হে', পিটকে বলল সে। 'একটা বয়ান্সি টিউব থেকে বাতাস বেরুচ্ছে। লোকটা খুঁজে পেলে মেরামত করতে পারতাম।' পাম্পটা নিয়ে চলে যাবে, তার আগে কালো দিগন্তের দিকে চোখ বুলাল, তারাগুলো যেখানে সাগরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। 'পোর্টসাইডে ওটা আমি কিসের আলো দেখছি?'

পোর্ট সাইডে তাকাতেই একটা সবুজ আলো দেখতে পেল পিট। সবুজ আলো জাহাজের স্টারবোর্ড সাইডে জ্বালা হয়। মাস্তুলের মাথাও একটা আলো জ্বলছে, সেটা সাদা। অনেকটা দূরে জাহাজটা, উত্তর-পুব দিকে সরে যাচ্ছে। 'জাহাজই', নিশ্চিত হয়ে বলল পিট। 'প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে।'

'ওরা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না', ব্যাকুল স্বরে বলল মেইভ। 'আমাদের তো কোন আলো নেই।'

ডেকহাউসে নেমে গেল জিওর্দিনো, পাঁচ সেকেন্ড পর ফিরে এল। 'ইয়র্কের শেষ ফ্লেয়ার', হাত উঁচু করে দেখাল জিনিসটা।

মেইভের দিকে তাকাল পিট। 'তুমি কি উদ্ধার পেতে চাও?'

কালো স্রোতের দিকে তাকাল মেইভ, বোটের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মাথা নাড়ল সে। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার আমি কেউ নই।'

'অ্যাল, তুমি কি বলো? সুস্বাদু খাবার, বিয়ার, নরম বিছানা–লোভ হচ্ছে?'

দাঁত বের করে হাসল জিওর্দিনো। 'প্রতিশোধ নেয়ার লোভটাই জোরাল মনে হচ্ছে', বলল সে। 'বোদিকা আর মার্চেন্টকে সামনে পেতে চাই।'

মেইভের কাঁধটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল পিট। 'আমি তোমার দলে।'

'আর মাত্র দু'দিন', কৃতজ্ঞ চিত্তে বিড়বিড় করল মেইভ। 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না আর মাত্র দু'দিন পর আমি আমার বাচ্চাদের দেখতে পাব।'

এক মুহূর্ত কিছু বলল না পিট, সামনের অজানা বাধাগুলোর কথা ভাবছে। তারপর নরম সুরে বলল, 'তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে। বুকে জড়িয়ে আদর করবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মেইভ।'

জাহাজটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল দিগন্তে।

৩৮.

হালাওয়ারে, মলোকাই হারবার। বিচ্ছিন্ন অ্যান্টেনা নিয়ে বন্দরে ঢুকছে ইন্টার আইল্যান্ড কার্গো শিপ। ক্রুরা সবাই রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কি দেখছে তারা, সহজে জবাব দিতে পারবে না। বন্দরে নোঙর ফেলা অদ্ভুত একটা ভেসেল ওটা। জাহাজই বলতে হবে, তবে কি ধরনের জাহাজ? দুশো আটাশ মিটার লম্বা ওটা, ঘন জঙ্গলের মত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ক্রেন, খোলের মাঝখানে তেইশ তলা উঁচু ডেরিক, দেখে মনে হবে একদল মাতাল ইঞ্জিনিয়ার এটার ডিজাইন করেছে।

জাহাজটার পিছন দিকে, চৌকো একটা কাঠামোর ওপর প্রশস্ত হেলিপ্যাড ঝুলে আছে, বোঝাই যায় যে নতুন সংযোজন। খোলের সামনের অংশে উঁচু ব্রিজ সুপারস্ট্রাকচার, অয়েল ট্যাঙ্কারে যেমন থাকে। খোলের মাঝখানটায় অসংখ্য ক্রেন তো আছেই, আরও আছে বিচিত্র আকৃতির বহু মেশিনারি, কোন কোনটাকে বাতিল লোহা-লক্কড়ের স্তূপ বলে মনে হচ্ছে। ঝুলন্ত মাচা, ইস্পাতের মই আর সিঁড়ি, ডেরিক পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া পাইপ, সংখ্যায় এসব এত বেশি আর এত কাছাকাছি যেন দাঙ্গা বেধে গেছে। ডেরিকটা আকাশ ছুঁয়েছে, রকেট নিক্ষেপ মঞ্চের মত দেখতে। ফো'ক্যাসলের উঁচু হাউসটায় কোন পোর্ট নেই, সামনের দিকে শুধু এক সারি স্কাইলাইট সদৃশ জানালা। রঙ কবেই ম্লান হয়ে গেছে, কোথাও কোথাও মরচে ধরেছে। খোলটা মেরিন ব্লু রঙের, তবে সুপারস্ট্রাকচার সাদা। সমস্ত মেশিনারি এককালে রঙ করা হয়েছিল– খয়েরি, হলুদ আর কমলা।

'এ জিনিস চাক্ষুষ করা একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা বটে', অবাক বিস্ময়ে বিড়বিড় করলেন রুডি।

ব্রিজ ইউং-এ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের একজন উপদেষ্টা, মলি। 'ওহ্ গড! অ্যাডমিরাল গ্লোমার এক্সপ্লোরারকে যোগাড় করলেন কোত্থেকে?' চোখ দুটো কপালে উঠে আছে।

হুইলহাউসের দরজা থেকে উঁকি দিলেন পেগাসাসের ক্যাপটেন। 'কমান্ডার রুডি, শিপ-টু-শিপ ফোনে অ্যাডমিরাল।'

হুইলহাউসে ঢুকে ফোনের রিসিভার ধরলেন রুডি। 'আপনি এক ঘণ্টা দেরি করে পৌঁছলেন।' অ্যাডমিরালের গলা পেলেন তিনি।

'সরি, অ্যাডমিরাল। অ্যান্টেনাটা মেরামত করতে হয়েছে। আবার জোড়া লাগাবার সময় ঝামেলা কম হবে।'

'আ স্মার্ট মুভ', প্রশংসা করলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। 'আপনার ক্যাপটেনকে বলুন আমাদের পাশেই যেন নোঙর ফেলেন। অ্যান্টেনা সেকশন তুলে আনতে সুবিধে হবে।'

'অ্যাডমিরাল, এটা কি সেই বিখ্যাত গ্লোমার এক্সপ্লোরার? জানতে চাইলেন রুডি।

'স্পেটাই, তবে কিছু অদলবদল করা হয়েছে। একটা মঞ্চ নিয়ে চলে আসুন না। মলিকেও সঙ্গে করে আনুন।'

'জ্বী, আসছি।'

সি.আই. এ.-র অনুরোধে ডেল্টা মেরিন নামে একটা বেসরকারি জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গ্লোমার এক্সপ্লোরার তৈরি করেছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে। রিসার্চ ভেসেল হিসেবেই তৈরি করা হয়, তবে কাজে লাগে উদ্ধাকারী জাহাজ হিসেবে। আসলে ডুবিয়ে দেয়ার পর বিদেশী জাহাজ উদ্ধার করাই ছিল আসল কাজ। গ্লোমার এক্সপ্লোরার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল, কিন্তু জাহাজটা নিজেই নিজের পরিচয় ফাঁস করে দেয়—প্রশান্ত মহাসাগরের পাঁচ কিলোমিটার গভীরতা থেকে রাশিয়ার একটা গলফ-ক্লাস সাবমেরিন তুলে এনে। সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে যায়, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে জাহাজটা। মার্কিন সরকার মুখে যা-ই বলুক, সাবমেরিনের প্রতিটি পার্টস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নৌ-বাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা। রাশিয়ানদের সাবমেরিন টেকনলজি সম্পর্কে যা জানবার সবই তারা জেনে নেয়।

বিখ্যাত হবার পর গ্লোমার এক্সপ্লোরারকে কি কাজে লাগানো যায় কেউ তা বুঝতে পারেনি। সি.আই.এ ওটা সরকারকে দান করে, সরকার দান করে নেভিকে, নেভি মথবল প্রোগ্রামের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। সেই থেকে সানফ্রান্সিসকোর উত্তর-পুবে সুইসান বে-তে পড়েছিল গ্লোমার এক্সপ্লোরার।

প্রকাণ্ড ভেসেলের ডেকে পা দেয়ার পর রুডি গান আর মলির মনে হলো তাঁরা একটা ইলেকট্রিক জেনারেটিং প্ল্যান্টের মাঝখানে রয়েছেন। কাছ থেকে মেশিনারির সংখ্যা আর আকৃতি রীতিমত শ্বাসরুদ্ধকর। বোর্ডিং র‍্যাম্পের মাথায় একা শুধু জাহাজের সেকেন্ড অফিসারের দেখা পাওয়া গেল।

'কোন সিকিউরিটি গার্ড দেখছি না যে?' জিজ্ঞেস করলেন মলি। প্রথম যাত্রার সময় জাহাজটায় কয়েকশো গার্ড ছিল বলে শুনেছেন তিনি।

'তলা থেকে বিদেশী কোন জাহাজ চুরি করছি না', হাসিমুখে বললেন সেকেন্ড অফিসার, পথ দেখিয়ে এক ডেক নিচের হুইলহাউসে নিয়ে যাচ্ছেন ওদেরকে, 'তাই সিকিউরিটি গার্ডের কোন প্রয়োজন নেই, একটা একটা কমার্শিয়াল অপারেশন।'

'আমি জানতাম গ্লোমার এক্সপ্লোরারকে হারবারে ফেলা হয়েছে', বললেন রুডি।

'পাঁচ মাস আগে পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই ছিল', বললেন সেকেন্ড অফিসার। 'তারপর গ্লোবাল ইঞ্জিনিয়ারিং লীজ নিয়েছে, হাওয়াই দ্বীপের দুশো কিলোমিটার ক্ষণ থেকে কপার আর ম্যাঙ্গেনিজ তুলবে। মেরামতের কাজ চলছিল, অ্যাডমিরাল স্যানডেকার নুমার তরফ থেকে চার্টার করলেন।'

স্টেটরুমের দরজা খুললেন অফিসার। মলিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন রুডি। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। 'আপনাদের দু'জনকেই ধন্যবাদ', বললেন তিনি। 'আমি জানি, অ্যান্টেনাটা খুলতে খুব ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।'

ইঞ্জিনিয়ারদের আগে কখনও এরকম নীল হতে দেখিনি আমি', নুমার উপদেষ্টা বললেন। 'প্রতিপক্ষ ছিল মরচে।'

'এই অ্যান্টেনায় কাজ হবে তো?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'খেপে গিয়ে সাগর যদি জয়েন্টগুলো আলগা করে না ফেলে', জবাব দিলেন রুডি, 'কাজ না হবার কোন কারণ নেই।'

ছোটখাট এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'ক্যাপটেন।'

'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড', ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ক্যাপ্টেন। 'সব মিলিয়ে আপনারা কতজন থাকবেন জাহাজে?'

'আমাদের দু'জনকে নিয়ে', বললেন রুডি, 'একত্রিশজন পুরুষ আর পাঁচজন মেয়ে। কোন অসুবিধে হবে কি?'

'মোটেও না। খালি কোয়ার্টারগুলোয় একশোজনকে থাকতে দেয়া যায়। খাবার-দাবারও আছে মাস দুই চলার মত।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ক্যাপটেন। 'যাই, ক্রেন অপারেটরদের এক জায়গায় জড়ো করি। ওদেরকে ব্রিফ করতে হবে। আপনাদের জাহাজ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যান্টেনা নিয়ে আসতে চাই আমি।' স্টেটরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তাঁর পিছু নিলেন রুডি। 'আমিও পেগাসাসে ফিরে যাই, ওখান থেকে তদারক করি কাজটা।'

দু'ঘণ্টার মধ্যে অ্যান্টেনা স্থানান্তরের কাজ শেষ হয়ে গেল। তারপরই হারবার ছেড়ে রওনা হলো গ্লোমার এক্সপ্লোরার, গন্তব্য ফিজি দ্বীপপুঞ্জের একটি আইল্যান্ড। ক্যাপটেন বললেন, 'ওহ্-এইট হানড্রেড আওয়ারে মিলিত হবে আপনাদের সাউন্ড ওয়েভ?' মনে মনে একটা হিসাব করলেন তিনি। 'দেখা যাচ্ছে আমরা পৌঁছব ওহ্-এইট আওয়ারের অল্প কিছুক্ষণ আগে। মার্জিনটা ক্ষুরের ফলার মত। চীফ ইঞ্জিনিয়ার কি বলেন?'

চীফ ইঞ্জিনিয়ার নার্ভাস হাসি হেসে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না। সময় মতই পৌঁছব।'

রুডির মুখ ঝুলে পড়ল। 'আশা করি সবাই আমরা জানি যে ওই এলাকায় পৌঁছবার পর যদি কনভারজেন্স আগাত করে, প্রত্যেকে আমরা মারা যেতে পারি।'

একে একে সবার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার, তারপর বিড়বিড় করলেন, 'হ্যাঁ, সবাইকেই আমি ব্যাপারটা জানিয়েছি।'

৩৯.

মাঝরাতের খানিক পর নক্ষত্র দেখে চাঁদের আলোয় চার্টের ওপর নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করল পিট। ওর হিসেব যদি ভুল না হয়, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপ দেখতে পাবে ওরা। জিওর্দিনো আর মেইভকে সামনের দিকে নজর রাখতে বলে একা ঘুমিয়ে পড়ল ও, এক ঘণ্টা পর উঠবে।

মনে হলো এইমাত্র চোখ বুজেছে, গায়ে ধাক্কা দিল মেইভ। উত্তেজিত গলায় বলল, 'দ্বীপ! দ্বীপ!'

'কংগ্রাচুলেশন্স, পিট!' পিটের ঊরুতে একটা চাপড় মারল জিওর্দিনো। 'আ বিউটিফুল জব অভ নেভিগেশন!'

সামনে তাকিয়ে সাগরে প্রতিফলিত তারা আর চাঁদ ছাড়া আর কিছুই পিট দেখতে পাচ্ছে না। বলতে যাবে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এই সময় পশ্চিম দিগন্তে আলোর একটা টানেলকে একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যেতে দেখল ও, আলোটাকে অনুসরণ করছে উজ্জ্বল লাল একটা আভা। 'তোমাদের দ্বীপে বীকন আছে?' মেইভকে জিজ্ঞেস করল ও।

'দক্ষিণ আগ্নেয়গিরির কিনারায় ছোট একটা লাইটহাউস।'

'যাক, তোমাদের পরিবারও তাহলে মানুষের দু'একটা উপকার করে।'

হেসে উঠল মেইভ। 'আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার সম্পর্কে কিছুই তুমি জানো না। ওটা তিনি বানিয়েছিলেন পথ হারানো জাহাজকে সাবধান করার জন্যে, নাবিকরা যাতে গ্ল্যাডিয়েটরের কাছাকাছি না আসে।'

'গ্ল্যাডিয়েটরের তীরে নিশ্চয়ই অনেক জাহাজ ধাক্কা খেয়েছে?'

নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল মেইভ। 'ছোটবেলায় ড্যাডিকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, "আজ আরেকটা জাহাজ ভাঙল"।'

'সারভাইভারদের কথা বলতেন না?'

মাথা নাড়ল মেইভ। 'না। জাহাজ ডুবরি ঘটনা ঘটলে স্বভাবতই নাবিকদের উদ্ধার করার প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু ড্যাডি এ বিষয়ে কখনোই কোন সিরিয়াস আলোচনা করতেন না। উদ্ধার করার কোন চেষ্টাই করা হত না। তবে কৌতুক করতেন ড্যাডি, বলতেন– আমন্ত্রণ ছাড়া গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে কেউ পা রাখলে তার সঙ্গে শয়তানের দেখা হবেই।'

'মানে?'

'মানে, গুরুতর আহত লোকজনকে মেরে ফেলা হত। সুস্থ-সমার্থ লোকগুলোকে খনিতে পাঠানো হত কাজ করতে, ওখানেই মারা যেত তারা। এই নির্মম নৃশংসতার কথা বলার জন্যে গ্ল্যাডিয়েটর থেকে কেউ কখনও পালাতে পারেনি।'

'তুমি পালিয়েছিলে।'

'তাতে বেচারি মাইনারদের কোনই উপকার হয়নি', ম্লান মুখে বলল মেইভ। পরিবারের বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই কেউ গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। পরিস্থিতিটা কর্তৃপক্ষেকে যখন ব্যাখ্যা করলাম, ড্যাডি টাকা খাইয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দিলেন।'

'চীনা মাইনারদের মধ্যে কেউ পালাতে পারেনি?'

থমথমে হয়ে উঠল মেইভের চেহারা। 'একজনও না। সাধারণ লেবার সবাইকে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে মারা যেতে হয়। লোয়ার মাইন পিট-এর তলায় প্রচণ্ড উত্তাপ।'

'উত্তাপ? মানে? উত্তাপ আসবে কোত্থেকে?' পিটকে উদ্বিগ্ন দেখাল।

'পাথরের ফাটল থেকে গরম বাষ্প বেরোয়।'

জিওর্দিনো বলল, 'স্বাভাবিক। খনিগুলো তো আগ্নেয়গিরির ভেতরে।'

পিটের দিকে তাকাল মেইভ। 'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি ড্যাডির সিকিউরিটি গার্ডকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে আমরা তীরে পৌঁছব।'

'যে পাহাড়-প্রাচীর গ্ল্যাডিয়েটরকে ঘিরে রেখেছে, তার একটা বর্ণনা দাও আমাকে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মেইভ, তারপর বলল, 'বলার তেমন কিছু নেই। লেগুনের দিকটা ছাড়া বাকি সব দিকে আকাশ ছোঁয়া পাঁচিল পাবে তুমি। পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড সব ঢেউ অনবরত আছাড় খাচ্ছে। পূর্বদিক একটু শান্ত, তারপরও বিপজ্জনক।'

'পূর্বদিকে ছোটখাট কোন ইনলেট নেই, খুদে সৈকত সহ? অথ প্রাচীরের গায়ে অকৃত্রিম পাথুরে চিমনি?'

'আছে। দুটোর কথা মনে পড়ছে। প্রথমটা ঢোকার পথ হিসেবে মন্দ নয়, বালির খুদে একটা

বিস্তৃতিও আছে। দ্বিতীয়টা আরও সরু, তবে বালির বিস্তৃতিটুকু একটু বেশি চওড়া। দুটোর কোনটাই আমাদের কাজে লাগবে না। কারণ ওগুলোর ব্লাফ একদম খাড়াভাবে একশো ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে। রাতের অন্ধকারে প্রফেশন্যাল একজন রক ক্লাইমবার লেটেস্ট টেকনিক আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে চেষ্টা করলেও ওপরে উঠতে ব্যর্থ হবে।'

'চওড়া সৈকত সহ সরু ওই চ্যানেলে তুমি আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে? মানে, পথ দেখাতে পারবে?

'আমি কি বলছি বোঝোনি?' মেইভকে বিরক্ত দেখাল। 'এরচেয়ে অনেক সহজ আইস পিক নিয়ে এভারেস্টে চড়া। আর তাছাড়া, সিকিউরিটি গার্ড আছে। প্রতি ঘণ্টায় ব্লাফগুলোয় টহল দেয় তারা।'

'রাতের বেলাও?'

'ডায়মন্ড স্মাগলারদের কোন সুযোগই ড্যাডি দেয় না।'

'ক'জন টহল দেয়?'

'দু'জন লোক, পালা শুরু হলে পুরো দ্বীপটা চক্কর দেয়। ওদের পিছু পিছু আরেক দল আসে প্রতি ঘণ্টায়।'

'ব্লাফের কিনারা থেকে নিচের সৈকত কি দেখতে পায় তারা?' জিজ্ঞেস করল পিট।

'না। পাহাড়-প্রাচীর এত খাড়া, সরাসরি নিচে তাকানো সম্ভব নয়।' পিটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেইভ, চাঁদের আলোয় ওর চোখ দুটো বিশাল দেখাচ্ছে। 'গ্ল্যাডিয়েটরের পিছন দিক সম্পর্কে এত কথা জেনে কি লাভ তোমার? লেগুন ছাড়া তীরে ভেড়া সম্ভব নয়।'

অ্যালের দিকে তাকাল পিট। 'আমার ওপর মেইভের কোনও আস্থা নেই।'

'কেন, তুমি জানো না, মেয়েরা মুখের কথার কোন দাম দেয় না?' জবাব দিল জিওর্দিনো। 'ওদেরকে করে দেখাতে হয়।'

দ্বীপ নয়, যেন আকাশ ছোঁয়া পাথরের একটু স্তূপ। কারও মুখে কথা নেই, আধখানা চাঁদের আলোয় সবাই গ্ল্যাডিয়েটরের দিকে তাকিয়ে। মেইভ শুয়ে আছে বো-তে। পিট ইঙ্গিত করলেই আউটবোর্ড মোটরটা স্টার্ট দেবে জিওর্দিনো, তৈরি হয়ে আছে সে।

গ্ল্যাডিয়েটরের শেষ প্রান্ত ঘুরে পিছন দিকে চলে এসেছে ওদের বোট, আগ্নেয়গিরির পিঠ আড়াল করে রেখেছে ওদেরকে লাইটহাউসের সচল আলো থেকে। ফিসফিস করে জানতে চাইল পিট, 'ইনলেটটা কত দূরে, মেইভ?'

'আমি যতটুকু জানি, লাইটহাউস থেকে এক কিলোমিটার দূরে', জবাব দিল মেইভ।

তীররেখা ধরে পূর্ব থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছে বোট, কোর্স ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পিট। হাত তুলে সঙ্কেত দিল ও, সঙ্গে সঙ্গে আউটবোর্ড মোটর স্টার্ট দিল জিওর্দিনো। পাল নামিয়ে নিল পিট, ডেকহাউস থেকে ঘুড়িটা বের করল। বোটের ডেকে সরু এক প্রস্থ লাইনের কুণ্ডলী তৈরি করা হলো। লাইনের যেখানে ঘুড়িটা বাঁধা হয়েছে তার খানিক নিচে ছোট গ্র্যাপলিং হুকটা আটকাল পিট।

বো থেকে মেইভ বলল, 'সরাসরি পঞ্চাশ মিটার সামনে পাথরের একটা টাওয়ার।'

'টার্নিং টু পোর্ট', রিপোর্ট করল জিওর্দিনো, তীরের দিকে বিশ ডিগ্রি বো ঘোরাল। সারফেসের ওপর জেগে থাকা কালো কয়েকটা পাথরের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে, ওগুলোর চারধারে আলোড়িত হচ্ছে সাদা পানি।

'মেইভ, এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছ না?' জানতে চাইল পিট।

'নিশ্চিত হওয়া কঠিন', বলল মেইভ। 'রাতে কখনও ইনলেট খুঁজতে হয়নি আমাকে।'

ঢেউগুলোর ওপর নজ রাখছে পিট। প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি খাড়া হচ্ছে ওগুলো আসছেও ঘন ঘন। 'সাগরের তলা উঠে আসছে। আর বেশি হলে ত্রিশ মিটার এগোতে পারব।'

'সবুর!' মেইভকে উত্তেজিত মনে হলো। 'পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা বিরতি দেখলাম বলে মনে হলো। সম্ভবত ওটাই সেই ইনলেট-চওড়া সৈকতে পৌঁছেছে।'

'কত দূরে?' জানতে চাইল পিট।

'ষাট, কি সত্তর মিটার।' হাঁটুর ওপর সোজা হয়ে পাহাড় প্রাচীরের দিকে হাত তুলল মেইভ।

এবার পিটও দেখতে পেল। উঁচু পাথরের টাওয়ারের গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে, সেইখানে কালো একটা ছায়া নিচে থেকে উঠে গেছে চূড়া পর্যন্ত, ওই ছায়াটাই ইনলেট। অ্যালের দিকে ফিরল পিট। 'অ্যাল, ইনলেটের মুখ থেকে বিশ মিটার দূরে মিনিট দশেকের জন্যে বোট সোজা করে রাখতে পারবে?'

'কঠিন হবে, ঢেউগুলো যেভাবে ফুলে উঠছে।'

'চেষ্টা করো', বলে মেইভের দিকে ফিরল পিট। 'টিলার ধরো তুমি, বো তাক করো সোজা ঢেউয়ের দিকে। আউটবোর্ড সচল রেখে অ্যালও স্রোতের বিরুদ্ধে স্থির থাকার চেষ্টা করবে, ওর সঙ্গে তাল মেলাতে হবে তোমাকে বোট যাতে আড়াআড়ি হয়ে না যায়।'

নিজের তৈরি ঘুড়িটার ভাঁজ খুলল পিট। বিস্তৃত করার পর ডেকরন সারফেসের মাপ দাঁড়াল প্রায় আড়াই মিটার উঁচু। দু'হাতে ধরে উঁচু করল ওটা, বাতাস ওটাকে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল। শেষ রাতের আকাশে দ্রুত উঠে যাচ্ছে ঘুড়ি, লাইন ছাড়ছে পিট।

হঠাৎ পিটের প্ল্যানটা ধরতে পারল মেইভ। 'হুক! ব্লাফের মাথায় হুকটা তুমি আটকাতে চাইছ, লাইনটা পাঁচিলে চড়ার কাজে ব্যবহার করবে!'

'তোমার কোন আপত্তি আছে?' ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে আছে পিট, অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবে বাতাস সাহায্য করছে ওদেরকে। পাথুরে পাঁচিলের চূড়ার দিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঘুড়িটাকে। লাইনে প্রচণ্ড টান পড়ছে, হাতের তালু জ্যাকেটে জড়িয়ে নিতে হলো। লাইনটা এখন দু'হাতে ধরে আছে পিট, তারপরও মনে হচ্ছে কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে হাতদুটো।

ঘুড়ি উঠছে, আর পিটের মাথায় একের পর এক দুশ্চিন্তা ঢুকছে। বাতাসের গতিপথ হঠাৎ বদলে গেলে ঘুড়িটা পাহাড়ে লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে। হঠাৎ খুব বড় একটা ঢেউ এসে বোটটাকে আরেক পাশে ঠেলে দিতে পারে। হুকটা পাথরে কোথাও না-ও আটকাতে পারে। ব্লাফের মাথায় অকস্মাৎ চলে আসতে পারে সিকিউরিটি গার্ড।

চূড়ার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল পিট, হুকটা কি ব্লাফের মাথায় পৌঁছেছে? লাইনের একশো মিটারে একটা গিঁট দেয়া আছে, হাত থেকে সেটা বেরিয়ে গেল।

লাইনের কয়েকটা টান দিল পিট, শক্ত হলো সেটা। স্বস্তির শ্বাস ফেলল একটা প্রথম চেষ্টাতেই পাথরে আটকেছে হুকটা। 'ইনলেটে ঢুকে পড়ো, অ্যাল', নির্দেশ দিল ও। 'চূড়ায় ওঠার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

নির্দেশের অপেক্ষাতেই ছিল জিওর্দিনো, পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ার গর্তটার ভেতর বোট নিয়ে ঢুকে পড়ল। বোতে ফিরে গিয়ে লুকআউট-এর ভূমিকায় থাকল মেইভ, জিওর্দিনোকে পথ নির্দেশ দিচ্ছে। ইনলেটের যত ভেতরে ঢুকছে বোট, পানি ততই গভীর আর শান্ত হয়ে এল। 'সৈকতটা আমি দেখতে পাচ্ছি। স্টারবোর্ড আর সামনের দিকে, মাত্র পনেরো মিটার দূরে তাকাও।'

এক মিনিট পর ছোট্ট সৈকতে ভিড়ল বোট। মেইভের দিকে তাকাল পিট। পাহাড়ের চূড়া আড়াল করে রেখেছে চাঁদটাকে, ফলে গাঢ় ছায়ার ভেতর কাঠামোটা অস্পষ্ট দেখাল। 'তুমি বাড়ি ফিরে এসেছ', বলল ও।

পাহাড়ের গায়ে কালো ফাটল, দৃষ্টি দিয়ে সেটাকে অনুসরণ করল মেইভ। আকাশ আর তারাগুলোও দেখল। 'না, পিট, এটা আমার বাড়ি নয়।'

লাইনটায় জোরে কয়েকটা টান দিল পিট। 'গার্ডরা এসে পড়ার আগেই ওপরে উঠতে হবে আমাদের।'

'আমি আগে উঠব', বলল জিওর্দিনো। 'আমার গায়ে জোর বেশি।'

'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই।' অন্ধকারে হাসছে পিট।

পিটের হাত থেকে নিয়ে জিওর্দিনোও হ্যাঁচকা টান দিয়ে পরীক্ষা করল লাইনটা। 'আমার মত ভারী একটা বোঝা ধরে রাখতে পারবে তো?'

'ছিড়ে না যাওয়া পর্যন্ত জানার কি কোনউপায় আছে?' কৌতুক করল পিট।

'তবে, যদি পড়ো, আমারদের ঘাড়ে পোড়ো না।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল জিওর্দিনো, পাথরের পাঁচিল বেয়ে উঠে যাচ্ছে অন্ধকারে দ্রুত হারিয়ে গেল সে, লাইনের শেষ, প্রান্তটা টান টান করে রেখেছে পিট, ঢিল পড়তে দিচ্ছে না। 'বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা দুটো পাথরে বোটটা বেঁধে ফেলো,' মেইভকে নির্দেশ দিল ও। 'বোটের দুটো দিকেই বাঁধতে হবে। পালাবার দরকার হলে এই বোটটাই হয়তো পছন্দ করব আমরা।'

পিটের দিকে ভুরু কুঁকে তাকাল মেইভ। 'পছন্দ করাকরির সুযোগ তোমার আছে নাকি?'

'নেই মানে? তোমার ড্যাডির একটা ইয়ট বা একটা এয়ারক্রাফট চুরি করা একেবারেই সম্ভব নয় বলতে চাও?'

'এক রেজিমেন্ট সশস্ত্র সৈনিক লাগবে।'

পিট ওপর দিতে কাকিয়ে রয়েছে।

পিটের দেখাদেখি পাহাড়-প্রাচীরের ওপর দিকে তাকাল মেইভ্ অন্ধকারে জিওর্দিনোকে দেখা যাচ্ছে না। তার সচল অস্তিত্ব প্রমাণ করছে লাইনের কাঁপন।

ত্রিশ মিনিট পর দম নেয়ার জন্যে থামল মুরল্যান্ড। বাহু দুটোয় এমন ব্যথা, যেন এক হাজার শয়তান ছোরা মারছে। অমসৃণ আর অসমতল পাথরের কথা মনে রেখে বলতে হবে যে বেশ দ্রুতই উঠে এসেছে সে। লাইন ছাড়া ওঠা সম্ভব হত না। আধুনিক ইকুইপমেন্ট নিয়ে প্রফেশন্যাল রক ক্লাইমবারের এইটুকু উঠতে ছয় ঘন্টা লাগত।

মাত্র এক মিনিট বিশ্রাম নিল জিওর্দিনো। তারপর আবার রশি ধরে ওপরে ওঠা শুরু হলো। ওভারহ্যাঙগুলোকে যখন পাশ কাটাচ্ছে ও তখন পাথরে পা বাধিয়ে ব্যাঙের মত লাফাতে হচ্ছে। কোথাও কার্নিস পেলে পা রাখার সুযোগটা ছাড়ছে না। হাতের তালুতে ঘষা খাচ্ছে লাইন, চামড়ায় ফোস্কা পড়ছে। আবার থামল সে, মাথার ওপর ছায়াটুকু চূড়ারঠোঁট দেখা যাচ্ছে,তারা ভর্তি আকাশের গায়ে একটা রেখা টেনেছে। আর পাঁচ মিটার, আন্দাজ করল জিওর্দিনো। দম ফিরে পাবার জন্যে আবার বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করছে। ওপরে ওঠার পর এরকম শব্দ করে হাঁপাতে থাকলে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু তাড়াতাড়ি চূড়ায় ওঠার একটা তাগিদ অনুভব করল সে। শেষ পাঁচ মিটার দ্রুত পেরিয়ে এল। প্রাচীরের মেঝে অকস্মাৎ উন্মুক্ত হলো তার সামনে। কিনারা থেকে উঠে এল সে, শুয়ে থাকল উপুড়হয়ে, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে।

তিন মিনিট নড়তে পারল না জিওর্দিনো। তারপর মাথা তুলে চারপাশটা দেখল। সে একটা পথের ওপর পড়ে আছে, পথটা পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ধরে এগিছে। কয়েক কদম সামনে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের একটা পাঁচিল দেখা যাচ্ছে, অন্ধকার ও ভীতিকর। কোন আলো বা নড়াচড়া নেই দেখে লাইন ধরে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল, পৌঁছে গেল হুকটার কাছে। পরীক্ষা করে দেখল হুকটা বড় একটা পাথরের ভেতর ভালভাবেই সেঁধিয়েছে। দাঁড়াল জিওর্দিনো, ঘুড়িটা খুলে পথের উল্টোদিকের ঝোপে লুকিয়ে রাখল। ব্লাফের কিনারায় ফিরে এসে লাইনে দু'বার ঝাঁকি দিল সে।

নিচে মেইভকে পিট বলর, 'তোমার পালা।'

'এ আমার দ্বারা সম্ভব কিনা জানি না,' বলল মেইভ। 'বেশি ওপরে উঠতে ভয় করে আমার।'

একটা লুপ বানাল না, মেইভের দুই কাঁধের ওপর দিকে কোমরে নামিয়ে এন শক্ত করে আটকাল। 'লাইনটা শক্ত করে ধরে থাকবে, পাঁচিলের উল্টোদিকে হেলান দেবে, উঠে যাবে হেঁটে। নাগালের মধ্যে পেলে অ্যাল তোমাকে টেনে নেবে।'

পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় দাঁড়িয়েছে জিওর্দিনো, কিনারার দিকে পিছন ফিরে; লাইনটা কাঁধ ছুঁয়ে নেমে এসেছে হাতে। মেইভ কম ভারী নয়, ক্লান্তহয়ে পড়ায় শুধু হাত দিয়ে রশি টেনে তাকে তোলা অ্যালের পক্ষে সম্ভব নয়। কাঁধে লাইন বাধিয়ে

হাঁটছে সে, চূড়ার কিনারা থেকে দূরে সরে আসছে। বারো মিনিটের মাথায় কিনারায় পৌঁছল মেইভ, পিছিয়ে এসে তাকে ধরে ওপরে তুলে নিল জিওর্দিনো। লূপটা খুলে নিয়ে বলর, আমি পিটকে তুলছি, আপনি পাহারায় থাকুন। উত্তর দিকে পথটা অনেক দূর দেখতে পাবেন, কিন্তু দক্ষিণ দিকে পঞ্চাশ মিটার দূরে পাথরের একটা স্তূপ আছে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে,' বলল মেইভ্ 'ঠিক স্তূপ নয়, পাথরের কয়েকটা পাঁচিল, ভেতরটা ফাঁকা। ছোটবেলায় ওখানে আমি খেলতাম। জায়-গাটাকে দুর্গ বলা হয়, ভেতরে ছোট একটা রেস্ট স্টেশন আছে গার্ডদের জন্যে। টেলিফোনও আছে।

লাইনটা নিচে নামাচ্ছে জিওর্দিনো। 'পরবর্তী পেট্রল এসে পড়ার আগেই পিটকে তুলে আনতে হবে।'

লাইন পেয়ে নিচে থেকে উঠে আসছে পিট। ওদের দু'জনের চেয়ে দ্রুতই উঠছে ও। কিন্তু কিনারা যখন আর মাত্র দশ মিটার দূরে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ও। কেউ ওকে সাবধান করেনি বা উৎসাহও দেয়নি, শুধু অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা অনুভব করে থেমে গেছে পিট। এর একটাই অর্থ হতে পারে মুহূর্তটি ওর জন্যে দুঃসময়। নিশ্চয়ই টহলে বেরিয়েছে গার্ডরা, এদিকে তাদেরকে আসতে দেখা গেছে। চূড়ায় কি ঘটছে দেখার উপায় নেই, একটা ফাটল পেয়ে সেটার ভেতর ঢুকে পড়ল পিট।

কান পেতে রাত্রের আওয়াজ শুনছে।

দুর্গের একটা পাঁচিল ঘুরে আরেকটা বেরিয়ে আসতে দেখেছে মেইভ, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছে জিওর্দিনোকে। দ্রুত হাতে লাইনটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলর অ্যাল, পিট যাতে সৈকতে নেমে না যায়। লাইনের ওপর মাটি আর শুকনো পাতা ছড়াল, কিন্তু হুকটা ঢাকার সময় পেল না।

'পিট যদি এখন ডাক দেয়?' ফিসফিস করল মেইভ।

'আমরা চুপ করে গেছি দেখে সে-ও আওয়াজ করবে না।' ঠেলে মেইভকে একটা ঝোরে ভেতর ঢুকিয়ে দিল জিওর্দিনো। 'গার্ডরা যতক্ষণ না চলে যায়, এখান থেকে বেস্টোকস্ না।'

আলোটা এগিয়ে আসছে, বড় হচ্ছে আকারে। মাসের পর মাস এই পথ টহল দিচ্ছে গার্ডরা, কাউকে কোনদিন দেখেনি, কাজেই খুব একটা সতর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু মরল্যান্ডের পারস লাফিরে উঠল কারণ দেখতে পেল গার্ডরা ধীর পায়ে এগোচ্ছে, প্রতি ইঞ্চি পথ পরীক্ষা করতে করতে। অ্যালের জানার কথা নয়, ধরা পড়া প্রতিটি ডায়মন্ড স্মাগলারের বিচ্ছিন্ন হাতে বিনিময়ে পঁচিশহাজার ডলার বোনাস দেন আর্থার ডরসেট। হাত কেটে নেয়ার পর বাকি শরীরের কি গতি হয়, কেউ তা জানে না। এ নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। তবে গার্ডরা বোনাসের লোভে পাহারা দেয়ার কাজটায় কোন গাফিলতি করে না।

জিওর্দিনো আর মেইভের সরাসরি সামনে গাড দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছু এটা দেখতে পেয়েছে তারা। 'আগের প্রেটলে এটা দেখেনি কেন? নাকি এক ঘন্টা আগে এটা এখানে ছিল না?'

'কি জিনিস?' দ্বিতীয় গার্ড জানতে চাইল।

'একটা হুক, সাধারণত বোটেব্যবহার করা হয়,' পথের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল প্রথম গার্ড। মাটি আর পাতা সরিয়ে লাইনটা বের করে ফেলল সে। 'বারে, বা বারে বা! একটা লাইনও আছে দেখছি,কিনারা থেকে নিচে নেমে গেছে।'

'ব্লাফ হয়ে ওপরে চড়ার ঘটনা তিন বছর আগে একবার ঘটেছিল,' দ্বিতীয় গার্ড বলল। কিনারার খুব এটা কাছে যেতে ভয় পেল সে, টর্চের আলো ফেলে কিছুই দেখতে পেল না।

প্রথম গার্ড ছুরি বের করে লাইনটা কাটতে গেল। কেউ যদি ওপরে ওঠার জন্যে অপেক্ষায় থাকে, তাকে হতাশ হতে হবে...'

দম আটকে রেখেছে মেইভ্ তার পাশ থেকে ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এল জিওর্দিনো। 'এ কি অভ্যাস, অ্যাঁ? রাতের বেলা ঘুরে বেড়ানো?'

প্রথম গার্ড স্থির হয়ে গেল, হাতে ধরা ছুরির ফলা লাইন ছোঁয়া ছোঁয়া। দ্বিতীয় গার্ড বন করে আধ পাক ঘুরেই বুশমাস্টার এম-সিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেলটা অ্যালের দিকে তাক করল। 'নড়বে না। নড়লেই গুলি করব!'

নির্দেশ পালন করল জিওর্দিনো, তবে পা দুটো টান টান করে লাফ দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখল। সাংঘাতিক ভয় পাচ্ছে সে, কারণ জানে ছুরির ফলা লাইন আঘাত করলেই নিচের সৈকত আর পাথরের ওপর পড়ে যাবে পিট। কিন্তু গার্ডের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, হাতের অস্ত্র নামিয়ে নিল সে।

তার সঙ্গী অবাক । 'কি হলো তোমার? তারপর সে-ও দেখতে পেল ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এসে অ্যালের পাশে দাঁড়াল মেইভ, আলো বৃত্তের মধ্যে। ওর চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই, বরং রাগে লালচে হয়ে আছে। দু'জনেই দেখছি ট্রেনিং ভুলে বসে আছ! অস্ত্র সরাও! ধমক দিলও।

টর্চ হাতে গাডটা এক পা এগোল ভাল করে দেখল মেইভকে, তারপর বিড়বিড় করল, 'মিস মেইভ ডরসেট?'

'চোখে ঠুলি পরেছ নাকি, দেখতে পাও না?'

'কিন্তু... কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়েছে আপনি ডুবে মারা গেছে।'

ছেঁড়া ব্লাউজ আর শার্টে কেমন দেখাচ্ছে নিজেকে, আন্দাজ করতে পারল মেইভ্ আর যাই হোক, বিলিওনিয়ার ডায়মন্ড টাইকুনের মেয়ে বলে অন্তত মনে হচ্ছে না। 'মারা গেলে এখানে আমি এলাম কিভাবে?'

'আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, এই শেষ রাতে এখানে আপনি কি করছেন, মিস মেইভ?' বিনয়ের সুরেই প্রশ্নটা করল গার্ড, তবে দৃঢ় কণ্ঠে।

'আমি আমার বন্ধুকে নিয়ে এটুক হাঁটতে বেরিয়েছি।'

ছুরি ধরা গার্ড ব্যাপারটা মানতে পারছে না। মাফ করবেন, বলল সে, খালি হাত দিয়ে লাইনটা ধরল, বাঁ হাত দিয়ে কাটবে ওটা। 'এখানে সাংঘাতিক কিছু এটা ঘটছে।'

এগিয়ে এসে রাইফেলধারীর গালে ঠাস করে একটা চড় মারল মেইভ। কর্তৃত্বের প্রকাশ হতভম্ব করে তুলল গার্ড দু'জনকে, ইতস্তত করছে তারা। প্রতিশোধপরায়ণ কেউটের মত ছোবল মারল জিওর্দিনো, কাছাকাছি দাঁড়ানো গার্ডের পেটে গুঁতো মারল মাথা দিয়ে। গুঙিয়ে উঠে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ল লোকটা। হোঁচট খেয়ে জিওর্দিনোও তার ওপর আছাড় খেলো।

একই সঙ্গে মেইভও অপর লোকটাকে লক্ষ করে লাফ দিয়েছে। কিন্তু খালি হাতটা সামনে ঠেলে দিয়ে ঠেকাল ওকে গার্ড, ছুরি ফেলে দিয়ে অ্যাসল্ট রাইফেল তুলল অ্যালের বুকের দিকে, ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল।

জিওর্দিনো জানে সে মারা যাচ্ছে। ধরাশায়ী অপর গার্ডের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার হাত-পা, আত্মরক্ষার জন্যে কিছুই করতে পারছে না। শরীরটা শক্ত করল সে, মাংসে বুলেট ঢোকার অপেক্ষায় রয়েছে।

কিন্তু গুলির কোন শব্দ হলো না।

কেউ দেখেনি, ব্লাপের কিনারা থেকে উঠে এসে রাইফেলটা কেড়ে নিল একটা হাত। নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পেল না, কিনারা থেকে নিচের দিকে পতন শুরু হলো গার্ডের। তার চিৎকার ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল্।

তারপর চূড়ার কিনারায় আরও একটু উঁচু হলো পিটের মাথা, মাটিতে পড়ে থাকা টর্চের আলোয় এখন ওকে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। আলো লাগায় চোখ পিট পিট করছে ও। ধীরে ধীরে বিস্তৃত হলো ঠোঁটের দুই প্রান্ত। হাসছে পিট।

পিটকে জড়িয়ে ধরল মেইভ। 'একেই বলে সময়জ্ঞান। তুমি আর এক সেকেন্ড দেরি করলে জিওর্দিনোকে আমরা হারাতাম।'

'তোমার ছোট পপগান কি হলো?' জানতে চাইল জিওর্দিনো।

ব্যাক পকেট থেকে খুদে অটোমেটিকটা বের করে হাতের তালুতে রাখল পিট। 'একটা পাটলের ভেতর ছিলাম, টর্চের আলো ফেরলও গার্ড আমাকে দেখতে পায়নি। ওখানে এক মিনিট অপেক্ষা করার পর ব্লাফের কিনারায় উঠে উঁকি দিই কি ঘটছে দেখার জন্যে। যখন দেখলাম তুমি গুলি খেতে যাচ্ছ, অস্ত্র বের করে তাক করার সময় ছিল না। কাজেই বিকল্প উপায়টা কাজে লাগালাম।'

'ভাগ্যিস বিকল্প উপায়টা ওর মাথায় আসে,' বলল মেইভ। 'তা না হলে এখন আপনি এখানে থাকতেন না।'

অ্যালের চেহারায় ভাবাবেগের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু বলল, 'এখন থেকে ওই খেলনাটা আমার কাছে থাকবে।' গার্ডের দিকে তাকাল সে, ভ্রূণের আকৃতি নিয়ে

পড়ে আছে মাটিতে, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে পেট। এম-সিক্সটিন তুলে অ্যামনিশন ক্লিপ পরীক্ষা করল মরল্যান্ড। 'এটা আমাদের কাজে লাগবে।

'ওকে নিয়ে কি করা হবে?' জানতে চাইল মেইভ্ 'ওর সঙ্গীর মত ওকেও নিচে ফেলে দেব?'

'কোন দরকার নেই,' বলল পিট, কিনারা ঘেষা পথটার দু'দিকে তাকাল। ও আর আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে ফেলে রাখি। টহল সেরে ফিরে না গেলেও ওর বন্ধুরা খুঁজতে আসবে।'

'পরবর্তী পেট্রল পঞ্চাশ মিনিট পর,' বলল জিওর্দিনো, লাইনটা টেনে পথের ওপর জোড়া করছে। 'সময় নষ্ট না করে এখুনি রওনা হওয়া দরকার।'

গার্ডকে শক্ত করে বাঁধা হলো, পরনে শুধু আন্ডারঅয়্যার, লাইনে আটকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো ব্লাফের কিনারা থেকে দশ মিটার নিচে। ওদেরকে পথ দেখাল মেইভ, তিনজনের দলটা রওনা হয়ে গেল। খুদে অটোমেটিকটা এখন অ্যালের কাছে। পিটের পরনে গাডের ইউনিফম, হাতে বুশমাস্টার এম-সিক্সটিন। অসহায় বোধ খানিকটা দূর হলেও, পিট জানে মাইনে আর দ্বীপের চারধারে ছড়িয়ে আছে আরও অন্তত একশো গার্ড। কড়া প্রহরাই ওদের একমাত্র সমস্যা নয়। মেইভের বাচ্চা দুটোকে উদ্ধার করার সমান জরুরি কাজ হলো স্বদেশী ইঞ্জিনিয়ার, জিওলজিস্ট আর সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। যদি সম্ভব হয়, তাদেরকে পালাব আর একটা পথ করে দিতে হবে। তবে সব কাজের আগের কাজ, নিজেদের পালাবার জন্যে একটা বাহন জোড়ায় করা।

পাঁশো মিটার এগোবার পর একটা হাত তুলে ঘন ঝোপ দেখাল মেইভ। 'এখন থেকে দ্বীপটাকে আমরা আড়াআড়িভাবে পার হব। ত্রিশ মিটার সামনে একটা পথ বাঁকা হয়ে গেছে, চোখ-কান খোলা রেখে এগোতে পারলে কারও চোখে ধরা না পড়ে সেন্ট্রাল হাউজিং এরিয়ায় পৌঁছে যেতে পারব। কর্মচারীরা সব ওখানেই থাকে।'

'দুই আগ্নেয়গিরির কাছ থেকে কত দূরে রয়েছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল পিট।

'দুটোর প্রায় মাঝখানে। লেগুনের উল্টোদিকে।'

'তোমার বাচ্চা দুটোকে কোথায় রাখা হয়েছে জানো তুমি?'

'না, জানি না। সম্ভবত জ্যাক ফারগুসনের সঙ্গে আছে।'

'ট্যুরিস্টের মত ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়,' বলল পিট। 'একজনকে ধরতে হবে, যে জানে কোথায় রাখা হয়েছে মাইকেল আর শনকে। সে কে আমি জানি। এখন দ্বীপে সে থাকলেই হয়।'

চুলের কাঁটার মত অনেকগুলো বাঁক নিয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা, দ্বীপটাকে দ্বিখণ্ডিত করে বা দ্বীপের মেরুদণ্ড ধরে। কমপাউন্ডটা দূর থেকেই দেখা গেল, মাইনিং

ইঞ্জিনিয়ার আর সিকিউরিটি গাডদের বাসভবন। ঝোপের ভেতর ছায়া পাওয়া গেল, সেই ছায়া ধরে লেবারদের জন্যে তৈরি ডিটেনশন ক্যাম্‌টাকে পাশ কাটাল ওরা। ব্যারাক আর খোলা উঠন উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে, ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, উঁচু বেড়ার মাথায় বৃত্তাকার রেজার ওয়ায়্যার। গোটা এলাকা এত একজন গার্ডকেও হাঁটাচলা করতে দেখা গেল না।

আরও একশো মিটার এগোবার পর থামল মেইভ, কংক্রিটের একটা রাস্তাকে ঘিরে থাকা নিচু ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেয়ার ইঙ্গিত করল পিট ও জিওর্দিনোকে। রাস্তার একটা দিক ড্রাইভওয়েতে মিশেছে, সেটা তোরণ আকৃতির গেট দিয়ে চলে গেছে ডরসেটের ম্যানের হাউসের দিকে। উল্টোদিকে খানিক দূর যাবার পর দু'ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। চওড়া একটা এভিনিউ ঢাল বেয়ে নেমে গেছে পোর্টে, লেগুনের মাঝখানে। সোডিয়াম ল্যাম্পের হলদেটে আভায় ডক আর ওয়ায়্যারহাউসগুলোকে ভৌতিক লাগছে। ডকের পাশে বাঁধা বড় আকারের বোটটার দিকে তাকিয়ে থাকল পিট। এতটা দূর থেকে আর্থার ডরসেটের বিলাসবহুল ইয়টটাকে চিনতে ভুল হলো না ওর। আপনার ডেকে একটা হেলিকপ্টারকে বসে থাকতে দেখে ভারি উৎসহ বোধ করল।

'দ্বীপে কোন এয়ারটিস্ট্রিপ আছে?' মালিকে জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়ল মেইভ। তৈরি করতে রাজি হননি ড্যাডি। তাঁর সাগর পথই পছন্দ অস্ট্রেলিয়ান মেইনল্যান্ডে আসা-যাওয়া করার জন্যে হেলিকপ্টার ব্যবহার করেন কেন জিজ্ঞেস করছ?'

পালাবার কি কি পথ আছে জেনে রাখছি। ইয়টের ওপর ওই হেলিকপ্টার কাজে লাগবে।'

'আমরা না হয় পালালম,'বলল মেইভ্ 'কিন্তু শ্রমিক আর ইঞ্জিনিয়ারদের কি হবে?'

ওদের ব্যবস্থাও করা হবে,' বলল পিট। 'ইয়টটাকে কয়জন গার্ড পাহারা দেয় বলতে পারো?'

'মাত্র একজন, সেই ডকের সিকিউরিটি সিস্টেম মনিটর করে।'

'ক্রুরা?'

'ইয়ট বাঁধার পর ক্রুদেরকে কোয়ার্টারে থাকতে হয়, ড্যাডির নির্দেশ।'

রাস্তার আরেক শাখার দিকে তাকাল পিট, বাঁকা হয়ে মেইন কমপাউন্ডের দিকে চলে গেছে। আগ্নেয়গিরির ভেতর খনিগুলো কর্মচাঞ্চল্যে জ্যান্ত হয়ে আছে, কিন্তু ডরসেট কনসলিডেটেড মাইনিং কমিউনিটির মাঝখানটা একদম খালি পড়ে আছে। ইয়টের পাশে ডকও তাই, কাছাকাছি একটা ওয়ায়্যারহাউসের মাথায় বসানো ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত। দেখে মনে হচ্ছে সবাই বিছানায় ঘুমাচ্ছে। ভোর চারটের সময় সেটাই স্বাভাবিক।

'সিকিউরিটি চীফের বাড়িটা দেখাও', মেইভকে বলল পিট।

'লেগুনের কাছাকাছি বাড়িগুলোয় ড্যাডির চাকরবাকর আর মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা থাকেন', বলল মেইভ। 'তুমি যে বাড়িটা খুঁজছ সেটা পাবে সিকিউরিটি গার্ডদের কমপাউন্ডের দক্ষিণ কোণে। ওটার পাঁচিল বাদামী রঙের।'

'দেখতে পাচ্ছি।' ঘাম মোছার জন্যে কপালে আস্তিন ঘষল পিট। 'রাস্তা ছাড়া অন্য কোনভাবে ওখানে পৌঁছানো যায়?'

'পিছন দিকে একটা ওয়াকওয়ে আছে।'

'চলো দেখি। হাতে সময় খুব কম।'

রাস্তার পাশের ঝোপগুলোর মাথা নিয়মিত ছাঁটা হয়, সেই ঝোপের ছায়ায় থাকল ওরা, এগোল সাবধানে। প্রতি পঞ্চাশ মিটার পরপর একটা করে লম্বা স্ট্রীট লাইট। বুনো ঘাসে বাতাস লাগায় শব্দ হচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে জুতোয় চাপা পড়া শুকনো পাতা থেকে। বাদামী রঙের বাড়িটার দিকে নিঃশব্দে এগোচ্ছে ওরা তিনজন। খিড়কি দরজার কাছে পৌঁছে মেইভের কানে ঠোঁট ঠেকাল পিট। এখনও ওরা ছায়ার ভেতর। 'বাড়িটার ভেতর আগে কখনও ঢুকছ তুমি?'

'ছোটবেলায় দু' একবার। তখন অন্য এক লোক সিকিউরিটি চীফ ছিল, আমার হাতে তাকে মেসেজ পাঠাতেন ড্যাডি', ফিস ফিস করে জবাব দিল মেইভ।

'অ্যালার্ম সিস্টেম আছে?'

মাথা নাড়ল মেইভ। 'কার এত সাহস যে সিকিউরিটি চীফের ডেরায় ঢুকবে?'

'চাকরবাকররা কোথায় থাকে?'

'তারা থাকে অন্য কমপাউন্ডে।'

জিওর্দিনো বলল, 'পিছনের দরজা দিয়ে যখন ঢুকছি, প্রথমে হানা দিতে চাই কিচেনে। খালি পেটে কিচেন দখল করতে যাওয়ার মধ্যে রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার আছে।'

'ঠিক আছে, রেফ্রিজারেটর খোলার সুযোগ তোমাকেই প্রথম দেয়া হবে', বলল পিট। ঝোপ থেকে বেরিয়ে খিড়কি দরজার দিকে এগোল ও। কবাটের গায়ে খুদে একটা জানালা আছে।

জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল পিট। একটা হলওয়ে দেখা গেল, আলো খুব কম। শেষ প্রান্তে একটা সিঁড়ি, দোতলায় উঠে গেছে। ল্যাচটা সাবধানে ঘোরাল, ক্লিক করে আওয়াজ হলো। দরজার কবাট সামান্য একটু খুলল পিট। কোন আওয়াজ হচ্ছে না দেখে আরও একটু খুলল। হলওয়েতে ঢুকে সামনে একটা দরজা দেখে ভেতরে ঢুকল। আলো জ্বালাল ও। এটা কিচেন। আবার হলওয়েতে বেরিয়ে এসে জিওর্দিনো আর মেইভকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ওর পিছু নিয়ে কিচেনে ঢুকল ওরা। 'ইস', ফিসফিস করে বলল মেইভ, 'কতদিন গরম বাতাস পাইনি!'

'মাংস আর ডিমের গন্ধ পাচ্ছি আমি', নাক টেনে বলল জিওর্দিনো।

'আগে কাজ, তারপর অন্য কিছু', বলে অ্যাসল্ট রাইফেল বাগিয়ে ধরে আবার হলওয়েতে বেরুল পিট। দেয়াল ঘেঁষে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। ধাপের ওপর কার্পেট, ওঠার সময় কোন আওয়াজ হচ্ছে না।

সিঁড়ির মাথায় উটে ল্যান্ডিঙের দু'পাশে দুটো দরজা দেখল পিট। ডান দিকেরটা খুলল ও। কমপিউটার, টেলিফোন আর ফাইল কেবিনেট সহ প্রাইভেট অপিস এটা।

ল্যান্ডিঙে বেরিয়ে এসে বাম দিকের দরজাটা খুলল। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই আলো জ্বালল। অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে, বয়স হবে আঠারো কি উনিশ। লম্বা কালো সিল্ক চুল খাটের কিনারা থেকে মেঝেতে ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা পিটের দিকে। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল সে, তবে শুধু ঘড়ঘড় করে ভোঁতা আওয়াজ বেরুল।

তার পাশে শুয়ে থাকা লোকটা কঠিন পাত্র। পাশ ফিরে শুয়ে আছে সে, চোখ বন্ধ, মাথা ঘুরিয়ে পিটের দিকে তাকাল না। এক চুল নড়ছে না দেখেই সন্দেহ হলো পিটের, নিশ্চয়ই জেগে আছে। রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিল ও। বালিশে দুটো গুলি করল। সাইলেন্সার লাগানো আছে, হাততালি দেয়ার মত হালকা আওয়াজ হলো। ঝট করে সোজা হয়ে বসল লোকটা, ডান হাতের তালুর দিকে চোখ। একটা বুলেট তার তালু ফুটো করে দিয়েছে।

এবার চিৎকার বেরুল মেয়েটার গলা চিরে, তবে দু'জন পুরুষের কেউই তার দিকে তাকাল না। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ওরা, কখন মেয়েটা থামে। সে থামতে পিট বলল, 'বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে দুঃখিত, চীফ।'

চোখ পিট পিট করে পিটের দিকে তাকাল জন মার্চেন্ট। 'আমার গার্ডরা ওর চিৎকার শুনতে পেয়েছে। এখুনি তারা এসে পড়বে।' একদম শান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'আমি তা মনে করি না। আমার ধারণা, তোমার বাড়ি থেকে এ-ধরনের চিৎকার আগেও তারা শুনেছে।'

'কে তুমি? কি চাও?'

'মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।'

চোখ কুঁচকে পিটকে খুঁটিয়ে দেখল মার্চেন্ট। অবিশ্বাসে ঝুলে পড়ল তার চেহারা। 'আপনি....অসম্ভব...আপনি...ডার্ক পিট!'

ঘরের ভেতর মেইভ আর জিওর্দিনো ঢুকল। পিটের দু'পাশে দাঁড়াল ওরা, কথা বলছে না, তাকিয়ে আছে বিছানার দিকে।

'আমি কি সত্যি সত্যি কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি?' বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে মার্চেন্ট।

'স্বপ্নে তোমার রক্তক্ষরণ হয়?' জিজ্ঞেস করল পিট, মার্চেন্টের বালিশের তলায় হাত গলিয়ে একটা নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক বের করল, ছুঁড়ে দিল অ্যালের দিকে।

'আমি কি সত্যি সত্যি কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি?' বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে মার্চেন্ট।

'স্বপ্নে তোমার রক্তক্ষরণ হয়?' জিজ্ঞেস করল পিট, মার্চেন্টের বালিশের তলায় হাত গলিয়ে একটা নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক বের করল, ছুঁড়ে দিল অ্যালের দিকে।

'ঝড় শুরু হবার আগে নিজের চোখে আপনাদেরকে আমি স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে দেখেছি', ভোঁতা, একঘেয়ে সুরে বলল মার্চেন্ট। 'এ কি করে সম্ভব যে আপনারা তিনজনই বেঁচে আছেন!'

'আমাদেরকে একটা তিমি গিলে ফেলে', বলল জিওর্দিনো, জানালার পর্দা টেনে দিচ্ছে। 'পেটের ভেতর কারিগরি ফলাই, এরপর কি ঘটেছে কল্পনা করে নাও।'

'আপনারা আসলে পাগল। অস্ত্রগুলো ফেলে দিন। এই দ্বীপ থেকে কোনদিনই আপনারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন না।'

অ্যাসল্ট রাইফেলের মাজলটা মার্চেন্টের কপালে চেপে ধরল পিট। 'শুধু প্রশ্ন করলে কথা বলবে। মিস মেইভের বাচ্চা দুটো কোথায় বলো।'

ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখা গেল মার্চেন্টের চোখে। 'আমি আপনার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেব না।'

'তাহলে নির্ঘাত মারা যাবে।'

'না, আপনার হাতে আমার মৃত্যু নেই', বলল মার্চেন্ট, মাথা নাড়ছে। 'আপনি প্রফেশন্যাল খুনী নন। শুনেছি আপনার পেশাই নাকি মানুষকে উদ্ধার করা, তাদের প্রাণ বাঁচানো।'

'মানুষ হলে তাকে উদ্ধার করি', বলল পিট। 'কিন্তু তুমি বা তোমরা মানুষ নও। অমানুষদের আমি যে খুন করি, তার প্রমাণ পেয়েছে তোমার একজন গার্ড আধ ঘণ্টা আগে তাকে আমি পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে নিচে ফেলে দিয়েছি।'

ইতস্তত করছে মার্চেন্ট, বুঝতে পারছে না কথাটা বিশ্বাস করবে কিনা। 'মি. আর্থার ডরসেট তার নাতিদের নিয়ে কি করেছেন আমি জানি না।'

মার্চেন্টের কপাল থেকে রাইফেলের মাজল সরিয়ে একটা হাঁটুর ওপর চেপে ধরল পিট। 'মেইভ, তিন পর্যন্ত গোণো।'

'এক', সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল মেইভ, 'দুই... তিন।'

টিগ্রার টেনে নিল পিট। মার্চেন্টের হাঁটুর হাড় চুরমার হয়ে গেল। তার পাশ থেকে মেয়েটা আবার আর্তনাদ করে উঠল।

'এই, তুমি চুপ করো!' ধমক দিল পিট। 'তোমার কোন ভয় নেই।

তারপরও মেয়েটা থামছে না দেখে জিওর্দিনো তার মুখে হাত চেপে ধরল।

আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে মার্চেন্ট। 'আমার হাঁটু!' তীব্র ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ। 'আমি আর হাঁটতে পারব না! ওহ্ গড।'

তার একটা কনুইয়ের ওপর মাজল ঠেকাল পিট। 'আমার খুব তাড়া আছে রে, ভাই। একটা পা গেছে। হাতটা যদি বাঁচাতে চাও তো বলো-কোথায় ওরা?'

'আর সব লেবারের সঙ্গে বাচ্চা দুটোকেও খনিতে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে', বলল মার্চেন্ট। 'ওদের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকে তারা।'

মেইভের দিকে ফিরল পিট। 'তোমার পালা।'

আবেগে কাঁপছে মেইভ। মার্চেন্টের দিকে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'ও মিথ্যে কথা বলছে। ড্যাডির ওভারশিয়ার জ্যাক ফারগুসনের কাছে আছে মাইকেল আর শন। সে ওদেরকে মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করবে না।'

'এই ফারগুসন থাকে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জিওর্দিনো।

'ম্যানসনের পাশে একটা গেস্টহাউসে', বলল মেইভ। 'ড্যাডি ডাকলেই যাতে সাড়া দিতে পারে।'

মার্চেন্টের দিকে তাকাল পিট। 'দুঃখিত, অমানুষ, তুমি মিথ্যে কথা বলেছ। এর খেসারত দিতে হবে তোমাকে একটা কনুই হারিয়ে।'

'না, প্লীজ, না!' ব্যথায় গোঙাচ্ছিল মার্চেন্ট, দু'সারি দাঁতের মাঝখান দিয়ে হিস হিস করে উঠল। 'আপনি জিতেছেন। ওরা দুই যমজ ভাই ফারগুসনের কোয়ার্টারে আছে। মি. ডরসেট ওদেরকে সত্যি সত্যি লেবারদের সঙ্গে কাজ করতে পাঠান নি।'

মার্চেন্টের বাম চোখের সামনে মাজল তুলল পিট। 'শেষ একটা প্রশ্ন। কপ্টারের পাইলট ঘুমায় কোথায়?'

'ভাঙা হাত নিয়ে কোম্পানির মেডিকেল ক্লিনিকে আছে', গোঙাতে গোঙাতে জবাব দিল মার্চেন্ট। 'সে আপনাদেরকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না।'

পিটের ইঙ্গিতে মার্চেন্টকে বেঁধে ফেলল জিওর্দিনো। বালিশের কভার ছিঁড়ে গুঁজে দেয়া হলো তার মুখের ভেতর। জিওর্দিনো একাই তাকে ক্লজিটের ভেতর ভরে বাইরে থেকে কবাট বন্ধ করে দিল।

মেয়েটাকে জেরা করল পিট। তাকে জানাল, দ্বীপটা ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানেই অপেক্ষা করবে তুমি, পালাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে কেউ একজন এসে তোমাকে খবর দেবে। ঠিক আছে?'

মাথা কাত করে রাজি হলো মেয়েটা।

অ্যালের দিকে তাকাল পিট। 'চলো, ফারগুসনের খোঁজ করা যাক।'

প্রতিবাদ করল জিওর্দিনো, 'কিন্তু তুমি আমাকে কথা দিয়েছে রিফ্রিজারেটরের হানা দিতে পারব। আমার পেটে প্রত্যাখ্যান সূচক বেদনা শুরু হয়েছে।'

‘এখন আর ও-সবের সময় নেই’, বলল পিট। ‘তোমার খাদ ভরানোর সময় পরেও পাওয়া যাবে।’

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জিওর্দিনো, মার্চেন্টের নাইন মিলিমিটারটা বেল্টে গুঁজে রাখতে রাখতে বলল, ‘কেন যেন মনে হচ্ছে আমার পেটের বিরুদ্ধে এটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র?’

৪০.

সকাল পাঁচটা। এক রঙা আকাশ, দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, সারি সারি নিচু ঢেউ বিরতিহীন গড়িয়ে চলেছে অদৃশ্য তীরের দিকে। আজ শনিবার, রোজকার মতই সাধারণ একটা দিন। টোঙ্গা, ফিজি, হাওয়াই ইত্যাদি দ্বীপগুলো ধীরে ধীরে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে। এরইমধ্যে সাগর থেকে ফিরতে শুরু করেছে মাছ ধরার নৌকা আর ট্রলারগুলো। একটু পরই হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবে ঝাঁক ঝাঁক ট্যুরিস্ট, সৈকতে রোদ পোহাবে, সাঁতার কাটবে সাগরে। এখনও কেউ তারা জানে না যে আজকের দিনটাই তাদের জীবনের শেষ দিন হয়ে উঠতে পারে।

ফুল স্পীডে ছুটছে গ্লোমার এক্সপ্লোরার, গন্তব্য-অ্যাকুসটিক কনভারজেন্স সাইট। এরইমধ্যে চারটে উৎস থেকে রওনা হয়ে গেছে ভীতিকর সাউন্ড ওয়েভ।

ব্রিজের স্টারবোর্ড উইংয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার, চোখে বিনকিউলার। গ্লোমার এক্সপ্লোরারের বো-র দিক থেকে উড়ে আসছে একটা সী হক হেলিকপ্টার, গায়ে নুমা লেখা, সেটাকেই দেখছেন তিনি। জাহাজের পিছন দিকের ল্যান্ডিং প্যাডে নামল ওটা, ভেতর থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। খানিক পরই ব্রিজে অ্যাডমিরালের সঙ্গে দেখা করল তারা।

‘ড্রপ অপারেশন কেমন হলো?’ উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

ড. অ্যামিস এক হাতে দাড়ি মুচড়ে হাসলেন। ‘চার প্রস্থ রিমোট সেনসিং ইন্সট্রুমেন্ট সারফেসের নিচে ফিট করা হয়েছে, প্রতিটি সেট কনভারজেন্স জোন থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।’

‘ওগুলো আমরা ফিট করেছি সাউন্ড ওয়েভ যে পথ ধরে আসবে সরাসরি সেই পথের ওপর’, রুডি গানক্লিফ বললেন। ‘পথগুলো অঙ্ক কষে বের করা হয়েছে, আশা করি আমাদের বিজ্ঞানীরা হিসেবে কোন ভুল করেন নি।’

‘ওগুলো সেট করা হয়েছে ফাইনাল অ্যাপ্রোচ আর সাউন্ড ইনটেনসিটি পরিমাপ করার জন্যে?’ জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

মাথা ঝাঁকালেন ড. অ্যামিস। ‘আন্ডারওয়াটার মোডেম থেকে টেলিমেট্রিক ডাটা রিলে করা হবে সারফেস ফ্লোটেশন স্যাটেলাইট লিঙ্ক-এর মাধ্যমে ডীপ ফ্যাদামের অনবোর্ড প্রসেসর আর অ্যানালিস্ট টার্মিনালে।’

'আবহাওয়া আর স্রোত আমাদের অনুকূলে', বললেন রুডি। 'এ যদি বজায় থাকে, সবগুলো সাউন্ডওয়েভ আমাদের হিসাব করা সময়েই পৌঁছাবে।'

'ওয়ার্নিং টাইম?'

'গড় হিসাব হলো, পানির তলায় শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে পনেরো শো মিটার', জবাব দিলেন ড. অ্যামিস। 'সাউন্ড ওয়েভ মোডেমকে পাশ কাটাবার পর রিফ্লেক্টর ডিশে আঘাত হানতে বিশ সেকেন্ড সময় নেবে।'

'মাত্র বিশ সেকেন্ড?' গম্ভীর দেখাল অ্যাডমিরালকে। 'মানসিক প্রস্তুতির জন্যে সময়টা খুবই কম।'

'আমার আরও একটা হিসাব হলো', বললেন ড. অ্যামিস, এখনও তিনি এক হাতে দাড়ি পাকাচ্ছেন, 'সবগুলো সাউন্ড ওয়েভ পুরোপুরি বা নিঃশেষে গ্ল্যাডিয়েটরের দিকে রওনা হতে সাড়ে চার মিনিট সময় নেবে। জাহাজের যারা নিরাপদ শেলটারে আশ্রয় নেবে না নির্ঘাত তাদের কষ্টকর মৃত্যু হবে।'

দ্বীপের দিকে তাকিয়ে একটা পাহাড় দেখতে পেলেন অ্যাডমিরাল। 'দ্বীপের তীরে বা সৈকতে যারা থাকবে?'

'অল্প সময়ের জন্যে ব্যথা হবে মাথায়। তবে স্থায়ী কোন ক্ষতি হবে না।'

ব্রিজের জানালা দিয়ে মেশিনারিগুলোর দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল, জাহাজের মাঝখান থেকে আকাশ ছুঁয়েছে। ডেরিক আর ক্রেন থেকে কত মাইল কেবল আর হাইড্রলিক লাইন বেরিয়ে এসেছে, কার সাধ্য হিসাব করে। মেয়ে ও পুরুষদের ডজন ডজন টীম ঝুলন্ত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বা বসে প্রকাণ্ড রিফ্লেক্টর শীল্ড জোড়া লাগাবার কাজে ব্যস্ত। লিঙ্কগুলো সংখ্যায় এত বেশি, গুনে যেন শেষ করা যাবে না। দৈত্যাকার ডেরিক শীল্ডের মেইন ফ্রেম ধরে রেখেছে, ওটার চারধারে ক্রেনের জঙ্গল, নম্বর লাগানো পার্টসগুলো তুলে এনে যার যার নিজস্ব পটে ঢোকাচ্ছে জোড়া লাগাবার কাজে। রুডিক্লিফকে ধন্যবাদ দিতে হয়, কানেকটরগুলোয় তেল মাখিয়ে রেখেছিলেন। প্রতিটি পার্টস দ্রুত সাবলীল ভঙ্গিতে জোড়া লেগে যাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা ধরে এগিয়ে চলেছে কাজ। আর মাত্র দুটো পার্টস ফিট করতে হবে।

ব্রিজ থেকে ফিজি দ্বীপ পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। সারি সারি হোটেল, টাওয়ার, এয়ারপোর্ট, সবই চিনতে পারছেন। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্বের টোঙ্গা দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে না। সাউন্ড ওয়েভ তিনটে দ্বীপেই আঘাত হানবে তাদের হিসেবে যদি কোন মারাত্মক ভুল হয়ে থাকে। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে গ্লোমার এক্সপ্লোরারের ক্যাপটেন ফাউলসনের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'ক্যাপটেন।'

ডিজিটাল নাম্বার চেক করছিলেন ক্যাপটেন। মুখ তুললেন। 'অ্যাডমিরাল।'

'সাইট আর কত দূরে?'

হাসলেন ক্যাপটেন। গত এক ঘণ্টায় এই একই প্রশ্ন অন্তত বিশবার করলেন অ্যাডমিরাল। 'ওখানে পৌঁছতে আর বিশ মিনিট লাগবে, অ্যাডমিরাল। তারপর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম অনুসরণ করে জাহাজটাকে আমরা পিনপয়েন্টে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব।'

'তারমানে রিফ্লেক্টর শীল্ডকে জায়গা মত বসাবার জন্যে আমাদের হাতে সময় থাকবে মাত্র চল্লিশ মিনিট।'

'ছয় মিনিট দশ সেকেন্ড পর কানভারজেন্স!' জাহাজের লাউডস্পীকারে গম গম করে উঠল ক্যাপটেন ফাউলসনের ভারী গলা। 'জাহাজের সবাই সামনের দিকে চলে যান, ইঞ্জিনরুমের স্টোরেজ কমপার্টমেন্টে আশ্রয় নিন। জলদি, জলদি! ছুটুন, হাঁটবেন না!'

মই, সিঁড়ি আর মাচা থেকে ঝপ ঝপ করে নামছে সবাই, নেমেই ছুটছে পাম্প রুমের দিকে; জাহাজের গভীর পেটের ভেতর সেটা। ওখানে বিশজন লোক তোয়ালে, কুশন, চাদর ইত্যাদি দিয়ে সাপ্লাই কমপার্টমেন্টের সমস্ত ফাঁক-ফোকর বন্ধ করছে ব্যস্ত হাতে। কোন ভাবেই ভেতরে কোন শব্দ ঢুকতে দেয়া যাবে না।

ভেতরে ঢোকার সময় বাধা পেলেন স্যানডেকার আর ড. অ্যামিস। দু'জন অফিসার ওদেরকে দাঁড় করালেন, হাতে ধরিয়ে দিলেন সাউন্ড-ডেডেনিং হেডগিয়ার। ওগুলো কানের ওপর পরলেন ওঁরা। কমপার্টমেন্টের এক কোণে জড়ো হয়েছে নুমার লোকজন, অ্যাডমিরাল আর ড. অ্যামিসকে দেখতে পেয়ে খুশি হলো সবাই। ওদের সঙ্গে মলিও রয়েছেন। সবাই তাঁরা মনিটরিং সিস্টেমের সামনে দাঁড়ালেন। সিস্টেমটা আন্ডারওয়াটার সেনসর আর ওয়ার্নিং মোডেমের সঙ্গে সংযুক্ত।

কমপার্টমেন্টটা খুব একটা বড় নয় আকারে, ছিয়ানব্বইজন মানুষ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। অক্সিজেনে টান পড়েছে এরইমধ্যে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ক্যাপটেন ফাউলসন দু'হাত উঁচু করে মুঠো পাকালেন। রোমহর্ষক নাটকীয় মুহূর্তটি উপস্থিত। সব কিছু এখন ঝুলে আছে হিরাম ইয়েজার-এর কমপিউটার নেটওয়ার্কের অ্যানালাইজ করা ডাটার ওপর। জাহাজ যেখানে রাখতে বলা হয়েছে সেখানেই রাখা হয়েছে, শীল্ডটাও ইয়েজার-এর হিসাব অনুসারে নির্ধারিত পজিশনে ফিট করা হয়েছে, হিসাবটা চেক করেছেন ড. অ্যামিস। যা যা দরকার সবই করা হয়েছে। তারপরও যদি অঘটন ঘটে, কারও কিছু করার নেই।

পাঁচ সেকেন্ড পেরুল, তারপর দশ। ঘাড়ে, চুলের ভেতর, ঠাণ্ডা ঘামের স্পর্শ অনুভব করছেন অ্যাডমিরাল। তারপর হঠাৎ ত্রিশ কিলোমিটার দূরের অ্যাকুসটিক সেনসর ইনকামিং সাউন্ড ওয়েভ রেজিস্টার করতে শুরু করল।

'হায় খোদা!' ড. অ্যামিস বিড়বিড় করে উঠলেন। 'স্কেল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেনসর! আমি যে হিসাব দিয়েছিলাম, ইনটেনসিটি তারচেয়েও অনেক বেশি।'

'বিশ সেকেন্ড। গণনা শুরু হয়েছে', ঘোষণা করলেন অ্যাডমিরাল।

কনভারজেন্সের প্রথম লক্ষণ ছোট একটা অনুরণন, দ্রুত বিস্তৃত হলো। কম্বল মোড়া বাল্কহেড কাঁপতে শুরু করল, সেই সঙ্গে শোনা গেল অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন। আওয়াজটা সাউন্ড-ডেডেনিং ইয়ার প্রজেক্টর ভেদ করছে। ছোট্ট জায়গার ভেতর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো সামান্য আচ্ছন্ন বোধ করল, এক-আধটু মাথাও ঘুরল, তবে বমি পেল না কারুরই, অথ কেউ আতঙ্কিত হলো না। অস্বস্তির ভাবটুকু দূর হলো খানিক পরই। অ্যাডমিরাল ও ড. অ্যামিস পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন, সাফল্যের তৃপ্তিকর অনুভূতি গ্রাস করছে দু'জনকে।

দীর্ঘ পাঁচ মিনিট পর বিপদ কেটে গেল। অনুরণন মিলিয়ে গেল দূরে, পিছনে রেখে গেল প্রায় অতিপ্রাকৃত নিস্তব্ধতা।

সবার আগে রুডিক্লিফ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। কান থেকে ইয়ার প্রজেক্টর খুলে বললেন, 'ক্যাপটেন ফাউলসন, ক্রুদের দরজা খুলতে বলুন। তাজা বাতাস চাই!'

কুশন আর কাপড়চোপড় সরিয়ে দরজা খোলা হলো। ইঞ্জিনরুম থেকে তেলের গন্ধ নিয়ে বাতাস ঢুকল ভেতরে। প্রায় একযোগে সবাই কান থেকে সাউন্ড ডেডেনার খুলে ফেলছে। কোন বিপদ হয় নি, কাজেই পরম স্বস্তি বোধ করছে তারা, পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে, চিৎকার করছে আনন্দে। তারপর, ধীরে ধীরে, সুশৃঙ্খলভাবে, স্টোরেজ রুম থেকে বেরিয়ে এল সবাই। কমপ্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে এল তাজা বাতাসে।

হুইলহাউসে সবার আগে পৌঁছলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। ছোঁ দিয়ে বিনকিউলার তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন ব্রিজ উইংয়ে। দ্বীপের দিকে ফোকাস করলেন তিনি, মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে।

রাস্তার ওপর লাইন দিয়ে ছুটছে কার। রোদ পোহাতে আসা ট্যুরিস্টরা স্বচ্ছন্দে সৈকতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এতক্ষণে হাসি ফুটল তাঁর মুখে।

'বিশাল একটা বিজয়, অ্যাডমিরাল', স্যানডেকারের হাতটা ধরে ঝাঁকালেন ড. অ্যামিস। 'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের ধারণা আপনি মিথ্যে প্রমাণিত করেছেন।'

'আপনার অমূল্য জ্ঞান আর পরামর্শ আমাকে সাহায্য করেছে, ড. অ্যামিস', জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। 'রিফ্লেক্টরের ধারণাটা আপনার ছিল। কাজেই সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনারই।'

আবেগে অধীর হয়ে রুডি ও মলি, দু'জনেই আলিঙ্গন করলেন অ্যাডমিরালকে, অন্য কোন পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা চিন্তাও করা যেত না। 'প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষকে আপনি বাঁচিয়েছেন, অ্যাডমিরাল', বললেন রুডি। 'কংগ্রাচুলেশন্স! এ আপনার একার সাফল্য!'

'এ আমাদের সবার সাফল্য', শুধরে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে একটা টীম কাজ করেছে।'

হঠাৎ থমথমে হয়ে উঠল রুডির চেহারা। 'খুবই দুঃখজনক যে এখানে কি ঘটল দেখার জন্যে ডার্ক পিট নেই।'

'তবে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে পিটই প্রথম ধরতে পেরেছিল দায়ী আসলে সাউন্ড ওয়েভ।'

সারি সারি ইন্সট্রুমেন্টের ওপর ঝুঁকে কি যেন পরীক্ষা করছেন ড. অ্যামিস। 'রিফ্লেক্টর নিখুঁত পজিশনে ছিল', বিড়বিড় করলেন তিনি। 'অ্যাকুসটিক এনার্জি রিভার্স হয়ে গেছে, টিক যেমনটি আমরা চেয়েছিলাম।'

'এখন সেটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন মলি।

'অন্য তিনটে দ্বীপের মাইনিং অপারেশন থেকে বেরিয়ে আসা এনার্জি গ্ল্যাডিয়েটররের সাউন্ড ওয়েভের সঙ্গে মিশে গ্ল্যাডিয়েটররের দিকে ফিরে যাচ্ছে, যে-কোন জেট প্লেনের চেয়ে দ্রুতগতিতে। ওগুলোর সম্মিলিত ফোর্স জলমগ্ন ভিতে আঘাত হানবে এখন থেকে প্রায় সাতানব্বই মিনিট পর।'

'লোকটার তখনকার চেহারা দেখতে পেলে খুশি হতাম।'

'কার চেহারা?' বুঝতে না পেরে জানতে চাইলেন ড. অ্যামিস।

'আর্থার ডরসেটের', বললেন মলি। 'তাঁর ব্যক্তিগত দ্বীপ যখন দোল খেতে শুরু করবে।'

৪১.

গোটা ডরসেট এস্টেটকে ঘিরে রেখেছে লাভা-রক দিয়ে তৈরি উঁচু পাঁলি, পাঁচিলটার মাঝখানে বিশাল তোরণ আকৃতির গেট, তারই একপাশে কিছু ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে ওরা তিনজন। তোরণের ভেতর ইঁট বিছানো ড্রাইভওয়ে বড় একটা লনকে ঘিরে এগিয়েছে। বাড়ির সরাসরি সামনে লম্বা একটা কাঠামো রয়েছে, গাড়ির আরোহীদের ওঠা-নামা আড়াল করার জন্যে। খানিক পর পর উজ্জ্বল ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বলছে, ড্রাইভওয়ে আর বাড়িটা দিনের মত আলোকিত। ভেতরে ঢোকার পথে বাধা হলো লোহার গেটটা, দেখে মনে হচ্ছে মধ্যযুগের কোন দুর্গ থেকে তুলে এনে বসানো হয়েছে এখানে। প্রায় পাঁচ মিটার পুরু তোরণের সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ডদের জন্যে ছোট একটা অফিস রয়েছে।

'ভেতরে ঢোকার অন্য কোন পথ নেই?' নিচু গলায় মেইভকে জিজ্ঞেস করল পিট।

'ওই তোরণই একমাত্র পথ।'

'ড্রেনের কোন পাইপ বা ছোট একটা নালা, পাঁচিলের তলা দিয়ে ভেতরে ঢোকে নি?'

'না, ও-সব কিছুই নেই।'

'সিকিউরিটি ডিটেকটর?'

'পাঁচিলের মাথায় লেয়ার বীম আছে। মাটিতে খানিক পরপর ইনফ্রারেড বডি হিট সেনসর। বিড়ালের চেয়ে বড় কিছু হলেই সিকিউরিটি অফিসে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। আপনা আপনি চালু হয়ে যাবে টিভি ক্যামেরা।'

'কতজন গার্ড?'

'রাতে দু'জন, দিনে চারজন।'

'কুকুর নেই?'

অন্ধকারে মাথা নাড়ল মেইভ। 'ড্যাডি পছন্দ করে না।'

গেটের দিকে তাকিয়ে থাকল পিট, কপালে চিন্তার রেখা, সতর্ক দৃষ্টিতে গার্ডদের গদিবিধি লক্ষ করছে। তারা কেউ বাইরে বেরুচ্ছে না, ভেতরে থেকেই সিকিউরিটি সিস্টেম মনিটর করছে। দু'জনেই তারা দীর্ঘদেহী নিগ্রো। অবশেষে সোজা হলো পিট, ইউনিফর্মে হাত বুলাল, তাকাল মুরলল্যান্ডের দিকে। 'দেখি বোকা বানিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারি কিনা। আমি গেট না খোলা পর্যন্ত আড়াল থেকে তোমরা বেরুবে না।'

অ্যাসল্ট রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে পকেট থেকে সুইস আর্মি নাইফ বের করল পিট। ছোট একটা ফলা লম্বা করে নিজের একটা আঙুল সামান্য কাটল, টিপে রক্ত বের করে মেখে নিল মুখে। গেটের সামনে পৌঁছে হাঁটু ঠেকাল মাটিতে, দু'হাতে বার ধরল। নিচু গলায় কাতরাতে শুরু করল ও, যেন ব্যথায় মরে যাচ্ছে। তারই ফাঁকে বলছে, 'সাহায্য করো! আমার সাহায্য দরকার!'

অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল দু'জন গার্ড, তাড়াতাড়ি গেট খুলল। তাদের বাড়ানো হাতের ওপর নেতিয়ে পড়ল পিট।

'কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল একজন। 'কে তোমার এই অবস্থা করল?'

'চীনাদের একটা গ্যাং টানেল তৈরি করে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসেছে। ডক থেকে আসছিলাম, পিছন থেকে হামলা করে আমার ওপর। পালিয়ে আসার আগে ওদের দু'জনকে খুন করেছি...'

'মেইন সিকিউরিটি কমপাউন্ডকে সতর্ক করতে হয়', দ্বিতীয় গার্ড বলল।

'আগে আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো', গুঙিয়ে উঠল পিট। 'ওরা সম্ভবত আমার খুলিটা ফাটিয়ে দিয়েছে।'

দু'জন মিলে পিটকে দাঁড় করাল, ওর হাত দুটো তুলে নিল নিজেদের কাঁধে। বোঝাটা খানিকটা বয়ে, খানিকটা টেনে নিয়ে অফিসের দিকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে হাত দুটো নাড়াচাড়া করল পিট, যতক্ষণ না দুই কনুইয়ের ভাঁজে গার্ডদের ঘাড় দুটো পেল। দরজা পেরুবার সময় যে-ই তারা ওর শরীরের আরও কাছে সরে এল, এক পা পিছিয়ে এসে মাথা দুটো পরস্পরের সঙ্গে বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠুকে দিল। আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল খুলির হাড় ভেঙে গেছে। দু'জনেই ঢলে পড়ল মেঝেতে, অন্তত পরবর্তী দু'ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরবে না।

বিড়ালের মত নিঃশব্দে অফিসে ঢুকল জিওর্দিনো আর মেইভ। সারি সারি ভিডিও মনিটরের সামনে দুটো চেয়ারে গার্ড দু'জনকে বসিয়ে দিল জিওর্দিনো। 'বাইরে থেকে কেউ তাকালে ভাববে সিনেমা দেখার সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।'

সিকিউরিটি সিস্টেমটা দ্রুত চেক করল পিট, বন্ধ করে দিল অ্যালার্মগুলো। জিওর্দিনো ইতোমধ্যে টাই আর বেল্ট খুলে গার্ডদের বেঁধে ফেলেছে। মেইভ হঠাৎ বলল, 'পিট, আমি জানি ড্যাডির সঙ্গে তোমার একটা বোঝাপড়া আছে। কিন্তু আমি চাই তুমি আগে আমার ছেলে দুটোকে উদ্ধার করো।'

'ফারগুসনের কোয়ার্টার কোনদিকে তুমি জানো?'

'ম্যানর হাউসের পিছনে গাছপালার ভেতর দুটো গেস্টহাউস আছে, তারই একটাই থাকে ফারগুসন।'

'কোনটায় তুমি জানো না?'

'অনেক বছর পর দ্বীপে ফিরেছি। যত দূর মনে পড়ছে, ম্যানর হাউসের কাছাকাছি গেস্টহাউসটায় থাকে সে।'

ড্রাইভওয়ে ধরে শান্তভাবে এগোল ওরা, সবার আগে পিট। গাছপালার আড়ালে প্রথম গেস্টহাউসটা দেখা যাচ্ছে। সদর দরজার সামনে এসে থামল ওরা। ইতোমধ্যে পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। খোঁজাখুঁজিতে অনেক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। দিনের আলোয় ওদের উপস্থিতি গোপন রাখা যাবে না। পিট জানে, প্রথমে আর্থার ডরসেটকে দরকার ও, তাকে ধরতে পারলে মেইভের ছেলে দুটোর খোঁজ পাওয়া যাবে, স্যাটেলাইট টেলিফোন অথবা ওয়্যারলেসের সাহায্যে যোগাযোগও করা সম্ভব হবে পিট এজেন্সির জাহাজগুলোর সঙ্গে, যদি তারা ওর দেয়া নির্দেশ মত গ্ল্যাডিয়েটরের আশপাশে কোথাও থেকে থাকে।

তবু মেইভের অনুরোধ ফেলতে পারল না পিট, প্রথমে গেস্টহাউসেই ঢুঁ মারতে হলো। কিন্তু গেস্টহাউসে ঢোকার পর দেখা গেল সেটা খারি পড়ে আছে, কেউ নেই।

মেইভ কাঁদছে, ওর ধারণা মাইকেল আর শনকে খুন করা হয়েছে। বারবার বলছে, 'ড্যাডিকে আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করি না। ড্যাডি সব পারে।'

ওর কাঁধে হাত রেখে অভয় দিল পিট। 'তোমাকে আসলে ভুল বোঝানো হয়েছে, মেইভ', বলল ও। 'তোমার বাবা কোনদিনই মাইকেল আর শনকে ফারগুসনের জিম্মায় রাখেন নি। ওদেরকে মাইনে কাজ করানো হয়, এটাও মিথ্যে কথা। এ-সব বলা হয়েছে তোমাকে নরম করার জন্যে, তুমি যাতে তোমার বাবার কথা মত চলো।'

'তুমি বলছ ওরা বেঁচে আছে?' পিটের একটা হাত ধরে ঝাঁকাল মেইভ।

'শুধু বলছি না, আমি জানি। তোমার বাচ্চারা কষ্ট পাচ্ছে এ-কথা বলে উনি আসলে তোমাকে কষ্ট দিতে চেয়েছেন। ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করো, মেইভ। তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান, তোমার বাচ্চারাই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের সবই তো ওরা পাবে, তাই না? তুমি যেহেতু অবাধ্য, তোমাকে তাঁর দরকার নেই। কিন্তু মাইকেল আর শনকে দরকার আছে। উনি চান ওদেরকে নিজের মত করে মানুষ করবেন। তুমি মারা গেলে তাতেই তাঁর সুবিধে। তোমাকে আমাদের সঙ্গে সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে সেটাই তিনি প্রমাণ করেছেন।'

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ পিটের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মেইভ বলল, 'আমি তাহলে কি ধরনের বোকা?'

'এখন আমাদের ম্যানর হাউসে যাওয়া উচিত', বলল পিট। 'কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা ভেবে দেখো। তোমার দেখা উচিত নয় এমন ঘটনা ওখানে ঘটতে পারে।'

'দেখা উচিত নয় কোনটা? ড্যাডির মৃত্যু?' ফিসফিস করে জানতে চাইল মেইভ।

বাধ্য না হলে কাউকে আমরা খুন করব না', বলল পিট। 'তবু আমি চাই তুমি নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে থাকো।'

'না। আমি সঙ্গে না থাকলে ম্যানর হাউসের কোথায় কি আছে তোমরা জানবে কিভাবে?'

'একটা ধারণা দাও দেখি।'

'ম্যানর হাউসের সব ক'টা ঘরের দরজা থেকে ভেতর দিকের একটা বারান্দায় বেরুনো যায়, শুধু একটা বাদে', বলল মেইভ। 'ড্যাডির স্টাডি রুমের একটা আলাদা দরজা আছে, সেটা দিয়ে স্কোয়াশ কোর্টে বেরুনো যায়।'

'স্কোয়াশ কোর্ট মানে?' জিজ্ঞেস করল জিওর্দিনো।

'যেখানে স্কোয়াশ খেলা হয়', বলল পিট, তারপর মেইভের দিকে তাকাল্ 'তোমার পুরানো বেডরুমটা কোনদিকে?

'বাগানের ওদিকটায়, সুইমিং পুলটাকে পাশ কাটিয়ে ইস্ট উইং হয়ে যেতে হয়, ডানদিকের তৃতীয় দরজাটা।'

'ঠিক আছে, আমার ধারণা ওখানেই পাওয়া যাবে মাইকেল আর শনকে', বলল পিট। 'যাও, ওদের সঙ্গে দেখা করো। তোমার সঙ্গে জিওর্দিনো থাকবে।'

'আর তুমি?'

'আমি যাচ্ছি তোমার ড্যাডির ফোনটা ধার চাইতে।'

৪২.

নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড ভলকানিক অবজারভেটরি থেকে গ্লোমার এক্সপ্লোরারে একটা ফোন এল। ফোনটা করেছেন নুমার চীফ জিওলজিস্ট। অ্যাডমিরাল স্যানডেকারকে তিনি বললেন, 'এখানকার জিওফিজিসিস্টরা খুব খারাপ একটা খবর দিচ্ছেন, অ্যাডমিরাল। গ্ল্যাডিয়েটরের সাউন্ড রে এনার্জির আঘাত সম্পর্কে।'

‘কি ঘটতে পারে?’

‘গ্ল্যাডিয়েটরের দুই প্রান্তে দুটো আগ্নেয়গিরি আছে, নাম স্ক্যাগস আর উইংকেলম্যান। ওগুলোর নিচে যে প্লেট আছে সেটার অবস্থা খুবই ভীতিকর। বারোশো পঁচিশ আর বারোশো পঁচাত্তর সালে একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছিল ওগুলো...’

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্যে অ্যাডমিরাল বাধা দিয়ে বললেন, ‘আপনি এর আগে আমাকে জানিয়েছেন, কনভারজেন্সের ধাক্কায় আগ্নেয়গিরি দুটো বিস্ফোরিত হবার আশঙ্কা শতকরা মাত্র বিশ ভাগ।’

‘এখানকার এক্সপার্টরা অতীত ইতিহাস আর সর্বশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলছেন, ফিফটি-ফিফটি চান্স।’

‘সাউন্ড ওয়েভ গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে পৌঁছবে দুর্বল শক্তি নিয়ে’, বললেন অ্যাডমিরাল। তাতে উদগীরণ শুরু হবে, এ আমি বিশ্বাস করি না।’

‘হত না, কিন্তু আগ্নেয়গিরির ভেতর অসংখ্য টানেল আর শ্যাফট তৈরি করায় বাইরের যে-কোন কম্পন ট্রিগার টেনে দেয়ার কাজ করবে’, বললেন জিওলজিস্ট। ‘সংক্ষেপে, আর্থার ডরসেট যদি খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ না করেন, আগ্নেয়গিরি দুটো বিস্ফারিত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। যে- কোন মুহূর্তে তরল লাভার উদগীরণ শুরু হয়ে যেতে পারে।’

‘ওহ্ গড! তরল রাভার উদ্‌গীরণ! তাহলে তো মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে! গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে কয়েক হাজার নিরীহ মাইনার আছে!’

‘যার হবার হয়েছে, এখন দেখুন....

‘সাউন্ড ওয়েভ গ্ল্যাডিয়েটরের দিকে ফেরত না পাঠালেও পারতাম আমরা...’

‘অন্য কোনদিকে পাঠালে ফিশিং ফ্লীট বা জাহাজ বহরে আঘাত করতে পারত’, বললেন চীফ জিওলজিস্ট। ‘সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপাবেন না, অ্যাডমিরাল। সবাই আমরা একমত হয়েছিলাম, এটাই নিরাপদ উপায়।’

‘এখন কি কিছুই করার নেই?’

‘গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে সাউন্ড ওয়েভ কখন পৌঁছাবে?’ জানতে চাইলেন লেড নোরিশ।

হাতঘড়ি দেখলেন অ্যাডমিরাল। ‘আর মাত্র একত্রিশ মিনিট বাকি আছে।’

‘এখনও সময় আছে। গ্ল্যাডিয়েটর থেকে সবাইকে পালাতে বলুন।

‘হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন থেকে এরইমধ্যে আমাদের লোক আর্থার ডরসেটের মাইনিং ম্যানেজমেন্টকে সতর্ক করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ডরসেটের নির্দেশে সব ক'টা মাইনিং অপারেশনের সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে।

‘ভাব দেখে মনে হচ্ছে ডরসেট যেন চাইছেন কিছু একটু ঘটুক।’

'তাঁর নিজস্ব একটা ডেডলাইন আছে, সেটা শেষ হবার আগে চাইছেন না কেউ বাধা দিক।' এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন অ্যাডমিরাল, তারপর জানতে চাইলেন, 'সবচেয়ে খারাপ কি ঘটতে পারে?'

'এখানকার এক্সপার্টরা বলছেন, বিস্ফোরিত হলে স্ক্যাগস আর উইংকেলম্যান থেকে লাভা বেরিয়ে আসবে নদীর আকারে।'

'এ-ধরনের একটা বিপর্যয় থেকে কারও কি বাঁচার সম্ভাবনা আছে?'

'নির্ভর করে দ্বীপের কোন দিকটা থেকে লাভার বিস্ফোরণ শুরু হবে তার ওপর। যদি পশ্চিম দিক থেকে শুরু হয়, একজনও বাঁচবে বলে মনে হয় না। কারণ ওদিকটাতেই থাকে সবাই।'

'আর যদি পুব দিক থেকে শুরু হয়?'

'পালাবার খানিকটা সময় পাওয়া যাবে', বললেন জিওলজিস্ট। 'এখন রাখি, অ্যাডমিরাল। নতুন কোন তথ্য পেলেই আপনাকে জানাব।'

ফোনের সুইচ বন্ধ করে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল। অবয়বে কোন রেখা ফুটল না। চোখের পাতা কাঁপল না। যদিও মনে মনে অপরাধবোধে জর্জরিত হচ্ছেন।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরল কাঁধে টোকা পড়ায়।

রুডি বললেন, 'অ্যাডমিরাল, আপনার ফোন।'

'আমি এখন কারও সঙ্গে কথা বলব না।'

'বলবেন।' ফোনের রিসিভারটা তুলে বাড়িয়ে ধররেন রুডি। 'এই লাইনে সংযোগ দেয়া হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকালেন অ্যাডমিরাল। 'হু ইজ দিস?'

'গুড মর্নিং, অ্যাডমিরাল। আপনি এই দ্বীপে কি করছেন?'

কেঁপে ওঠার মত মানুষ স্যানডেকার নন, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি কাঁপছেন, যেন পায়ের নিচ থেকে ডেকটা গায়েব হয়ে গেছে। 'পিট? সত্যি তুমি? ইজ ইট ইউ, বয়?'

'আমি আর জিওর্দিনো আর মেইভ ডরসেট।'

'ওহ্ গড! তোমরা সবাই বেঁচে আছ!' অ্যাডমিরালের মনে হলো তাঁর শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক ঢেউ জেগেছে।

'জিওর্দিনো জানতে চাইছে আপনি কেমন আছেন, অ্যাডমিরাল।'

'ও কেমন আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'খেতে দিই নি বলে আমার ওপর খুব রাগ।'

'প্রায় তিন সপ্তাহ তোমাদের কোন খোঁজ নেই। ডরসেট তোমাদেরকে টাইফুনের মুখে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছেন শোনার পর আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে...'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, অ্যাডমিরাল। পরে এক সময় গল্প করা যাবে। আপনি বরং এখন আমাকে অ্যাকুসটিক প্লেগ সম্পর্কে বলুন। আমি খুব চিন্তায় আছি।'

‘দেখা হলে বলব। এখন তুমি কোত্থেকে বলছ?’

‘অনেক কষ্টে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে পৌঁছেছি’, বলল পিট। ‘কথা বলছি আর্থার ডরসেটের স্টাডি থেকে।’

অবিশ্বাসে বোবা হয়ে গেলেন স্যানডেকার। কয়েক সেকেন্ড পর বললেন, ‘তুমি সিরিয়াস, পিট? গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে তোমরা কি করছ?’

‘এখানেই আমরা উঠেছি। আপনাকে ফোন করার আগে পিট এজেন্সির রেসকিউ জাহাজ সার্চার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি। গ্ল্যাডিয়েটরের কাছাকাছি ছিল ওরা, আমারই নির্দেশে। লেগুনে ঢুকে ওদেরকে তৈরি থাকতে বলেছি, আমি বললেই সৈকতে ভিড়বে, উদ্ধার করে নিয়ে যাবে পেভ লেবারদের। ইস্টার আর গ্ল্যাডিয়েটর থেকেও। পেভ লেবারদের উদ্ধার করবে বাকি দুটো জাহাজ। মেইভ ডরসেটের যমজ বাচ্চা দুটোকে সঙ্গে নেব আমরা। ভাসমান সাগর হয়ে অস্ট্রেলিয়া যাবারই ইচ্ছে...’

আতঙ্কে নীল হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল।

‘অ্যাডমিরাল, লাইনে আপনি আছেন তো?’ হঠাৎ জানতে চাইল পিট।

‘পিট, আমার কথা শোনো!’ ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। ‘তোমরা চরম বিপদের মধ্যে আছ! পালাও, ফর গড’স সেক! এখুন, পিট, এখুনি!’

আধ সেকেন্ড পর পিট বলল, ‘দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। আপনার কথা বুঝতে পারছি না।’

‘ব্যাখ্যা করার সময় নেই, পিট’, বললেন অ্যাডমিরাল, থরথর করে কাঁপছেন। ‘শুধু এইটুকু বলি, অবিশ্বাস্য ইনটেনসিটি নিয়ে একটা সাউন্ড রে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে আঘাত হানতে যাচ্ছে এখন থেকে ছাব্বিশ মিনিটের মাথায়। এই আঘাতে স্ক্যাগস আর উইংকেলম্যান বিস্ফোরিত হতে পারে। যদি পশ্চিম দিক থেকে লাভার উদগীরণ শুরু হয়, দ্বীপের কেউই বাঁচবে না। সময় থাকতে গ্ল্যাডিয়েটর ত্যাগ করো তোমরা। আর কোন কথা নয়। সমস্ত যোগাযোগ আমি বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি।’

ফোনের সুইচ বন্ধ করে দিলেন অ্যাডমিরাল।

খবরটা যেন পিটের বুকে ছোরা মারল। জানালা দিয়ে হেলিকপ্টারটা দেখতে পাচ্ছে ও, লেগুনের জেটিতে বাঁধা ইয়টের ওপর বসে রয়েছে। দূরত্বটা আন্দাজ করল, প্রায় এক কিলোমিটার। বোঝা হিসেবে দুটো বাচ্চা ছেলে থাকবে সঙ্গে, ডকে পৌঁছতে পনেরো মিনিট লেগে যাবে। পথে নানা রকম বাধা পড়তে পারে, তাহলে আরও বেশি সময় লাগবে। একটা কার বা ট্রাক পেলে ভাল হয়। গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে কি তা আছে?

জিওর্দিনো আর মেইভ এত দেরি করছে কেন? ওরা কি বাচ্চা দুটোকে খুঁজে পায়নি?

লেগুনের মাঝখানে তাকাল পিট।

রিসিভার নামিয়ে রেখে জানালা দিয়ে প্রথমে মাউন্ট উইংকলম্যানের দিকে তাকাল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে মাউন্ট স্ক্যাগসের দিকে। শান্ত ও নিরীহ দেখাচ্ছে পাহাড় দুটোকে। ঢালগুলোয় সবুজের সমারোহ দেখে কল্পনা করা কঠিন যে ওগুলোর ভেতরে টগবগ করে ফুটছে লাভার নদী, আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসবে সব, গ্রাস করবে গোটা গ্ল্যাডিয়েটরকে।

অস্থির হয়ে আর্থার ডরসেটের রিভলভিং চেয়ার ছাড়ল পিট, ডেস্ক ঘুরে এগোচ্ছে। তিন সেকেন্ড পর কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, যেন পাথর হয়ে গেল। অন্দরমহলের একটা দরজা খুলে গেছে, ভেতরে ঢুকছেন আর্থার ডরসেট।

তাঁর এক হাতে ধূমায়িত কফির কাপ, এক বগলের নিচে একটা ফাইল। কোঁচকানো প্যাকস পরে আছেন, শার্টটা হলুদ, সঙ্গে একটা বো টাই। খানিকটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। কামরায় আরও কেউ আছে, বুঝতে পেরে মুখ তুলে তাকালেন, বিস্ময়ের চেয়ে কৌতূহলই বেশি। আগন্তুক ইউনিফর্ম পরে আছে দেখে প্রথমে তিনি পিটকে একজন সিকিউরিটি গার্ড বলে মনে করলেন। এখানে কি দরকার, জিজ্ঞেস করার জন্যে মুখ খুলতে যাবেন, পিটকে চিনতে পেরে মুখটা ঝুলে পড়ল। ফাইলটা মেঝেতে পড়ে গেল। হাতটা নেমে এল শরীরের পাশে, প্যাকস আর কার্পেটে ছিটকে পড়ল কফি। 'আপনি তো মারা গেছেন!'

'তাহলে আপনি ভূত দেখছেন।'

'এ অসম্ভব! ওই টাইফুন...' পিটের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল দেখে থেমে গেলেন ডরসেট। 'কি করে সম্ভব হলো? আপনি একা? নাকি মেইভও বেঁচে গেছে?'

'সত্যি আপনার স্পর্ধা আছে। একমাত্র মেয়েকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এখন আবার জানতে চাইছেন সে বেঁচে আছে কিনা।'

'কে বলল মেইভকে আমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি?' আবার পিটের হাতের রাইফেলটার দিকে তাকালেন ডরসেট। 'আমাকে রিপোর্ট করা হয়েছে, মেইভ স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে গেছে।'

'রিপোর্টটা সত্যি কিনা চেক করেছিলেন?' জানতে চাইল পিট। 'ঝড় থামার পর তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন? নাকি তাকে আপনার কোন দরকার নেই, দরকার শুধু তার ছেলে দুটোকে?'

'আমি একজন টাইফুন। আমি মারা গেলে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কারও হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্যে থাকা উচিত। মেইভ আমার এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হতে পারে নি।'

'দুঃসংবাদ আছে, ডরসেট', বলল পিট। 'তিনটে দ্বীপ-গ্ল্যাডিয়েটর, কুনঘিট আর ইস্টার–আপনার মাথায় ভেঙে পড়তে যাচ্ছে।'

ডরসেট কথাগুলোর অর্থ করতে পারলেন না। 'আপনি আমাকে খুন করতে চান?'

মাথা নাড়ল পিট। 'বাধ্য না হলে চান না। বরং আপনাকে আমি বাঁচাতে চাই ভয়াবহ একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে। গ্ল্যাডিয়েটরের আগ্নেয়গিরি দুটো বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে। এখানে আপনার যা কিছু আছে সব তরল লাভা হজম করে ফেলবে।'

ক্ষীণ হাসি ফুটল ডরসেটের ঠোঁটে। 'আমি জানি। সেজন্যেই তো সব খনি খালি করে ফেলছি। তবে ঘটনাটা ঘটতে এখনও কয়েকদিন বাকি আছে।'

'ব্যাখ্যা করা কঠিন। টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো আমি নিজেও জানি না। তবে এক্সপার্টরা জানিয়েছেন যে আর মাত্র কয়েক মিনিট পরই দ্বীপ তিনটের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। সাউন্ড রে, হ্যাঁ, একটা সাউন্ড রে, প্রচণ্ড ইনটেনসিটি নিয়ে আঘাত হানবে...' ঘুরে ডরসেটের পিছনে চলে এল পিট, রাইফেলের মাজল ঠেকাল তাঁর শিরদাঁড়ায়। 'হাতে সময় নেই। ফোন করুন আপনার সুপারিনটেনডেন্ট আর সুপারভাইজারদের। লেগুনে একটা জাহাজ ভিড়েছে। নির্দেশ দিন পেড লেবার, ইঞ্জিনিয়ার আর জিওলজিস্টরা যেন এখুনি যে-যারা কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে জাহাজে চড়ে।'

'আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন!' কঠিন সুরে বলল পিট। 'যা বলছি করুন।'

'হুমকি-ধামকিতে নত হব, আমাকে দেখে তাই মনে হয়?'

তাঁর শিরদাঁড়া থেকে মাজল তুলে নিয়ে গুলি করল পিট। ডরসেটের একটা কানের অর্ধেক উড়ে গেল। রাইফেলে সাপ্রেসর থাকায় খুব একটা শব্দ হলো না। 'এরপর আমি আপনার শিরদাঁড়ায় গুলি করব', বলল পিট!

দু'পা এগিয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন ডরসেট। কান থেকে রক্ত ঝরছে, যদিও চেহারায় ব্যথার কোন ভাব ফুটল না। ডায়াল করার পর এক হাতে কানটা তিনি চেপে ধরলেন শুধু। রিসিভারে তিনি বললেন, 'বোদিকা? আর্থার। হঠাৎ একটা ইমার্জেন্সী দেখা দিয়েছে। কোন ব্যাখ্যা চেয়ো না। গার্ডদের বলো তারা যেন বিদেশি সমস্ত লেবার, ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীদের ছেড়ে দেয়। লেগুনে জাহাজ আছে, সবাইকে ওটায় চড়তে বলতে হবে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে পিটের দিকে তাকালেন তিনি। 'এখন কি হবে?'

'এখন আমরা দেখব আপনার গার্ডরা কি করে, মাইনারদের সবাইকে জাহাজে উঠতে দেয় কিনা।'

'তারপর?'

'তারপর আমরাও পালাব', বলল পিট। 'আপনাকেও প্রাণে বাঁচার একটা সুযোগ দেয়া হবে।'

'আপনি সত্যি আমাকে খুন করতে আসেন নি?' ডরসেটকে বিস্মিত দেখাল।

'কে বলল আমি খুনী?' পাল্টা প্রশ্ন করল পিট। 'আমার কাজ আপনাকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া। বিচারে আপনি যদি অপরাধী সাব্যস্ত হন, শাস্তি পেতে হবে। সেটা মৃত্যুদণ্ড হবারই বেশি সম্ভাবনা, কি বলেন?'

ডরসেট নিঃশব্দে হাসলেন। 'আমাকে শাস্তি দেয়া এত সহজ নয়।'

কথা না বলে হাতঘড়ি দেখল পিট। জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল, তবে রাইফেলটা এখনও ডরসেটের দিকে তাক করা।

ডরসেট বোদিকাকে ফোন করার পর মাত্র তিন মিনিট পেরিয়েছে। আগ্নেয়গিরির ঢালে খানিক পর পর খনির খোলা মুখ, সেগুলো থেকে সন্ত্রস্ত পিঁপড়ের মত ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে মাইনাররা। কালো ভূত বললেই হয়, পরনে ছেঁড়া প্যান্ট বা শার্টস, বেশিরভাগই খালি গায়ে। ভূতগুলো সব কঙ্কাল সার, গায়ে শুধু চামড়া ঝুলে আছে।

মানুষের আরও একটা স্রোত দেখা গেল, পেভ লেবারদের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে লেগুনের দিকে প্রাণপণে ছুটছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পিট। যাক, বোদিকা আর্থার ডরসেটের নির্দেশ ঠিকমতই পালন করেছে।

রাইফেলটা একটু উঁচু করে ডরসেটের কপালে তাক করল পিট। 'এবার আপনি কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটবেন', বলল ও। 'কোন রকম চালাকি করতে দেখলে শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দেব।'

ডরসেটের চেহারায় ব্যথা-বেদনার চিহ্নমাত্র নেই। ঠোঁট বাঁকা করে ক্ষীণ একটু হাসলেন। কানের ক্ষতটা এক হাতে চেপে রেখেছেন। ধীরে ধীরে ঘুরলেন তিনি, দরজার দিকে এগোচ্ছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্টাডিরুমে ঢুকে পড়ল বোদিকা। উত্তেজিত, দিশেহারা লাগছে তাকে। পরে আছে সিল্ক রোব, সেটা হাঁটু ঢাকতে ব্যর্থ হয়েছে। গার্ড ইউনিফর্ম পরে থাকায় সে-ও প্রথমে পিটকে চিনতে পারল না, বুঝতে পারল না, বুঝতে পারল না ডরসেট বিপদের মধ্যে রয়েছেন। 'কি ব্যাপার, ড্যাডি? তুমি হঠাৎ সমস্ত মাইনারকে বিদায় করে দিচ্ছ যে?' হঠাৎ লক্ষ করল মাথায় চেপে ধরা আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। 'কি সর্বনাশ, তুমি আহত হলে কিভাবে?'

'আমাদের এখানে অবাঞ্ছিত অতিথি ঢুকে পড়েছেন, বোদিকা', বললেন ডরসেট, মনে মনে আন্দাজ করলেন পিছনে দাঁড়ানো পিটের দৃষ্টি অবশ্যই দিদ্রের দিকে নিবদ্ধ। বোদিকা তাঁর দিকে ছুটে আসছে, এই ফাঁকে ঘাড় ফিরিয়ে পিটকে একবার দেখেও নিলেন চোখের কোণ দিয়ে। পলকের জন্যে উদভ্রান্ত দেখাল বোদিকাকে, তারপর বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল মুখ—এতক্ষণে পিটকে চিনতে পেরেছে সে। 'না! না! এ সম্ভব নয়।'

এই ছন্দপতনের অপেক্ষাতেই ছিলেন ডরসেট। শরীরটাকে ক্ষিপ্রবেগে মুচড়ে ঘুরলেন তিনি, এক হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিলেন গান ব্যারেল।

পিট অবশ্য ট্রিগার টেনে দিয়েছে। এক পশলা বুলেট ছুটে গিয়ে দেয়ালে লাগল। অমানুষিক পরিশ্রম আর অনিদ্রায় দুর্বল শরীর, রিয়্যাক্ট করতে এক পলক দেরি করে ফেলেছে পিট। তিন সপ্তাহ ধরে শক্তি ক্ষয় হয়েছে, এখন তার মাসুল

দিতে হলো। চোখের সামনে শ্লথগতিতে ঘটছে ঘটনাটা। দেখতে পেল হাতের রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়া হলো জানালার দিকে, কাচ ভেঙে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

পিটের ওপর খেপা গণ্ডারের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডরসেট। তাঁকে খামচি মারল পিট, পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। ডরসেটের বয়স হলেও, পিটের চেয়ে অনেক বেশি ওজন তাঁর, এলোপাথাড়ি নির্মম ঘুসি মারছেন ওর নাকে-মুখে। তারপর হঠাৎ রণকৌশল বদলে পিটের চোখে নখ সহ আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। মাথাটা ঝট করে সরিয়ে নিয়ে চোখ বাঁচাল পিট, তবে কানের ওপর মাথায় একটা ঘুসি খেলো। ব্রেনের ভেতর আলোকিত অনেকগুলো রঙ বিস্ফোরিত হলো, আচ্ছন্ন বোধ করছে ও। মরিয়া হয়ে বসে পড়ল পিট, ঘুসির বর্ষণ থেকে রেহাই পাবার জন্যে মেঝেতে শুয়ে গড়িয়ে দিল শরীরটা।

ডরসেট ছুটে আসছে দেখে দুটো গড়ান দিয়ে লাফ দিয়ে সোজা হলো পিট। প্রৌঢ় ডায়মন্ড মাইনার খালি হাতে লড়তে নেমে বহু লোককে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন তাঁর কাঁধ আর হাতের পেশী প্রফেশন্যাল বক্সারদের মত। যুবা বয়েসে খনির ভেতর তরুণ শ্রমিকদের শায়েস্তা করার সময় গর্ব করে বলতেন, ছুরি বা আগ্নেয়াস্ত্র কিছুই তাঁর দরকার নেই। এই বয়েসে মানুষ ছাতুর মত নরম হয়ে যায়, কিন্তু এখনও তিনি লোহার মত শক্ত।

ঝাপসা দেখছে পিট, মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা কাটাবার চেষ্টা করল। নিজেকে থেতলানো বক্সারের মত লাগছে, বেল বাজার অপেক্ষায় রশি ধরে কোন রকমে ঝুলে আছে, ভাবছে কি কৌশল করলে জেতা যাবে। ডরসেটের পেশীশক্তির সঙ্গে পেরে ওঠা খুব কম মার্শাল-আর্ট এক্সপার্টের পক্ষেই সম্ভব। হীরকসম্রাটকে কাবু করতে হলে একটা এলিফেন্ট গান দরকার। এখন এখানে অ্যালের উপস্থিতি জরুরী ছিল। তার কাছে ছোট হলেও একটা অটোমেটিক আছে। দ্রুত কাজ করছে পিটের মাথা, সম্ভাব্য অ্যাকশন নিয়ে ভাবছে, এক এক করে বাতিলও করে দিচ্ছে সেগুলো, কারণ জানে অ্যাকশন শেষ হবার আগেই দেখা যাবে যে ওর দু'একটা হাড় ভেঙে গেছে। ডেস্ক ঘুরে ফাঁকি দিচ্ছে ডরসেটকে, তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে, ফলে ব্যথা করছে মুখ।

হাতে কিছু একটা থাকা দরকার। খালি হাতে এই লোকের সঙ্গে পারা যাবে না। 'আপনার উদ্দেশ্যটা কি? পচা দাঁত দিয়ে কামড়াবেন?'

অপমানটা প্রত্যাশা পূরণ করল। উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠে পিটের পেট লক্ষ্য করে লাথি চালালেন ডরসেট। ক্ষীণ বিলম্ব ঘটায় পিটের নিতম্বে সামান্য একটা ঘষা খেলো তাঁর পা। আঘাত করতে না পারায় আরও খেপে গেলেন ডরসেট, এবার পিটকে লক্ষ্য করে সরাসরি লাফ দিলেন। শান্তভাবে এক পা পিছিয়ে এসে ডেস্ক

থেকে মেটাল ডেস্ক-ল্যাম্পটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল পিট, ঘোরাল একদিক থেকে আরেক দিকে।

হাত তুলে ওটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করলেন ডরসেট, তবে দেরি করে ফেলায় বাড়ি খেলেন কব্জিতে, কব্জি ভেঙে কাঁধে আঘাত করল ল্যাম্প, মট করে আওয়াজ হলো, কলার বোনও ভেঙে গেছে। আহত বাঘের মত গর্জে উঠলেন ডরসেট, ছুটে এলেন আবার পিটের দিকে। এবার মাথা লক্ষ্য করে ঘুসি মারলেন।

নিচু হলো পিট, ল্যাম্পটাও নিচের দিকে চালাল। ডরসেটের হাঁটুর নিচে হাড়ে লাগল, এত জোরে যে পিটের হাত থেকে ছুটে গেল ভোঁতা অস্ত্রটা। আঘাতটা মারাত্মকই, অথচ তারপরও দেখা গেল বিপুল বিক্রমে পিটের দিকে ছুটে আসছেন ডরসেট। তাঁর ঘাড়ের পাশে ফুলে উঠেছে রগগুলো। চোখ দুটো বিস্ফারিত, টকটকে লাল। মুখ খুলে হাঁপাচ্ছেন, চিবুক থেকে লালা ঝুলছে। দেখে মনে হচ্ছে হাসছেন। দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করে লাফ দিলেন আবার।

কিন্তু টার্গেটে পৌঁছতে পারলেন না। তাঁর ডান পা ভাঁজ হয়ে গেল, ভারী বস্তার মত মেঝেতে পড়লেন। ল্যাম্পের গোড়াটা নিশ্চয়ই তাঁর হাঁটুর নিচে হাড় ভেঙে দিয়েছে। এবার! বিদ্যুৎ খেলে গেল পিটের শরীরে, এক লাফে উঠে দাঁড়াল ডেস্কের ওপর। ডেস্ক থেকে আবার লাফ দিল, জুতো পরা দুই পা দিয়ে পড়ল ডরসেটের নগ্ন গলায়। ডরসেটের সবগুলো হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়ল, ওগুলোর ফাঁকে জিভের ডগাও দেখা যাচ্ছে। খালি বাতাসে খামচি মারছে একটা হাত। অপর হাত আর দুই পা ছুঁড়ছেন। ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা থেকে। পাঁচ সেকেন্ড পর স্থির হয়ে গেলেন। নিষ্প্রাণ হয়ে গেল চোখ দুটো।

দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশ্বাস ফেলছে পিট, জানে না দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছে কোত্থেকে। বোদিকার দিকে তাকাল, মেয়েটা আর্থার ডরসেটকে সাহায্য করার কোন চেষ্টাই করে নি। কার্পেটে পড়ে থাকা লাশটার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, সে, শোক বা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই চেহারায়। 'আপনি ওকে খুন করেছেন', শান্ত গলায় বলল।

'নিজের দোষে মরেছে', হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পিট।

লাশটার ওপর থেকে চোখ তুলে পিটের দিকে তাকাল দিদ্রে। 'আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত, মি. পিট। রূপোর একটা প্লেটে করে ডরসেট কনসলিডেটেড মাইনিং লিমিটেড আমার হাতে তুলে দেয়ায়।'

'তোমার শোকের মাত্রা আমাকে অভিভূত করছে।'

হাসল বোদিকা। 'আপনি আমার মস্ত একটা উপকার করেছেন।'

'আমি যতদূর জানি, আপনি বিয়ে করেছেন', বলল পিট। 'সেক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তো মেইভ আর ওর ওই ছেলে পাবে, তাই না?'

'মেইভ কিছুই পাবে না, কারণ ড্যাডি তার উইলে ওকে কিছুই দিয়ে যায় নি', বলল বোদিকা, ঠোঁটে বিজয়ের হাসি। 'আর, আপনি ভুল জানেন।'

'আর মাইকেল ও শন?'

'হ্যাঁ, ড্যাডির উইলে ওদেরকে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি দেয়া হয়েছে।' কাঁধ ঝাঁকাল বোদিকা। 'তবে বাচ্চারা তো রোজই কোন না কোন অ্যাক্সিডেন্ট করছে।'

কঠিন সুরে পিট কিছু বলতে যাবে, দরজায় উদয় হলো রোগা-পাতলা এক তরুণ। রোগা, তবে শরীরটা পাকানো রশির মত।

'এই যে, ঠিক সময়েই এসেছ', বলল বোদিকা। 'এই ভদ্রলোক, ডার্ক পিট, ড্যাডিকে খুন করেছেন। তুমি বডিগার্ড, প্রতিশোধ নাও–খুন করো ওকে।'

পিটের খেয়াল আছে, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে স্ক্যাগস আর উইংকেলম্যান। কিন্তু জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখার সময়ও নেই মাইনাররা সবাই জাহাজে চড়তে পেরেছে কিনা। আরও একটা চিন্তার কারণ জিওর্দিনো ও মেইভ। নিশ্চয়ই তারা বাচ্চা দুটোকে পায় নি, পেলে এতক্ষণে ফিরে আসত।

দেহরক্ষীর দিকে তাকাল পিট। স্টাডিরুমে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। বসের লাশটা একবার দেখল, তারপর মুখ তুলে তাকাল পিটের দিকে। হাসছে সে। বিধ্বস্ত পিটকে দেখেই বুঝে নিয়েছে, এ লোকের লড়াই করার শক্তি নেই।

পিটও জানে, এই মুহূর্তে একটা খরগোস কাবু করাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রতিপক্ষ দুর্বল ভাবছে ওকে, কাজেই অবাক করে দেয়ার সুযোগটা নিতে হবে ওকে। কিছুই বুঝতে না দিয়ে অকস্মাৎ বুনো মোষের মত মাথা নিচু করে ডাইভ দিল ও, গুঁতো মারল বোদিকার পেটে। কিন্তু তাতে লাভ হলো সামান্যই, বা প্রায় হলোই না। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল বোদিকা, কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু তারপরও দাঁড়িয়ে থাকল পায়ের ওপর। পিট ভারসাম্য ফিরে পাবার আগেই ওর বগলের তলায় হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল, শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আধ পাক ঘোরাল, তারপর অনায়াসে ছুঁড়ে দিলে একটা বুককেসের ওপর, পিটের পিঠ কাচের দরজা চুরমার করে দিল। অবিশ্বাস্যই বটে যে কাঁপা কাঁপা পায়ে এখনও পিট দাঁড়িয়ে আছে, মেঝের ওপর ঢলে পড়েনি।

যন্ত্রণায় খাবি খাচ্ছে পিট। শরীরের সব ক'টা হাড়ই যেন ভেঙে গেছে। সমস্ত ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও, আবার ছুটে গেল দিদ্রেকে লক্ষ্য করে। নিচ থেকে ওপর দিকে ঘুসি চালিয়ে বোদিকার চিবুকে লাগাতে পারল, দেখতে পেল থেতলানো মাংস থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ঘুসিটা প্রচণ্ড ছিল, অন্য কোন লোক হলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাত। কিন্তু বোদিকা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রক্ত মুছে হাসতে লাগল। দু'হাত মুঠো পাকিয়ে পিটের দিকে হেঁটে আসছে সে, বক্সারের মত মাথা নিচু করে।

পা বাড়িয়ে মাথাটা নিচু করে নিল পিট, মেয়েটার চালানো ঘুসি এড়িয়ে আবার তাকে আঘাত করল পেটের নিচের দিকে। অনুভব করল ওর মুঠো মাংসের ভেতর ঢুকে হাড়ে ধাক্কা খেলো। পরমুহূর্তে ছিটকে পিছন দিকে পড়ল পিট, বোদিকার

দ্বিতীয় ঘুসিটা বুকে লেগেছে। ওর মনে হলো, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ছাতু হয়ে গেছে। এত জোরাল ঘুসি আগে বোধহয় কখনও খায় নি।

কয়েক মুহূর্ত পড়ে থাকল পিট, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে। যেন কুয়াশার ভেতর রয়েছে ও, অনেক কষ্টে হাঁটুর ওপর সোজা হলো। টলতে টলতে দাঁড়াতেও পারল, শেষ একবার চেষ্টা করে দেখতে চায়।

পা বাড়িয়ে সামনে চলে এল বোদিকা, কনুই দিয়ে মারল পাঁজরে। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল হাড় ভেঙেছে। বুকে নতুন ব্যথা শুরু হলো, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে হাত আর হাঁটুতে। কার্পেটের নকশার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল পিট, ইচ্ছে হলো কার্পেটের ওপরই চিরকাল এভাবে পড়ে থাকে। কে জানে, ও হয়তো মারা গেছে, এবং মারা যাবার পর যেখানে এসেছে সেখানে এই নকশা করা কার্পেট ছাড়া আর কিছু নেই।

অসহায় বোধ করছে পিট, জানে শরীর ওর কথা শুনবে না। ফায়ারপ্লেসের পোকারটা নাগালের মধ্যে পাবার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল, কিন্তু চোখে ঝাপসা দেখছে, নাগালের মধ্যে পেলেও শক্ত করে মুঠোয় ধরার শক্তি নেই। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল বোদিকা ঝুঁকছে। ওর একটা পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। খোলা দরজার চৌকাঠে আটকে গেল শরীরটা। পা ছেড়ে মাথার কাছে সরে এল দিদ্রে, ওকে ধরে বসাল, তারপর চোখ সই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল। ওখানেই পড়ে থাকল পিট, প্রায় অচেতন, ব্যথায় অবশ, অনুভব না করলেও আন্দাজ করতে পারছে, ডান চোখের ওপর থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, বোদিকা পিটের সঙ্গে সেই খেলা খেলছে। তবে একটু পরই একঘেয়ে লাগবে তার, তখন মেরে ফেলবে। শরীরে যে আর একটু শক্তি অবশিষ্ট আছে, জানা ছিল না, কিভাবে যেন ধীরে ধীরে দাঁড়াতে পেরেছে, আর তাতেই তুঙ্গে উঠে গেছে পিটের আত্মবিশ্বাস। পা কাঁপছে, শরীর টলছে, কিন্তু গ্রাহ্য করতে চাইছে না। শেষ আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে হবে ওকে।

'দেরি হলো, কারণ দুই ব্যাটা চাকর বাচ্চা দুটোকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল', বলল জিওর্দিনো, হঠাৎ দোরগোড়ায় উদয় হয়েছে। 'দরজা ভাঙতে সময় লাগল।'

কামরার চারদিকে তাকাল পিট, কিন্তু বোদিকাকে কোথাও দেখতে পেল না।

জিওর্দিনো দোরগোড়া থেকে আবার বলল, 'আমাকে একটা চান্স দাও, দোস্ত।' পিটের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। বোদিকার দিকে তাকাল, আঙুল নেড়ে ডাকল তাকে। 'এইটা তো দেখি ব্যাটাছেলের মতো লড়ে, এদিকে আয়। আহত মানুষের সঙ্গে লড়তে যাওয়াটা কাপুরুষতা।'

'না, অ্যাল।' একটা হাত তুলে জিওর্দিনোকে সামনে এগোতে নিষেধ করল পিট। 'ওর মরণ আমার হাতেই হতে হবে। যদি দেখো আমি পারছি না, ওকে তুমি গুলি করবে।'

অ্যালের পিছনে এসে দাঁড়াল মেইভ। পিটের রক্তাক্ত মুখ হয়ে দৃষ্টি নামল ডরসেটের লাশের ওপর। 'কি হয়েছে ড্যাডির?'

'অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন', বিড়বিড় করল পিট।

'বোদিকা, আমি আসছি', বলে পা বাড়াল পিট। সামনের দিকে ঝুঁকে আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে তৈরি হলো মেয়েটা।

প্রথম দুটো ঘুসি ঝট করে মাথা সরিয়ে নিয়ে এড়িয়ে যেতে পারল পিট। তৃতীয় ঘুসিটা এক পা পিছিয়ে দিল ওকে। তবে পড়ে যায় নি, থামেও নি, আবার এগোচ্ছে। বোদিকা লক্ষ করল, পিট শুধু আক্রমণ ঠেকাচ্ছে, পাল্টা আঘাত করতে চাইছে না। পিটের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে পিছাতে শুরু করল সে।

ভঙ্গিটা পিটের আত্মরক্ষার, তবে সামনে বাড়ছে; আর আক্রমণের ভঙ্গি নিয়ে পিছু হটছে বোদিকা। ডেস্ক ঘুরে চক্কর দিচ্ছে ওরা। পিটের চেহারায় অতি সতর্ক বা ভয় ভয় ভাব রয়েছে, সেটা দেখে বোদিকা ভাবতেও পারে নি হঠাৎ লাফ দেবে ও। কাজেই তাকে খানিকটা অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে গেল পিট, প্রথম লাফেই দু'হাতের লাগালের মধ্যে চলে এল তার লম্বা গলাটা। এই গলা ধরার জন্যেই এতক্ষণ পাঁয়তারা কষছিল পিট।

ধরার পর ছাড়ায় কার সাধ্য। বোদিকা প্রায় অক্ষত, কোথাও তেমন জোরাল আঘাত পায় নি, কাজেই নিজেকে ছাড়াবার জন্যে যথেষ্ট শক্তি পাচ্ছে সে। কিন্তু কনুই চালিয়ে বা ঘুসি মেরে কোন লাভ হচ্ছে না। পিট যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, যত আঘাতই আসুক, গলাটা কোন অবস্থাতেই ছাড়বে না। দু'হাত দিয়ে পাইপটা শক্ত করেই ধরেছে ও, তবে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বোদিকার কনুই আর হাঁটু অনবরত আঘাত করায় কোন রকমে শুধু ধরে থাকতেই পারছে, চাপ বাড়াতে পারছে না।

ধীরে ধীরে একটা আতঙ্ক ভর করল, কনুই আর হাঁটু চালানো বন্ধ করে পিটের হাত থেকে দিদ্রে এখন গলাটা মুক্ত করতে চাইছে। পিটের দুই কব্জি ধরে নিচের দিকে টান দিচ্ছে সে।

এবার পিট সুযোগ পেল বোদিকার গলায় চাপ বাড়াবার। এতক্ষণ গলা ধরে ঝুলে ছিল, এবার পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঘৃণা আর আক্রোশ থেকে উৎসারিত প্রবল আসুরিক শক্তি অনুভব করছে দুই হাতে। মেয়েটার গলা বুজে গেছে, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে সে। এমন সহজ একটা কৌশলে দুর্বল প্রতিপক্ষ তাকে কাবু করে ফেলছে, এ সে বিশ্বাস করতে পারছে না। শুধু যে আতঙ্কে, তা নয়, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার চোখ জোড়া। দুর্বল হয়ে পড়ছে সে, আর সেটা অনুভব করে পিটের হাতে যেন আরও জোর এসে যাচ্ছে। মনে হলো এক সময় কোটর ছেড়ে তার চোখ দুটো বেরিয়ে আসবে। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে যাচ্ছে তার। অক্সিজেনের অভাবে ঝাঁকি খেতে শুরু করল গোটা শরীর। তারপর স্থির হয়ে গেল। গলাটা ছেড়ে দিল পিট। মেঝের ওপর ঢলে পড়ল দিদ্রের নিস্প্রাণ দেহ।

মাতালের মত লাগছে পিটকে, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, টলতে টলতে বলল, 'এখুনি পালাতে হবে। গ্ল্যাডিয়েটর থাকছে না, ধুলোর প্রতিটি কণা আকাশে উড়বে।'

'কি বলবে? আবার বলো' হাঁ করে তাকিয়ে আছে জিওর্দিনো।

'খুলে বলার সময় নেই। গ্ল্যাডিয়েটর বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে।' মেইভের দিকে তাকাল পিট। 'বাড়ির আশপাশে যানবাহন কিছু আছে কিনা জানো?' হাতঘড়ির দিকে তাকাতে ভয় করছে ওর, তবু তাকাল। অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের নির্ধারিত সময় শেষ হতে আর মাত্র আট মিনিট বাকি। ওর প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলছে মেইভ, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল পিট। জেটির দিকে এখনও বহু লোক ছুটছে, তাদের সংখ্যা এক দেড়শোর কম নয়, বেশিরভাগই বেঁটে আর হলদেটে; কিন্তু ছুটছে অকারণে, পিট এজেন্সির চার্টার করা জাহাজ এরইমধ্যে জেটি থেকে রওনা হয়ে গেছে, লেগুন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে খোলা সাগরে। এক কিলোমিটার দূরে লোকগুলো, পিটের চিৎকার তাদের কানে পৌঁছবে না, তবু ওর বলতে ইচ্ছে কবল তারা যেন দ্বিতীয় জেটিতে বাঁধা ইয়টে উঠে পড়ে।

লোকগুলো শেষ পর্যন্ত কি করল দেখার সুযোগ হলো না, ওকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল মেইভ। 'কি বলছি শুনতে পাচ্ছ না? বাড়ির পাশের গ্যারেজে দুটো মিনি কার আছে, খনিগুলোয় আসা-যাওয়া করার কাজে ড্যাডি ব্যবহার করতেন।'

একটা বাচ্চাকে ধরে কাঁধে তুলে নিল পিট। 'কার কি নাম তোমাদের?'

পিটের মুখে রক্ত দেখে ভয় পেয়েছে, ছেলেটা তোতলাতে শুরু করল, 'মাইকেল।' হাত তুলে ভাইকে দেখাল সে, অ্যালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'শন।'

'কখনও হেলিকপ্টারে চড়েছ, মাইকেল?'

'না, তবে চড়ার খুব শখ।'

'শখ থাকলে সেটা একদিন মেটেই।'

স্টাডিরুম থেকে সবার শেষে বেরুচ্ছে মেইভ। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকাল ও। আপনমনে মাথা নাড়ল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল করিডরে।

৪২.

বাড়ির পাশে গ্যারেজে অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি মিনি কার দুটো পাওয়া গেল। এগুলো হোল্ডেন নামে পরিচিত। হলুদ রঙ করা, খনিতে আসা-যাওয়া করতে সুবিধে হবে ভেবে সবগুলো দরজা খুলে ফেলা হয়েছে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, ইগনিশনেই চাবি পাওয়া গেল। সবাইকে নিয়ে প্রথম কারটায় চড়ল পিট। সহজেই স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল পিট।

তোরণ কাছাকাছি চলে আসছে দেখে লাফ দিয়ে নিচে নামল জিওর্দিনো, ছুটে গিয়ে খুলে দিল গেট। রাস্তায় মাত্র উঠে এসেছে কার, সিকিউরিটি গার্ডে বোঝাই

একটা ভ্যানকে উল্টোদিক থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল। 'হাসো সবাই, হাত নাড়ো', নির্দেশ দিল পিট। 'দেখে যাতে মনে হয় আর্থার ডরসেটের আত্মীয়স্বজন তোমরা।'

ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার ভ্যানের গতি কমাল, হোল্ডেনের আরোহীদেরকে কৌতূহল নিয়ে দেখছে। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে, স্যালুটও করল। চিনল কিনা বলা কঠিন, সম্ভবত ধরে নিয়েছে মালিকের অতিথি হবে। তোরণের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল ভ্যান। হোল্ডেনের গতি বাড়িয়ে দিল পিট, ডকের দিকে ছুটছে।

ডকের পথে কোন লোককে দেখা যাচ্ছে না। কোন ট্রাক বা কারও নেই। দুটো জেটিই খালি পড়ে আছে। চীনা পেভ লেবাররা কোনদিকে গেছে বুঝতে পারল না পিট। হাতঘড়ির দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছে ও, খুব বেশি হলে হাতে আর তিন কি চার মিনিট সময় আছে।

'ভ্যানটা ফিরে আসছে', হঠাৎ সতর্ক করল জিওর্দিনো।'

'তোরণের পাশে অফিস রুমে লাশ পড়ে আছে, ওগুলো দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ভ্যানের সিকিউরিটি গার্ডরা। তবে এত তাড়াতাড়ি ওরা ধাওয়া করবে, ধারণা করেনি পিট। ওর মাথায় এখন একটাই চিন্তা, গার্ডরা ওদেরকে গুলি করার রেঞ্জে পাবার আগেই হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে ওরা উঠে যেতে পারবে কিনা।

উইন্ডশীল্ডের দিকে হাত লম্বা করে সামনের গার্ডকে দেখাল জিওর্দিনো, সিকিউরিটি অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে মিনিকারের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওর কি ব্যবস্থা করা হবে?'

'তোমার কাছে অটোমেটিক আছে কি করতে?' জিজ্ঞেস করল পিট। 'আমি যদি ভয় দেখিয়ে ভাগাতে ব্যর্থ হই, গুলি করে ফেরে দেবে।'

ঘণ্টায় একশো বিশ কিলোমিটার স্পীডে কাঠের ডকে উঠে পড়ল পিট, পরমুহূর্তে ব্রেক পেডালে পা চেপে ধরল, চাকাগুলোকে হড়কাতে দিয়ে গাড়ির নাক তাক করল সরাসরি সিকিউরিটি অফিসের দিকে। অনিশ্চিত গার্ড বুঝতে পারল না কোন দিকে লাফ দেবে, নিরাপদ মনে হওয়ায় শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

কার সোজা করে নিয়ে গ্যাংওয়ের পাশে তামল পিট। 'জলদি!' লাফ দিয়ে নিচে নামল ও। 'অ্যাল, কপ্টারে উঠে যাও, রশি খুলে স্টার্ট দাও ইঞ্জিন। মেইভ, বাচ্চাদের নিয়ে সেলুনে ঢুকে পড়ো, কেউ যেন দেকতে না পায়। কপ্টারের রোটর ব্লেড না ঘোরা পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করো। তারপর ছুটবে।'

'তুমি কি করবে?' জিজ্ঞেস করল জিওর্দিনো, কার থেকে বাচ্চা দুটোকে বের করার কাজে মেইভকে সাহায্য করছে। মাইকেল আর শনকে নিয়ে গ্যাংওয়ে ধরে ছুটল মেইভ।

'মুরিং লাইন খুলে ডক থেকে ইয়ট সরাব, গার্ডরা যাতে উঠতে না পারে।'

বোলার্ড থেকে ইয়টের ভারী মুরিং লাইন খুলতে ঘেমে গোসল হয়ে গেল পিট, খোলার পর কিনারা দিয়ে ফেলে দিতে হলো পানিতে। ম্যানর হাউসের দিকে চলে

যাওয়া রাস্তাটার দিকে শেষ একবার তাকাল ও। মেইন রোডে বাঁক ঘোরার সময় ভ্যানের ড্রাইভার ভুল করে বসেছে, চাকা হড়কে যাওয়ায় আড়াআড়ি ভঙ্গিতে কাদাভর্তি মাঠে নেমে গেছে ভ্যান। লেগুনের দিকের রাস্তায় ফিরে আসতে বেশি কয়েকটা মূল্যবান সেকেন্ড নষ্ট হলো তাদের।

হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল। আর সেই শব্দের সঙ্গে ইয়টের ভেতর থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ।

গ্যাংওয়ে ধরে ছুটল পিট, বয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বুকের রক্ত। নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে ও, সার্চ না করেই মেইভ আর বাচ্চা দুটোকে ইয়টে ঢুকতে বলায়। লাইন মিলিমিটারের খোঁজে পকেটে হাত ভরল, তারপর মনে পড়ল ওটা জিওর্দিনোকে দিয়েছিল। ডেক ধরে ছুটছে, বিড়বিড় করছে আপন মনে, 'প্লীজ, গড!' প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে ফেলল সেলুনের দরজা, লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

মেইভের করুণ আকুতি শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা।

'না, দিদ্রে, না! ওদেরকে মেরো না, প্লীজ!'

দৃশ্যটা দেখে পিটের গোটা অস্তিত্ব কেঁপে উঠল, শোকে খাঁ-খাঁ হয়ে উঠল মনটা। মেইভ মেঝেতে, পিঠ ঠেকে আছে একটা বুককেসের গায়ে, বাচ্চারা ওর বাহু খামচে ধরে আছে, দু'জনেই ভয়ে ফোঁপাচ্ছে। রক্তলাল একটা দাগ ছড়িয়ে পড়ছে ব্লাউজে, ঠিক নাভির ওপর ছোট্ট একটা ফুটো।

সেলুনের মাঝকানে দাঁড়িয়ে আছে দিদ্রে, হাতের ছোট অটোমেটিকটা বাচ্চা দুটোর দিকে তাক করা, তার মুখ আর নগ্ন বাহু পালিশ করা আইভরির মত। চোখে শ্বাপদের ঠাণ্ডা দৃষ্টি, চেহারায় কোন আবেগ নেই, ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে শক্ত ভাবে চেপে বসেছে। চোখ তুলে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, পিট যেন ছাই হয়ে যাবে, 'আমি জানি তুমি মরো নি', বলল সে, গলার আওয়াজ শুনে মনে হবে নেশা করেছে।

ধীরে পায়ে এগোল পিট, থামল মেইভ আর ওর বাচ্চা দুটোকে আড়াল করে। 'অস্ত্রটা ফেলে দাও, দিদ্রে। তা না হলে তোমার অবস্থাও ড্যাডির মত হবে।'

'মেইভ আর ওর বাচ্চা দুটোই তো শেষ বাধা', বলে হেসে উঠল দিদ্রে। 'এখন অবশ্য তুমিও একটা উটকো ঝামেলা, ডার্ক পিট।' হাতের অটোমেটিকটার দিকে তাকাল সে। 'এতে অনেকগুলো বুলেট আছে। প্রথমে মেইভকে মারব, তারপর বাচ্চা দুটোকে, সবশেষে তোমাকে। বাধা দেবে? পারলে দাও।' খিলখিল করে হেসে উঠল সে।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল পিট। 'মেইভ তো এরইমধ্যে মারা গেছে', মিথ্যে কথা বলল ও।

একপাশে ঝুঁকে পিটের পিছনে মেঝেতে পড়ে থাকা মেইভকে দেখার চেষ্টা করল দিদ্রে। 'তাহলে চাক্ষুষ করো কিভাবে আমি তার যমজ ছেলে দুটোকে পরপারে পাঠিয়ে দিই।'

'না!' পিটের পিছন থেকে আঁতকে উঠল মেইভ। 'দোহাই লাগে, আমার বাচ্চাদের মেরো না!'

হাতের অস্ত্র তুলে পিটকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করছে দিদ্রে, মেইভ আর বাচ্চা দুটোকে গুলি করার জন্যে।

লাফ দিল পিট, জানে নির্ঘাত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। শূন্যে থাকতেই দেখতে পেল অটোমেটিকের মাজল ওর বুকের দিকে ঘুরে গেল। দূরত্বটা অনেক বেশি, গুলি হবার আগে অতিক্রম করা সম্ভব হবে না, জানে। দু'মিটার দূর থেকে দিদ্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

প্রায় একই সঙ্গে দুটো বুলেট ধাক্কা মারল পিটকে, মাংস ভেদ করে ভেতরে ঢুকল। ধাক্কাগুলো পিট প্রায় অনুভবই করল না, ঘৃণা আর রাগে এমনই অবশ হয়ে আছে শরীর। কোন ব্যথাও লাগছে না। দিদ্রের ওপর পড়ল ও। দিদ্রের নরম শরীরটা পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল, আছাড় খেলো নিচু কফি টেবিলের ওপর, ভারী বস্তার মত তাকে পিষে দিল পিটের ভারী শরীর। রোমহর্ষক একটা আওয়াজ হলো, যেন শুকনো একটা ডাল ভেঙে গেল-শিরদাঁড়াটা তিন জায়গায় ফেটে গেছে।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল দিদ্রের গলা চিরে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হলেও, চোখ দুটো থেকে আক্রোশ আর ঘৃণা এতটুকু দূর হয় নি। 'উচিত শাস্তি হয়েছে তোমার... , আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মোচড় খাচ্ছে দিদ্রের শরীর, তাকিয়ে আছে পিটের পাঁজর আর বুকের দিকে, ওই দুই জায়গা থেকে রক্তের বৃত্ত বড় হচ্ছে। ...তুমি মারা যাচ্ছ।' অস্ত্রটা এখনও শক্ত হাতে ধরে আছে, আরেকবার তুলতে চাইছে পিটের দিকে। কিন্তু মস্তিষ্কের নির্দেশ মত কাজ করছে না শরীরটা। হঠাৎ পুরোপুরি অবশ হয়ে গেছে সে।

'হয়তো', ধীরে ধীরে বলল পিট, মুখের হাসিটা যেন কফিনের শক্ত হাতলের মত কঠিন, নিশ্চিতভাবে জানে দিদ্রের শিরদাঁড়া মেরামত যোগ্য নয়। 'তবে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকার চেয়ে ভাল সেটা।'

দিদ্রের ওপর থেকে নিজেকে তুলে হোঁচট খেতে খেতে মেইভের দিকে এগোল পিট। নিজের কথা ভুলে বাচ্চা দুটোকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মেইভ। বাচ্চা দুটো কাঁদছে এখনও, ভয়ে কাঁপছে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, লক্ষ্মী সোনারা, মানিকরা আমার', বিড়বিড় করছে ও। 'তোমার আংকল আছেন, তিনিই আমাদের দেখবেন...

মেইভের পাশে হাঁটু গেড়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করল পিট। বুলেট খুদে একটা ফুটো করে ভেতরে ঢুকেছে, কিন্তু বেরিয়ে গেছে পিঠে বিরাট একটা গর্ত তৈরি করে। যাবার পথে ভেতরে নাড়ি আর রক্তনালীগুলো ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এরইমধ্যে রক্তবমি করেছে মেইভ। বলে দেয়ার দরকার নেই যে মারা যাচ্ছে বেচারি। তবু এখুনি যদি হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব হয়, ডাক্তাররা একটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পিটের হৃদয় যেন বরফ ভর্তি কোন গহ্বরে পড়ে গেছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করল ওর, যদিও গলা থেকে কোন শব্দ বেরুল না, শুধু শোকে কাতর ক্ষীণ গোঙানির একটা আওয়াজ উঠে এল অন্তরের অন্তস্তল থেকে।

ওদের পৌঁছতে দেরি হচ্ছে দেখে অস্থির হয়ে উঠল জিওর্দিনো। ইতোমধ্যে ভোর হয়ে গেছে, দ্বীপের মাথায় পুবের আকাশ কমলা হয়ে উঠেছে। হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে ইয়টের ডেকে নামল সে, ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের নিচে মাথা নত করে ছুটল। ঠিক এই সময় সিকিউরিটি গার্ডদের নিয়ে ভ্যানটাও উঠে এল ডকে। জিওর্দিনো ভাবছে, পিট আর মেইভের হলো কি? কি করছে ওরা? মুরিং লাইন দেখতে পেল সে, শিথিল হয়ে ঝুলছে পানিতে। ইয়ট এরই মধ্যে স্রোতের মধ্যে ধরা পড়েছে, ডক থেকে সরে এসেছে প্রায় ত্রিশ মিটারের মত।

আতঙ্ক অনুভব করছে জিওর্দিনো। গার্ডরা এখনও কেন গুলি করছে না ভেবে অবাক হলো সে। মালিকের ইয়ট আর কপ্টারের ক্ষতি হবে, তাই? নাকি মালিকের মেয়ে ইয়টে আছে বলে?

গার্ডরা ডক ধরে ছুটে আসছে। ইয়ট থেকে আর মাত্র একশো মিটার দূরে তারা।

গার্ডরা আসছে, তার ওপর পিটের কোন খবর নেই, এসব নিয়ে এতই উদ্বিগ্ন জিওর্দিনো যে গোটা দ্বীপ জুড়ে কুকুর-বিড়াল আর গরু-ছাগলের অস্থিরতা বা চিৎকার-চেঁচামেচি খেয়ালই করল না সে। খেয়াল করল না দ্বীপের মাথায় ঝাঁক ঝাঁক পাখি চক্কর দিতে শুরু করেছে। অদ্ভুত একটা মৃদু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, সেই সঙ্গে পায়ের নিচে ডেক কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল ডক, মাটি আর পাহাড়ী ঢাল; উথলে উঠল লেগুনের পানি। সাউন্ড ওয়েভ প্রচণ্ড ইনটেনসিটি নিয়ে আঘাত করেছে গ্ল্যাডিয়েটরকে।

মেইন সেলুন যখন আর মাত্র কয়েক পা দূরে, ঘাড় ফিরিয়ে গার্ডদের দিকে তাকাল জিওর্দিনো, আর তখনই বুঝতে পারল কি ঘটছে। গার্ডরা ডকে দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে গেছে, ডকের পাটাতন সাগরের ঢেউয়ের মত উঁচু-নিচু হচ্ছে। ইয়ট ও হেলিকপ্টারের কথা ভুলে গেছে তারা, ভুলে গেছে প্রতিপক্ষের কথা, সবাই মুখ তুলে তাকিয়ে আছে কালো ধোঁয়ার একটা ছোট্ট মেঘের দিকে। মাউন্ট স্ক্যাগস থেকে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়াটা। আগ্নেয়গিরির ঢালের ওপর তাকাল জিওর্দিনো, নিগ্রো আর শ্বেতাঙ্গ গার্ডরা খনির মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে দলে দলে। মাউন্ড উইংকেলম্যানের দিকে তাকাল জিওর্দিনো, ওটা থেকেও ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে। পিটের সতর্কবাণী মনে পড়ল তার। গ্ল্যাডিয়েটর তাহলে সত্যি বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে।

দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে সেলুনে ঢুকল সে। পরক্ষণে পাথর হয়ে গেল। পিটের বুক আর কোমর থেকে রক্ত বেরুচ্ছে দেখে গুঙিয়ে উঠল। মেইভের ক্ষতটাও দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে কফি টেবিলের ওপর প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে থাকা দিদ্রে ডরসেটকে। 'গড, কি ঘটল?'

উত্তর না দিয়ে তার দিকে তাকাল পিট। 'ভূমিকম্প শুরু হয়েছে?'

'মাটি কাঁপছে। পাহাড়ের মাথা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।'

'তাহলে আর আমাদের হাতে সময় নেই।'

পিটের পাশে হাঁটু গাড়ল জিওর্দিনো, মেইভের আঘাতটা পরীক্ষা করল। চেহারা কালো হয়ে গেল তার। 'দেখে কাল মনে হচ্ছে না।'

মুখ তুলে তাকাল মেইভ, দৃষ্টিতে করুণ আবেদন। 'আমার বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আপনারা চলে যান, প্লীজ।

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল জিওর্দিনো। 'এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয় আমরা সবাই যাব, নয়তো কেউ যাবে না।'

হাত বাড়িয়ে অ্যালের বাহু খামচে ধরল পিট। 'সময় নেই। যে-কোন মুহূর্তে গোটা দ্বীপ উড়ে যাবে। যাওয়া আমারও হচ্ছে না। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে চলে যাও তুমি। এখুনি যাও। এই মুহূর্তে। কোন তর্ক নয়।'

যেন বজ্রাঘাতে বোবা হয়ে গেছে জিওর্দিনো। অবিশ্বাসে তার মাথা ঠিক মত কাজ করছে না। পিটকে ছেড়ে যেতে হবে, এই চিন্তা আতঙ্কিত করে তুলল তাকে, কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল শরীরটা। এরকম সঙ্কটময় মুহূর্ত ওদের কর্মজীবনে আরও অনেকবার এসেছে, বন্ধুকে ছেড়ে যাবার কথা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি সে। 'অসম্ভব। তোমাদের কাউকেই আমি ফেলে যেতে পারি না।' ঝুঁকল সে, মেইভের শরীরের নিচে হাত গলাচ্ছে, বুকে তুলে নেবে। পিটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

কনুইয়ের ধাক্কায় অ্যালের হাত সরিয়ে দিল মেইভ। 'পিটই ঠিক বলছে, আপনি বুঝতে পারছেন না? সময় নেই, শুধু আমার বাচ্চা দুটোকে বাঁচাতে চেষ্টা করুন। আমাদেরকে আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চান? দু'জনের কেউই আমরা বাঁচব না।'

আর্থার ইয়র্কের লগবুক আর চিঠিগুলো অ্যালের হাতে গুঁজে দিল পিট। 'ইয়র্কের কাহিনী তার পরিবারকে যেন জানানো হয়', বলল ও, গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ শান্ত। 'নাউ ফর গড'স সেক, ছেলে দুটোকে নিয়ে পালাও তুমি।'

যাকে কেউ কখনও কাঁদতে দেখেনি, সেই অ্যালের চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। 'তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? আমাকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দেবে না?' পিটের দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

বাইরে হঠাৎ করেই দুনিয়াটা আকাশবিহীন হয়ে গেছে। মাউন্ট উইংকেলম্যান ছাই উদগীরণ করছে। সেই ছাই ঘন মেঘ হয়ে ঢেকে ফেলেছে গোটা আকাশ। গুরুগম্ভীর বজ্রপাতের মত গর্জন ভেসে এল। চোখের পলকে অন্ধকার হয়ে গেল নতুন প্রভাত। প্রকাণ্ড ছাতার আকৃতি নিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে চূড়া থেকে। ধোঁয়ার

ভেতর লকলক করছে আগুনের টাওয়ার। তারপর কেয়ামত শুরু হয়ে গেল। বিকট গর্জনের সঙ্গে হাজার হাজার টন গলিত লাভা লাফ দিল শূন্যে।

অ্যালের মনে হলো তার আত্ম ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, শোকে কাতর চোখে বাস্তবতা উপলব্ধি করার শান্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল। 'ঠিক আছে।' ফোঁপাচ্ছে সে। 'কেউ যখন এখানে আমাকে চায় না, যাচ্ছি আমি।'

তার হাতটা ধরল পিট। 'বিদায়, দোস্ত। কোনদিন ভুলো না যে তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ।'

'আবার দেখা হবে', ভাঙা গলায় বিড় বিড় করল জিওর্দিনো, আবার তার কান্না পাচ্ছে। এই কয়েক সেকেন্ডে তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। কিছু বলতে চাইল সে, গলা থেকে আওয়াজ বেরুল না, মেইভের বাচ্চা দুটোকে দুই বগলে নিয়ে সোজা হলো, চুটে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে।

৪৩.

ডায়মন্ড মাইনের ভেতর শ্রমিক আর সুপারভাইজার যারা ঘুমাচ্ছিল, ভূমিকম্প শুরু হতেই এগজিট ট্যানেল দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

পাতালের ভেতর তাপমাত্রা অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে বাড়ছে। গার্ড, শ্রমিক আর সুপারভাইজাররা উন্মাদের মত সাগরের দিকে ছুটছে, ভুল করে ধরে নিয়েছে ওদিকটাই বোধহয় নিরাপদ। তবে একটা দল ছুটল দুই আগ্নেয়গিরির মাঝখানে ছোট একটা পাহাড়ের দিকে। গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে আদৌ কেউ যদি বেঁচে যায়, ওখানে যারা পৌঁছতে পারবে তাদেরই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। যে এক দেড়শো লোককে জেটির দিকে ছুটতে দেখেছিল পিট, দিক বদলে ওদিকেই চলে গেছে তারা।

দুই দৈত্য বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে থাকার পর আজ আবার জাগছে। ভয়ঙ্কর নৃত্য প্রদর্শনীতে একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। মাউন্ট উইংকেলম্যান জ্যান্ত হলো প্রথমে গোড়ায় কয়েকটা বিশাল আকৃতির ফাটল তৈরি করে, সেই ফাটল থেকে অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মত আকাশে উঠে এল বিপুল পরিমাণ লাভা। ফাটলগুলোর পাশে সারি সারি শ্যাফট তৈরি হলো, ভেতর থেকে মাথাচাড়া দিল আগুনের পর্দা। উপুড় করা নদীর মত ঢাল বেয়ে নেমে এল গলিত লাভা, বন-জঙ্গল ডুবিয়ে দিয়ে ছুটছে।

বাতাসে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হওয়ায় গাছপালাগুলো পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেতে শুরু করেছে। লাভার আক্রমণে ধরাশায়ী হলো পরমুহূর্তে, ছাই হয়ে গেল পুড়ে, তলিয়ে গেল তরল পাথরের নিচে। বন্যার মত ধেয়ে আসা লাভার গ্রাস থেকে যেসব ঝোপ

বা গাছ রক্ষা পেল সেগুলোকে কালো আর মরা দেখাচ্ছে। আকাশ থেকে খসে পড়া পাখিতে ভরে গেছে নিচের মাটি- ধোঁয়া, ছাই আর আগুনের শিখায় মারা গেছে।

যেন স্বর্গীয় কারও নির্দেশে সিকিউরিটি কমপাউন্ড ডুবিয়ে দিয়ে গলিত লাভা এক কিলোমিটার দূর থেকে পাশ কাটাল চীনা পেভ লেবারদের ডিটেনশন ক্যাম্পটাকে, ফলে অন্তত তিনশো মাইনার প্রাণে বেঁচে গেল। উইংকেলম্যানের লাভা পরিমাণে বিপুল হলেও, গতি তেমন জোরাল নয়, খিঁচে দৌড় দিলে সাধারণ একজন মানুষ আগে থাকতে পারবে। উইংকেলম্যান প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করল বেশি, তবে প্রাণ হরণ করল কম।

কিন্তু তারপর শুরু হলো মাউন্ড স্ক্যাগসের পালা।

কয়েক হাজার মিটার নিচে থেকে লাভা যে চাপ সৃষ্টি করছে তা সহ্য করতে পারল না স্ক্যাগসের পশ্চিম ঢাল। তরল পাথর, প্রচণ্ড উত্তাপে সাদা হয়ে আছে, একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলল ঢালের পুরু ত্বক, সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটল ফাটলগুলো, ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ফুটন্ত কাদা আর বাষ্প। শব্দ শুনে মনে হলো এক হাজার ট্রেন ছুটে আসছে। ফাটলগুলো থেকে যা কিছু বেরুচ্ছে সবই সবেগে উঠে যাচ্ছে আকাশে। তারপর শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি। লাভার উদগীরণ শুরু হলো আরও খানিক পরে। কাচ গলে গেল, কংক্রিট বিল্ডিং ধরাশায়ী হলো, যে-কোন কাঠামো চোখের পলকে ছাইয়ে পরিণত হলো। ধাবমান লাভা পিছনে এমন কিছু রেখে গেল না যার আকৃতি চেনা যায়।

সবশেষে বেরিয়ে এল টকটকে লাল লাভা। আগে যদি নদী উপুড় করা হয়ে থাকে, এবার সাগর ঢেলে দেয়া হয়েছে। সমস্ত কিছু ডুবিয়ে দিয়ে লাল লাভা ঝাঁপ দিল লেগুনে। টগবগ করে ফুটতে শুরু করল পানি। গরম বাষ্পে ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। গ্ল্যাডিয়েটরকে সৌন্দর্যের আধার বলা হত, কুৎসিত ছাই আর নোংরা কাদায় ঢাকা পড়ে গেছে সব।

ডক আর ইয়টে জ্বলন্ত পাথর বৃষ্টি শুরু হবার আগেই হেলিকপ্টার নিয়ে গ্ল্যাডিয়েটর থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছে জিওর্দিনো। ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের ব্যাপকতা সে দেখতে পাচ্ছে না। দৃশ্যটা ঢেকে রেখেছে বিশাল অবিচ্ছিন্ন ছাইয়ের মেঘ, দ্বীপ থেকে তিন হাজার মিটার উঁচু।

ক্ষীণ হলেও একটা আশা জাগল অ্যালের মনে যখন সে দেখল হঠাৎ করে সচল হয়ে উঠেছে ইয়টটা। লেগুনের পানি কেটে রীফ ঘিরে থাকা চ্যানেলের দিকে এগোচ্ছে ওটা। আঘাত যতই গুরুতর হোক, ইয়টটা চালু করতে পেরেছে পিট। তবে যত দ্রুতবেগেই ছুটুক ইয়ট, জ্বলন্ত গ্যাসের মত ছাইয়ের যে মেঘটা লেগুনে ঝাঁপ দেয়ার আগে সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, প্রতিযোগিতায় তার সঙ্গে পারবে না। অ্যালের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হলো। ছুটন্ত ইয়টের পিছু নিল ধাবমান অগ্নিকুণ্ড, মাঝখানের দূরত্ব চোখের পলকে কমে আসছে। গ্যাস, বাষ্প, ছাই, লাল শিখা, ফুটন্ত পানি গিলে ফেলল ইয়টটাকে, আকাশ থেকে এখন আর

সেটাকে দেখতেই পাচ্ছে না জিওর্দিনো। হাজার ফুট উপর থেকে দেখে মনে হলো নারকীয় ওই অগ্নিকুণ্ডে দু'চার সেকেন্ডর বেশি বেঁচে থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

শরবিদ্ধ পাখির মত শোকের কাতর হয়ে পড়ল জিওর্দিনো। বাচ্চা দুটোর মা আর প্রিয়তম বন্ধু নিচে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে, এই দৃশ্য দেখার জন্যে বেঁচে আছে সে, এরচেয়ে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণকে অভিশাপ দিচ্ছে সে, অভিশাপ দিচ্ছে নিজের অসহায়ত্বকে। কার প্রতি জানে না, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল সে। অভ্যাসবশত কপ্টার চালাচ্ছে, সমস্ত রক্ত নেমে যাওয়ায় সাদা হয়ে গেছে চেহারা। সে জানে, তার অন্তরের ব্যথা কোনদিনই সারবে না। চিরকাল কৌতুক করতে অভ্যস্ত সে, গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপের সঙ্গে মৃত্যু ঘটল সেটার। পিটের সঙ্গে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে সে, বিপদের সময় সাহায্য করার জন্যে সব সময় পরস্পরকে কাছে পেয়েছে তারা। এমন বহুবার ঘটেছে যখন মনে হয়েছে পিট বেঁচে নেই, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে অভয় দিয়েছে জিওর্দিনো–পিট মরতে পারে না। তার দৃষ্টিতে পিট অমর।

বিশ্বাসের একটা ফুলকি তৈরি হচ্ছে অ্যালের ভেতরে। ফুয়েল গজ দেখে নিয়ে চার্ট স্টাডি করল, সিদ্ধান্ত নিল বাচ্চাদের নিয়ে তাসমানিয়ার হুবার্টে ল্যান্ড করাই ভাল। ওদেরকে কর্তৃপক্ষের নিরাপদ হাতে তুলে দিয়ে ফুয়েল নেবে সে, তারপর গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে ফিরে আসবে। আর কিছুর জন্যে না হোক, বন্ধুর লাশটা উদ্ধার করতে হবে তাকে।

পিটকে হতাশ করবে না জিওর্দিনো। জীবিতকালে কখনও করেনি, মৃত্যুর পরও করবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে হালকা বোধ করল সে। মাইকেল আর শনের সঙ্গে শান্ত সুরে কথা বলল। ইতোমধ্যে ছেলে দুটো ভয় কাটিয়ে উঠেছে, জানালা দিয়ে অবাক হয়ে নিচের সাগর দেখছে।

কপ্টার নিয়ে জিওর্দিনো ইয়ট ত্যাগ করতেই টলতে টলতে সোজা হলো পিট, সিঙ্ক থেকে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে জড়িয়ে দিল মেইভের মাথায়। তারপর যেখানে যত কুশন, চেয়ার ও অন্যান্য পঅর্নিচার পেল সব জড়ো করল মেইভের চারধারে; স্তূপটার নিচে প্রায় চাপা পড়ে গেল সে। আগুনের একটা নদী ধেয়ে আসছে, জানে পিট। অথচ মেইভকে রক্ষার জন্যে আর কিছুই ওর করার নেই। হোঁচট খাচ্ছে, কোন রকমে হুইলহাউসে ঢুকতে পারল, শরীরের একটা পাশ খামচে ধরে আছে। ওখানে, অ্যাবডমিনাল মাসলে একটা বুলেট ঢুকেছে, খুদে একটা ফুটো করেছে কোলনে, মুখ লুকিয়েছে পেলভিন গার্ডলে। দ্বিতীয় বুলেটটা পাঁজরের হাড়ে ঘষা খেয়ে চুপসে দিয়েছে একটা ফুসফুস, তারপর বেরিয়ে গেছে পিঠের পেশী ভেদ করে। চোখের সামনে কালো হয়ে আসছে জগৎ, তাতে খসে পড়া ঠেকাবার জন্যে সমস্ত ইচ্ছেশক্তি এক করে কনসোলের ইন্সট্রুমেন্ট আর কন্ট্রোল চেক করছে ও।

ইয়টে ফুয়েল প্রায় নেই বললেই চলে। সম্ভবত কোথাও যাবার প্রয়োজন হলেই শুধু রিফুয়েলের আয়োজন করে ক্রুরা। নির্দিষ্ট সুইচ খুঁজে পেয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল পিট, থ্রটল ঠেলে দিল সামনের দিকে। উঁচু হলো বো, পায়ের নিচে ডেক কেঁপে উঠল, সেই সঙ্গে স্টার্নের পিছনের পানিতে সফেন আলোড়ন সৃষ্টি হলো। হেলমের ম্যানুয়েল কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করছে পিট, খোলা সাগরের দিকে কোর্স।

উত্তপ্ত ছাই মোটা চাদরের মত খসে পড়ছে। ধাবমান আগুনের গর্জন শুনতে পাচ্ছে পিট। জ্বলন্ত পাথর অগ্নিগোলকের আকৃতি নিয়ে নেমে আসছে আকাশ থেকে, পানিতে পড়লে হিসহিস আওয়াজের সঙ্গে বাষ্পের মেঘ তৈরি হচ্ছে। এই অগ্নিগোলক বেরিয়ে আসছে মাউন্ট স্ক্যাগস থেকে, কামানের গোলার মত, তারপর বিরতিহীন খসে পড়ছে লেগুনে। লাভার স্রোত ঢেউয়ের আকৃতি নিয়ে ছুটে আসছে একের পর এক, একটার ওপর চড়াও হচ্ছে একটা, এভাবে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উঠছে, লেগুনে ঝাঁপ দেয়ার পরও গতি কমছে না, ধাওয়া করছে ইয়টটাকে। এরইমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে লেগুনের একটা অংশ, লাভার স্রোত এখন দুশো মিটার উঁচু, অতিকায় ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল ইয়টের ওপর, লেগুন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগেই। পিছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো ইয়ট, রাডার আর রেডিও মাস্ট উড়ে গেল লাভা স্রোতের তোড়ে, পিছু নিল লাইফবোট, রেইলিং আর ডেক ফার্নিচার। আলোড়িত অগ্নিকুণ্ডের ভেতর দিয়ে আহত তিমির মত সামনে এগোবার চেষ্টা করছে ইয়ট। অগ্নিশিখায় মোড়া পাথর আছড়ে পড়ল সুপার-স্ট্রাকচার-এর ছাদ আর ডেকে, ইয়টটাকে দুমড়ে-মুচড়ে আবর্জনায় পরিণত করছে।

হুইলহাউসে ফোস্কা পড়ার মত গরম। পিটের মনে হলো কেউ যেন উত্তপ্ত লাল মলম লেপে দিয়েছে ওর গায়ে। শ্বসকষ্টে ছটফট করছে ও, বিশেষ করে একটা ফুসফুস চুপসে যাওয়ায় অক্সিজেনের অভাবে অতিরিক্ত ভুগছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, মেইভ যেন বেঁচে থাকে। পরনের ইউনিফর্ম থেকে ধোঁয়া উঠছে, এরইমধ্যে কুঁকড়ে গেছে মাথার চুল। হেলম ধরে হাঁপাচ্ছে পিট। অগ্নিঝড়ের বিকট গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুকের খাঁচায় হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। এত সবের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা ইঞ্জিনের নিয়মিত আওয়াজ আর ইয়টটার মজবুত কাঠামো।

ওর চারপাশের জানালাগুলোয় ফাটল ধরল, তারপর ভেঙে পড়ল। এবার আর রেহাই নেই, ভাবল পিট। সম্পূর্ণ মনোযোগ, প্রতিটি স্নায়ু বোট চালাবার কাজে মগ্ন, যেন শুধু ইচ্ছেশক্তির জোরে আরও দ্রুত সামনের দিকে ছুটবে ওটা। তারপর হঠাৎ করে জলপ্রপাতের মত অবিচ্ছিন্ন আগুনের পর্দা হালকা হয়ে গেল, পিছিয়ে পড়ল, নোংরা পানি থেকে পান্না সবুজ স্বচ্ছ পানিতে চলে এল বোট। লাল টকটকে লাভা আর আগুনের ঢেউ অবশেষে সম্মুখগতি হারিয়ে ফেলেছে। তাজা বাতাসে ফুসফুস ভরল পিট। যদিও জানে না জখমগুলো কতটুকু গুরুতর, তবে গ্রাহ্য করছে না।

চ্যানেল হয়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে এল ইয়ট। কনসোলের দিকে মন দিল পিট। নেভিগেশনাল ইন্সট্রুমেন্ট এখন আর কাজ করছে না। রেডিও আর স্যাটেলাইট ফোন, দুটোর সাহায্যেই মেডে পাঠাবার চেষ্টা করল, কিন্তু দুটোই

ডেড। ইঞ্জিনগুলো চাড়া বোটের কিছুই কাজ করছে না। অটোমেটিক কোর্স সেট করতে না পেরে বো পশ্চিম দিকে তাক করে হেলমটা বেঁধে রাখল পিট।

গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে গেছে, এ খবর নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। রেসকিউ শিপ এদিকে এলে ভাঙাচোরা ইয়টটাকে ঠিকই দেখতে পাবে।

কাঁপা কাঁপা পা ফেলে সেলুনে, মেইভের কাছে ফিরে আসছে পিট। অগ্নিদগ্ধ সেলুনে সে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই, ভাবতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। হুইলহাউস আর সেলুনের মাঝখানে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল। সেলুনে হামলা করার পর আগুন তার স্বভাবসুলভ কাজ ঠিকমত সারতে পারেনি। মোটা ফাইবার গ্লাস আবরণ খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। প্রচণ্ড উত্তাপ প্রথমে জানালার কাচগুলোকে ফাটিয়ে দিয়েছে, আগুনের শিখা ভেতরে ঢুকেছে ওই পথেই। ঢুকলেও সোফা আর চেয়ার, কাপড়চোপড় আর কুশনগুলোর নাগাল পায়নি।

চট করে একবার দিদ্রের দিকে তাকাল পিট। মাথার চুল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খোলা চোখ দুটো দুধের মত ঘোলা, গায়ের ত্বক সেদ্ধ চিংড়ি মাছের মত। হালকা কুয়াশার মত ধোঁয়া উঠছে দামী কাপড়চোপড় থেকে। মৃত্যু এসে তাকে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

ব্যথা আর জখমের কথা ভুলে ব্যস্ত হাতে ফার্নিচারগুলো সরিয়ে স্তূপটার ভেতর থেকে মেইভকে বের করল পিট। নিজের সঙ্গে কথা বলছে ও, মেইভের বেঁচে থাকার দরকার। ওর তো আমার জন্যে অপেক্ষা করার কথা। আমিই তো ওকে অভয় আর সান্ত্বনা দেব। বেচারি এত বছর পর ছেলে দুটোকে ফিরে পেয়েও নিজের কাছে রাখতে পারল না। ভয়ে বুক কাঁপছে, শেষ কুশনটা সরিয়ে ফেলল পিট। স্বস্তিবোধটা ঠাণ্ডা ঝর্ণার পানিতে অবগাহনের মত লাগল।

'মেইভ!' হাঁটু গেড়ে প্রায় ঢলে পড়ল পিট, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মেইভকে। এতক্ষণে খেয়াল করল তার দু'পায়ের মাঝখানে কার্পেটের ওপর প্রচুর রক্ত জমে আছে। তাকে বুকে টেনে নিল ও, মাথাটা চেপে ধরল চওড়া কাঁধে, নাকে-চোখে ঠোঁট বুলাচ্ছে।

'তোমার ভুরু', ফিসফিস করল মেইভ, ক্ষীণ হলেও হাসিটা দেখে মনে হবে খুব মজা পাচ্ছে।'

'কি হয়েছে ভুরুর?'

'পুড়ে গেছে। মাথার চুলও তো।'

'সব সময় হ্যান্ডসাম দেখাবে এমন কোন কথা আছে?'

'আমার চোখে চিরকাল হ্যান্ডসাম থাকবে তুমি।' তারপর হঠাৎ চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল মেইভের, বিষণ্ন ও উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। 'আমার বাচ্চারা? তারা কি নিরাপদ...?'

মাথা ঝাঁকিয়ে আশ্বস্ত করল পিট। 'লাভা লেগুনে নেমে আসার আগেই অ্যাল ওদেরকে নিয়ে আকাশে উঠে গেছে। এতক্ষণে নিরাপদ কোন তীরের কাছাকাছি চলে গেছে ওরা।'

মেইভের মুখ জোছনার মত ম্লান। কাচকড়ার ভঙ্গুর পুতুল যেন একটা। 'তোমাকে কথাটা বলা হয়নি। এখন বলি?' উত্তরের জন্যে থামল না। 'আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

'আমি জানতাম', বিড়বিড় করল পিট, গলা বুজে আসছে।

'আমি আমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তোমাকে ভালবাসি।'

একটা হাত তুলে ছাই লেগে থাকা পিটের মুখে হাত বুলাল মেইভ। 'মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, অথচ প্রতিবার বিপদ হলেই মনে মনে তোমাকে ডেকেছি, আর কিভাবে যেন জানতে পেরে ছুটে এসেছ তুমি। কেন? কেন এত মায়া জাগালে?' কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলল। আমাকে আরেকটু শক্ত করে ধরো তুমি। আমি তোমার হাতের ভেতর মরতে চাই।'

'তুমি মরবে না', বলল পিট, হৃদয়টার টুকরো হওয়া ঠেকাতে পারছে না। 'তোমাকে নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণে বেরুব আমি, সঙ্গে মাইকেল আর শন থাকবে, গোটা দুনিয়া ঘুরে বেড়াব আমরা। দেখো না, কি মজা করি...'

'তুমি কি জানো, পিট, তোমার ভেতর একজন বোহেমিয়ান বাস করে? আমি জানি, আমার ভেতর করে। আমি বেঁচে থাকলে ভবঘুরে একটা জোড়া হতাম আমরা। দুনিয়াটাকে চষে বেড়াতাম।' তারপর মেইভ একটা গানের চরণ আবৃত্তি করল, 'টু ড্রিফটারস অফ টু সী দা ওয়ার্ল্ড।'

পরবর্তী লাইনটা বলে গেল পিট, 'দেয়ার ইজ সাচ আ লট অব ওয়ার্ল্ড টু সী।'

'আমার কথা ভুলে যেয়ো না, পিট। আর, আমার ছেলে দুটোকে দেখো।' সত্যি সত্যি আনন্দে হাসছে মেইভ। তারপর প্রজাপতির ডানার মত চোখের পাতা ঝাপটাল। স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

'না!' আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল পিট।

ওরও সমস্ত জীবনীশক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। সচেতন থাকার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে তলিয়ে গেল পিট।

৪৪.

হাওয়াই দ্বীপের কাছে গ্লোমার এক্সপ্লোরারে রয়েছেন অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার, কপ্টারের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে কি ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল জিওর্দিনো, তারপর অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডের এয়ার-টু-সী রেসকিউ রেসকিউ ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করল। হুবার্টে পৌঁছবার আগেই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আর নিউজ মিডিয়ার রিপোর্টাররা একের পর এক ফোন করে অস্থির করে তুলল তাকে, ভূমিকম্প আর লাভা উদগীরণের বিশদ বিবরণ জানতে চাইছে সবাই, জানতে চাইছে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ।

তাসমানিয়ার রাজধানীতে পৌঁছে এয়ারপোর্টটা খুঁজে নিল জিওর্দিনো, কথা বলল টাওয়ারের সঙ্গে। মেইন টার্মিন্যাল থেকে আধ কিলোমিটার দূরে ল্যান্ড করার অনুমতি পাওয়া গেল। ল্যান্ড সাইটের ওপর ঝুলে তাকার সময় নিচে লোকজনের বিশাল ভিড় দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে প্যাসেঞ্জার ডোর খোলার পর সব কিছু সুশৃঙ্খল-ভাবে ঘটল। ইমিগ্রেশন অফিসাররা কপ্টারে চড়লেন, পাসপোর্ট ছাড়া জিওর্দিনো আর বাচ্চা দুটোর অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করলেন তাঁরা। সোশিয়াল সার্ভিস কর্তৃপক্ষ মেইভের ছেলে দুটোর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিল, জিওর্দিনোকে কথা দিল জনককে খুঁজে পাওয়ামাত্র ওদেরকে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হবে।

তারপর ক্লান্ত ও অভুক্ত জিওর্দিনো যে-ই মাত্র কপ্টার থেকে নামল, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশো রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার ছেঁকে ধরল তাকে, তার নাকের চারপাশে মাইক্রোফোন ঠেলে দিল, টিভি ক্যামেরা তাক করল মুখে, চিৎকার করে এক হাজার একটা প্রশ্ন করছে।

মুখে হাসি ঝুলিয়ে একটা মাত্র প্রশ্নের জবাব দিল জিওর্দিনো, আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হওয়ায় প্রথম যে ক'জন নিহত হয়েছে তার মধ্যে আর্থার ডরসেটও আছেন।

রিপোর্টারদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এয়ারপোর্টেই সিকিউরিটি পুলিশের অফিসে আশ্রয় নিল জিওর্দিনো, ওখান থেকে যোগাযোগ করল ইউ. এস. কনসুলেট প্রধানের সঙ্গে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কপ্টার রিফুয়েলিঙের খরচ মেটাতে রাজি হলেন তিনি। গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে ফেরার জন্যে রিটার্ন ফ্লাইট আবার দেরি হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার আপৎকালীন রিলিফের ডিরেক্টর একটা অনুরোধ করায়—জিওর্দিনো কি কপ্টারে করে ফুড আর মেডিকেল সাপ্লাই নিয়ে যেতে পারবে? রাজি হতে হলো তাকে। রিফুয়েলিং-এর কাজ চলছে, কপ্টারের চারধারে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে সে। কপ্টারের প্যাসেঞ্জার সীট খোলার কাজ শুরু হলো একটু পরই, ফুড আর মেডিকেল সাপ্লাইয়ের জন্যে আরও জায়গায় দরকার। একজন রিলিফ ওয়ার্কার পনির ভরা বিরাট একটা স্যান্ডউইচ আর বিয়ারের কয়েকটা বোতল নিয়ে আসায় কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল অ্যালের মন।

তাকে অবাক করে দিয়ে টাওয়ার থেকে এক লোক এসে জানিয়ে গেল একটু পরই তার সঙ্গে দেখা করবেন অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার। লোকটার দিকে হাঁকরে তাকিয়ে থাকল সে, পাগল কিনা ভাবছে। মাত্র চার ঘণ্টা আগে অ্যাডমিরালের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে সে, তখন তিনি ফিজির কাছাকাছি হাওয়াই দ্বীপে ছিলেন।

রহস্যটা পরিষ্কার হলো ইউ.এস. নেভির একটা সুপারসনিক ফাইটার যখন ল্যান্ড করল রানওয়েতে। কপ্টারের কাছেই থামল সেটা, বুদ্বুদের ঢাকনি তুলে নিচে

তাকারেন স্বয়ং জেমস স্যানডেকার। মইয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে লাফ দিয়ে অ্যাসফল্টের ওপর নামলেন তিনি, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন জিওর্দিনোকে। 'অ্যাল, তুমি জানো না তোমাকে ফিরে পেয়ে কত খুশি আমি।'

'আমি খুশি নই', ম্লান সুরে বলল জিওর্দিনো। 'খুশি হতাম আমার বদলে এখানে পিট থাকলে।'

'পরস্পরকে সান্ত্বনা দিয়ে সময় নষ্ট করা স্রেফ অর্থহীন', বললেন অ্যাডমিরাল, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকেও। 'চলো যাই, পিটকে খুঁজে বের করি।'

'তার আগে আপনি কাপড় পাল্টাবেন না?'

'এই স্টার ওয়ার সুট খুলব ফ্লাইটে থাকার সময়। নেভিকে ফিরিয়ে দেব আমার যখন সময় হবে।'

পাঁচ মিনিট পর দুই মেট্রিক টন রিলিফ নিয়ে আকাশে উঠল কপ্টার, ভাসমান সাগরের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপের দিকে। আরও তিন মিনিট পর স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের নেভিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে গ্ল্যাডিয়েটর ছাড়াও গ্ল্যাডিয়েটর আর কুনঘিটে রিলিফ সামগ্রী ও ডাক্তার পাঠাতে হবে। দুশো নটিক্যাল মাইলের মধ্যে সমস্ত কমার্শিয়াল শিপকেও অনুরোধ করা হয়েছে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্যে। বিস্ময়করই বলতে হবে যে ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা দেখে বিপুল প্রাণহানির যে আশঙ্কা করা হয়েছিল তা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। বেশিরভাগ চীনা শ্রমিক লাভা আর অগ্নিঝড়ের পথ থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। সুপারভাইজারদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেঁচে গেছে। তবে আশিজনকে নিয়ে গড়া ডরসেটের সিকিউরিটি ফোর্স প্রায় পুরোটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, গুরুতর দগ্ধ মাত্র সাতজনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাদের বেশিরভাগই মারা গেছে ফুসফুসে ছাই ঢোকায়।

শেষ বিকেলের দিকে লাভার উদগীরণ শ্লথ হয়ে এল। ফাটল আর শ্যাফটের মুখ থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে এখনও নামছে স্রোত, তবে অলস গতিতে। দুটো আগ্নেয়গিরিই আকারে আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে। স্ক্যাগস প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, রয়ে গেছে চওড়া ও কুৎসিত একটা গর্ত। উইংকেলম্যানকে দেখে মনে হবে উটের কুঁজ, আগের উচ্চতা সিকি ভাগে নেমে এসেছে।

লেগুনের পানি নোংরা হয়ে গেছে, আবর্জনায় ভর্তি। দ্বীপের মাত্র কয়েকটা বিল্ডিংই দাঁড়িয়ে আছে, তবে কোনটাই অক্ষত নয়। বনজঙ্গল সবই নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

লেগুনের ওপর চলে এল ওদের কপ্টার। ইয়টটাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে অ্যালের বুক ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল। ডক পুড়ে গেছে, লাভার ভারে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বেশিরভাগ।

অ্যাডমিরাল শুধু আতঙ্কিত নন, অপরাধবোধে জর্জরিত হচ্ছেন। 'এত লোক মারা গেল', বিড়বিড় করছেন তিনি, 'আমি দায়ী, আমি দায়ী।'

শান্ত চোখে তাঁর দিকে তাকাল জিওর্দিনো। 'এখানে একজন লোক মারা গেছে, তার বিনিময়ে অন্য জায়গায় দশ হাজার লোক বেঁচে গেছে। সব মিলিয়ে অন্তত বিশ লাখ লোককে আপনি নতুন জীবন দান করেছেন।'

'তবে...' বিষণ্ন চিত্তে মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল।

একটা রেসকিউ শিপ-এর ওপর দিয়ে উড়ে এল জিওর্দিনো, এরই মধ্যে লেগুনে নোঙর ফেলেছে। গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে প্রথমে নেমেছে অস্ট্রেলিয়ান আর্মির একটা ইউনিট প্যারাশুটযোগে, নেমেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করেছে তারা। ওখানেই ল্যান্ড করল ওদের কপ্টার। অস্ট্রেলিয়ান আর্মির একজন মেজর ছুটে এলেন, সঙ্গে এইড। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ! আপনারাই প্রথম রিলিফ নিয়ে এলেন!'

'আমাদের মিশনের লক্ষ্য একটা নয়, দুটো' বললেন অ্যাডমিরাল। 'সাপ্লাই পৌঁছে দিলাম, এবার এক বন্ধুর সন্ধান চাই—শেষবার দেখা গেছে আর্থার ডরসেটের ব্যক্তিগত ইয়টে।'

মেজর কাঁধ ঝাঁকালেন। 'সম্ভবত ডুবে গেছে। আন্ডারওয়াটার সার্চ শুরু করার আগে লেগুন থেকে আবর্জনা সরাতে হবে এক সপ্তার কাজ।'

'আমরা ধারণা করছি, বোটটা হয়তো খোলা সাগরে পৌঁছতে পেরেছিল।'

'আপনাদের বন্ধু কি যোগাযোগ করেছেন?'

অ্যাডমিরাল মাথা নাড়লেন।

'দুঃখিত আমিও।' দেখে মনে হলো অ্যাডমিরাল দশ লক্ষ কিলোমিটার দূরে কোথাও তাকিয়ে আছেন, দরজা পাশে দাঁড়ানো অফিসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। তবে এক সেকেন্ড পরই বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। 'সাপ্লাই খালাস করার কাজে একটু সাহায্য করতে পারবেন কি?'

সাপ্লাই খালাস করার পর হুবার্টে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে জিওর্দিনো। সে বা অ্যাডমিরাল, কেউই কোন কথা বলছে না। মোটর ঘুরতে শুরু করেছে, এই সময় কপ্টারের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল মেজরকে, উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত দুটো নাড়ছেন। সাইড উইন্ডো খুলে বাইরে ঝুঁকল জিওর্দিনো।

'ভাবলাম আপনাদের জানানো দরকার', ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল মেজরের গলা। 'আমার কমিউনিকেশন অফিসার এই মাত্র একটা রিলিফ শীপ থেকে মেসেজটা পেয়েছে। ভাঙাচোরা একটা বোট দেখতে পেয়েছে তারা, গ্ল্যাডিয়েটর থেকে চব্বিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে।'

অ্যালের চেহারা বদলে গেল। 'চেক করেছে ওরা? দেখেছে কেউ বেঁচে আছে কিনা?'

'না। বোটটার অবস্থা খুবই করুণ। দেখে মনে হয়েছে পরিত্যক্ত। ক্যাপটেন সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর প্রথম কাজ মেডিকেল টীমটাকে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে পৌঁছে দেয়া।'

'ধন্যবাদ, মেজর।' অ্যাডমিরালের দিকে ফিরল জিওর্দিনো। 'শুনলেন?'

'তোমার কপ্টার তাড়াতাড়ি আকাশে তোলো', জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল।

আকাশে ওঠার দশ মিনিট পর ইয়টটাকে খুঁজে পেল ওরা, গ্ল্যাডিয়েটর থেকে ঠিক চব্বিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, ঢেউয়ের মিছিলে দোল খাচ্ছে। পানিতে অনেক বেশি ডুবে আছে বোট, পোর্টের দিকে দশ ডিগ্রি কাতও। ওপরের অংশ দেখে মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা ঝাঁটা দিয়ে যা কিছু ছিল সব ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। পুরু ছাই জমে আছে ডেকে।

'হেলিকপ্টার প্যাড পরিষ্কারই মনে হচ্ছে', মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল।

নিরাপদেই ওখানে ল্যান্ড করল জিওর্দিনো। দু'জনের বুকই ধুকধুক করছে। কেউ জানে না কি দেখতে হবে।

প্রথমে নামল জিওর্দিনো, রশি দিয়ে ডেকের সঙ্গে কপ্টারটাকে বাঁধল। দু'এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কয়লা হয়ে যাওয়া ডেকের ওপর দিয়ে মেইন সেলুনের দিকে পা বাড়াল ওরা। কোন আওয়াজ না করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এক কোণে স্থির হয়ে আছে জোড়া মূর্তি, দেখতে পেয়ে হতাশায় মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো শক্তভাবে বন্ধ করে রাখলেন, মানসিক যাতনা সহ্য করার শক্তি সঞ্চয় করছেন। দৃশ্যটা এত নিষ্ঠুর মনে হলো, তিনি নড়তে পারছেন না। জোড়া মূর্তি দুটোর মধ্যে জীবনের কোন আভাস বা লক্ষণ নেই। শোক যেন তাঁর হৃৎপিণ্ডটাকে থামিয়ে দেবে। বিষণ্ন বিহ্বলতা গ্রাস করে ফেলেছে তাঁকে। ওরা দু'জনেই তাহলে মারা গেছে, ভাবছেন তিনি।

মেইভকে দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে পিট। ওর মুখের একটা পাশ শুকনো রক্তে তৈরি মুখোশের অংশ বলে মনে হচ্ছে। ওর সবটুকু বুকও গাঢ় রঙে রঞ্জিত। কোঁকড়ানো কাপড়, পোড়া ভুরু আর চুল, গলা আর হাতের ফোস্কা, সব মিলিয়ে ভৌতিক একটা চেহারা দাঁড়িয়েছে। মারা গিয়ে থাকলে খুব কষ্ট পেয়েই মরেছে।

আর মেইভকে দেখে মনে হচ্ছে, সে মারা গেছে এ–কথা না জেনেই যে তার এই ঘুম অনন্তকাল ভাঙবে না।

পিটের পাশে হাঁটু গাড়ল জিওর্দিনো, বিশ্বাস করতে রাজি নয় প্রাণপ্রিয় বন্ধু বেঁচে নেই। আলতোভাবে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল সে। 'পিট! আমার সঙ্গে কথা বলো, দোস্ত!' ফোঁপাচ্ছে সে।

জিওর্দিনোকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন অ্যাডমিরাল। 'ও চলে গেছে', বিষণ্ন সুরে ফিসফিস করলেন তিনি।

পরমুহূর্তে দু'জনেই অবিশ্বাসে পাথর হয়ে গেল। ধীরে ধীরে খুলে গেল পিটের চোখ। অ্যাডমিরাল আর অ্যালের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু চিনতে পারছে না।

ঠোঁট জোড়া কেঁপে উঠল, বিড়বিড় করল ও, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, আমি ওকে বাঁচাতে পারিনি।'

চতুর্থ পর্ব
উপসংহার

৪৫.

সাধাসিধে, শিথিল পরিবেশে প্যারিসে শুরু হলো কনফারেন্স। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-সংক্রান্ত ডেলিগেটরা সবাই দারুণ হাসিখুশি।
লোকজনের কোলাহল থামার সময় নিলেন সভাপতি, এরপর শুরু করলেন তিনি।
'ভদ্রমহোদয়গণ! গতোবার আমরা এখানে মিলিত হওয়ার পর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক ডায়মন্ড বাজারে একটা সঙ্কট নিয়ে উচ্চকিত ছিলাম সবাই। শেষমেষ, প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়েছে– আর্থার ডরসেটের অসময়ে মৃত্যু ডায়মন্ডের বাজারে স্থিতাবস্থা নিয়ে আসবে বলেই আমার বিশ্বাস।'
'আমি এটা জানিয়ে আরো আনন্দিত যে,' সভাপতি বলে চলেন, 'গত কয়দিনে বাজারে ডায়মন্ডের দাম বেড়েছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন রত্নের দাম কমেছে।'
বেলজিয়ান এক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হাতের তুড়িতে অবজ্ঞা প্রকাশ করে বললেন, 'আর্থার ডরসেট ছিলো একটা বড়ো ধরনের ম্যানিয়াক। তাঁর শ্রে'ত্বের ভুয়া গর্ব ছিলো। কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজের খেয়াল-খুশি মতো নিজের মাইনিং অপারেশন চালাতো ডরসেট। কাউকে বিশ্বাস করতো না। যখন যাকে পেয়েছে, ব্যবহার করে ছিবড়ে বানিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে।'
ইতালির এক কার্গো বহরের মালিক মুচকি হাসলেন। 'ব্যাটাকে যে আগ্নেয়গিরি গিলে খেয়েছে, ওটার ভিতরটা দেখতে ইচ্ছে করছে আমার। আরো ইচ্ছে করছে, ওই আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখে খানিকটা শ্যাম্পেন ঢেলে দিই।'
'হাওয়াইয়ানরা কিন্তু এমনটাই করে,' জানালো এক আমেরিকান।
জাপানের ইলেকট্রনিক ম্যাগনেট ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, 'ওর শরীর পাওয়া গেছে?'
মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন সভাপতি। 'অস্ট্রেলিয়ান অফিসারদের কথা অনুযায়ী, আর্থার তার বাড়ি থেকে বেরই হন নি। আর, তার বাড়িটা ছিলো সোজা লাভা পথের মধ্যে। বিশ মিটার আগ্নেয়শিলা আর ছাইচাপা পরেছে ডরসেট।'
'এটাও কি সত্যি, তার তিন মেয়েই মারা গেছে?' ইতালির ভদ্রলোকের প্রশ্ন।
'বাড়ির ভিতরে, আর্থারের সাথেই মরেছে একজন। অন্য দুজনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে পুড়ে যাওয়া ইয়টের ভিতর। সম্ভবত, পালিয়ে যেতে চাইছিলো দু জনেই।

কিন্তু এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আমার সূত্র বলছে, আর্থারের এক মেয়ে মারা গেছে বুলেটের আঘাতে।'

'খুন?'

'আত্মহত্যা– সম্ভবত।'

ডায়মন্ড কার্টেলের সভাপতির উদ্দেশ্যে নড করলেন জাপানী ব্যবসায়ী। 'আপনার কি মনে হয়, স্যার, আর্থার মরে যাওয়ায় ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হবে?'

দক্ষিণ আফ্রিকার হীরে ব্যবসায়ী এবারে চওড়া হাসি উপহার দিলেন। 'বরঞ্চ, লাভ হবে। রাশিয়ানরা কথিত হুমকির ধারেকাছেও নেই। নিজেরা বেশি খেতে গিয়ে নিজেদেরই ক্ষতি করে বসেছে ওরা।'

'অস্ট্রেলিয়া আর কানাডার কী খবর?'

'অস্ট্রেলিয়ার খনিগুলো ততোটা সমৃদ্ধ নয়, যতোটা ভাবা হয়েছিলো। আর, কানাডার ডায়মন্ড রাশ মুখ থুবড়ে পরেছে। ওদের হীরার মানও ভ্যালো নয়। এই মুহূর্তে কানাডাতে কোনো বড়ো মাইনিং অপারেশনের প্ল্যান কারো নেই।'

'দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক অবস্থা আপনাদের সাহায্যদানের প্রস্তাবে কোনো ভূমিকা রাখবে কি?'

'সেই বর্ণভেদের সময় থেকেই নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে আসছি আমরা। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাতে চাই, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নতুন ট্যাক্সপ্রথা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, যা আমাদের জন্যে সবেচেয়ে কার্যকর হবে।'

তেল ব্যবসায়ী শেখ এবারে মুখ খুললেন। 'ভালোই লাগছে শুনতে। কিন্তু আপনাদের এই লাভ কি বিশ্ব অর্থনীতির জন্যে একটা অসম অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না?'

'নিশ্চিত থাকেন।' দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যবসায়ী বললেন। 'ডায়মন্ড কার্টেল তাদের সমস্ত প্রতিজ্ঞা রাখবে। সারা পৃথিবীতে ডায়মন্ডের চাহিদা কেবল বেড়েই চলেছে। প্রথম দশ বছরে হয়তো আমাদের একটু টালমাটাল অবস্থা সহ্য করতে হবে, কিন্তু আমি নিশ্চিত, আমরা সামলে উঠবো।'

'দক্ষিণ আফ্রিকার জেন্টলম্যানের বক্তব্যকে স্বাগত জানাই,' বললেন সভাপতি।

'ডরসেটে কনসোলিডেটেড এখন কোথায় যাবে?' শেখ জানতে চান।

'আইনগতভাবে,' সভাপতি বলছেন, 'ডরসেটের দুই নাতির উপরে সমস্ত সম্পদ বর্তায়।'

'কতো বয়স ওদের?'

'সাত বছরের কিছু কম– দুজনেরই।'

'এতো পিচ্চি!'

'তাঁর কোনো মেয়ে বিবাহিত– এমনটা কিন্তু আমরা জানতাম না,' ফোড়ন কাটলেন ভারতের এক প্রতিনিধি।

'না, তারা কেউই বিবাহিত ছিলেন না,' কাঠ কাঠ স্বরে উত্তরে বললেন সভাপতি। 'ডরসেটের নাতিদের নিয়ে অযথা টানা-হেঁচড়া করবেন না। তাদের বাবা ধনী একজন র‍্যাঞ্চ মালিক। আমার সূত্র বলছে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং যুক্তিবাদী মানুষ

তিনি। ইতোমধ্যেই, এস্টেটের তদারকির জন্যে আদালত তার পক্ষে রায় দিয়েছে।'

ডাচ ভদ্রলোক সভাপতির চোখে চোখে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, 'ওদের ব্যবসায়ীক দিক দেখার দায়িত্ব কার হাতে ন্যস্ত?'

'আপনাদের সবারই খুব পরিচিত নাম,' ইচ্ছে করেই দেরী করলেন সভাপতি। 'যতোদিন পর্যন্ত না এই দুই ছেলে সাবালক হচ্ছে, তাদের হয়ে সমস্ত ব্যবসায়িক দিক দেখবে স্ট্রসার অ্যান্ড সন্স পরিবার।'

ভবিষ্যতের ব্যবসা নিরাপদ জেনে দারুণ আনন্দিত ব্যবসায়ীগোষ্ঠি এবারে আরামপ্রদ ডিনার আর আরাম-আয়েশে ডুব দিলেন।

২০ মার্চ, ২০০০ সাল।
ওয়াশিংটন ডিসি।

৪৬.

তাসমানিয়ার হোবার্ট শহরের হাসপাতাল নার্সেরা প্রত্যেকে পিটকে জানালো, কতোটা ভাগ্যবান ছিলো সে। অন্ত্রের নাড়ি ছিঁড়ে পেটে যে প্রদাহ দেখা দিয়েছিলো, তা আরো মারাত্মক হতে পারতো। এমনকি, কোমড়ের হাড় থেকে বুলেট বের করে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে তাকে।

পিট নিরাপদ– ডাক্তারেরা এই মত না দেওয়া পর্যন্ত জিওর্দিনো আর স্যানডেকার তার কাছ ছেড়ে নড়লো না। অবশেষে, একদিন সন্ধ্যায় পিট যখন দুধ বা জ্যুস ছাড়া অন্য কিছু খেতে চাইলো, তার অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলো তারা।

অ্যাডমিরাল এবং অ্যাল এরপর মেইভের দুই ছেলেকে মেলবোর্ন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। মেইভের মৃত্যু সংবাদ শুনে র‍্যাঞ্চার ভদ্রলোক নিজেই মেলবোর্নে চলে এসেছিলেন। একেবারে খাঁটি অসি তিনি– জিওর্দিনো আর অ্যাডমিরালের কাছে কিড়ে-কসম কেটে বললেন, ছেলে দুটোকে মানুষ করার জন্যে যা যা করা দরকার, সবকিছুর ব্যবস্থা করবেন তিনি। জমজ ভাইদের আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা হলেন তিনি নিজে। ছেলেদুটোর হিল্লে হতে, আর পিটের অবস্থা ভালোর দিকে জানার পরই অ্যাল এবং অ্যাডমিরাল ফিরে গেলেন ওয়াশিংটনে। হনুলুলুকে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে দারণ বাহবা পেলেন স্যানডেকার।

নুমা থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার যতোটুকু চিন্তা ছিলো মার্কিন প্রেসিডেন্টের বা উইলবার হাটনের– সব উবে গেলো। সবাই বলছে, এই প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু অ্যাডমিরাল তার চেয়ারে তখনো থাকবেন।

হোবার্টের বুক চিড়ে বয়ে যাওয়া ডারউইন্ট নদীর দিকে আনমনে চেয়ে ছিলো পিট, জানালা দিয়ে, এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলেন ডাক্তার। 'আপনার তো বেডে থাকার কথা,' ভারী অস্ট্রেলিয়ান উচ্চারণে বললেন তিনি। *বেড* শব্দটা শোনালো *বায়েড।*

কঠিন দৃষ্টিতে তাকে দেখলো পিট। 'আমার সময় হয়েছে এখান থেকে চলে যাওয়ার।'

লাজুক হাসলেন ডাক্তার। 'আসলে, আপনার কোনো কাপড় নেই। আপনার শরীরে যা ছিলো, সব ছিঁড়ে যাওয়ায় এখন ট্রাশ ক্যানে।'

'সেক্ষেত্রে, এই হসপিটাল গাউন আর হতচ্ছাড়া বাথরোব পরেই চলে যাবো আমি। যে ব্যাটার মাথা থেকে এ ধরনের পোশাক আবিষ্কারের পরিকল্পনা বেরিয়েছে, তার পাছা দিয়ে এটা ঢুকিয়ে দেওয়া হোক– এই হলো আমার মত।'

'বুঝতে পারছি, আপনার সাথে অযথা তর্ক করে কোনো লাভ নেই।' কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'অবাক ব্যাপার– এখনো আপনার শরীর ঠিকঠাক মতো কাজ করে চলেছে। একজন মানুষের শরীরে এতো আঘাতের চিহ্ন– ভাবাই যায় না। যাক, দেখছি নার্স আপনার জন্যে কোনো কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারে কি না।'

এইবারের যাত্রায় কোনো নুমার জেট পিটের অপেক্ষায় নেই। ইউনাইটেড এয়ারলাইনের বানিজ্যিক ফ্লাইটে ক্লান্ত পিট নিজের আসন খুঁজে পাচ্ছিলো না।

কফি রঙ করা চুলের একটা অ্যাটেন্ডেন্ট, অনেকটা পিটের মতোই সবুজ চোখের অধিকারী, দয়াপরবশ হয়ে এগিয়ে এসে বললো, 'আপনার সিট পাচ্ছেন না, স্যার?'

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে পিট নিশ্চিত হলো, জীবন্মৃতের মতোই দেখাচ্ছে তাকে।

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।' বললো সে।

জানালার ধারে খালি একটা আসনে ওকে নিয়ে যেতে যেতে অ্যাটেন্ডেন্ট মেয়েটা জানতে চাইলো, 'আপনি কি মি. পিট?'

'এখন তো অন্য কেউ হতে পারলে বর্তে যেতাম– কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, হ্যাঁ, আমিই ডার্ক পিট।'

'আপনি সৌভাগ্যবান লোক।'

'অন্তত এক ডজন নার্স তাই বলেছে আমাকে।'

'না। সেটা বলি নি। বোঝাতে চাইছি, আপনার জন্যে ভাবে, এমন অনেক বন্ধু রয়েছে আপনার। ফ্লাইট ক্রুদের বলা আছে, আপনার যাত্রা সহজ করার জন্যে যা কিছু সম্ভব যেনো করা হয়।'

স্যানডেকার ব্যাটা কেমন করে জানলো, ও হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে প্লেনে উঠবে– পিট কোনো কূল-কিনারা পেলো না ভেবে।

পুরোটা পথ ঘুমিয়ে পার করে দিলো পিট। ডালেস বিমান বন্দরে নেমে একটু বিষণ্ন হয়ে উঠলো ও, আশ্চর্য এমনকি প্রিয় বন্ধু অ্যাল পর্যন্ত ওকে স্বাগত জানাতে আসে নি। মন খারাপ করে ট্যাক্সির সারির উদ্দেশ্যে চললো ডার্ক পিট।

রাত আট টার দিকে ট্যাক্সি থেকে নেমে, নিজের হ্যাঙারের সিকিউরিটি কোড চাপ দিয়ে বাসস্থানে প্রবেশ করলো পিট। আলো জ্বালতেই ওর অসামান্য গাড়ির সংগ্রহে ঠিকরে এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। পিটের সামনে দেয়াল পর্যন্ত উঁচু একটা জিনিস, এখান থেকে যাওয়ার সময় এটা দেখে যায় নি সে।

অবাক বিস্ময়ে সেই টোটেপ পোল বা খাম্বার দিকে চেয়ে রইলো পিট। ডগায় ডানা ছড়িয়ে দেওয়া একটা ঈগলের ছবি খোদাই করা। এরপর, একে একে গ্রিজলি ভালুক, ব্যাঙ, নেকড়ে। নেকড়ের কানে গাঁথা নোটটা পড়লো পিট–

আমাদের প্রিয় দ্বীপের ভাগ্যাকাশ থেকে অশনী সংকেত দূর করার জন্যে দ্বীপবাসীদের পক্ষ থেকে দেওয়া এই স্মারক উপহার গ্রহণ করুন। ডরসেট মাইন বন্ধ হয়ে গেছে, দ্রুতই প্রকৃতি তার আগের রূপ ফিরে পাবে। আপনি এখন হাইডা দ্বীপের সম্মানিত বাসিন্দা।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু,
ম্যাসন ব্রডমোটর।

দারুণ এক ভালোলাগা ঘিরে ধরেছে পিটকে। দ্বীপবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেছে মন। এরপর, টোটেম পোলের চারপাশে হেঁটে চলতে অবিশ্বাস ফুটে উঠলো ওর সবুজ চোখে। এরপর, দুঃখবোধ। ঠিক পিছনেই, গাড়ির সারির মাঝখানে বসে *মারভেলাস মেইভ।*

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত নৌকাটা তখনো গর্বিত। পিট ভেবে পেলো না, কেমন করে আগ্নেয়গিরি উদগিরণ এড়িয়ে এতো হাজার কিলোমিটার দূরে ওয়াশিংটনে এলো ওটা।

আচমকা, জ্বলে উঠলো সব আলো। গাড়ির আনাচ-কানাচ আর থামের আড়াল থেকে বেরুতে শুরু করলো লোকজন। সবার কণ্ঠে 'সারপ্রাইজ,' কিংবা 'ওয়েলকাম হোম।'

আলতো করে ওকে আলিঙ্গন করলো অ্যাল জিওর্দিনো– বন্ধুর আঘাত সম্পর্কে সচেতন। আর স্যানডেকার? গম্ভীর ভঙ্গিতে হ্যান্ডশেক করলেন। নুমার আরো চল্লিশজন সদস্যের সঙ্গে ওখানে রয়েছে রুডি গান এবং হিরাম ইয়েজারও। পিটের বাবা-মাও রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর জর্জ পিট, আর ওর মা বারবারা প্রথমটায় ছেলের স্বাস্থ্যের এই হাল দেখে থমকে গেলেন। রয়েছেন সেইন্ট জুলিয়েন পার্লমুটারও– খাবার আর ড্রিঙ্ক বিলাচ্ছেন। পিটের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, কংগ্রেস সদস্যা লরেন স্মিথ চুমো খেলো ওর গালে।

ছোট্ট সেই বোটটার দিকে তাকিয়ে পিট বললো, 'ওটা এখানে আনলে কেমন করে, অ্যাল?'

হাসিতে উদ্ভাসিত হলো অ্যাল। 'তাসমানিয়ায় আমি আর অ্যাডমিরাল যখন পৌঁছলাম, আরো এক প্রস্থ রসদ নিয়ে দ্বীপে ফিরে গিয়েছিলাম আমি। সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই পাওয়া গেলো মার্ভেলাস মেইভকে। এরপর, ম্যালা ঝক্কি করে, অসি ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তায় নিয়ে এনেছি এখানে।'

'সত্যি, তোমার তুলনা নেই, অ্যাল।'

'আরে, এতোটুকু তুমি আমার কাছে পাওনা।'

'মেলবোর্নে মেইভের ফিউনারেলে যেতে পারলাম না আমি।'
'অ্যাডমিরাল, আমি আর ছেলেদুটোসহ ওদের বাবা ছিলো। ঠিক যেমন বলেছিলে, ওকে কবরে নামানোর সময় 'মুন রিভার' গানটা বাজানো হয়েছে।'
'শোকবার্তা পাঠ করেছে কে?'
'তোমার দেওয়া লেখাটা পড়েছেন অ্যাডমিরাল। এমন একজনও ছিলো না, যে কাঁদে নি।'
'আর রডনি ইয়র্ক?'
'কুরিয়ারে করে ইংল্যান্ডে রডনির লগবুক আর চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি। তার বউ এখনো জীবিত– সত্তরের মতো বয়স। জেনে খুশি হবে, তিনি কৃতজ্ঞ স্বামীর জিনিসগুলো ফেরত পেয়ে।'
'ভালো লাগছে জেনে– এতোদিনে সত্যিটা জানলেন মহিলা,' বললো পিট।
পার্লমুটার ওর হাতে একটা ওয়াইনের গ্লাস ধরিয়ে দিলো। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকে যাওয়ার পর বারবারা পিট জানালেন, তিনি চান, তার ছেলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠার আগ পর্যন্ত কেউ যেনো বিরক্ত না করে।
'সুস্থ হয়ে ওঠার আগে কাজে এসো না,' বললেন স্যানডেকার।
'এক মাসের মধ্যে একটা প্রজেক্টে যোগ দিতে চাই আমি,' জানালো পিট।
'সেটা আবার কী প্রজেক্ট?'
চওড়া হাসে পিট। হ্রদ থেকে পানি নেমে গেলে গ্ল্যাডিয়েটর দ্বীপে ফিরে যাবো আমি।'
'আর, কি খুঁজতে?'
'বাসিল নামে এক ভদ্রলোককে।'
'কে এই লোক?'
'ওটা একটা সাগরের সরীসৃপ। ল্যাগুন থেকে ছাই আর ভস্ম সরে গেলে আবারো নিজের প্রজনন স্থানে ফিরে আসবে ও।'
গম্ভীর ভঙ্গিতে পিটের পিঠে এমনভাবে চাপড়ে দিলেন অ্যাডমিরাল, যে ভঙ্গিতে ডানপিটে বাচ্চাদের শাসন করে বাবা-মায়েরা। 'লম্বা একটা বিশ্রাম নাও। ওই বিষয়ে পরে ভাবা যাবে।'
বিড়বিড় করে কি যেনো কি বলতে বলতে প্রস্থান করলেন তিনি। লরেন স্মিথ এগিয়ে এসে একটা হাত ধরলো পিটের।
'চাও, আমি থেকে যাই রাতে?' নরম স্বরে জানতে চাইলো ও।
লরেনের কপালে চুমু খেলো পিট। 'ধন্যবাদ। কিন্তু মনে হয়, আর কিছুটা দিন একা থাকতে চাই আমি।'
স্যানডেকার লরেনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসার প্রস্তাব দিতে সানন্দে মেনে নিলো সে। সেতু পেরিয়ে শহরে প্রবেশ করলো গাড়ি। চুপচাপ দুজনেই।

'কখনো ডার্ককে এমন হতবিহ্বল হতে দেখি নি,' ধরা গলায় বললো লরেন। 'কখনো মনে হয় নি, ও এতোটা ভেঙে পড়তে পারে।'
'ও ঠিক হয়ে যাবে,' স্যানডেকার আশ্বস্ত করে ওকে। 'সপ্তা দুয়েকের বিশ্রাম পেলে পিট আবার আগের মতো হয়ে যাবে।'
'আপনার মনে হয় না, বিপদজনক এই রোমাঞ্চের জন্যে ওর বয়সটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে?'
'ডার্ক ডেস্কে বসে কলম পিষছে— এ আমি মেনে নিতে পারি নে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ও ঠিকই সাগর চষে বেড়াবে, ওখানেই ওর নিয়তি।'
'আচ্ছা, বলুন তো, কিসে এমন টানে ওকে?'
'কিছু কিছু মানুষের জন্মই হয় অস্থিরতার জন্যে,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন স্যানডেকার। 'ডার্কের কাছে প্রতিটি ঘন্টাই কোনো না কোনো রহস্য সমাধানের জন্যে, প্রতিটি নতুন দিন ওর কাছে এক একটি নতুন চ্যালেঞ্জ।'
ঘাড় ফিরিয়ে নুমা চিফের দিকে তাকালো লরেন। 'আপনি ওকে হিংসে করেন– তাই না?'
'অবশ্যই করি। আমি জানি, তুমিও হিংসে করো ওকে।'
'ঠিক। কিন্তু কেনো বলুন তো?'
'সহজ উত্তর– আমাদের সবার ভেতরেই একটু হলেও একজন ডার্ক পিট বসবাস করে।' জ্ঞানী বুড়ো উত্তর দিলেন।

সবাই চলে যেতে, মিলনমেলা ভাঙতে, নীরবে হেঁটে তার বিখ্যাত গাড়ির সংগ্রহ টপকে সেই নৌকাটার কাছে এসে দাঁড়ালো পিট। এই সেই নৌকা– ও, মেইভ আর জিওর্দিনো মিলে বানিয়েছিলো মিজারি রক-এ। ককপিটে উঠে বসলো ও। অনেক, অনেকক্ষণ ওখানে বসে রইলো ডার্ক পিট– স্মৃতিতে হারিয়ে গেছে।
পুরনো হ্যাঙারের ছাদের ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে যতোক্ষণে সকালের সূর্য রশ্মি প্রবেশ করলো, পিট তখনো সেখানে বসে।
নিঃসঙ্গ।

(শেষ)



লেখক, অনুবাদক ডা. মখদুম আহমেদের জন্ম ঢাকা শহরে, এই নগরেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা কলেজ এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে। ২০০৬ সালে এমবিবিএস পাশের পর ২০০৭ সালে পেশাগত প্রশিক্ষণ শেষ করে চিকিৎসক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন পান। মূলত, ইংরেজি ভাষায় পত্র-পত্রিকায় লেখালিখির সুবাদে পরিচিতি এবং অনুবাদে হাতেখড়ি। মেডিসিন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখন। ইতিমধ্যে উইলবার স্মিথের 'রিভার গড' উপন্যাস রূপান্তরের মাধ্যমে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পনের।

পিতা-মাতা রোকন উদ্দিন আহমেদ ও সালমা আহমেদ।

প্রিয় শখ লেখালিখি এবং স্প্যানিশ গিটার বাজানো।

কর্মস্থল ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা এবং বাংলাদেশ থ্যালাসিমিয়া ফাউন্ডেশন।

সাহিত্য-কর্ম ফিচার, কবিতা, অনুবাদ। প্রথম উপন্যাস *অজস্র জনম ধ'রে* প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায়। ইংরেজি ভাষায় লেখা মেমোয়ার, *দ্য ডায়রী অব আ ট্রেইনি ডক্টর* আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্মাননা ডা. মখদুম আহমেদ সম্প্রতি *অস্ট্রেলিয়ান লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড* (২০০৯)-এ ভূষিত হয়েছেন।

প্রিয় সাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশ, হুমায়ুন আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, হরিপদ দত্ত, কবীর চৌধুরী, কাজী আনোয়ার হোসেন, উইলবার স্মিথ, ড্যান ব্রাউন, জেফরী আর্চার, স্টিফেন কিং, ক্লাইভ কাসলার এবং ইসমাইল কাদের।

যোগাযোগ: robin_ssmc@yahoo.com (ই মেইল)